সিডনি শেলডনের

আফটার দ্য ডার্কনেস

কাহিনী বিন্যাস । টিলি ব্যাগশ

রূপান্তর • অনীশ দাস অপু





বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই 'দ্য নেকেড ফেস'কে নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন, প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে : *দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট*, *ব্লাড লাইন*, *রেজ অভ এঞ্জেলস*, *ইফ টুমরো কামস*, *দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি*, *মাস্টার অব দ্য গেম*, *দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস*, *মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।



টিলি ব্যাগশ-এর পুরো নাম মাটিলডা এমিলি এন. ব্যাগশ, জন্ম ১৯৭৩ সালের ১২ জুন, ইংল্যান্ডে। তিনি একজন ব্রিটিশ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং সাতটি বইয়ের লেখক। তাঁর প্রথম বই *Adored* প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে, তারপর তিনি *Showdown* (২০০৬), *Do Not Disturb* (২০০৮), *Flawless* (২০০৯), *Scandalous* (২০১০), *Fame* (২০১১), *Temptation* (২০১২) রচনা করেন। তবে টিলি লেখক হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছেন থ্রিলার কিং সিডনি শেলডনের আউটলাইন অবলম্বনে *মিস্ট্রেস অব দ্য গেম*, *আফটার দ্য ডার্কনেস*, *অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক*, *দ্য টাইডস অব মেমোরি* ও *ইফ টুমরো কামস*-এর সিকুয়েল *চেজিং টুমরো* লিখে। কাহিনীবিন্যাসকারী হিসেবে শেলডনের বইগুলোতে টিলি'র নাম গেলেও এর মধ্যে কয়েকটি কাহিনী কিন্তু সম্পূর্ণই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। তবে কোন কোন বই তিনি নিজে লিখেছেন তা মূল বইতে উল্লেখ না থাকায় কাহিনীবিন্যাসকারী হিসেবেই তাঁর নাম লেখা হলো।

টিলি ব্যাগশ বিবাহিতা। তাঁর স্বামী রবিন নাইটস একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী। টিলি *দ্য সানডে টাইমস* এবং *দ্য ডেইলি মেইল*-এর নিয়মিত প্রদায়ক। সাংবাদিক এবং লেখক হিসেবে তাঁর ব্যস্ত সময় কাটে লন্ডন এবং লস অ্যাঞ্জেলেস-এর বাড়িতে। তিনি তিন সন্তানের জননী।

ISBN 978 984 91219 7 8

সিডনি শেলডনের

আফটার দ্য ডার্কনেস

কাহিনী বিন্যাস । টিলি ব্যাগশ

রূ পা ন্ত র • অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বিক্রয়কেন্দ্র
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২৪৪০৩, ০১৭১৮-০৮২৫৪৫

বর্ণবিন্যাস
সাইবর্গ কম
১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন ০১৯১২ ৭০৯৪১৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় ডা. সুনীল দাস
মোবাইল ০১৭৩১১৬৯২৯৬

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য ৫০০.০০ টাকা

Sidney Sheldon's
AFTER THE DARKNESS
Stroy Tilly Bagshawe Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1Ka, Hemendra Das Road, Dhaka-1100
Phone 9573769, 01711664970
e-mail anindya.prokash@yahoo.com

First Published February 2014

Price Taka 500.00
US $ 25

ISBN 978 984 90661 9 4

লেখকের উৎসর্গ

For Kerstin and Zouis Spar, with love

অনুবাদকের উৎসর্গ

মো. আরিফুর রহমান আরিফ

স্বর্ণ-হৃদয়ের এই যুবকটিকে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। স্বল্প যে ক'জন মানুষের ওপর আমি ভরসা করতে পারি ও তাদেরই একজন। চমৎকার এই ছেলেটিকে ঈশ্বর সর্বদা ভালো রাখুন, মঙ্গল করুন!

আফটার দ্য ডার্কনেস সম্পর্কে
সিডনি শেলডনের কন্যা ও স্ত্রীর মন্তব্য

টিলি ব্যাগশ'র লেখার মাধ্যমে বাবার বইগুলো বেঁচে থাকছে, এ বড়ই আনন্দের সংবাদ। বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন দেখে খুব খুশি হতেন যে টিলি তাঁর গল্পের প্লটে দারুণ সব মোচড় রেখেছেন, চমৎকারভাবে এঁকেছেন চরিত্রগুলো। টিলি বয়সে তরুণী, দেখতে সুন্দরী- যেন সিডনি শেলডনের নায়িকাই ফিরে এসেছেন বাস্তবে।

– মেরী শেলডন

টিলি ব্যাগশ অভ্যন্তরীণ কণ্ঠটি ধরতে পেরেছেন... তিনি নিজেই যেন শেলডনের একটি চরিত্র। আমার মনে হচ্ছে সিডনি ওপর থেকে আমাকে দেখছে এবং বইটি সম্পর্কে হাসতে হাসতে বলছে 'খুব সুন্দর হয়েছে।'

– আলেকজান্দ্রা শেলডন

অনুবাদকের অনুভূতি

আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক সিডনি শেলডনের সবগুলো বই-ই আমি অনুবাদ করেছি এবং সেগুলো পাঠকপ্রিয়তাও পেয়েছে। এই মহান থ্রিলার লেখকের মৃত্যুর পরে তাঁর অগুনতি পাঠকের মতো আমিও যখন হতাশ ভেবে শেলডনের লেখা আর পড়তে পারব না এবং অনুবাদক হিসেবে আফসোস আর কখনও প্রিয় লেখকটির বই অনুবাদ করার সুযোগ এবং সৌভাগ্য হবে না, সেই সময় আমাদের সকলকে অতিশয় আনন্দিত করে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন টিলি ব্যাগশ নামের দারুণ প্রতিভাময়ী এক তরুণ লেখিকা। আমরা জানলাম প্রয়াত সিডনি শেলডন মৃত্যুর আগে কয়েকটি কাহিনীর আউটলাইন দিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলো অবলম্বনে টিলি ব্যাগশ থ্রিলার রচনা করেছেন!

পাঠক, সিডনি শেলডনের আউটলাইন, টিলি ব্যাগশ রচিত থ্রিলারগুলো পাঠ করে আমি যারপরনাই আনন্দ পেয়েছি। বইগুলো অনুবাদ করার সময় আমার কখনও কখনও মনে হচ্ছিল টিলি নন, শেলডন স্বয়ং বুঝি এগুলো লিখেছেন। টিলির কাহিনী বিন্যাস এবং ভাষাশৈলী অপূর্ব। শেলডনের মতোই তিনি প্রতিটি চ্যাপ্টারের শেষে একটি উৎকণ্ঠিত টুইস্ট রেখে দেন যা পাঠককে পরবর্তী অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। *আফটার দ্য ডার্কনেস* সেরকমই একটি থ্রিলার কাহিনী। এই রোমাঞ্চোপন্যাসের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে উত্তেজনা এবং শিহরণ। প্রেম-বিরহ-সেক্স-বিশ্বাসঘাতকতা-ষড়যন্ত্র-প্রতিশোধ সব মিলিয়ে এ এক দুর্দান্ত থ্রিলার! পড়ুন এবং আমার কথার সত্যতা প্রমাণ পাবেন।

অনীশ দাস অপু
ধানমন্ডি, ঢাকা।

Greed is right
Greed works

Greed clarifies, cuts through and captures the essence of the evolutionary spirit.
Greed, in all of its forms- greed for life, for money, for love, for knowledge- has marked the upward surge of mankind
- Gordon Gekko, in *Wall Street,* 1987

পূর্বাভাস

নিউইয়র্ক, ডিসেম্বর ১৫, ২০০৯

হিসেব মেটানোর দিন উপস্থিত।

দেবতারা একটি বলি দাবি করেছিলেন। মানুষ বলি। প্রাচীন রোমে, শহরে যখন যুদ্ধ হতো, ধৃত যুদ্ধ নেতাদের ফাঁসি দেয়া হতো যুদ্ধ দেবতা মঙ্গলের সামনে। সৈন্যরা সোল্লাসে ফেটে পড়ত, চিৎকার চেঁচামেচি করত তারা বিচারের জন্য নয়, প্রতিশোধের জন্য। রক্তের জন্য।

তবে এটা প্রাচীন রোম নয়। এটা আধুনিক দিনের নিউইয়র্ক, সভ্য আমেরিকার হৃদয়স্থল। এ শহরে ভর্তি নির্বাসিত, ক্রুদ্ধ লোকের বাস, নিজেদের যন্ত্রণার জন্য কাউকে দোষারোপ করার যাদের প্রয়োজন হয়। আজকের বলিটি দেয়া হবে ম্যানহাটান ক্রিমিনাল কোর্টস বিল্ডিং-এর সুসজ্জিত কক্ষে। তবে এখানেও কোন অংশে কম রক্তক্ষরণের ঘটনা ঘটবে না।

সাধারণত টিভি ক্রু আর পৈশাচিক মনোবৃত্তির দর্শকরা খুনের মামলা দেখতে আসে। কিন্তু আজকের বিবাদী, গ্রেস ব্রুকস্টিন কাউকে হত্যা করেনি। অন্ততঃ সরাসরি নয়। তবু বহু নিউইয়র্কবাসী গ্রেস ব্রুকস্টিনকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে দেখতে চায়। তার কুত্তার বাচ্চা স্বামী তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তারচেয়েও খারাপ, সে ন্যায় বিচারের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। লেনি ব্রুকস্টিন- *তার আত্মা পচে মরুক নরকে*- দেবতাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছিল। এখন দেবতারা তার শোধ নিচ্ছেন।

জনতার রিপ্রেজেন্টেটিভ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যাঞ্জেলো মিকেল কোর্টরুমে তাঁর ভিক্টিমের দিকে তাকিয়ে আছেন। মহিলা বসে আছে বিবাদীর টেবিলে, হাত জোড়া শান্তভাবে কোলের ওপর জড়ো করা, তাকে দেখতে মোটেও ক্রিমিনালের মতো লাগছে না। হালকা পাতলা গড়ন, চুলের রঙ সোনালি, ২২/২৩ বছরের আকর্ষণীয় চেহারার গ্রেস ব্রুকস্টিনের শরীরের গঠনটি চমৎকার। কৈশোরে জিমন্যাস্ট ছিল গ্রেস, এখনও দেহে নর্তকীর ভারসাম্য- লৌহদন্ডের মতো টানটান শিরদাঁড়া, হাতের নড়াচড়ায় রয়েছে আশ্চর্য ছন্দ। গ্রেস ব্রুকস্টিন লাজুক, পলকা। কমনীয় সুন্দরী। সে সেইরকম মেয়ে যাদেরকে দেখলেই পুরুষদের ইচ্ছে করে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে রক্ষা করতে। হয়তো পুরুষরা তা-ই করত যদি না সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রতারণা, ৭৫ বিলিয়ন ডলার চুরি না করত।

লেনি ব্রুকস্টিনের প্রতিষ্ঠিত হেজ (hedge) ফান্ড কোরাম, যার সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার তরুণী স্ত্রীর নাম রয়েছে, এটি প্রায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া আমেরিকান অর্থনীতির জন্য ছিল মারাত্মক একটি আঘাত। এ দুটির মাঝে ব্রুকস্টিনরা ধ্বংস করেছে পরিবার, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে গোটা ইন্ডাস্ট্রি এবং নিউইয়র্কের একসময়ের বিখ্যাত অর্থনৈতিক কেন্দ্রটির হাঁটু ভেঙ্গে দিয়েছে। ম্যাডঅফের চেয়েও বেশি চুরি তারা করেছে। তবে এটাই সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল না। বড় আঘাত ছিল ম্যাডঅফ শুধু বড়লোকদের অর্থ আত্মসাৎ করেছিল কিন্তু ব্রুকস্টিনরা গরীবের টাকাও মেরে দিয়েছে। তাদের শিকার ছিল সাধারণ মানুষজন; বৃদ্ধা, ছোটখাটো চ্যারিটি, কঠোর পরিশ্রম করা, কল-কারখানার পরিবার, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। কোরামের কারণে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া এক যুবক পিতা তার সন্তানদের রাস্তায় ভিক্ষা করার দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।

তবে কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে যে অপরাধের জন্য গ্রেস ব্রুকস্টিনকে এ আদালতে নিয়ে আসা হয়েছে সে জন্য সে দায়ী নয়। লেনি ব্রুকস্টিনই কোরাম প্রতিষ্ঠার মূল হোতা, তার স্ত্রী নয়। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যাঞ্জেলো মিকেল এ ধরনের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখেন। *বোকার দল তোমরা ভাবছ যা ঘটছিল তা বুঝি তার স্ত্রী জানত না? সে জানত। সে সবই জানত। তবে গ্রাহ্য করেনি। সে তোমাদের পেনশন ফান্ড খরচ করেছে, উড়িয়ে দিয়েছে। তোমাদের জমা করা সমস্ত টাকা, তোমাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার অর্থকড়ি... এখন তার দিকে তাকাও! তার বেশভূষা দেখে কি মনে হচ্ছে তোমরা তোমাদের বাড়িঘর হারিয়েছ বলে তার কিছু এসে যায়?*

ট্রায়ালের সময় গ্রেস ব্রুকস্টিন কী ধরনের ড্রেস পরে আসছে, তার দাম কত ইত্যাদি নিয়েও লেখালেখি করছে প্রেস। আজকে রায়ের দিন গ্রেস পরেছে একটি সাদা চ্যানেল শিফট, দাম (৭,৬০০ ডলার), ম্যাচ করা বুকলি জ্যাকেট (৫,২০০ ডলার), লুই ভুইত্তো পাম্প শূ (১২০০ ডলার) এবং তার হাতের পার্সটির দাম ১৮,৬০০ ডলার। এছাড়া তার গায়ে যে বহুমূল্য মিংক কোটটি রয়েছে তা হাতে তৈরি। এটি তার স্বামী তার বিবাহ বার্ষিকীতে উপহার দিয়েছিলেন। ১৪নং আদালত কক্ষে গ্রেস ব্রুকস্টিনের পুরো শরীরের ছবি ছেপে দিয়ে *দ্য নিউইয়র্ক পোস্ট* হেডিং করেছে LET THEM EAT CAKE!

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যাঞ্জেলো মিকেল নিশ্চিত করতে চান যে গ্রেস ব্রুকস্টিনের কেক খাওয়ার দিন শেষ। *দামী পোশাকের মজাটা নিয়ে নাও, লেডি। কারণ আজকের পরে তুমি আর ওই পোশাক পরার সুযোগ পাবে না।*

অ্যাঞ্জেলো মিকেল লম্বা, রোগাটে, বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠায়। পরনে সাদামাটা ব্রুক ব্রাদার্স স্যুট, মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, চকচকে কালো হেলমেটের মতো উঁচু হয়ে আছে। অ্যাঞ্জেলো মিকেল একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ এবং ভয়ংকর প্রকৃতির একজন বস- সকল জুনিয়র ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিরা তাঁকে যমের মতো ডরায়– তবে পিতামাতার

সুপুত্র তিনি। অ্যাঞ্জেলোর বাবা-মা'র ব্রুকলিনে একটি পিজ্জার দোকান ছিল। কিন্তু লেনি ব্রুকস্টিনের কারণে তাঁরা সমস্ত পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ অ্যাঞ্জেলো ভালো কামাই করেন। নইলে এ বুড়ো বয়সে আরও অনেক আমেরিকানের মতো তাঁদেরও রাস্তায় ভিক্ষা করতে হতো। অ্যাঞ্জেলো মিকেলের মতে, গ্রেস ব্রুকস্টিনের উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে জেলখানা। তবে এ শাস্তিটিও গ্রেসের জন্য কম হয়ে যাবে বলে তাঁর ধারণা। যদিও মাত্র তো শুরু হলো। অ্যাঞ্জেলো ওই মেয়েকে অবশ্যই জেলখানায় ঢোকাবেন।

বিবাদী টেবিলে গ্রেসের পাশে যিনি বসেছেন তাঁর কাজ হচ্ছে অ্যাঞ্জেলোকে বাধা দেয়া। তাঁর নাম ফ্রান্সিস হ্যামন্ড তৃতীয়। নিউইয়র্কে লিগ্যাল কমুনিটিতে যাকে সবাই 'বিগ ফ্রাংক' বলে চেনে। যদিও তিনি বিশালদেহী নন, বরং কোর্টরুমের সবচেয়ে খাটো মানুষ। উচ্চতা মাত্র পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, নিজের মক্কেলের চেয়ে লম্বায় খুব একটা বেশিও নন। তবে ফ্রাংক হ্যামন্ড বুদ্ধি দিয়ে সহজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বিদের টপকে যান। একজন অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট ডিফেন্স অ্যাটর্নি, যার মাথায় দাবার গ্রান্ড মাস্টারের বুদ্ধি, যার মোরাল গাটার ফাইটারদের মতো, সেই ফ্রাংক হ্যামন্ড গ্রেস ব্রুকস্টিনের সবচেয়ে বড় আশা। তাঁর বিশেষত্ব হলো তিনি জুরিদের নিয়ে খেলা করেন, উন্মোচন করেন ভয়, কামনা এবং প্রেজুডিস যা লোকে বুঝতেও পারে না এবং জানে না এগুলো তিনি নিজের ক্লায়েন্টের পক্ষে কাজে লাগাচ্ছেন। গত বছর ফ্রাংক একাই দুই খুনী মাফিয়া বস এবং শিশু নির্যাতনকারী এক অভিনেতাকে বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁর কেসগুলো সবসময় হাই প্রোফাইলের হয় এবং তাঁর ক্লায়েন্টরা ট্রায়াল শুরু করেন হতভাগ্য, অসহায় চেহারা নিয়ে। গ্রেস ব্রুকস্টিন তার পক্ষে লড়াই করার জন্য, আরেকজন আইনজীবী ভাড়া করেছিল কিন্তু তার বন্ধু এবং বিশ্বস্ত লোক জন মেরিভেল তাকে বোঝায় ওই আইনজীবীকে বাদ দিয়ে বিগ ফ্রাংকের কাছে যাওয়ার জন্য।

'তুমি নিরাপরাধ, গ্রেস। আমরা এ কথা জানি। কিন্তু বাকি পৃথিবী তা জানে না। ম-ম-মিডিয়া তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চায়, ছিলে ফেলতে চায়। ফ্রাংক হ্যামন্ডই একমাত্র ব্যক্তি যে তোমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে। হি ইজ আ জিনিয়াস।'

কেউ বুঝতে পারছে না কেন বিগ ফ্রাংক এমন উত্তেজক সব পোশাকে গ্রেস ব্রুকস্টিনকে প্রতিদিন কোর্টে হাজিরা দিতে অনুমতি দিচ্ছেন। গ্রেসের পোশাক পরিচ্ছদ ক্রুদ্ধ করে তুলছে সংবাদ মাধ্যমকে, জুরিদের কথা তো বাদই। এটা কি বিরাট একটি ভুল নয়?

কিন্তু ফ্রাংক হ্যামন্ড কোনো ভুল করেন না। অ্যাঞ্জেলো মিকেল এ কথাটি যে কারও চেয়ে ভালো জানে।

তার উন্মাদনার মধ্যেও একটি কৌশল রয়েছে। থাকতেই হবে। শুধু কৌশলটা কী যদি জানতে পারতাম!

তবে এখন আর কিছু যায় আসে না। কারণ বিচারের আজ শেষ দিন এবং

অ্যাঞ্জেলো মিকেল নিশ্চিত তিনি একটি এয়ারটাইট কেস তৈরি করেছেন। গ্রেস ব্রুকস্টিনের দিন শেষ। প্রথমে তাকে জেলে যেতে হবে। তারপর নরকে।

ওইদিন সকালে মেরিভেলদের গেস্ট বলরুমে গভীর শান্তি নিয়ে ঘুম ভেঙেছিল গ্রেস ব্রুকস্টিনের। সে লেনিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। লাল টুকটুকে, ওদের এস্টেটে গ্রেসের সর্বদা প্রিয় মাল্টিমিলিয়ন ডলারের বাড়িটিতে রয়েছে। গোলাপ বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছে দু'জনে। লেনি ওর হাত ধরে রেখেছেন। লেনির ত্বকের উষ্ণতা টের পাচ্ছিল গ্রেস, হাতের তালুর অতি পরিচিত কর্কশ স্পর্শ।

সব ঠিক হয়ে যাবে, মাই ডার্লিং। বিশ্বাস রাখো, গ্রেসি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আজ সকালে, অ্যাটর্নির সঙ্গে আদালতে প্রবেশ করার সময় জনতার প্রবল ঘৃণা টের পেয়েছিল গ্রেস ব্রুকস্টিন, শত শত চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর পিঠ যেন পুড়ে যাচ্ছিল। নানান গালমন্দ শুনতে পাচ্ছিল সে। *মাগী। মিথ্যাবাদী।* কিন্তু নিজেকে শান্ত রেখেছে গ্রেসি, ভেতরের শান্তিটাকে যেন ধরে রেখেছিল ও। লেনির কণ্ঠস্বর বেজে চলছিল মস্তিষ্কে।

সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিশ্বাস রাখো।

গত রাতে ফোনে একই কথা বলেছিল জন মেরিভেলও। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জনকে পেয়েছে ও। জন ছাড়া এ বিপদ কিছুতেই সামাল দিতে পারত না গ্রেস। প্রয়োজনের সময় ওকে সবাই ছেড়ে চলে গেছে, ওর বন্ধুরা, এমনকী ওর নিজের বোনরাও। *ডুবন্ত জাহাজে ইঁদুরের পাল।* জন মেরিভিল গ্রেসকে পেয়ে বলেছিল ফ্রাংক হ্যামন্ডকে ভাড়া করতে। এখন ফ্রাংক হ্যামন্ড ওকে রক্ষা করবেন।

গ্রেস ছোটখাট অগ্নিগর্ভ লোকটিকে দেখছে জুরিদের সামনে যুক্তিতর্কের পর্যালোচনা করছেন, সামনে পেছনে হেঁটে বেড়াচ্ছেন খামারের দীপ্ত মোরগের মতো। সে শুধু হ্যামন্ড যা বলছে তার ভগ্নাংশ বুঝতে পারছে। লিগাল আর্গুমেন্টগুলো গ্রেসের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তবে সে নিশ্চিতভাবেই জানে যে তার অ্যাটর্নি তাকে বেকসুর খালাস করতে পারবেন। এবং শুধুমাত্র তখন সে নিজের আসল কাজ শুরু করতে পারবে।

আদালত থেকে মুক্তভাবে বেরিয়ে যেতে পারাটা স্রেফ শুরু মাত্র। আমাকে এখনও আমার নামটি কলংকমুক্ত করতে হবে। এবং লেনির নাম। গড, ওকে যে কী মিস করছি আমি! ভীষণ মিস করছি। ঈশ্বর কেন ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন? এগুলো কেন আমার জীবনে ঘটল?

ফ্রাংক হ্যামন্ড তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। এখন অ্যাঞ্জেলো মিকেলের পালা।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন অব দা জুরি' গত পাঁচদিন ধরে আপনারা অনেক জটিল লিগাল আর্গুমেন্ট শুনেছেন, কিছু আমার কাছ থেকে, কিছু মি. হ্যামন্ডের কাছ থেকে। কোরামের প্রতারণার অংকের পরিমাণ পঁচাত্তর বিলিয়ন ডলার...।'

টাকার অংকটির ইমপ্যাক্ট শোনার জন্য এখানে সামান্যক্ষণ বিরতি নিলেন অ্যাঞ্জেলো মিকেল। গত বেশ কয়েক মাসে বহুবার টাকার অংকটি উচ্চারিত হওয়ার পরেও এটি দর্শকদের এখনও চমকে দেয়।

...এর অর্থ হলো, প্রকৃতিগত দিক থেকেই এ মামলাটি বেশ জটিল। আর বিপুল অংকের টাকার কোন হদিস না মেলার কারণে এটি আরও বেশি জটিল আকার ধারণ করেছে। লেনি ব্রুকস্টিন একজন ধূর্ত মানুষ ছিলেন। তবে নির্বোধ ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী গ্রেস ব্রুকস্টিনও নির্বোধ নন। তাঁরা কোরামে যেসব কাগজপত্র ফেলে এসেছেন তা এতই জটিল এবং দুর্বোধ্য যে সত্য হলো আমরা হয়তো কোনদিনই ওই টাকা উদ্ধার করতে পারব না।'

নগ্ন ঘৃণা নিয়ে গ্রেসের দিকে তাকালেন অ্যাঞ্জেলো মিকেল। অন্তত: দু'জন মহিলা জুরি একই কাজ করলেন। 'তবে এ মামলায় যে বিষয়টি জটিল নয় তা হলো লোভ।'

আবার নীরবতা।

'ঔদ্ধত্য।'

পুনরায় বিরতি।

'লেনি এবং গ্রেস ব্রুকস্টিন ভাবতেন তাঁরা আইনের উর্ধ্বে। তাঁদের মতো আরও অনেকে, ওয়াল স্ট্রিটের ধনী ব্যাংকাররা, যারা আমাদের এই মহান দেশটিকে ধর্ষণ করেছে, লুণ্ঠন করেছে, ট্যাক্সদাতাদের টাকা মেরে খেয়েছে, আপনাদের টাকা এবং নির্লজ্জের মতো সে টাকা খরচ করেছে, এই ব্রুকস্টিন দম্পতিও তাদের মতো যারা বিশ্বাস করে না আইন তাদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। মিসেস ব্রুকস্টিনের দিকে আবার ভালো করে তাকান, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন। ওনাকে দেখে কি মনে হয় এ দেশের দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষগুলোর দুঃখ-দুর্দশা উনি বুঝতে পারেন? তাঁকে দেখে আমার তো মনে হয় না। আমি দেখতে পাচ্ছি বিত্তবৈভবের মধ্যে জন্ম নেয়া এক মহিলাকে, যে মহিলা এক ধনবান পুরুষকে ছাড়া কিছুই বোঝে না।'

গ্যালারিতে বসা জন মেরিভেল তার স্ত্রীর কানে কানে বলল, 'এটা কোন লি-লিগাল আর্গুমেন্ট নয়। এ হলো উইচ-হান্ট।'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বলে চললেন।

'গ্রেস ব্রুকস্টিন কোরামের একজন পার্টনার ছিলেন। একুয়াল ইকুইটি পার্টনার। ফান্ডের কাজকর্মের জন্য সমস্ত দায়-দায়িত্বই শুধু তাঁর ওপর অর্পিত ছিল না, তিনি নীতিগতভাবেই এসবের রেসপন্সিবল ছিলেন। গ্রেস ব্রুকস্টিন জানতেন তাঁর স্বামী কী করছেন। তিনি স্বামীর প্রতিটি কাজকে সমর্থন করতেন, উৎসাহ যোগাতেন।

'এ কেসের জটিলতা যেন আপনাদেরকে বোকা বানাতে না পারে, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন। সকল জায়গা এবং পেপার ওয়ার্কের নিচে, সকল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ট্রানজেকশনের পেছনে যা ঘটেছে তা খুবই সরল একটি বিষয়। গ্রেস ব্রুকস্টিন টাকা চুরি করেছেন। চুরি করেছেন কারণ তিনি লোভী। চুরি করেছেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন

কাজটি করে পার পেয়ে যাবেন।'

তিনি শেষবারের মতো তাকালেন গ্রেসের দিকে।

'উনি এখনও পার পেয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। তাঁর ভাবনা যে ভুল তা প্রমাণ করার ভার আপনাদের।'

গ্রেস ব্রুকস্টিন দেখল আসন গ্রহণ করেছেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যাঞ্জেলো মিকেল। তিনি চমৎকার পারফরমেন্স দেখিয়েছেন, হ্যামন্ডের চেয়ে অনেক বেশি বাকপটুতা ছিল তাঁর। জুরিদের দেখে মনে হচ্ছে তাঁরা এখুনি হাততালিতে ফেটে পড়বেন।

উনি যদি আমাকে ধ্বংস করতে না চাইতেন, ওনার জন্য আমার মায়াই লাগত। বেচারী। উনি অনেক চেষ্টা করেছেন। আর কী আবেগ দিয়েই না কাজটা করেছেন। হয়তো, অন্য কোন পরিবেশে আমাদের পরিচয় হলে দু'জনে বন্ধু হতে পারতাম।

মিডিয়ার ধারণা মতামত দিতে জুরিরা কমপক্ষে একদিন সময় নেবেন। এ মামলায় সাক্ষী প্রমাণের পরিমাণ এত বেশি যে এগুলো খুব দ্রুত রিভিউ করার প্রশ্নই নেই। কিন্তু জুরিরা এক ঘণ্টারও কম সময় আগে ফিরে এলেন ১৪ নম্বর কোর্টে। ফ্রাংক হ্যামন্ড যেমনটি বলেছিলেন।

গম্ভীর গলায় বিচারক বললেন, 'আপনারা কি আপনাদের ভারডিক্টে পৌঁছেছেন?'

পঞ্চাশোর্ধ, কৃষ্ণকায় ফোরম্যান মাথা ঝাঁকালেন। 'জী, ইয়োর অনার।'

'আপনারা বিবাদীকে কীভাবে দেখছেন? দোষী নাকি নির্দোষ?

ফোরম্যান সরাসরি গ্রেস ব্রুকস্টিনের দিকে তাকালেন।

এবং হাসলেন।

এক

নিউইয়র্ক, ছয় মাস আগে

'কোনটা তোমার পছন্দ, গ্রেসি? কালো নাকি নীল?'

দর্জির হাতে বানানো দুটি কোট তুলে ধরেছেন লেনি ব্রুকস্টিন। নিউইয়র্কের সবচেয়ে চাকচিক্যময় বার্ষিক চাঁদা তোলার অনুষ্ঠান কোরাম চ্যারিটি বলের আগের রাত আজ। লেনি এবং গ্রেস বিছানায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

'কালোটা,' মুখ না তুলেই বলল গ্রেস। 'এটা অনেক বেশি ক্ল্যাসিক।'

সে তার মহামূল্যবান লুই ষষ্ঠদশ ওয়ালনাট ড্রেসিং টেবিলে বসে লম্বা, সোনালি চুল আঁচড়াচ্ছে। গত সপ্তাহে লেনির কিনে দেয়া শ্যাম্পেন সিল্ক লা পার্লা নেগলিজি তার সুঠাম শরীরে সেঁটে রয়েছে, দেহের প্রতিটি বাঁক প্রস্ফুটিত। লেনি ব্রুকস্টিন মনে মনে বললেন *আমি একজন ভাগ্যবান মানুষ*। তারপর তিনি উঁচু গলায় হেসে উঠলেন।

লেনি ব্রুকস্টিন ওয়ালস্ট্রিটের মুকুটহীন সম্রাট। তবে তাঁর জন্ম সোনার চামচ মুখে দিয়ে নয়। আজ আমেরিকার প্রতিটি মানুষ আটান্ন বছরের এই বিশালদেহী লোকটিকে এক নামে চেনে; তাঁর মাথা ভর্তি তারের মতো পাকানো চুল, ছেলেবেলায় মারপিটের কারণে ভাঙ্গা নাক। ভাঙ্গা এ নাক কখনো জোড়া লাগাননি তিনি। (কেন লাগাবেন? তিনি তো ওই লড়াইয়ে জিতেছিলেন।) বুদ্ধিদীপ্ত, ঝকঝকে হলুদাভ বাদামী চোখ। এ মুখখানা প্রতিটি আমেরিকানের কাছে আংকেল স্যাম কিংবা রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ডের মতোই পরিচিত। নানান অর্থেই আমেরিকা মানেই লেনি ব্রুকস্টিন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী। পরিশ্রমী। ভদ্র। উষ্ণ হৃদয়। যে শহরে তাঁর জন্ম, নিউইয়র্ক, এখানে তাঁকে মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

তবে অবস্থা সবসময় এরকম ছিল না।

লিওনার্ড আলভিন ব্রুকস্টিনের জন্ম জ্যাকব এবং র‍্যাচেল ব্রুকস্টিনের পরিবারে। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। লেনির শৈশব কেটেছে প্রবল দুঃখদুর্দশায়। পরবর্তীতে যে স্বল্প কয়েকটি জিনিস লেনির মেজাজ উত্তপ্ত করে তুলত তার একটি হলো গল্পের বই, অপরটি চলচ্চিত্র। দুটিতেই দারিদ্রকে রোমান্টিকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

লেনি জানেন দারিদ্র্য কী জিনিস। তিনি বড় হয়েছেন দারিদ্রের মাঝে– মাংস খুবলে খাওয়া, আত্মা ধ্বংস করা দারিদ্র। আর দারিদ্রের মাঝে কোনো রোমান্টিকতা ছিল না, ছিল না কোনো মাহাত্ম্য। বাবা যখন মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে লেনি এবং তাঁর ভাইবোনদের সামনে মাকে ধরে পেটাতেন তার মধ্যে কোনো রোমান্টিক ব্যাপার ছিল না। কিংবা এক রাতে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ব্রুকস্টিনের নোংরা হাউজিং প্রজেক্টের তিনটা ছেলে লেনির প্রিয় বড়বোন রোসাকে ধর্ষণ করার পরে সে যখন সাবওয়ে ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করেছিল তার মধ্যেও কোনো রোমান্টিসিজম ছিল না। এর মধ্যে কোনো মহৎ ব্যাপার ছিল না যেদিন লেনি এবং তার ভাইরা 'গলাপচা' ইহুদি খাবার খাওয়ার দায়ে স্কুলে হামলার শিকার হয়েছিল। কিংবা মাহাত্ম্য ছিল না যেদিন লেনির মা চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে ক্যান্সারে মারা যায়। দারিদ্র্য লেনি ব্রুকস্টিনের পরিবারকে কাছে টানতে পারেনি। তাদেরকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তারপর, এক এক করে সবাইকে টুকরো করেছে। শুধু লেনি ছাড়া।

ষোল বছর বয়সে হাইস্কুলের পড়াশোনা বাদ দেয় লেনি এবং একই বছর গৃহত্যাগও করে। সে আর পেছন ফিরে তাকায় নি। কুইন্সে একটা বন্ধকীর দোকানে কাজ নেয়। এ দোকানে লোকজন ঘড়ি, গহনা ইত্যাদি বন্ধক রেখে টাকা ধার নেয়। যে বছর এ দোকানের চাকরিতে ঢোকে লেনি তার আগের বছর দোকানের মালিক মি. গ্রাডির হার্ট-বাইপাস সার্জারী হয়েছে। লেনির কষ্ট লাগত দেখে লোকে তাদের আবেগের জিনিসগুলো বন্ধকী রাখতে আসত– মৃত স্বামীর ঘড়ি, কন্যার প্রিয় রূপোর চামচ ইত্যাদি।

মি. গ্রাডি লেনিকে বলতেন: 'মূল্য বা দাম আসলে কিছু না, খোকা। এ হলো রূপকথা। মূল্য বা দামের অর্থ কেউ তোমাকে কিছু অর্থ দেবে কিংবা তাকে তোমার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।'

মি. গ্রাডিকে ব্যক্তি কিংবা ব্যবসায়ী হিসেবে খুব একটা পছন্দ করত না লেনি। তবে তাঁর বলা কথাগুলো লেনির মাথায় আঠার মতো লেগে থাকত। পরে, অনেক পরে, এ কথাগুলোই ছিল লেনি ব্রুকস্টিনের ধনসম্পদ তৈরি এবং কোম্পানির বিপুল সাফল্যের ভিত্। লেনি ব্রুকস্টিন বুঝতে পেরেছিল সাধারণ, গরীব মানুষ কী গ্রহণ করতে আগ্রহী। 'মূল্য' জিনিসটা একেকজনের কাছে একেকরকম। এবং সে অনুযায়ী মার্কেট বা বাজারও আলাদা হবে।

বুড়ো হারামজাদার কাছে আমি এ কথাগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ।

লেনি ব্রুকস্টিনের বন্ধকী দোকানের কর্মচারী থেকে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পাওয়া কোটিপতি হয়ে ওঠার গল্প আমেরিকান কিংবদন্তীতে পরিণত হয়, এ যেন এক রূপকথা। জর্জ ওয়াশিংটন যেমন মিথ্যা কথা বলতে পারেন না তেমনি লেনি ব্রুকস্টিনও কখনও ভুয়া বিনিয়োগ করেন না। কৈশোরকালের শেষ দিকে ঘোড়ার ওপর সফল বাজি রাখার পরে (জেকব ব্রুকস্টিন, লেনির বাবা ছিল এক মূর্খ জুয়াড়ি) লেনি স্টক মার্কেটে তার

ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। লেনি বুঝত কখন লোকসান থেকে কেটে পড়তে হবে। 'ওয়াল স্ট্রিট' ছবিতে মাইকেল ডগলাস বলেছিলেন 'লোভ করা ভালো।' কিন্তু লেনি এ কথা বিশ্বাস করতেন না। লোভ করা ভালো নয়। লোভ করতে গিয়েই বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী ধরা খেয়েছে। 'ডিসিপ্লিন' ভালো। ঠিক মডেলটি খুঁজে বের করে তার সঙ্গে লেগে থাকো। সেটাই হলো মূল চাবিকাঠি।

জন মেরিভেলের সঙ্গে যখন পরিচয় হয় লেনির ততদিনে তিনি মিলিওনেয়ার। দু'জনের মধ্যে খুব একটা মিল ছিল না। লেনি স্ব-প্রতিষ্ঠিত, আত্মবিশ্বাসী, শক্তির একটি গোলক। নিজের অতীত নিয়ে তিনি কখনও কথা বলেন না কারণ তিনি সেইসব দিনগুলোর কথা ভাবতেও চান না। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বাদামী চোখজোড়া সবসময় ভবিষ্যতের দিকে স্থির হয়ে থাকে। ভবিষ্যত ব্যবসা, ভবিষ্যত সুযোগ।

জন মেরিভেল উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, লাজুক প্রকৃতির, আবেগবর্জিত এবং সবসময় হতাশায় ভোগে। হাড্ডিসার লালচুলের এ তরুণকে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে সবাই 'দেশলাই কাঠি' বলে ডাকত। এখানে সেরা ছাত্র হিসেবে সে গ্রাজুয়েশন করেছে, তার বাবা এবং দাদাও একই জায়গা থেকে পাস করেছিলেন। সকলেই, জন মেরিভেল নিজেও আশা করত সে ওয়ালস্ট্রিটের শীর্ষস্থানীয় ফার্ম গোল্ডম্যান কিংবা মরগ্যান দিয়ে তার ক্যারিয়ার শুরু করবে এবং আস্তেধীরে তবে নিশ্চিতভাবেই ওপরে উঠে যাবে। কিন্তু লেনি ব্রুকস্টিন একটা ধূমকেতুর মতোই জন মেরিভেলের জীবনে প্রবেশ করলেন এবং সবকিছু বদলে গেল।

'আমি একটা hedge ফান্ড খুলব,' এক মিউচুয়াল বন্ধুর পার্টিতে দু'জনের পরিচয় হওয়ার রাতেই লেনি বললেন জনকে। 'আমি বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলো নেব। তবে আমার একজন পার্টনার দরকার, এমন একজন যার নির্ভরযোগ্য ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এবং যার সাহায্যে সে বাইরের ক্যাপিটাল টেনে নিয়ে আসতে পারবে। তোমার মতো কেউ।'

শুনে আত্মশ্লাঘা বোধ করল জন। কেউ তাকে এর আগে বিশ্বাস করে এরকম কিছু বলেনি। 'ধন্যবাদ। তবে আমি মার্কেটিং এর লোক নই। বি-বিশ্বাস করুন। আমি একজন চিন্তাবিদ, সে-সে-সেলসম্যান নই।' তোতলানোর কারণে তার খুব লজ্জা লাগছিল। এতদিনেও যে কেন তোতলামিটা সারল না!

লেনি বললেন, 'শোনো, সেলসম্যান ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। আমার দরকার বিশ্বাসভাজন একজন মানুষ। যে পঁচাশি বছরের সুইস ব্যাংকারের কাছ থেকে তার মায়ের লাইফ সেভিং বিনিয়োগে তার আস্থা অর্জন করতে পারবে। আমার পক্ষে ওটা করা সম্ভব নয়। আমি বড্ড...

তিনি সঠিক শব্দটি খুঁজে বেড়ালেন। 'বেশি জাঁকালো। আমার এমন একজনকে দরকার যে ঝুঁকি নিতে ভয় পাওয়া কোন ফান্ড ম্যানেজারকে ভাবতে বাধ্য করবে।'

'একটা কথা কী জানো? এ লোকটা সৎ। একে আমি পছন্দ করি, আর আমি বলছি,

জন, সে লোকটি হতে পারবে তুমি।'

এসব পনেরো বছর আগের কথা। তারপর থেকে কোরাম পরিণত হয় দেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে লাভজনক hedge ফান্ড-এ। এর শুঁড় ছড়িয়ে যায় প্রতিটি আমেরিকানের জীবনে: রিয়েল এস্টেট, মর্টগেজ, ম্যানুফ্যাকচারিং, সার্ভিস, টেকনোলজি। নিউইয়র্কারদের প্রতি ছয়জনে একজন কোন কোম্পানিতে চাকরি করতে গেলে দেখা যেত তার ব্যালান্সশিট নির্ভর করছে কোরামের পারফর্মেন্সের ওপর। আর কোরামের পারফর্মেন্স ছিল নির্ভরযোগ্য। এমনকী এখনও, ১৯৩৮-এর মহামন্দার পর থেকে লেহ্‌মোন ব্রাদার্স এবং বিয়ার স্টার্নসের জায়ান্টদের মতো কোম্পানি যখন দেয়ালে ধাক্কা খায়, কোরাম তখনও লাভ করে চলে। অর্থনৈতিক মন্দার আগুনে জ্বলে বিশ্ব, ওয়ালস্ট্রিট হাঁটু ভেঙে পড়ে যায়। কিন্তু লেনি ব্রুকস্টিন তাঁর সিস্টেমের সঙ্গে লেগে থাকেন, যেভাবে সবসময় ছিলেন। এবং তাঁর সুদিন, সুসময় গড়িয়ে চলে।

বহুদিন ধরেই লেনির ধারণা ছিল তিনি যা চেয়েছেন সব পেয়েছেন। গোটা বিশ্বজুড়ে রয়েছে তার কেনা বাড়িঘর, যদিও তিনি খুব কমই আমেরিকা ছেড়ে কোথাও যান। নিজের সময়টা ভাগ করে নিয়েছেন পাম বীচের ম্যানসন, ফিফথ এভিন্যুর অ্যাপার্টমেন্ট আর অলস দিন কাটানোর জন্য নানটুকেট আইল্যান্ডের সাগর তীরের এস্টেটের মধ্যে। তিনি পার্টি দিলে ওখানে সবাই আসে। তিনি লাখ লাখ ডলার চাঁদা দিয়ে অন্তরে তৃপ্তিবোধ করেন। টেরেন্স ডিসডেলের অভ্যন্তরীণ ডিজাইন করা তিনশ ফুট লম্বা একটি ইয়ট কিনেছেন তিনি। তাঁর রয়েছে একটি ব্যক্তিগত এয়ারবাস A340 জেট, এতে তিনি মাত্র দু'বার চড়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর মডেলদের সঙ্গে বিছানায় যান। এরা সবসময়ই তাঁর পাশে ঘুরঘুর করে। সেক্সের প্রয়োজন হলে এদের সঙ্গ কামনা করেন তিনি। তিনি বহু মানুষ পরিবৃষ্ট হয়ে থাকেন, এদের অনেককেই তিনি পছন্দ করেন তবে সে অর্থে তাঁর কোন 'বন্ধু' নেই। তাঁকে সবাই ভালোবাসে। কিন্তু তিনি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন না। এ কথা সবাই জানে।

তারপর একদিন তাঁর সঙ্গে গ্রেস নোয়েলসের পরিচয় হলো।

দুই

লেনি ব্রুকস্টিনের চেয়ে ত্রিশ বছরেরও ছোট গ্রেস নোয়েলস। সে ছিল বিখ্যাত নোয়েলস বোনদের কনিষ্ঠতম। তারা প্রয়াত কুপার নোয়েলসের বিখ্যাত তিন কন্যা, নিউইয়র্ক সোসালিস্ট। কুপার নোয়েলসের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ছিল, স্বর্ণালী সময়ে শত বিলিয়ন ডলারের মালিক ছিলেন তিনি। ডোনাল্ডদের মতো বড়লোক না হলেও কুপারকে বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করত। এমনকী ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাঁকে 'চার্মিং', 'জেন্টেলম্যান', 'ওল্ড স্কুল' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করতেন। বড় দুই বোন কনস্ট্যান্স এবং অনরের মতো গ্রেসও বাবার প্রশংসায় সর্বদা পঞ্চমুখ থাকত। তার সাত বছর বয়সে মারা যান কুপার, তাঁর মৃত্যু গ্রেসের জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে তা কোনোদিন পূরণ হওয়ার নয়।

গ্রেসের মা আবার বিয়ে করেছিলেন–সর্বমোট তিনবার– পাকাপোক্তভাবে তিনি ইস্ট হ্যাম্পটনে চলে আসেন, সেখানে তিন কন্যার জীবনযাত্রা প্রায় আগের মতোই চলতে থাকে। স্কুল, কেনাকাটা, পার্টি, ছুটি, আরও শপিং। কনি এবং অনর দু'জনেই ছিল সুন্দরী এবং নিউইয়র্কের কাঙ্ক্ষিত ব্যাচেলররা তাদের পিছু লেগে থাকত। তবে সবাই এ বিষয়টি মেনে নিয়েছিল যে তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী গ্রেস। বাবার মৃত্যুশোক ভুলতে তেরো বছর বয়সে সে যখন জিমন্যাস্টিকস শিখতে শুরু করে, তার দুই বোন গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। জিমন্যাস্টিকস মানে ট্রেনিং আর প্রচুর দেশ-বিদেশ ভ্রমণ। একবার দুই বোনের বিয়ে ভালোয় ভালোয় মিটে যাক, তখন গ্রেস আবার পার্টিতে যেতে শুরু করলেও সমস্যা নেই। তার আগ পর্যন্ত কনি এবং অনর তাদের 'বেবী সিস্টার'কে প্যারালাল বারের সঙ্গে প্রেম করতে উৎসাহ জুগিয়ে চলছিল।

আঠারো বছর বয়সে গ্রেসের প্রতিযোগিতা পর্যায়ের জিমন্যাস্টিকের সমাপ্তি ঘটে। তবে সে পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কারণ ততদিনে কনির সঙ্গে চিত্রতারকাদের মতো দেখতে সুদর্শন এক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার মাইকেল গ্রের বিয়ে হয়ে গেছে। সে লেহ্‌মান ব্রাদার্সে কাজ করে। আর অনরের বিয়ের তীর গিয়ে বিঁধেছে রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান জ্যাক ওয়ার্নারের গায়ে। সিনেটর ক্যান্ডিডেট হিসেবে তখন বেশ উচ্চারিত হচ্ছে জ্যাকের নাম। হয়তো একদিন সে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীও হবে। ওয়ার্নারদের

বিয়ের খবর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা হয়, জাতীয় ট্যাবলয়েডগুলোর পাতা তাদের মধুচন্দ্রিমার ছবিতে ভরে গিয়েছিল। নতুন ক্যারোলিন কেনেডি হিসেবে ছোট বোনের প্রতি ঔদার্য প্রদর্শন করে অনর। তার দেয়া গার্ডেন পার্টিতেই লেনি ব্রুকস্টিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় গ্রেসের।

পরবর্তীতে দু'জনের প্রথম সাক্ষাতকালকে 'প্রবাদ বজ্রপাত' হিসেবে বর্ণনা করেছেন লেনি এবং গ্রেস। গ্রেসের বয়স তখন আঠারো, ইস্ট হ্যাম্পটনের বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই। তার জিমন্যাস্টিক্সের বন্ধুরাও সবাই বড়লোক। তারপরও গ্রেসের ভেতরে অদ্ভুত একটি সারল্য লুকিয়েছিল। লেনি ব্রুকস্টিনের মা 'ভুখা' মেয়ে বলে যাদেরকে সম্বোধন করতেন সেরকম মেয়ে মানুষের বলয় তাঁকে ঘিরে রাখত। তিনি এ পর্যন্ত যতগুলো মেয়ের সঙ্গে শুয়েছেন প্রত্যেকেই তাঁর কাছে কিছু না কিছু চেয়েছে। গহনা, টাকা... অন্য কিছু। কিন্তু গ্রেস নোয়েলস ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তার ভেতরে এমন একটি গুণ ছিল যা লেনির মধ্যে ছিল না এবং এটি সাংঘাতিক চাইতেন তিনি। খুব দামী এবং দুর্লভ একটি জিনিস যার অস্তিত্বের বিষয়ে প্রায় বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলেছিলেন লেনি: *সারল্য*। লেনি ব্রুকস্টিন কব্জা করতে চেয়েছিলেন গ্রেস নোয়েলসকে। তার সারল্য দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে চেয়েছিলেন। এর মালিক হতে চেয়েছিলেন।

গ্রেসের কাছে আকর্ষণের কারণটি ছিল আরও সরল। তার একজন বাবার দরকার ছিল। যে তাকে রক্ষা করবে, ভালোবাসবে, যেভাবে কুপার নোয়েলস তাঁর ছোট মেয়েকে শৈশবে ভালোবাসতেন। সত্য হলো, গ্রেস নোয়েলস আবার ছোট্ট মেয়েটি হতে চাইছিল। ফিরে যেতে চেয়েছিল সেই সময়ে যখন সে দারুণ সুখী ছিল। লেনি ব্রুকস্টিন তাকে সে সুযোগটি দান করেন এবং গ্রেস সেটি দু'হাতে গ্রহণ করে।

ছয় সপ্তাহ বাদে তারা নানটুকেটে লেনি ব্রুকস্টিনের ছয়শো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সামনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জন মেরিভেল হয়েছিল মিতবর। তার স্ত্রী ক্যারোলিন এবং গ্রেসের দুই বোন ছিল ম্যাট্রন অব অনার। মুস্টিকে হানিমুনের এক রাতে গ্রেসের দিকে ফিরে লেনি বিব্রত ভঙ্গিতে জানতে চেয়েছিলেন, 'হোয়াট অ্যাবাউট চিলড্রেন? আমরা কি সন্তান নেব? বিষয়টি নিয়ে তো কখনও আলোচনা করিনি। তুমি কি মা হতে চাও?'

সমুদ্রের দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে ছিল গ্রেস। ঢেউয়ের ওপর নরম, ধূসর চাঁদের আলো খেলা করছিল। অবশেষে সে জবাব দিয়েছিল, 'আমি এ বিষয়টি নিয়ে তেমন ভাবিনি। তবে তুমি সন্তান চাইলে আমি অবশ্যই তোমাকে সন্তান উপহার দেব। কিন্তু আমরা যেমন আছি তাতেই সুখী। আমরা কোন কিছু মিস করছি না, লেনি। আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারছ?'

গ্রেসের কথার অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন লেনি।

সেটি ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম সুখের মুহূর্ত।

তিন

'তুমি কী পরে যাবে?' লেনি ব্রিফকেস থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে রিডিং গ্লাসটা চোখে বসালেন। কাগজগুলো পড়া শেষ করে বিছানায় যাবেন।

'পড়ব কিছু একটা', বলল গ্রেস। 'বাট ইটস আ সিক্রেট। আমি তোমাকে সারপ্রাইজ দেব।'

সেদিন বিকেলে গ্রেস তার বোন অনরের সঙ্গে ভ্যালেনটিনোতে তিনটি আনন্দদায়ক ঘণ্টা কাটিয়েছে। স্টাইল সম্পর্কে অনরের পছন্দ খুবই ভালো এবং দুই বোন একসঙ্গে শপিং করতে খুবই পছন্দ করে। ম্যানেজার দোকান বন্ধ করে দিয়েছে যাতে ওরা দু'জন নির্ঝঞ্ঝাটে কেনাকাটা করতে পারে।

কোরাম বলটি হলো বছরের সেরা সামাজিক ইভেন্ট। এ অনুষ্ঠানটি সর্বদা জুনের প্রথম দিকে আয়োজন করা হয়। ম্যানহাটানের অভিজাত শ্রেণী দল বেঁধে এতে যোগ দেন। কাল রাতে প্লাজায় অনুষ্ঠিতব্য এ অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ নারী তাদের সবচেয়ে দামী ড্রেস এবং গহনা পরে আসবে। তাদের পোশাক এসেছে প্যারিস থেকে, হিরের গহনা ইসরায়েল থেকে। তারা অনেক আগে থেকেই আধপেটা খেয়ে থাকছে যাতে অনুষ্ঠানের দিন তাদের পেট একদম সমতল দেখায়।

তবে এ বছর হয়তো খুব বেশি দামি বেশভূষার ছটা দেখা যাবে না। কারণ, অর্থনৈতিক ভয়াবহ মন্দার বিষয়ে সকলেই জ্ঞাত। ডেট্রয়েটে দৃশ্যত রায়ট শুরু হয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ আমেরিকান রিভারের তীরে তাবু খাটিয়ে থাকছে। খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো ভয়ংকর। গ্রেস ব্রুকস্টেন এবং তার বন্ধুরা যেদিন শুনল লেহম্যান ব্রাদার্স দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে, ওহ্ এমন আশ্চর্য হলো! লেহম্যানের ধসে পড়ার বিষয়টি নিজেদের ঘাড়ে নি:শ্বাস ফেলার মতো। গ্রেসের দুলাভাই মাইকেল গ্রে রাতারাতি রাস্তার ফকিরে পরিণত হয়েছে। বেচারী কনি!

লেনি গ্রেসকে বললেন, 'এ বছরে আমাদের ধসটা একটু আলাদা হবে, গ্রেসি। কোরাম বল অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের মতো চ্যারিটির কাছ থেকে মানুষজনের অর্থ সাহায্য আগের চেয়ে অনেক বেশি দরকার।'

'অবশ্যই, ডার্লিং।'

'তবে অনুষ্ঠানটিও খুব বেশি জাঁকজমকপূর্ণ করা যাবে না। আমাদেরকে সংযমী হতে হবে।'

অনরের সাহায্যে গ্রেস ভ্যালেনটিনো থেকে কমদামী একটি কালো সিল্কের ড্রেস কিনল। আর লুবোনি পাম্প শূ। লেনিকে জিনিস দুটো দেখাতে তার তর সইছিল না।

লেনির পাশে শুয়ে গ্রেস হাত বাড়িয়ে বেড সাইড ল্যাম্পটি নিভিয়ে দিল।

'এক সেকেন্ড, সুইটি,' লেনি আবার বাতি জ্বালালেন। 'একটা কাগজে তোমার সই দরকার। গেল কোথায় কাগজটা?' তিনি বিছানার পাশে রাখা কাগজের স্তূপ হাতড়ালেন।

'পেয়েছি।'

গ্রেসকে ডকুমেন্টটি দিলেন তিনি। সে লেনির কাছ থেকে কলম নিয়ে সই করতে যাচ্ছে, হাঁ হাঁ করে উঠলেন তিনি।

'আরি! না পড়েই সই করছ? পড়বে না?'

'না, পড়ার দরকার আছে?'

'দরকার আছে। কারণ তুমি জানো না কীসে দস্তখত করছ। তোমার বাবা তোমাকে বলেননি কিছু না পড়ে কখনও সই করতে নেই?'

গ্রেস সামনে মাথা বাড়িয়ে চুম্বন করল স্বামীকে। 'বলেছে ডার্লিং। কিন্তু তুমি তো কাগজটা পড়েছ, না? তোমাকে আমি আমার জীবন দিয়ে বিশ্বাস করি, লেনি। তুমি তা জানো।'

হাসলেন লেনি ক্রকস্টিন। ঠিকই বলেছে গ্রেস। জানেন তিনি এ কথা। আর এ জন্য তিনি প্রতিদিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান।

ফিফথ এভিনিউ এবং সেন্ট্রাল পার্ক সাউথের কিনারে, প্লাজার আইকনিক ব্লু আইস ফ্যাসাডের সামনে এক ব্যাটালিয়ন মিডিয়া ভিড় করেছে। পার্টি দিচ্ছেন লেনি ক্রকস্টিন–আর এ পার্টিতে যথারীতি দলে দলে যোগ দিয়েছেন তারকারা। এদের মধ্যে রয়েছেন বিলিওনেয়ার, প্রিন্স, সুপার মডেল, রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, রক তারকা, সমাজসেবী, সকলেই হাজির হয়েছেন আজ রাতের কোরাম বল-এ।

সবার আগে উপস্থিত হলেন সিনেটর জ্যাক ওয়ার্নার তার স্ত্রী অনরকে নিয়ে।

'রাস্তায় একটু ঘোরাঘুরি করো,' ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে খেঁকিয়ে উঠলেন সিনেটর। 'তুমি এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে এখানে নিয়ে এলে কেন?'

ড্রাইভার মনে মনে বলল, *দশ মিনিট আগেও তুই ব্যাটা অভিযোগ করছিলি আমি নাকি খুব ধীরে গাড়ি চালাচ্ছি। আগে মনস্থির কর ব্যাটা গাড়ল।*

মুখে বলল, 'জী, সিনেটর ওয়ার্নার। দুঃখিত, সিনেটর ওয়ার্নার।'

গাড়ি ওয়েস্ট ফিফটি সেভেনথ স্ট্রিটের দিকে বাঁক নিয়েছে, স্বামীর ক্রুদ্ধ চেহারা লক্ষ্য করছিল অনর ওয়ার্নার। *লেনির সঙ্গে মিটিং করে ফেরার পর থেকে ওর মেজাজটা*

খাট্টা দেখছি। আশা করি ও সন্ধ্যাটা নষ্ট করবে না।

সমঝদার স্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করছে অনর ওয়ার্নার। সে জানে রাজনীতি একটি যন্ত্রণাদায়ক পেশা। জ্যাক যখন কংগ্রেসম্যান ছিল তখন তার অবস্থা খারাপ ছিল কিন্তু সিনেটর হওয়ার (মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে সে সিনেটর হয়েছে) পরে তার দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। সারা পৃথিবী জ্যাক ওয়ার্নারকে রিপাবলিকান ত্রাতা হিসেবে জানে– নতুন মিলেনিয়ামের জন্য একজন রক্ষণশীল জ্যাক কেনেডি। সে বেশ লম্বা, সোনালি চুল, কাটা কাটা চেহারা, দৃঢ় চোয়াল, নীল চোখে স্থির দৃষ্টি, সিনেটর ওয়ার্নারকে ভোটাররা বেশ পছন্দ করে, বিশেষ করে মহিলারা। সে পুরানো পারিবারিক মূল্যবোধের পক্ষে কথা বলে, সে এক সুদৃঢ়, গর্বিত আমেরিকার কথা বলে যে দেশটি সম্পর্কে বেশিরভাগ আমেরিকানের ধারণা তাদের পায়ের নিচে প্রতিদিন চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। সিনেটর ওয়ার্নারকে লোকে যখন টেলিভিশনের খবরে দেখে, তার স্ত্রী তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দুই কন্যা শিশু বাবা-মায়ের পাশে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে, এ দৃশ্যটিই আমেরিকান স্বপ্ন নিয়ে লোকের আস্থা ফিরিয়ে আসতে যথেষ্ট।

অনর ওয়ার্নার ভাবল, যদি তারা আসল ব্যাপারটা জানতে পারত।

কিন্তু আসল ব্যাপারটি কী করে জানবে? কেউই জানে না।

সে স্বামীর দিকে ফিরে বলল, 'আমার ড্রেসটা তোমার পছন্দ হয়েছে, জ্যাক?'

সিনেটর জ্যাক ওয়ার্নার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করল শেষ কবে তাকে সেক্সুয়ালি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। *এমন নয় যে ও দেখতে ভালো নয়। ও তো দেখতে খারাপ নয়। মোটেও নয়।*

অনর ওয়ার্নার বেশ সুন্দরী। তার চোখ দুটি বড়বড়, সবুজ, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো হলুদ চুল, উঁচু চোয়াল। তাকে দেখলে যে কেউ সুন্দরী আখ্যা দেবে। তবে বোন্ গ্রেসের মতো চোখ ধাঁধানো রূপবতী সে নয়, কিন্তু দেখতে মোটেই মন্দ নয়। আজ রাতে অনর ভীষণ টাইট, স্ট্রাপলেস ভ্যালেনটিন গাউন পরেছে, তার চোখের সঙ্গে রঙ মেলানো। যে কোন নিরপেক্ষ দর্শক বলবে খুব সেক্সি লাগছে অনর ওয়ার্নারকে।

জ্যাক রূঢ় গলায় বলল, 'মন্দ না। দাম নিল কত?'

অনর নিচের ঠোঁটটা জোরে কামড়ে ধরল। *আমি বলব না। তাহলে আমার মাসকারা ধুয়ে যাবে।*

'ধার করা ড্রেস। এমারেল্ডের মতো। গ্রেস দিয়েছে।'

তেতো সুরে হেসে উঠল সিনেটর জ্যাক ওয়ার্নার। 'বাঃ, কী দয়াবতী!'

'প্লিজ, জ্যাক।'

অনর ওর পায়ের ওপর হাত রাখল, জ্যাক সরিয়ে নিল পা। কাচের পার্টিশনে আঙুলের টোকা দিয়ে ড্রাইভারকে বলল, 'তুমি এখন গাড়ি ঘোরাতে পারো। সন্ধ্যার কাজটা শেষ করি।'

চার

রাত ন'টা নাগাদ প্লাজার ক্রিম-সোনালী রঙের বলরুম মানুষের ভিড়ে ভরে গেল। ঘরের দু'প্রান্তেই, সুসজ্জিত এবং চমৎকার খিলানের নিচে রূপোর তৈরি বাসনকোসন আলোতে ঝলমল করছিল। ঝাড়বাতির আলো পড়ে চমকাচ্ছিল মহিলাদের শরীরের হিরের গহনা। তারা সবাই কক্ষের মাঝখানে জড়ো হয়েছে, একে অন্যের অত্যন্ত দামী পোশাকের প্রশংসা করছিল। সে সঙ্গে স্বামীদের লেটেস্ট আর্থিক দুর্দশার কথাও তাদের আলোচনা থেকে বাদ যায়নি।

'এ বছর সেইন্ট-ট্রপেজ ভ্রমণ হবে কিনা সন্দেহ।'

'হ্যারি ওর ইয়টটা বিক্রি করে দিচ্ছে। বিশ্বাস হয়? জিনিসটা ওর এত প্রিয় ছিল! কেউ ওটা কেনার কথা বললে ও বরং ওর বাচ্চাদের বিক্রি করতে প্রস্তুত ছিল, ইয়ট নয়।'

'জোনাসদের কথা শুনেছ? ওদের টাউন হাউজটা বিক্রি করে দিচ্ছে। লুসি দাম হেঁকেছে তেইশ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ বাজারে কে অত দাম দিয়ে বাড়ি কিনবে? তবে কার্ল অর্ধেক দাম পেলেই বাড়ি বিক্রি করে দিতে রাজি।'

কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় পরিবেশিত হলো ডিনার। সকলের চোখ টপ টেবিলে। কোরামের অতিথিবর্গ দ্বারা পরিবৃষ্ট লেনি এবং গ্রেস ব্রুকস্টিন আভিজাত্যের ছটা ছড়িয়ে বসে আছে, চোখ শুধু দু'জন দু'জনের ওপর। এ পার্টির বিখ্যাত এবং গ্ল্যামারাস অতিথিদের মাঝে মোনাকোর প্রিন্স আলবার্ট রয়েছেন। আছেন অভিনেতা ব্র্যাড পিট এবং অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, সঙ্গীত তারকা বোনো এবং তাঁর স্ত্রী আলি। তবে ব্রুকস্টিন দম্পতি তাদের পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গেই রয়েছেন।

জন এবং ক্যারোলিন মেরিভেল, প্রথমজন কোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তার স্ত্রীটি এর সেকেন্ড লেডি; আছে আরেকজন সিনিয়র কোরাম নির্বাহী এন্ড্রু প্রেস্টন ও তার মারাত্মক সুন্দরী বউ মারিয়া; আছে সিনেটর ওয়ার্নার ও তার স্ত্রী, গ্রেস ব্রুকস্টিনের বোন অনর এবং নোয়েলসদের সবার বড় বোন কনস্টান্স ও তার স্বামী মাইকেল।

লেনি ব্রুকস্টিন টোস্ট করলেন।

'টু কোরাম! অ্যান্ড অল হু সেইল ইন হার!'

'টু কোরাম!'

এন্ড্রু প্রেস্টন, সুদর্শন এবং ব্যায়ামপুষ্ট শরীরের পঁয়তাল্লিশোর্ধ মানুষটির মুখে সবসময় অপ্রসন্ন একটি হাসি ফুটে থাকে। সে তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করছিল। শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়া। এন্ড্রু মনে মনে বলল: *আরেকটা নতুন ড্রেস। এজন্য আমাকে কত খসতে হবে কে জানে?*

মারিয়াকে এ পোশাকেই যে কেবল সুন্দর লাগছে তা নয় তাকে সবসময়ই সুন্দর দেখায়। সাবেক অভিনেত্রী এবং অপেরা তারকা মারিয়া প্রেস্টন প্রকৃতির একটি শক্তি। কেশরের মতো ফোলানো ফাঁপানো মাথাভর্তি চেস্টনাট রঙের চুল, তার দুধ সাদা বক্ষজোড়া তাকে আরও মোহনীয় করে তুলেছে। তবে তার আচরণ, চোখের দ্যুতি, গভীর কম্পন তোলা হাসি, নিতম্বের দারুণ দুলুনিই পুরুষকে কাবু করে ফেলে বেশি। কারও মাথায় ঢোকে না মারিয়া কারমিনের মতো একটি বৈদ্যুতিক তার এন্ড্রু প্রেস্টনের মতো একটি সাধারণ মানের ব্যবসায়ীকে কী দেখে বিয়ে করল। এন্ড্রু নিজেও এটা বোঝে। তাইতো সে মনে মনে বলে *মারিয়া যে কাউকে বিয়ে করতে পারত। কোনো চলচ্চিত্র তারকাকে। কিংবা লেনির মতো বিলিওনেয়ারকে। আর সেটা করলেই তাকে মানাত বেশি।*

এন্ড্রু প্রেস্টন মারিয়াকে খুব ভালোবাসে। আর এ ভালোবাসার জন্যেই মারিয়ার অনেক অপরাধ সে ক্ষমা করে দিয়েছে। মারিয়ার পরকীয়া। মিথ্যা বলা কথাগুলো। অপচয়। কোরাম থেকে ভালোই টাকা পায় এন্ড্রু। বেশিরভাগ লোকের তুলনায় টাকার অংকটা ভালো। কিন্তু সে যত টাকা আয় করে, মারিয়া ততোই অর্থ ব্যয় করে। টাকা খরচ করা যেন তার একটা অসুখ। মাসের পর মাস সে তাদের অ্যাক্সেস কার্ড দিয়ে লাখ লাখ ডলার ব্যয় করছে। কিনছে জামা-কাপড়, গাড়ি, ফুল, হিরা, সে আটহাজার ডলার দিয়ে এক রাতের জন্য হোটেল সুইট ভাড়া করে। ঈশ্বর জানে কার সঙ্গে সে ওখানে রাত কাটিয়েছে। মারিয়া টাকা খরচ করতে খুব পছন্দ করে।

'আমাকে ভিখিরির মতো দেখাক তুমি কি তাই চাও, অ্যান্ডি? চাও যে ভিখারির বেশে ওই গ্রেস মাগীর পাশে গিয়ে বসি?'

গ্রেস ব্রুকস্টিনকে ভয়ানক হিংসা করে মারিয়া। অবশ্য প্রতিটি নারীকেই সে হিংসা করে। এ হলো তার ইটালিয়ান প্রকৃতি, আর এ জন্যেই মারিয়াকে খুব পছন্দ করে এন্ড্রু। সে তাকে পটানোর চেষ্টা করে।

'ডার্লিং, তোমার কাছে গ্রেস কিছুই না। তুমি একটা ছেড়া ত্যানা পরলেও ওর চেয়ে তোমাকে বেশি সুন্দরী লাগবে।'

'তুমি এখন আমাকে ছেড়া ত্যানা পরতে বলছ?'

'না, না। অবশ্যই না। কিন্তু, মারিয়া আমাদের মর্টগেজ পেমেন্ট... একটা ড্রেস যদি তুমি কম কেনো, ডার্লিং শুধু এই একটা বছর। তোমার তো অনেক...

এভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি। এখন মারিয়া নতুন একটি ড্রেস কিনে তাকে শুধু শাস্তিই দেয়নি, সবচেয়ে দামী পোশাকটি সে কিনেছে। পালক আর লেসের ওপর

বহুমূল্য পাথর বসানো ড্রেস। ওটার দিকে তাকালেই বুকটা মুচড়ে ওঠে এন্ড্রুর। ওদের দেনার পরিমাণ হুঁ হুঁ করে বাড়ছে।

লেনির সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে। কিন্তু বুড়ো লোকটা তো ইতিমধ্যে অনেক হৃদ্যতা দেখিয়েছে। লেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যাবে।

টুক্সেড্রু জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে হাত ঢোকাল এন্ড্রু প্রেস্টন। কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই নিশ্চিত হওয়ার পরে সে তিনটে জানাক্স ট্যাবলেট মুখে পুরে দিল, এক ঢোক শ্যাম্পেনের সঙ্গে ওগুলো চালান হয়ে গেল পেটে।

তুমি জানো মারিয়াকে সামাল দেয়া খুব কঠিন। একটা রাস্তা খুঁজে বার করো, এন্ড্রু। একটা রাস্তা খোঁজো।

'তুমি ঠিক আছ তো, এন্ড্রু?' জন মেরিভেলের স্ত্রী ক্যারোলিন মেরিভেল এন্ড্রুর ছাইবর্ণ মুখখানা লক্ষ্য করেছে। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত ওজন তোমার কাঁধে চেপে বসেছে।'

'হা হা! একদমই না।' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল এন্ড্রু। 'তোমাকে বরাবরের মতোই দুর্দান্ত লাগছে, কারো।'

'ধন্যবাদ। জন আর আমি এখন একটু চেপেচুপে চলার চেষ্টা করছি। জানোই তো দেশের অর্থনীতির যা দশা!'

কথাটা মারিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলা। এন্ড্রু শুনেও পাত্তা না দেয়ার ভান করল, ক্যারোলিন মেরিভেলকে সে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। বেচারী জন, সারা জীবন ওই শীর্ণদেহ খিটখিটে বুড়ির গালমন্দ খেয়ে গেল। এ জন্যই জনকে সবসময় বিমর্ষ দেখায়।

যাদের মাথায় দুটো চোখ আছে তারা বুঝতে পারবে মেরিভেল দম্পতি অত্যন্ত অসুখী এক দম্পতি।

লেনি এবং গ্রেস ব্রুকস্টিন দম্পতির মতোই অসুখী। সবার ধারণা, ওদের প্রেম লোক দেখানো। কোটি কোটি ডলার দিয়ে তারা ভালোবাসাটাকে জ্যান্ত করে রেখেছে। অবশ্য এন্ড্রু এদের সম্পর্কে যা ভাবছে তা না-ও হতে পারে। তরুণী মিসেস ব্রুকস্টিন অর্থলোভী নয়। সে সহজ সরল আর ক্যারোলিন মেরিভেলকে সে বন্ধু মনে করে। গ্রেস যখন ওই বুড়ির দিকে পেছন ফেরে তখন ক্যারোলিনের চোখে যে ঈর্ষার আগুন জ্বলে ওঠে তা কোনদিন লক্ষ্য করেনি সে। কিন্তু এন্ড্রু প্রেস্টন লক্ষ্য করেছে। ক্যারোলিন মেরিভেল একটা শয়তানী।

কোরামের ফার্স্ট লেডি হিসেবে গ্রেসের অবস্থান কোনোদিন মেনে নিতে পারেনি ক্যারোলিন। তার ধারণা, এ ভূমিকায় সে সবচেয়ে মানানসই হতো। দেখতে সুদর্শনা, খাড়া শরীর, বব কাট করা কালো চুলের ক্যারোলিন একদা ট্রায়াল লইয়ার হিসেবে বেশ নাম করেছিল। অবশ্য অনেক আগের কথা। লেনি ব্রুকস্টিনকে ধন্যবাদ দিতেই হয় তার সুবাদেই তার স্বামী জন এখন প্রচণ্ড ধনী এবং সফল একজন মানুষ। ক্যারোলিনকে এখন আর পরিশ্রম করতে হয় না। তবে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন কিন্তু নেভেনি। ধিকিধিকি

জ্বলছে।

তুলনায় জন মেরিভেল কোনোদিনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল না। সে কোরামে কঠিন পরিশ্রম করেছে, লেনি তার যা দিয়েছে তাই কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছে। ক্যারোলিন তাকে খেপানোর চেষ্টা করে; 'তুমি একটি কুকুর ছানা, জন। তোমার প্রভুর পায়ের তলে গুটিসুটি মেরে বসে থাকো, অনুগতের মতো লেজ নাড়াও, এ জন্যেই তো লেনি তোমাকে পাত্তা দেয় না।'

'লেনি আমাকে অ-অনেক পা-পাত্তা দেয়। তু-তুমিই পাত্তা দাও না।'

'দিই না। কিন্তু কেন দেব? আমি একজন পুরুষ মানুষ চাই, জন, পোষা কুকুর নয়। তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী তোমার শেয়ার দাবি করা উচিত। সিধে হও এবং শ্রদ্ধা অর্জন করো।'

জন মেরিভেলের দিকে তাকাল এন্ড্রু প্রেস্টন। লেনি কিছু বলছে, জন হাঁ করে তাই শুনছে। এন্ড্রু ভাবল: *লোকটা প্রতিভাবান কিন্তু বড্ড দুর্বল*। কোরামে কেবল একজন রাজার জন্যেই জায়গা আছে। ক্যারোলিন মেরিভেল যদিও এটি বিশ্বাস করতে চায় না তবে তাতে কিছু আসে যায় না। তারা সবাই লেনি ব্রুকস্টিনের কোটের ঝুল ধরে ঝুলে আছে। এবং তারা ভাগ্যবান। বেচারা মাইকেল গ্রে মারিয়ার ডানদিকে বসে আছে, সে-ও লেনির গল্প শুনছে। গ্রে দম্পতির জীবনের গল্পটা অদ্ভুত। এই তারা ম্যানহাটানে পার্টি দিচ্ছিল ঝড় তুলে, দক্ষিণ ফ্রান্সে গ্রীনউইচ ভিলেজে গেছে ছুটি কাটাতে, অ্যাসপেলে নতুন সংস্কার করা শ্যালেতে বেড়াতে গেছে। পরবর্তী মিনিটে ফুটুস– তাদের সব শেষ। শোনা যায় মাইক গ্রে'র পাঁই পয়সাটি পর্যন্ত লেহম্যান স্টকের সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের দুই বাচ্চা কেড এবং কুপার এখনও প্রাইভেট স্কুলে পড়তে পারছে কনি গ্রের বোন গ্রেস ব্রুকস্টিনের বদান্যতায়। সে-ই তার বোনের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ানোর খরচ চালাচ্ছে।

মারিয়া ফিসফিস করল এন্ড্রুর কানে। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই নিলাম শুরু হয়ে যাবে, অ্যান্ডি। কার্টিয়ার ঘড়িটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি নিলাম ডাকবে নাকি আমি?'

নিলাম ডাকার পুরোটা সময় মুখে হাসি ধরে রেখে হাততালি দিয়ে গেল গ্রেস ব্রুকস্টিন। তবে নিলাম শেষ হওয়ার পরে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এখন নাচ শুরু হবে।

'এ জিনিসটি আমার খুব অপছন্দ,' স্বামীর সঙ্গে নাচার সময় তার কানে কানে বলল গ্রেস। 'ওই ভঙ্গুর, অহংকারী পুরুষগুলো কার কত টাকা আছে তা দেখানোর যখন চেষ্টা করে সত্যি বিশ্রি লাগে।'

'জানি আমি,' গ্রেসের কাঁধে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন লেনি। 'কিন্তু ওই ভঙ্গুর লোকগুলোই আজ আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য পনের মিলিয়ন ডলার তুলে দিয়েছে। দেশের অর্থনীতির এমন অবস্থায় টাকার অংকটি নেহায়েত খারাপ নয়।'

'আমি একটু নাক গলালে তুমি কি কিছু মনে করবে? আমার প্রিয় বোনজামাইয়ের সঙ্গে আজ প্রায় কথা বলারই সুযোগ পাইনি।' বলল কনি, গ্রেসের বড় বোন। সে লেনির কোমরে হাত রাখল। লেনি এবং গ্রেস দু'জনেই হাসল।

'প্রিয় বোন জামাই,' ফোড়ন কাটল গ্রেস। 'জ্যাক শুনলে কিন্তু খবর আছে।'

'ওহ, জ্যাক,' হাত নেড়ে পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গি করল কনি।

'ওকে তো সারাটা সন্ধ্যা ভরেই অস্থির থাকতে দেখলাম। ভেবেছিলাম সিনেটর হওয়া খুব মজার। কিন্তু জ্যাককে দেখলে মনে হয় যেন ও-ই একমাত্র বাড়ি হারিয়েছে, চাকরি খুইয়েছে। শেষ হয়ে গেছে লাইফ সেভিং। বাদ দাও তো, লেনি! এসো নাচি।'

কনির কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগলেন লেনি। স্বামীর দিকে তাকিয়ে গ্রেস ভাবছিল লোকে বলে সে খুব সৌভাগ্যবতী বলেই লেনির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এ কথা গ্রেসও স্বীকার করে। তবে লেনির অর্থ তাকে সৌভাগ্যবতী করেনি, করেছে তার সহৃদয়তা।

পৃথিবীর অন্যতম একটি দারুণ মানুষকে বিয়ে করার কিছু সমস্যা তো আছেই। লেনিকে বহু মানুষ ভালোবাসে, তাকে বিশ্বাস করে। ফলে গ্রেস লেনিকে খুব কমই কাছে পায়। আগামী সপ্তাহে ওরা নানটুকেট যাচ্ছে, গ্রেসের খুব পছন্দের জায়গা। দুই সপ্তাহের ছুটি। তবে অত্যন্ত উদার স্বভাবের লেনি আজ রাতের অনেক অতিথিকেই ওদের সঙ্গে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে ফেলেছেন।

'কথা দাও অন্তত: একটি রাত আমরা একা থাকব,' ওই রাতে বিছানায় যাওয়ার সময় স্বামীকে বলল গ্রেস। বল রুমের অনুষ্ঠানটি মজারই ছিল তবে ক্লান্তিকর লেগেছে গ্রেসের কাছে। আবার এরকম একটি অনুষ্ঠানে হাজির হতে হবে ভাবলেই গা-হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে ওর।

'চিন্তা কোরো না। ওরা সবাই আসবে না। আর আসলেও আমরা একাধিক রাত পাব দু'জনের জন্যে, কথা দিলাম। লুকোচুরি করার জন্য বাড়িটি অনেক বড়।'

গ্রেস ভাবল, *ঠিক কথা। বাড়িটা অনেক বড়। প্রায় তোমার অন্তরের মতো বড়, মাই ডার্লিং।*

পাঁচ

কোরাম বলের পরের দিনের সকাল, শনিবার, জন মেরিভেল তার স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে আছে বিছানায়।

'প্লিজ, ক-ক-ক্যারোলিন। আমি পারব না।'

'তুমি কী পারবে আর পারবে না তাতে আমার কিস্যু আসে যায় না, ইউ প্যাথেটিক লিটিল ওয়ার্ম। ডু ইট!'

চোখ বুজে চাদরের নিচে ঢুকে পড়ল জন। চোখ মেলল যখন মুখটা তার স্ত্রীর সুন্দর করে ছাঁটা কালো যোনি লোমের সামনে নিয়ে এসেছে।

ক্যারোলিন ওকে বিদ্রুপ করল। 'তুমি যদি এরকম ধ্বজভঙ্গ না হতে তোমাকে এটা করতে বলতাম না। যেহেতু তোমার ওটা আর দাঁড়াবে না তাই এ কাজটা তোমাকে করতেই হবে।'

জন মেরিভেলকে যা করতে বলা হলো তাই সে করল। সে ওরাল সেক্সের ব্যাপারটি খুবই অপছন্দ করে। কিন্তু নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করার দিন গত হয়েছে বহুদিন আগেই। তার যৌনজীবন পরিণত হয়েছে নৈশ নির্যাতনের সিরিজ হিসেবে। এর মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে অত্যাচার সইতে হয় সবচেয়ে বেশি। শনিবারের সকালে ক্যারোলিনকে মুখ মেহন করে দিতে হয়, কখনও কখনও রোববার দুপুরেও। জনের কাছে মাঝে মাঝে অবাক লাগে ভেবে যে মহিলা উঠতে বসতে তাকে গালমন্দ করে সে কীভাবে এ অবাধ যৌনলীলা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ক্যারোলিন বোধহয় নিজের খেয়ালখুশি মতো জনকে ব্যবহার করে এভাবে অপমান করতেই পছন্দ করে।

সুখে গোঙাচ্ছে ক্যারোলিন, ওদিকে জনের বমি এসে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে বমি ঠেকিয়ে রাখছে সে। মাঝে মাঝে কল্পনায় দেখে পালিয়ে গেছে সে। *একদিন আমি অফিস যাব আর বাড়ি ফিরব না। ওকে মাদক খাইয়ে তারপর ঘুমের মধ্যে গলা টিপে মেরে ফেলব।* কিন্তু জন জানে এত সাহস তার কোনদিনই হবে না। তার এই দুর্দশাপীড়িত বিয়ের এটাই সবচেয়ে বাজে দিক। তার স্ত্রী ঠিকই বলে। সে একজন দুর্বল মানুষ। একটা কাপুরুষ।

প্রথম দিকে, পরিচয়ের পরে, জন ভেবেছিল ক্যারোলিনের কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব থেকে সে শক্তি সঞ্চয় করবে। ওর আত্মবিশ্বাস এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার লাজুক স্বভাবের

ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করবে। কয়েকটি মাস বেশ ভালোই কেটেছিল। তবে স্ত্রীর আসল প্রবৃত্তির প্রকাশ হতে বেশি সময় লাগল না। ক্যারোলিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লেনি ব্রুকস্টিনের মতো কোন ইতিবাচক শক্তি নয়। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্ল্যাক হোলের মতো, ঈর্ষায় ভরা একটি ঘূর্ণাবর্ত, যার ধারে কাছেও কেউ এলে তার জীবনটা শুষে নিয়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলে। জন মেরিভেল যখন বুঝতে পারল কোন দানবীকে সে বিয়ে করেছে, ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক। সে যদি ক্যারোলিনকে ডিভোর্স দেয়, পৃথিবীর মানুষের কাছে সে রটিয়ে বেড়াবে জন একটি অক্ষম স্বামী ছিল। এতবড় অপমান সইতে পারবে না সে।

ভাগ্যই বলতে হবে ক্যারোলিনের রেত:পাত হতে বেশি সময় লাগল না। মুখমেহন শেষ হতেই সে বিছানা থেকে নেমে ঢুকে পড়ল শাওয়ারে। জনকে রেখে গেল বিছানার চাদর বদলে নতুন বেডশিট পাতার জন্য। এরকম তুচ্ছ কাজ তাকে দিয়ে না করালেও চলে। জনদের প্রাসাদোপম বাড়িতে চাকরবাকরের অভাব নেই কোন। কিন্তু ক্যারোলিনের আদেশ এ কাজটি জনকেই করতে হবে। একবার জন ঠিকমতো বিছানা করেনি বলে সে ওর মুখের ওপর পারফিউমের কাচের বোতল ভেঙেছিল। সেবার জনের মুখে ষোলটা সেলাই লেগেছিল, এখনও বাম গালে কাটা দাগ রয়ে গেছে। লেনিকে বলেছিল ছিনতাইকারীর হাতে পড়েছে। কথাটি তো একদিক থেকে সত্যিই।

লেনি ব্রুকস্টিন না থাকলে বহু আগেই আত্মহত্যা করত জন মেরিভেল। লেনির বন্ধুত্ব, তার আন্তরিক, সহজ আচরণ, যে কোন সময় কৌতুক বলার ক্ষমতা, এমনকী ব্যবসা খারাপ গেলেও সে যেভাবে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে পারে, এ গুণগুলো মুগ্ধ করে জনকে, তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেরা সম্পদ বলে মনে করে। জন বেঁচে আছে অফিস এবং কোরামের জন্য, অর্থ কিংবা ক্ষমতার জন্য নয়। কারণ সে লেনিকে গর্বিত করতে চায়। পৃথিবীতে সে একমাত্র মানুষ জন মেরিভেলকে যে বিশ্বাস করে। দেখতে অসুন্দর, লাল চুল, হাত-পাগুলো কেমন বেঢপ, জন স্কুলে কোনদিনই জনপ্রিয় ছিল না। তার কোন ভাইবোন ছিল না যাদের সঙ্গে নিজের সমস্যা কিংবা সাফল্য শেয়ার করবে। এমনকী তার বাবা-মাও তাকে নিয়ে হতাশ ছিলেন। তবে তাঁরা ওকে কখনও কিছু বলেন নি। অবশ্য বলার দরকারও হয়নি। জন তাঁদের চেহারা দেখেই বুঝে ফেলত তাঁরা কী বলতে চান।

ক্যারোলিনের সঙ্গে বিয়ের সময় জন শুনছিল তার মা তার এক খালাকে বলছেন, 'আমি আর ফ্রেড অবশ্যই খুশি। কোনদিন কল্পনাও করিনি জন এরকম বুদ্ধিমতী, সুন্দরী কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। সত্যি বলি, ওর বিয়ের আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

বউ যে তাকে ভৎর্সনা করে, ঘৃণা করে এটা বিস্মিত করে না জনকে। কারণ সারাজীবনই সে মানুষের ভৎর্সনা পেয়ে এসেছে। লেনি ব্রুকস্টিনের বন্ধুত্ব, তিনি যে ওকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতেন, এটাই ছিল জনের জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। জীবনের

সবকিছুর জন্য সে লেনির কাছে দায়বদ্ধ।

তবে ক্যারোলিন অবশ্যই বিষয়টি এভাবে দেখে না। লেনি এবং গ্রেস ব্রুকস্টিনকে সে ভীষণ হিংসে করে। লোকের সামনে আগে সে তার এ চেহারাটা দেখাত না। তবে জনের সামনে সে সবসময়ই লেনিকে 'বুড়ো' আর গ্রেসকে 'ওই মাগী' বলে সম্বোধন করে। তবে আজকাল প্রকাশ্যেই ব্রুকস্টিন দম্পতির প্রতি তার ঈর্ষা এবং ঘৃণা চেহারায় প্রকাশ করে দেয় ক্যারোলিন। গতকাল কোরাম বলের অভিজ্ঞতাটি জনের জন্য ছিল ভীতিকর। লেনি ব্রুকস্টিনকে সে ভীষণ ভালোবাসে। তবে স্ত্রীকে ভয় পায় আরও বেশি। এবং ক্যারোলিন মেরিভেল কথাটা জানে।

নাশতার টেবিলে জন বলল, 'আমরা গতকাল ভালোই চাঁদা তুলেছি। অন্ততঃ বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।'

ক্যারোলিন কফির কাপে চুমুক দিতে থাকল। কোন মন্তব্য করল না।

'আমি জানি লে-লেনি খুব খুশি হয়েছে।'

'পনের মিলিয়ন?' বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠল ক্যারোলিন। 'ওই টাকা বুড়োটার কাছে কিছুই না। সে ওই টাকা তো একটা চেক লিখেই দিয়ে দিতে পারে। অবশ্য তাতে অন্যদের তোষামোদে ঘাটতি পড়ে যেত। তাকে নিয়ে লোকে কত ভালো ভালো কথা বলে। সে কতবড় জনদরদী, জন হিতৈষী! সঙ্গে তার প্রিয়তমা গ্রেসের ছবি ছাপা হয়। ঈশ্বর, কত কী দেখলাম।'

জন টোস্টে মাখন লাগাতে লাগল গভীর মনোযোগে যাতে তার স্ত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে না যায়। অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে কোন মুহূর্তে তেতে উঠতে পারে ক্যারোলিন। একটা বেফাঁস মন্তব্য করেছে কী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তার স্ত্রী। ভীরুতার জন্য মনে মনে নিজেকে আবার গাল দিল জন। *আমি ওকে এত ভয় পাই কেন?*

ক্যারোলিনকে খুশি করার জন্য মিনমিন করে বলল সে, 'লেনি আমাদেরকে আগামী হপ্তায় নানটুকেটে দাওয়াত করেছে। তবে চিন্তা কোরো না। আমি মানা করে দিয়েছি।'

'তুমি মানা করলে কোন্ আক্কেলে?'

'আ...ইয়ে... আমি ভাবলাম তুমি...

'তুমি ভাবলে?' রাগে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল ক্যারোলিনের চক্ষু। 'তোমাকে কে ভাবতে বলেছে?' জন এক মুহূর্তের জন্য ভাবল এই বুঝি মেরে বসল ক্যারোলিন। সে প্রবল লজ্জা পেল পিরিচের গায়ে কাপের ঠকাঠক শব্দ শুনে। তার হাতে ধরা কাপ-পিরিচ কাঁপছে। 'আর কে কে দাওয়াত পেয়েছে?'

'সবাই, ম-মনে হয়। প্রেস্টনরা। গ্রেসের দুই বোন। ঠিক জানি না।'

'এবং তুমি এন্ড্রু প্রেস্টনকে এক সপ্তাহ ধরে লেনিকে চুষে খাওয়ার সুযোগ করে দিলে, ওকে কোরামে তোমার সামনে ঠেলে দিলে আর এখন এখানে বসে বসে আঙুল

চুষলে হবে? গুড গড, জন। তুমি এত বোকা কেন?'

প্রতিবাদ করে কিছু বলার জন্য মুখ খুলেও বুজে ফেলল জন। ব্যাপারটি ওরকম নয়। এন্ড্রু প্রেস্টন কোনদিনই জনের জায়গা দখল করতে পারবে না এবং সে চেষ্টাও করবে না। সে সাহসই তার হবে না। কিন্তু এসব কথা ক্যারোলিনকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা।

'তাহলে তুমি যেতে চাইছ?'

'আমি যেতে চাইছি না, জন। লেনি ক্রুকস্টিন এবং তার সারশূন্য শিশু বধূটার সঙ্গে অখ্যাত কোন দ্বীপে সাতদিন একসঙ্গে কাটানোর কথা ভাবলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তবে আমি যাবো। তুমিও যাবে।' সে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্যারোলিন চলে যাওয়ার পরে এক টুকরো হাসি ফুটল জন মেরিভেলের ঠোঁটে।

আমি পেরেছি। আমরা যাচ্ছি। আমরা সত্যি যাচ্ছি।

কথাটা বলতে ওর একটু সাহসের দরকার হয়েছে। *হয়তো এ কাজটা এখন থেকে প্রায়ই করব আমি।*

ছয়

শনিবার সকালে প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল সিনেটর জ্যাক ওয়ার্নারের। যোগ ব্যায়ামের ক্লাসে যোগ দিতে অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে অনর। ওদের ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি ফার্ম হাউজের নিচতলায় প্লে-রুম থেকে দুই কন্যা ববি এবং রোজের চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে আসছে।

ইলসি করছেটা কী?

পরিবারের তরুণী নতুন ডাচ পরিচারিকাটি খুব চমৎকার মুখ মেহন করতে পারে তবে বাচ্চা লালন-পালনে তার দক্ষতার অভাব রয়েছে। অনর বহুবারই ইলসিকে চাকরিচ্যুত করার কথা বলেছে জ্যাককে। সে বউর অনুযোগ গায়ে মাখেনি। কিন্তু আজ সকালে মত বদলে ফেলল জ্যাক। একটি চমৎকার ব্লোজবের চেয়ে শনিবারের সকালে শান্তিতে ঘুমানোটা তার কাছে অনেক বেশি লোভনীয়। সিনেটর জ্যাক ওয়ার্নারের জগতে ব্লোজব কোনো বিষয়ই নয়। যখন তখন এ সুখের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু শান্তি এবং নির্জনতা খুবই দুর্লভ।

তিন বছর বয়সে প্রথম আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছিল জ্যাক ওয়ার্নার। তখন ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাস। তার বাবা মা টেলিভিশনে রিচার্ড নিক্সনের পদত্যাগের খবর দেখছিলেন।

'ওই লোকটা কী করছে?' ছোট্ট জ্যাক জিজ্ঞেস করল তার মাকে। জবাব দিল তার বাবা।

'উনি পৃথিবীর সেরা চাকরিটি ছেড়ে দিচ্ছেন। লোকটা মিথ্যাবাদী এবং বোকা।'

জ্যাক একটু ভেবে বলল, 'বোকা হলে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো চাকরিটি সে পেল কী করে?'

হাসলেন ওর বাবা। 'বেশ ভালো প্রশ্ন।'

'তার চাকরিটা এখন কে করবে?'

'কেন, জ্যাক?' জ্যাকের বাবা ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন, আদর করে হাত বুলাতে লাগলেন চুলে।

'তুমি চাকরিটা করতে চাও?'

হ্যাঁ, মনে মনে বলল জ্যাক। *ওটা যদি পৃথিবীর সেরা চাকরি হয় তাহলে আমি ওটা করতে চাই।*

এখনতক হোয়াইট হাউজে জ্যাক ওয়ার্নারের প্রবেশের রাস্তা তীরের মতো সোজাসুজি চলে গেছে। সে অ্যান্ডোভারের স্কুলে খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল। পাবলিক সার্ভিস এবং ভলান্টিয়ার হিসেবেও অনেক নাম কুড়িয়েছে। ইয়েল থেকে আন্ডারগ্রাজুয়েট করে, হার্ভার্ডে আইন নিয়ে পড়াশোনা শেষে নিউইয়র্কের একটি খ্যাতনামা ল'ফার্মে পার্টনারশিপে কাজ করেছে। দুই বছর সিনেটেরিয়াল ক্যাম্পেইনে ইন্টার্নিশিপ শেষে কংগ্রেসের ভোটে দাঁড়িয়েছে জ্যাক ওয়ার্নার এবং ২০তম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট নির্বাচনে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। জ্যাক ওয়ার্নার কারও সঙ্গে কখনও বন্ধুত্ব করেনি, চাকরি করেনি, কোন পার্টিতে যায়নি এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়া প্রথম পরিচয়েই কোন মেয়ের সঙ্গে বিছানায় যায়নি। যে দু'একটা মেয়ের সঙ্গে সে ঘুমিয়েছে, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে অনেক দূরে কোথাও, যাতে ভোটারদের শিকারি চক্ষু এড়ানো যায়। তবে এ ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। জ্যাক তার কাজ করে ঠিক জায়গায়, ঠিক সময়ে, ঠিক লোকটির সঙ্গে। সে জানে তার অ্যাপিল লুকিয়ে আছে তার সুদর্শন চেহারার মাঝে, তার আত্মবিশ্বাস এবং নিপাট ভদ্র মানুষের ভাবভঙ্গির মধ্যে। আর এ গুণগুলো সে খুব সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করে তুলতে জানে।

জ্যাক ওয়ার্নারের জীবনের অন্যান্য কিছুর মতোই অনর নোয়েলসের সঙ্গে তার বিবাহ ছিল অত্যন্ত সাবধানে বাছাই করা একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

ফ্রেড ফ্যারেল, জ্যাকের ক্যাম্পেইন ম্যানেজার, তার সঙ্গে বসে একদিন বলেছিল, 'আমাদের ডাটা দেখাচ্ছে সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তোমার চেহারাটা খুব বেশি তরুণ। তোমার একটি 'পরিণত' ইমেজ দরকার।'

হতাশ বোধ করল জ্যাক। 'তা কীভাবে সম্ভব? আমি কি দাড়ি রাখব? ভেস্ট পরতে শুরু করব?'

'দাড়ি রাখার বুদ্ধি খারাপ না। তবে তোমার আসলে দরকার বিয়ে করা। দু'তিনটা ছেলে মেয়ের বাবা হতে পারলে তো আরও ভালো। সিঙ্গল মহিলারা সবাই তোমাকে ভালোবাসে তবে তোমার দরকার হবে পারিবারিক ভোট।'

'ঠিক আছে। আমি আসছে উইকএন্ডে ক্যারেনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করব।'

ক্যারেন কোনালি গত দশ মাস ধরে জ্যাকের গার্লফ্রেন্ড এবং এটি জ্যাকের প্রথম সিরিয়াস প্রেম। সে একটি শ্রদ্ধাভাজন, রাজনৈতিক পরিবারের একমাত্র কন্যা- ক্যারেনের বাবা, মিচ, একদা হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ ছিলেন। ক্যারেন দেখতে ভালো, বুদ্ধিমতী, উদার মন। সে জ্যাককে খুবই ভালোবাসে। দু'জনে একদিন সংসার করার কথাও প্রায়ই বলে। তবে সে দিনটি আসার কথা যখন ক্যারেনের গ্রাজুয়েশন শেষ হয়ে যাবে এবং জ্যাকের কংগ্রেশনাল ব্যস্ততা একটু কমবে। অবশেষে

সে সময়টি এখন উপস্থিত।

ভুরু কোঁচকাল ফ্রেড ফ্যারেল। 'ক্যারেন বেস্ট চয়েস হবে বলে মনে হচ্ছে না আমার। মেয়েটি ভালো, মিষ্টি দেখতে। সব ঠিক আছে। তবে তোমার স্ত্রী হিসেবে...'

ক্ষেপে গেল জ্যাক। 'ওকে নিয়ে কী সমস্যা?'

'ওকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিও না, জ্যাক। আমি আসলে এমন কাউকে পছন্দ করতে বলছি যে ক্যারেনের চেয়ে একটু যোগ্যতর। তবে তাকে খুব বেশি সুন্দরী না হলেও চলবে। তার প্রোফাইল থাকবে ক্যারেনের চেয়ে বেশি। সবাই তাকে তার নামেই চিনবে-জানবে। এবং সে যদি ধনবতী হয় তো সোনায় সোহাগা।'

'কেন?'

'তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে বলছি, ডিয়ার বয়।' ডানে-বামে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে ফ্রেড ফ্যারেল, 'ধারণা করছি তোমার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিনেটেই থেমে যাবে না?'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'গুড। তাহলে বাস্তববাদী হও। প্রাকটিকাল চিন্তা করো। আজকাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী লড়াইয়ে কত টাকা খরচ হয় সে সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে?'

খুব ভালো ধারণা আছে জ্যাকের। হোয়াইট হাউজ ফ্যান্টাসির স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে বহু ধনবান ব্যক্তি ফতুর হয়ে গেছে। তবু স্রেফ টাকার জন্য বিয়ে করাটা কেমন রুচিতে বাধে।

'শোনো, আমি একটি মেয়েকে চিনি। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, কথা বলো। তোমাকে কোন চাপ দিচ্ছি না।'

তিনমাস পরে কংগ্রেসম্যান জ্যাক ওয়ার্নার তার রুচির কথা ভুলে গিয়ে কোটিপতি অনর নোয়েলসকে মহা ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে করল। যেদিন তারা হানিমুনে গেল ওইদিন বাথটাবে শুয়ে কব্জি কেটে আত্মহত্যা করল ক্যারেন কোনালি। ক্যারেনের বাবার সম্মানে খবরটি গোপন রাখল প্রেস।

অনর নোয়েলসের জন্য দেশের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত, সুদর্শন কংগ্রেসম্যানের সঙ্গে ঝড়ো গতির প্রেম ছিল এক দারুণ উত্তেজক ঘটনা। শৈশবকাল থেকেই অবহেলা করা হয়েছে অনরকে। তার বড় বোন কনসট্যান্স ছিল পরিবারের মস্তিষ্ক আর ছোট বোন গ্রেস ছিল মা'র সবচেয়ে প্রিয় মেয়ে। অসম্ভব রূপবতী গ্রেস তার বাবারও চোখের মনি ছিল। আর দু'বোনের কারণে কোথাও তেমন পাত্তা পেত না অনর। সে বুদ্ধিমতী এবং দেখতে আকর্ষণীয়া হলেও কেউ তার দিকে কখনও ফিরে তাকায়নি। নিজেকে সবসময় ওর ব্যাকআপ সিঙ্গারের মতো মনে হতো যে কখনও কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

জ্যাক ওয়ার্নারের মতো একজন সুদর্শন যুবক, যার কিনা ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তার সঙ্গে প্রেম করার বিষয়টি এতোটাই উত্তেজক এবং

অপ্রত্যাশিত ছিল অনরের জন্য যে তার মনে কোনদিন জ্যাকের প্রেমের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন জাগেনি। অথবা যে গতিতে সবকিছু ঘটে চলছিল, ওসব ভাবার সময়ই হয়তো পায়নি অনর। সে শীঘ্রি বুঝতে পারে দ্রুত গতিতে সমস্ত কাজ করাই জ্যাকের অভ্যাস। সে খুব দ্রুত অনরকে ডেটিং-এ নিয়ে গেছে, অতি দ্রুত তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এবং হানিমুন থেকে ফিরেই অনরকে বলেছে মা হওয়ার জন্য।

'এত তাড়া কীসের?' এক রাতে জ্যাকের রেশমী কোমল সোনালি চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল অনর। এখনও ঘুম থেকে উঠে নিজেকে চিমটি কেটে দেখে সে সত্যি জ্যাকের পাশে শুয়ে আছে কিনা। একদম পারফেক্ট একজন স্বামী জ্যাক। শুধু বাইরে দেখতেই পারফেক্ট নয়, ভেতরটাও তার সমান পারফেক্ট। সে মহৎ, সাহসী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। আমেরিকার জন্য অনেক ভালো ভালো কাজ করার স্বপ্ন দেখে সে। 'মাত্রই তো বিয়ে করলাম। কয়েকটা দিন দু'জনে মিলে একটু আনন্দ স্ফূর্তি করি না?'

কিন্তু গোঁ ধরে রইল জ্যাক। সে পরিবার চায় এবং সেটা এক্ষুনি। তাহিতিতে হানিমুনে গিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল অনর। রিসোর্টে আসার প্রথম দিন সকালে বাড়ি থেকে একটি ফোন এসেছিল জ্যাকের। ফোনটি পেয়ে সে সাংঘাতিক আপসেট হয়ে পড়ে। দু'জনে মিলে সমুদ্রে ডুব দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু 'আমার কাজ আছে, তুমি যাও,' বলে ট্রিপটি বাতিল করে দেয় জ্যাক। সেদিন সারাদিন অনরের সঙ্গে আর একটি কথাও বলেনি। সে রাতে সে ঘুমের মধ্যে 'ক্যারেন! ক্যারেন!' বলছিল। পরদিন এ ব্যাপারে অনর প্রশ্ন করলে ফুঁসে উঠেছে জ্যাক। 'যীশাস, অনর। তুমি এখন আমার স্বপ্ন নিয়ে জেরা শুরু করেছ?'

তারপর সারাটা সপ্তাহ গোমড়ামুখে, নিজের মধ্যে গুটিয়ে থেকেছে জ্যাক, নিজের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি এবং অনর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করলেও তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। এমনকী ওরা প্রেম পর্যন্ত করে নি। কিন্তু নিউইয়র্কে ফেরার পরে, প্রবল স্বস্তি নিয়ে অনর দেখেছে জ্যাকের কালো মুড দূর হয়েছে। আবার অনরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ও যদি আমাকে ভালো নাই বাসত তাহলে পরিবার শুরু করার কথা বলত না, ভেবেছে অনর। *আর সত্যি তো আমরা দেরি করব কীসের জন্য? খুদে জ্যাক ঘরময় দৌড়ে বেড়াবে। এরচেয়ে সুখের দৃশ্য আর কী হতে পারে?*

নয় মাস পরে জন্ম নেয় ওদের প্রথম কন্যা রবার্টা। এক বছর বাদে তার বোন রোজ। খুব ঘন ঘন মা হওয়ার কারণে মুটিয়ে গিয়েছিল অনর। দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী পালন করার সময় অনরের ওজন ছিল পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি।

'তুমি আবার যোগ ব্যায়ামের ক্লাসে যোগ দাও না কেন?' ভাজা ঝিনুক খেতে খেতে অন্যমনস্ক সুরে বলল জ্যাক। 'তোমার বোন আর তার ট্রেনারের কাছে চলে যাও। গ্রেস তো তার ফিগার দারুণভাবে ধরে রেখেছে। ট্রেনার লোকটা নিশ্চয় ভালো ট্রেনিং দেয়।'

কথাগুলো অনরের বুকে ছুরির খোঁচা দেয়। গ্রেস। *সবকিছুতেই গ্রেসকে টেনে*

আনার মানে কী?

জ্যাক ওয়ার্নারকে বিয়ে করার সময় জীবনে প্রথমবারের মতো নিজেকে শো'র তারকা বলে মনে হয়েছিল অনরের। বড় হওয়ার সময় গ্রেস সবসময়ই তার সমস্ত চমক কেড়ে নিয়েছে। এবং কোন চেষ্টা ছাড়াই কাজটা করেছিল সে। কোন ঘরে প্রবেশ করলেই সবার চোখ চলে যায় গ্রেসের দিকে। গ্রেসের ভেতরেই রয়েছে এই আলোটা, এত তীব্র তার জ্যোতি যে তার পাশে অনরের উপস্থিতি একদমই ম্লান হয়ে যায়। অনর বোনের প্রতি তার ঈর্ষা এবং ক্ষোভ চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে। সে জানে গ্রেস তাকে ভালোবাসে এবং অনরকে সে তার সেরা বন্ধু মনে করে। তবু অনর মাঝে মাঝে কল্পনা করে তার বোনের কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কল্পনায় দেখে গ্রেস উঁচু বার থেকে পিছলে পড়ে গেছে, তার পুতুলের মতো দারুণ সুন্দর শরীরটা মেঝেতে ছিটকে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। কিংবা গাড়ি দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে বীভৎস হয়ে গেছে গ্রেসের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা। *ওই আগুনের শিখা তো আসলে আমার ঘৃণা।* ভাবে অনর। বোনের ক্ষতি চেয়ে এসব ভাবনা মোটেই ঠিক নয়, জানে অনর। তবু ভাবতে তার ভালো লাগে।

যখন জ্যাককে বিয়ে করল অনর, ভেবেছিল *সবাই এখন আমার পেছনে পড়ে আছে। আমি এখন সুখী এবং বিখ্যাত, এখন দারুণ কেউ আমাকে ভালোবাসে। গ্রেস যেরকম বড় বোনের চেহারায় কল্পনা করত আমাকে আমি এখন তেমনটি হতে পারব।*

তবে অনর যেমনটি ভেবেছিল তেমনটি ঘটল না। মজার ব্যাপার চাঁদা তোলার একটি অনুষ্ঠানে গ্রেসের সঙ্গে লেনি ব্রুকস্টিনের পরিচয় অনরই করিয়ে দেয়। দুই সপ্তাহ পরে গ্রেস ঘোষণা করে তারা প্রেমে পড়েছে।

প্রথমে অনর ভেবেছিল ঠাট্টা করছে গ্রেস। যখন নিজের ভুল বুঝতে পারল, রীতিমত অসুস্থ বোধ করল সে। 'কিন্তু, গ্রেসি, তোর বয়স মাত্র আঠেরো। ওই লোকটা তো তোর ঠাকুর্দার বয়সী।'

'জানি আমি। জানি পাগলামী করছি।' মিষ্টি হাসির ঝংকার তুলল গ্রেস যে হাসি শুনলে পুরুষরা সবাই গরম কড়াইতে রাখা মাখনের মতো গলে যায়। 'আমি কোনদিন কল্পনাই করিনি লেনির মতো কাউকে পছন্দ করব। তবে, আমি খুব খুশিরে মেজ'পা। সত্যি বলছি। লেনিও। আমাদের জন্য তুমি দোয়া করবে না? তুমি খুশি হওনি।'

'অবশ্যই দোয়া করব রে, সোনা। আমি খুশিই হয়েছি।'

কিন্তু অনর মোটেই খুশি হতে পারেনি। হিংসা আর রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল।

কর্নি যেমন একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকারকে বিয়ে করেছে সেরকম কাউকে পছন্দ করলেও হিংসে হতো না অনরের। কিন্তু ছোট বোনের সাধারণ কাউকে মনে ধরেনি। ম্যাডামের পছন্দ হয়েছে নিউইয়র্কের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটিকে। তাকে সে ফাঁদে ফেলেছে।

অনর নোয়েলসের স্বল্পকালীন খুশির সূর্যের আলো ততদিনে ম্লান হতে শুরু করেছে

সে যখন মোটা এবং বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে মা মুরগীর মতো ঝিমোচ্ছে, গ্রেস তখন টক অব দ্য টাউনে পরিণত হয়েছে। আর এখন প্রিয় স্বামী প্রবরটি তার ছোট বোনের সঙ্গে তার তুলনা দিচ্ছে কারণ সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে তার শরীরে কয়েক পাউন্ড ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অসহ্য!

তবু নির্বিকার ভঙ্গিতে এবং নীরবে সব সহ্য করে চলল অনর। যেভাবে সে নিজের এবং সন্তানদের প্রতি জ্যাকের অবহেলা সহ্য করছে। সহ্য করছে তার স্বার্থপরতা, তার ক্রমবর্ধমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অতি সম্প্রতি তার ব্যভিচার। অনর তার ওজন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল। কারণ লোকে বলে সিনেটর ওয়ার্নার এবং তার স্ত্রীর বিবাহ রূপকথার বিয়ের মতো। অনর তাদেরকে হতাশ কিংবা বিভ্রান্ত করতে চায় না। সে শুধু ভান করে যাচ্ছে, অভিনয় করে যাচ্ছে। জ্যাকের বক্তৃতা সে হাসিমুখে শোনে, ঘরগেরস্থালি সম্পর্কে পত্রিকার সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন টিপস দেয়, বলে বাবা হিসেবে জ্যাক অসাধারণ, সবদিকেই তার খেয়াল রয়েছে। কিন্তু খেয়ালটা যে বেশি তরুণী পরিচারিকার ওপর, নজর তার বক্ষ এবং নিতম্বের দিকে, এ কথা অনর মরে গেলেও বলতে পারবে না।

বোনকেও একইভাবে প্রচণ্ড ঘৃণা করে অনর। ওপর দিয়ে দেখায় দুবোনের সঙ্গেই তার দারুণ সখ্য, বিশেষ করে গ্রেসের সঙ্গে। ওরা দু'জন সপ্তাহে দু'দিন একত্রে লাঞ্চ করে, নিয়মিত শপিংয়ে যায়, একসঙ্গে পারিবারিক ছুটি কাটায়, বেড়াতে যায়। কিন্তু বোনের প্রতি লোক দেখানো এ ভালোবাসা ও প্রীতির নিচেই অনরের ঘৃণার বাষ্প টগবগ করে ফুটতে থাকে।

ব্রুকস্টিনের সঙ্গে বেশি বেশি খাতির করতে উৎসাহ দেয় জ্যাক। 'এ হলো উইন-উইন পরিস্থিতি, ডার্লিং। গ্রেসের সঙ্গে তোমার বেশি বেশি সময় কাটানো উচিত। আমি জানি ওকে তুমি কত ভালবাস। লেনির সঙ্গে এ সুযোগে আমারও কথা হয়। আগামী চার বছরের মধ্যে হোয়াইট হাউজের জন্য আমার নির্বাচনী লড়াইয়ে লেনি ব্রুকস্টিন যদি আর্থিক সহায়তা দেয়, আমাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

এ কথাটি অনরও ভেবেছে। *জ্যাক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হলে পরিচারিকার পেছনে ছোঁকছোঁক করা বন্ধ করবে। কারণ কাজটা তখন খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাছাড়া লেনি ব্রুকস্টিনের আর্থিক সহায়তায় ও যদি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারে, আমি হবো ফার্স্ট লেডি। অমন তুরুপের তাস গ্রেসের হাতেও থাকবে না।*

তবে ইদানিং কোটিপতি ভায়রা ভাইটির আন্তরিকতায় উত্তাপের অভাব অনুভব করছে জ্যাক। সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গালি-গালাজ করে লেনিকে।

'হারামজাদা আমাকে কী ভাবে? তার কর্মচারী?' গাঁক গাঁক করে চেঁচায় জ্যাক। 'লেনির যদি পুরুষাঙ্গ চুলকায় জন মেরিভেল কিংবা শালার পুত প্রেস্টনকে বললেও তারা চুলকে দেবে। আমাকে বললে জীবনেও দেব না। কারণ আমি মার্কিন একজন সিনেটর!'

লেনির ওপর জ্যাকের অকস্মাৎ এমন চটে যাওয়ার কারণ খুঁজে পায় না অনর। কারণ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে তবে ভয়ে কিছু জানতে চায় না। এতকিছুর পরেও

অনর ওয়ার্নার তার স্বামীকে এখনও ভালোবাসে। নিজেকে বোঝায় সে যদি জ্যাকের ক্যারিয়ারে সাহায্য করে সঠিক পরামর্শ দেয়, সঠিক ড্রেসটি পরতে সাহায্য করে, সঠিক পার্টি দেয়– তাহলে জ্যাক আবার তার প্রেমে পড়বে।

কিন্তু অনর জানে না জ্যাক ওয়ার্নার কোনদিনই তার প্রেমে পড়েনি।

সাত

বাথরোব গায়ে জড়িয়েই নিচে নেমে এল জ্যাক। হালকা সেলৎজার পান করবে। রবার্টা, বাবা-মা ডাকে ববি বলে, উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ে।

'ড্যাডি!' সোনালি চুলের নাদুসনুদুস, নধরকান্তি ববি। সবসময় আদর খেতে চায়। 'ইলসি বলল আমরা যদি দুষ্টামি বন্ধ না করি তাহলে নাকি ইন-টাক-ইট-এ যেতে পারব না। কথাটা ঠিক না, না?'

মেয়েকে কোল থেকে মেঝেতে নামিয়ে রাখল জ্যাক।

'বাবাকে বিরক্ত কোরো না, রবার্টা,' বলল ইলসি।

'কিন্তু আমরা ইন-টাক-ইট-এ যেতে চাই। রোজও চায়। চাও না, রোজি?'

চার বছরের রোজ তার মায়ের মেকআপ ব্যাগ থেকে ডিওর লিপস্টিক বের করে, দু'টুকরো করে কাঠের মেঝেটা ঘষে ঘষে গোলাপি করে ফেলেছে। ইলসি তার বসের মনোযোগ আকর্ষণে এত ব্যস্ত যে রোজের দিকে নজর দেয়ার সময় পাচ্ছে না।

'আপনার কিছু লাগবে, সিনেটর ওয়ার্নার?'

'না,' খেঁকিয়ে উঠল জ্যাক। *নানটুকেট। আমি তো ভুলেই গেছিলাম ব্যাপারটা। ওই হারামী ব্রুকস্টিন গত রাতে আমাদের সবাইকে তার এস্টেটে যেতে দাওয়াত দিয়েছে। যেন আমরা সবাই তার জিগরী দোস্ত।*

আত্মঅহংকার বিসর্জন দিয়ে লেনি ব্রুকস্টিনের সাহায্যের জন্য যেতে হয়েছে জ্যাক ওয়ার্নারকে। মরিয়া না হলে সে এমন কাজ জীবনেও করত না। কিন্তু সে মরিয়া। আর লেনি তা জানে। কাজের চাপ মুক্তি হিসেবে ব্যাপারটা শুরু। একটু আধটু জুয়া খেলা, ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলে ঘোড়ার ওপর বাজি ধরা। কিন্তু বাজিতে হারার পরিমাণ যত বেড়ে যাচ্ছিল, জ্যাকের অবস্থানও তত যেন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জুয়া জ্যাক ওয়ার্নারের চরিত্রের অস্থির একটা দিক খুলে দিয়েছিল যে দিকটি সম্পর্কে এর আগে সে সচেতন ছিল না। বিষয়টি উত্তেজক, উৎফুল্লদায়ক এবং নেশার মতো। আর এ নেশা ইদানিং আর্থিকভাবে তাকে দারুণ দুর্ভোগে ফেলেছে। তবে আসল ঝুঁকি হলো রাজনৈতিক। একজন বলিষ্ঠ, ক্রিশ্চিয়ান রক্ষণশীল হিসেবে নিজের গোটা ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছে জ্যাক। বাধ্য হয়ে সে জুয়া খেলে এটা হয়তো অবৈধ নয় তবে এ কারণে তাকে পারিবারিক ভোটগুলো হারাতে হতে পারে।

ফ্রেড ফ্যারেল তাকে সোজা বলে দিয়েছে, 'জুয়া খেলা তোমাকে বন্ধ করতে হবে, জ্যাক। এবং এখুনি। দেনা শোধ করে নিজেকে বিশুদ্ধ করে নাও।'

যেন বললেই কাজটা করা যায়! দেনা শোধ করব? কী দিয়ে? অনর উত্তরাধিকার সূত্রে যে টাকা পয়সা পেয়েছে তা বাড়ি কিনতে আর মেয়েদেরকে স্কুলে ভর্তি করতেই খরচ হয়ে গেছে। সিনেটর হিসেবে জ্যাক বছরে ১৪০,০০০ ডলার বেতন পায়, আইনজীবী হিসেবে সে যা কামাই করত এ তার ভগ্নাংশ মাত্র। আর বর্তমানে তার যে সহায় সম্পত্তি রয়েছে তার তুলনায় টাকার এ অংশটা নেহায়েতই ক্ষুদ্র।

দেনা শোধ করার কোন রাস্তাই দেখতে পাচ্ছে না জ্যাক। ভায়রা ভাইয়ের কাছে তাকে হাত পাততেই হবে। তবে এ কাজটি নি:সন্দেহে বিব্রতকর। কিন্তু পরিস্থিতি একবার ব্যাখ্যা করলে লেনি নিশ্চয় সাহায্য করবে। *লেনি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে চিন্তা করে। ওরা যখন আমাকে প্রেসিডেন্ট বানাবে, আমি এর কয়েকগুণ বেশি পরিশোধ করে দিতে পারব।* একথা জানে লেনি।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল কথাটা জানেন না লেনি। চেক লিখে দেয়ার বদলে তিনি জ্যাককে একটি লেকচার ঝেড়ে দিলেন।

'তোমার জন্য আমি দুঃখবোধ করছি, জ্যাক, কিন্তু আমি কোন সাহায্য করতে পারব না। আমার বাবা ছিলেন একজন জুয়াড়ি। আমার মাকে সারাক্ষণ যন্ত্রণা দিতেন। মা'র চিকিৎসার টাকা দিয়ে তিনি জুয়া খেলতেন। মা'র চিকিৎসা করা হতো না।'

জ্যাক তার মেজাজ ঠাণ্ডা রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

'তোমার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, লেনি, তোমার বাবার সঙ্গে কিন্তু আমার কোন মিল নেই। আমি একজন মার্কিন সিনেটর। এ টাকাটা আমার জন্য খুব বেশি কিছুও নয়, তুমি জানো। শুধু এখন একটু টানাটানির মধ্যে আছি এই যা।'

সৌহার্দ্যপূর্ণ হাসি উপহার দিলেন লেনি, 'সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় তুমি নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারবে। আর কিছু?'

হারামজাদা। এটা শুধু প্রত্যাখ্যানই নয়, এটা স্রেফ ঘাড়ধাক্কা। এ ঘটনা জীবনেও ভুলবে না জ্যাক ওয়ার্নার। গত রাতে ভেবেছিল নানটুকেটে যাওয়ার দাওয়াত মুখের ওপর না করে দেবে। কিন্তু কাজটা ঠিক হবে না ভেবে নিজেকে বিরত রেখেছে জ্যাক। সত্য হলো, তার টাকাটার ভীষণই দরকার। অনর এবং গ্রেসের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। হয়তো অনর তার ছোট বোনকে সমস্যাটা বোঝাতে পারবে। আর গ্রেস তার প্রেমে আচ্ছন্ন বুড়ো স্বামীকে কি পটিয়ে পাটিয়ে রাজি করাতে পারবে না? অবশ্য এতে অনরের কাছে জ্যাককে স্বীকার করতে হবে সে জুয়ার দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছে। কিন্তু অনর শেষ পর্যন্ত কী করবে?

আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? মনে হয় না।

ইলসির দিকে ফিরল জ্যাক। 'আমরা সোমবার সকালে নানটুকেট রওনা হবো। মেয়েদের রেডি করিয়ে দিও।'

ববি তার পরিচারিকার দিকে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে তাকাল।

'দেখলে তো? বলছিলাম না আমরা যাচ্ছি।'

'জী, স্যার। আর কিছু... বিশেষ কোন কিছু কি আমাকে রেডি করতে হবে?'

ইলসি, তার মনিবের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। ইশারাতেই বোঝা যায় সে কী বলতে চাইছে।

'না।' বলল জ্যাক। 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ না। সোমবারের পরে তোমার চাকরি খতম।'

কিচেনের কাবার্ড থেকে আলকা-সেলৎজারের বোতলটা নিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল বেডরুমে।

আট

প্লে গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আছে কনি গ্রে। দেখছে মাংকি বার নিয়ে ঝুলোঝুলি করছে তার দুই ছেলে।

ওদের দ্যাখো। কী নিষ্পাপ চেহারা দু'জনের। ওদের ধারণাও নেই ওদের চারপাশের পৃথিবীটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে।

কেডের বয়স ছয়, অবিকল বাপ মাইকেলের চেহারা পেয়েছে। কালো চুল, জলপাই রঙা ত্বক, মাইকের মতোই হাসিখুশি, আনন্দময় মুখশ্রী। তবে কুপারের ভেতরে কনির ছাপ আছে। ওর গায়ের রঙ আরও বেশি ফর্সা এবং শরীরটাও একটু বেশি কমনীয়। আর বাচ্চাটা হয়েছেও বড্ড সেনসিটিভ। সবসময় কী নিয়ে যেন উদ্বেগে ভোগে। দুটি ছেলেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কনি আর মাইকেলের মতো বাবা-মা যাদের তারা বুদ্ধিমান হবে বেশি। আর অনেক কিছু নিয়ে গভীর চিন্তা করে সে।

ওর মা কীসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে জানতে পারলে কী চিন্তা করবে কুপার? হয়তো যখন বড় হবে তখন সবকিছু বুঝতে পারবে।

নোয়েলসদের সবচেয়ে বড় বোন কনি প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই সারাজীবন ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে আসছে। আর মায়ের অহংকার এবং আনন্দ, তার প্রতি বাবার সম্মান এবং শ্রদ্ধা তাকে আদায় করতে হয়েছে। কুপার নোয়েলস তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে ফেলেছিলেন কনিষ্ঠা কন্যা গ্রেসকে।

অনরের মতো কনিও বুঝতে পেরেছিল গ্রেস পরিবারে 'স্পেশাল' হিসেবে বিবেচিত। তবে অনরের মতো গ্রেসকে সে হিংসা করত না কিংবা তাকে লাইমলাইট থেকে বঞ্চিত করার কোন উদ্দেশ্যও তার ছিল না। পরিবারের 'বড় মেয়ে' হিসেবে সে নিজের ভূমিকা সুচারুভাবে পালন করে গেছে, হাইস্কুলে সে সেরা ছাত্রী ছিল, সমস্ত প্রিমিয়ার আইভি লীগ কলেজে সে ভর্তির সুযোগ পায়। বিউটি এবং ফ্যাশনের প্রতি খুব একটা আগ্রহ না থাকলেও কনি জানত সে দেখতে আকর্ষণীয়া, তার শরীরটিও বেশ সুগঠিত, অনেকটা পুরুষদের মতো। পুরুষদের কাছে সর্বদা প্রশংসিত শুভ্র ত্বক আর ছিপছিপে, লম্বা পায়ের ফিগারটির যতটুকু সম্ভব যত্ন সে নিত। গ্রেসের মতো অপূর্ব

সুন্দরীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে হয়তো পেরে উঠত না। তবে ছোট বোনের চেয়ে আট বছরের বড় কনির তার দরকারও ছিল না।

গ্রেস যখন সোসাইটিতে প্রবেশ করবে ততদিনে আমার বিয়ে শাদী হয়ে যাবে। তখন অনরের জন্য সমস্যা হয়ে উঠবে সে।

হয়েছেও তাই। নোয়েলসদের অন্যান্য বোনের মতো কনিও প্রেমের জন্য বিয়ে করেছিল। মাইকেল গ্রে তখন দেখতে খুবই কান্তিময় যুবক, ফুটবল খেলোয়াড়দের মতো পেটা শরীর। দেখতে লাগে আরমানি মডেলদের মতো। লেহম্যান ব্রাদার্সের প্রতিটি সেক্রেটারি তার জন্য লালায়িত ছিল।

কেডের জন্মের আগ পর্যন্ত লইয়ার হিসেবে কাজ করেছে কনি। তারপর আর কাজ করার প্রয়োজন হয়নি, মাইকেল ছিল লেহম্যানের অংশীদার, বছরে কোটি কোটি ডলার ইনকাম। তবে বেশিরভাগ টাকা আসত স্টক থেকে। অবশ্য ও নিয়ে কেয়ার করতে মাইকেলের বয়েই গেছে। ব্যাংকের স্টক সবসময় ওপরের দিকে ওঠে। মাইক বাৎসরিক যে বেতন পায় তার বেশিরভাগও যদি কনি খরচ করে তারপরও কোন সমস্যা নেই। আপনার যদি দামী কিছু কিনতে ইচ্ছে হয়, ধরুন হ্যাম্পটনস বীচে একটি বাড়ি, একটি বেন্টলি কিংবা বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে স্ত্রীকে একলাখ ডলার দামের নেকলেস কিনে দিতে মন চাইল, স্রেফ স্টকের বিপরীতে ধার করবেন টাকা। এটি সহজ-সরল একটি ব্যাপার। কেউ এ নিয়ে প্রশ্নও তুলবে না।

কিন্তু ওই সময় ধসে পড়ল বিয়ার স্টকস।

২০০৮ সালের মার্চ মাসে নিউইয়র্কের ওই পুরাতন প্রতিষ্ঠানটির বিফলতা ছিল মাইকেল এবং কনি গ্রের ধ্বংসের শুরু এবং তাদের মতো আরও সহস্রজন একই নিয়তির শিকার হয়েছিল। সেদিনের কথা মনে পড়লে কনির আজও মনে হয় সেটা যেন ছিল একটি ভূমিকম্পের দিন, এমন অকল্পনীয় কিছু কারও জীবনে ঘটতে পারে কল্পনাই করা যায় না।

নয় মাস আগে, সেপ্টেম্বরের এক ভয়ংকর দিনে কনির নিজের পৃথিবী হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। এখনও মাঝে মাঝে সকালে যখন তৃপ্তি এবং শান্তি নিয়ে ঘুম ভাঙে, এ সুখটুকু মাত্র অল্প কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী থাকে। কারণ তারপরই সেই ভয়ানক স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

২০০৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দেউলিয়া বলে ঘোষিত হয় লেহম্যান ব্রাদার্স। রাতারাতি গ্রে দম্পতি দেখতে পায় তাদের ২০ মিলিয়ন ডলারের স্টকের দাম নেমে গেছে ১ মিলিয়নে– সম্পত্তি বলতে শুধু রয়েছে নিউইয়র্কের মর্টগেজ রাখা বাড়িটি। তারপর হাউজিং মার্কেটে এমন ধস নামল যে ওই এক মিলিয়ন ডলার নেমে এল পাঁচ লাখ ডলারে। ক্রিসমাস নাগাদ তারা কনির গহনা বাদে আর সবকিছু বিক্রি করে দিল এবং বাচ্চাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনল। তবে অর্থনৈতিক এ দুর্যোগের চেয়েও আসল সমস্যা ছিল এ দুর্দশার ব্যাপারে কনি এবং মাইকেলের আকাশ পাতাল অনুভূতি।

মাইকেল গ্রে একজন ভালো মানুষ। আর একজন ভালো মানুষকে টেনে নিচে নামানো যায় না। 'ভেবে দ্যাখো, আমাদের চেয়েও কত খারাপ অবস্থায় আছে লাখ লাখ মানুষ।' কনিকে প্রায়ই বলে সে। 'আমরা ভাগ্যবান। আমরা একে অন্যের জন্য রয়েছি, আমাদের দুটি চমৎকার বাচ্চা আছে, আমাদের কয়েকজন ভালো বন্ধু আছে এবং আমাদের কিছু জমানো টাকা-পয়সাও রয়েছে। তাছাড়া আমাদের বয়সও এমন কিছু হয়নি যে নতুন করে আবার কিছু শুরু করতে পারব না।'

কনি বলে, 'নিশ্চয় পারব, ডার্লিং,' এবং সে মাইকেলকে চুমু খায়।

কিন্তু সে মনে মনে বলে, ভাগ্যবান? তোমার মাথাটাথা খারাপ হলো নাকি?

নতুন করে আবার কিছু শুরু করার কোনই খায়েশ নেই কনির। সে নিজের সমস্যাগুলো নিজের পুরানো কিট ব্যাগে ভরে দাঁত বের করে খামোকা হাসতে পারবে না। আর মাইকেল যদি তার ফালতু কথাগুলো আবার জপতে শুরু করে কনি ওর গলায় হারমিসের নেকটাই দিয়ে ঠিক ফাঁস লাগিয়ে দেবে।

সারভাইভার হওয়ার কোনই ইচ্ছে নেই কনির। টিকে থাকাটা আমেরিকান স্বপ্ন নয়। জিতে থাকা হলো আমেরিকান স্বপ্ন। আর কনি গ্রে বিজয়িনীরূপে নিজেকে দেখতে চায়। সে একজন বিজয়ীকে বিয়ে করেছিল আর সে কিনা ওকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। নতুন একজন রক্ষাকর্তা খুঁজে বের করতে হবে কনিকে যে ওর এবং ওর সন্তানের জন্য সুন্দর একটি জীবন যাপনের ব্যবস্থা করতে পারবে।

লেনি ব্রুকস্টিনের সঙ্গে অ্যাফেয়ারটি প্ল্যান করে হয়নি।

অ্যাফেয়ার! আমি কি ফাজলামি করছি? ওটা তো মাত্র দুই রাতের সম্পর্ক ছিল। লেনি এ ব্যাপারটি গতরাতে পরিষ্কারও করে দিয়েছে।

গ্রেসের বর্ণাঢ্য স্বামীটির সঙ্গে কনির বরাবরই সুসম্পর্ক। সুখের দিনগুলোতে সে আর মাইক নিয়মিত ব্রুকস্টিনদের সঙ্গে ডিনার করত। প্রাইভেট কোন জোকে শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ত কনি এবং লেনি। গ্রেস তো কনিকে সারাক্ষণই বলে, 'জানো, ব্যাপারটা খুব মজার। তোমার আর লেনির মধ্যে অনেক মিল। তোমরা দু'জন যেন অবিকল অনুরূপ। ও যখন কোরাম এবং ব্যবসা নিয়ে কথা বলে আমার মাথায় কিছুই ঢোকে না। কিন্তু তুমি? তুমি সবকিছু বুঝতে পারো! তোমাকে দেখে মনে হয় এসব ব্যাপারে তোমার অনেক আগ্রহ।'

আর কনি সবসময় ভেবে অবাক হয়, এ দু'জনের বিয়ে হলো কী করে?

লেনি ব্রুকস্টিন ব্রিলিয়ান্ট, টাফ, অ্যাম্বিশাস এবং দারুণভাবে জীবন্ত একজন পুরুষ। এরকম প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর মানুষ জীবনে দেখেনি কনি। গ্রেস... বেশ মিষ্টি। ব্যাপারটার ঠিক মাথায় ঢোকে না কনির। তবে এ নিয়ে খুব বেশি ভাবতেও চাইত না সে। অন্তত: ততদিন পর্যন্ত যতদিন সে এবং মাইকেল ছিল সুখী এবং ধনী।

তারপর একদিন...

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল লেনির অফিসে, অনেক রাতে। কনি তার বোন জামাইয়ের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে গিয়েছিল একটি লোন নিয়ে কথা বলার জন্য এবং সুযোগ পেলে মাইকেলের জন্য কোন ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করবে। লেহম্যানের এমডি'রা ওয়ালস্ট্রিটের কুষ্ঠরোগীতে পরিণত হয়েছেন, তাঁদের গায়ে কলঙ্কের দাগ, তাঁরা অস্পৃশ্য। মাইকেল ব্যাংকার হিসেবে খুব ভালো। কিন্তু কেউ তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিতে চায় না।

কনি কাঁদতে শুরু করে, লেনি তাকে সান্ত্বনা দিতে জড়িয়ে ধরেন। তারপর তারা নিজেরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখে মেঝেতে দু'জনে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়েছে। এবং লেনি কনিকে উন্মত্ত প্রেমে ডুবিয়ে দেন।

পরে কনি ফিসফিসিয়ে বলেছে, 'আমাদের মধ্যে অনেক মিল। তোমার এবং আমার মধ্যে। দু'জনের মধ্যেই ক্ষিদে আছে। মাইকেল এবং গ্রেস এরকম নয়।'

'জানি আমি,' বলেছেন লেনি। 'এ জন্যেই ওদেরকে আমাদের প্রটেক্ট করতে হবে। আমি এবং তুমি নিজেদেরকে প্রটেক্ট করতে পারব।'

লেনির কাছ থেকে এরকম জবাব আশা করেনি কনি। তবে সে রাতে হতাশ হয়ে কোরাম অফিস ত্যাগ করতে হয়নি তাকে। বরং নতুন এবং চিত্তাকর্ষক একটি দরজা তার জন্য খুলে গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক বাদে বিছানায় মাইকেলের পাশে শুয়ে কনি ভাবছিল এ সম্পর্ক ওদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে।

সম্পর্কটি ওদেরকে কোথাও নিয়ে যায়নি।

দুই সপ্তাহ পরে কনি আবার শুলো লেনির সঙ্গে। এবারে নিউজার্সির একটি সস্তা হোটেলে। লেনির তখন খুব অনুশোচনা হচ্ছিল।

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না এটা আমরা করেছি। এটা আমি করেছি,' ভুলটা শোধরালেন তিনি। 'দোষ তোমার নয়, কনি। তুমি এবং মাইকেল খুব মানসিক চাপের মাঝ দিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু আমি তো কোন যুক্তি দেখাতে পারব না।'

খসখসে গলায়, নিচু স্বরে কনি বলল, 'তোমাকে কোন যুক্তি দেখাতেও হবে না, লেনি। তুমি গ্রেসকে নিয়ে সুখী নও, জানি। ও কোনদিনই তোমার যোগ্য ছিল না।'

বড় বড় হয়ে গেল লেনির চোখ। অকপট বিস্ময় নিয়ে তাকালেন কনির দিকে।

'আমার জন্য যোগ্য নয়? গ্রেস? মাই গড। ও আমার সবকিছু। আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি। আমি...' গলা বুজে এল লেনির। এমন শক পেয়েছেন, বাক্যটি শেষ করতে পারলেন না। অবশেষে বললেন, 'এ ব্যাপারটা যেন ও কোনদিন জানতে না পারে। নেভার। আর এরকম কোন কিছু আমরা কোনদিন করব না। ক্ষণকালের এ পাগলামী ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের মতো চলব, কেমন?'

'ঠিক আছে,' বলল কনি। 'তুমি যদি তাই চাও।'

গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাগে কনির গা জ্বলে যাচ্ছিল। **আমাদের মতো চলব?**

কোথায় চলব? আমার যাওয়ার জায়গা আছে কোথাও? লেনি ব্রুকস্টিন, তুমি আমার কাছে দেনা হয়ে আছ। এবং এখন সে দেনা তোমাকে শোধ করতে হবে। তোমার কি ধারণা তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেব আর তুমি নিশ্চিন্তে গ্রেসের বাহুডোরে বাঁধা পড়বে?

'মাম্মি, আমাকে দ্যাখো!'

দোলনায় চড়েছে কেড। সরু কাঠি কাঠি পা দিয়ে দোলাচ্ছে দোলনা, তারপর লাফিয়ে পড়ছে শূন্যে, দুড়ুম করে পড়ে যাচ্ছে বালুর ওপর।

'দেখলে আমি কত উঁচুতে উঠতে পারি? দেখলে?'

'দেখেছি, সোনা। খুব পারো।' কনি কাঁধে কাশ্মিরী শালটা আরও ভালো করে টেনে দিল। এটি জন্মদিনের উপহার হিসেবে দিয়েছে গ্রেস। *শীঘ্রি আমাদের ঘরে যা কিছু থাকবে তার সবই হবে গ্রেসের উপহার। টেবিলের খাবার, পরনের কাপড় সবকিছু।*

লেনি এবং গ্রেসের সঙ্গে তাদের অত্যন্ত দামী বাড়িতে আগামী সপ্তাহটি কাটাতে হবে ভাবলেই বমি ভাব হয় কনির। বিশেষ করে গত রাতে কোরাম বলের ডান্স ফ্লোরের ঘটনার পরে। হারামজাদা লেনি ওর সঙ্গে হঠকারিতা করেছে। এমন ভাব দেখিয়েছে যেন কনি তার পিছু নিয়েছিল। লেনি ওকে ব্যবহার করেছে তারপর আবর্জনার মতো ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এবং ফিরে গেছে প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে। এখন কনিকে কৃতজ্ঞতার ভাব দেখাতে হবে দাওয়াত পেয়েছে বলে যাতে সে ওদের ৬০ মিলিয়ন ডলার দামের বাড়িতে গিয়ে দু'জনের প্রেমলীলা দেখতে পারে?

মাইকেলই জোর করে বিষয়টি উপস্থাপন করেছে।

'আমি যেতে চাই। লেনি আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে এ তার উদারতা। তাছাড়া এ ফাঁকে নিউইয়র্কের দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকেও কয়েক দিনের জন্য মুক্তি মিলবে। নৌকা ভ্রমণ হবে, সমুদ্রের বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়া যাবে।'

মাইকেল লেনিকে খুব পছন্দ করে। অবশ্য মাইকেল এরকমই। সবাইকেই সে পছন্দ করে। গত রাতে লেনি যখন দাওয়াত দেন, মাইকেলের তো উত্তেজনায় হাত কামড়ানোর দশা।

ও যদি জানত লেনি ব্রুকস্টিনের হাত কোথায় কোথায় গেছে-আমার বুকে, আমার পাছায়, আমার দুই উরুর ফাঁকে– তাহলে আর ও হাত কামড়াত না।

কিন্তু মাইকেল গ্রে জানত না।

যতদিন লেনি ব্রুকস্টিন ভালো কাজগুলো করবে এবং কনির ইচ্ছে পূরণ করবে, ততদিন ওর জানার দরকারও হবে না।

নয়

লেনি এবং গ্রেস ব্রুকস্টিনের নানটুকেটের বাড়িটি এককথায় অসাধারণ। ধূসর নুড়ি পাথর দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড একটি প্রাসাদ, দ্বীপের উত্তর দিকে, ঠিক ক্লিফ রোডের পাশে মূল বাড়িতে রয়েছে দশটি বেডরুম সুইট, একটি ইনডোর সুইমিং পুল এবং স্পা, একটি সুসজ্জিত মুভি থিয়েটার, শেফ'স কিচেন এবং বিরাট আকৃতির চাঁদওয়ারিযুক্ত রুফ টেরাস (নান্টুকেটে এটিকে সবাই 'উইডোস ওয়াক' বলে সম্বোধন করে কারণ পুরানো দিনগুলোতে নাবিকদের স্ত্রীরা বাড়ির ছাদে উঠে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকত এই আশায় যে দেখতে পাবে তাদের স্বামীদের হারানো জাহাজগুলো ফিরে আসছে)। রয়েছে সাজানো ফুলের বাগান, তাতে ফুটে আছে ল্যাভেন্ডার এবং গোলাপ এবং ইউরোপীয় স্টাইলে ওপরের দিকে সমান করে কাটা গুল্ম। দীর্ঘ তরুর সারি জলপ্রপাতের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেছে দ্বীপের অন্যতম প্রশান্তিকর এবং নির্জন সৈকত স্টেপস বীচ-এ। বাগানের শেষে রয়েছে চারটি গেস্ট কটেজ, সাদা কাঠের তৈরি ডলহাউজ, প্রতিটির সামনে নিজস্ব মিনিয়েচার ফ্রন্টইয়ার্ড এবং সাদা খুঁটির বেড়া। অন্য কোথাও হলে কটেজগুলো কৃত্রিম মনে হতে পারত। কিন্তু এখানে, এই জাদুর দ্বীপে সবকিছু অনন্ত সময়ের জন্য সারল্যে বাঁধা পড়ে গেছে।

অন্তত: গ্রেস ব্রুকস্টিনের কাছে তাই মনে হয়। সে-ই এসব তৈরি এবং ডিজাইন করেছে, র‍্যালফ লরেনের বালিশ কভার থেকে শুরু করে অ্যান্টিক ভিক্টোরিয়ান ক্ল-ফুট বাথটাব পর্যন্ত।

নানটুকেট জায়গাটা গ্রেসের খুব পছন্দ। এখানে লেনির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, নি:সন্দেহে সেটি ছিল গ্রেসের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিক। তবে দ্বীপটিকে ভালো লেগে যাওয়ার মূল কারণ অন্য। এ দ্বীপের পরতে পরতে যেন লুকিয়ে রয়েছে অদ্ভুত সারল্য যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য নানটুকেট ধনীদের দ্বীপও বটে। এখানে জীবনযাত্রা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সিয়াসকনসেটে তিন রুমের ছোট জেলে কুটিরের দাম কমপক্ষে দুই মিলিয়ন ডলার। গরমের সময় ২১ ফেডেরাল কিংবা সামার হাউজের মতো রেস্টুরেন্টে যে লবস্টার বিক্রি করা হয় তার দাম প্যারিসের পঞ্চম জর্জ হোটেলের চেয়ে বেশি। শহরের ইউনিয়ন এবং অরেঞ্জ স্ট্রিটের দোকানগুলোয় হাজার ডলার দামের কার্ডিগান শোভা পায়। গ্যালারিতে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের আঁকা একেকটি ছবির মূল্য ছয়

অংকের, কখনও অংকটা সাতের ঘরও ছাড়িয়ে যায়। দ্বীপের কোটিপতি বাসিন্দারাই সাধারণত: এসব ছবি কেনেন। তারপরও নানটুকেট নিয়ে কিন্তু কোন হইচই নেই। কেউ বড়লোকি দেখায় না। গ্রেস বেশ কয়েকবার এসেছে এ দ্বীপে কিন্তু আজতক কোন স্পোর্টস কার চোখে পড়েনি। মহাধনী এবং তাঁদের স্ত্রীরা শহর ঘুরতে বেরোন গ্যাপ নামের দোকান থেকে কেনা খাকি শর্টস এবং সাদা সুতির শার্ট পরে। জেটির ইয়টগুলোতেও কোন বড়লোকি চালচলন নেই। ইস্ট হ্যাম্পটন কিংবা সেইন্ট ট্রপেজ অথবা পাম বীচের ইয়টের তুলনায় এ দ্বীপের জেটিতে নোঙর করা ইয়টগুলো অনেক সস্তা দামের। নানটুকেটে লেনি কখনও দামী কোন ইয়ট নিয়ে আসেন না। সাতচল্লিশ ফুট লম্বা একটি বোট নিয়ে আসেন কেবল। তিনশো ফুট দৈর্ঘ্যের *কোরাম কুইন* নিয়ে এ দ্বীপে প্রবেশের কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। যদিও গ্রেস জানে সার্ডিনিয়ায় এই বিলাসবহুল ইয়ট ছাড়া তিনি যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন না।

নানটুকেট এমন একটি জায়গা যেখানে ধনী মানুষেরা গরীব সাজার ভান করেন। এ ব্যাপারটি নস্টালজিক করে তোলে গ্রেসকে, সে ফিরে যায় শৈশবে যখন জীবনটা ছিল অনেক সহজ, নিষ্পাপ আনন্দে ভরে থাকত দিনগুলো। তার মতোই লেনিও এ দ্বীপটিকে পছন্দ করেন জেনে রোমাঞ্চিত সে। মাদাগাস্কারে লো ফোবোন-এর বাড়িতেও বেশ রিল্যাক্স বোধ করে গ্রেস। অবশ্য ব্রুকস্টিন দম্পতি সব জায়গাতেই সমান খুশি তবে এখানে এলে তারা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়, এই বাড়িতে।

মেহমানরা পৌঁছানোর তিনদিন আগে নানটুকেট চলে এল গ্রেস এবং লেনি। লেনির কিছু অফিসিয়াল কাজকর্ম ছিল। সেসব শেষ করার দরকার ছিল আর বাড়ির কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন ছিল গ্রেসের। অতিথিরা আসার আগে সে বাড়িঘর গুছিয়ে রাখবে।

'অনর এবং কনির জন্য বড় কটেজ দুটি বরাদ্দ করো কারণ ওদের বাচ্চা-কাচ্চা আছে। এন্ড্রু এবং মারিয়া বালুর ধারের কটেজটিতে থাকতে পারবে। আর মেরিভেলদেরকে সবার ছোটটা দিও। ক্যারোলিন এর আগেও এখানে এসেছে। আশা করি ও কিছু মনে করবে না।'

কত যে কাজ বাকি! খাবারের মেনু তৈরি, ফুলের অর্ডার দেয়া, ভাগ্নে-ভাগ্নির জন্য বাইক এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম রেডি রাখা। গ্রেসের মনে হচ্ছিল এত কাজের চাপে লেনির সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ খুব কম হচ্ছে।

দলবল চলে আসার আগের রাতে, ওরা দু'জন সিয়াসকনসেটের জেলেদের গাঁয়ের এক নিরিবিলি, সুন্দর রেস্টুরেন্ট শ্যান্টিক্লিয়ারে রোমান্টিক ডিনার করল। অবশ্য ডিনারটি রোমান্টিকই হতে পারত যদি না সারাটা সন্ধ্যা ব্ল্যাকবেরী নিয়ে আঠার মতো সেঁটে না থাকতেন লেনি।

'সব ঠিক আছে তো, ডার্লিং? তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।' গ্রেস হেসে টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দিল।

'সরি, হানি। সব ঠিক আছে। আমি কেবল একটু... এ মুহূর্তে অনেক কিছুই ঘটে

চলেছে। তবে ও নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, মাই অ্যাঞ্জেল।'

গ্রেস দুশ্চিন্তা করতে চায় না কিন্তু চিন্তা এসে যায়। লেনি কখনও অফিসের ঝামেলা বাড়ি বয়ে আনেন না। *কখনও না।* আজ সকালে জেটিতে চালচুলোহীন এক লোক লেনির কাছে পয়সা ভিক্ষা চেয়েছিল। লেনি তার ওপর দারুণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। লোকটাকে মদ খেতে বারণ করে কাজ করে খাওয়ার জন্য ঝাড়া দশ মিনিট বক্তৃতা ঝাড়েন তিনি। পরে, গ্রেস বাগান থেকে র‍্যাস্পবেরি তুলছে, বেডরুমের জানালা দিয়ে ভেসে এল লেনির চিৎকার-চেঁচামেচি। জন মেরিভেলের সঙ্গে কথা বলছেন ফোনে। সারকথা বুঝতে পারেনি গ্রেস তবে একটি কথা ওর মনে গেঁথে যায়।

'সবাই আমাকে টুকরো টুকরো করতে চায়, জন। হারামজাদারা আমার রক্ত শুষে নিতে চায়। প্রেস্টনের ব্যাপারে তুমি যা বললে, ওর জন্য আমি এ পর্যন্ত যা করেছি... আমি ওর হাত কেটে নেব।'

রক্ত শুষে নিচ্ছে কথাটার মানে কী? আর হারামজাদারা কারা? *এন্ড্রু প্রেস্টন নিশ্চয় নয়।* মাত্র এক বছর হলো এন্ড্রু লেনির সঙ্গে কাজ করছে। মেরিভেলদের মতো সে এবং মারিয়াও ওদের পারিবারিক সদস্যের মতো হয়ে গেছে।

গ্রেস অন্তত: এটুকু স্বস্তি পেল ভেবে যে লেনি কথা বলছেন জনের সঙ্গে। সে জানে লেনি ওকে বিশ্বাস করেন এবং আপন ভাইয়ের মতো ভরসাও করেন। সমস্যা যা-ই হোক না কেন, গ্রেস নিশ্চিত জন বুঝতে পারবে তার কী করা উচিত। ও কাল এখানে আসছে। তারপর, আশা করা যায়, লেনি একটু রিল্যাক্সড হবেন।

ছুটির শুরুটা ভালোই হলো। অতিথিরা আসতে শুরু করলে লেনি আরও বেশি রিল্যাক্স বোধ করতে লাগলেন, আবার ফিরে গেলেন পুরানো চেহারায়। জ্যাক ওয়ার্নার ছাড়া অন্য সকলকেই মনে হলো তারা এখানে আসতে পেরে খুশি এবং সময়টা যে ভালো কাটবে সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত।

মাইকেল গ্রে চারটি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বংশীবাদকের ভূমিকা নিয়ে নিয়েছে, ভাগ্নে-ভাগ্নি ববি এবং রোজসহ সবাইকে নিয়ে সে নদীতে কাঁকড়া ধরতে গেল, ওদেরকে জেটিস বীচে আইসক্রিম খাওয়াল। গ্রেস এতে খুব খুশি। বেচারী মাইক এবং কনির ওপর দিয়ে গত বছরটা অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে। ছুটিতে এসে মাইকের জন্য ভালোই হয়েছে। কেড এবং ছোট্ট কুপারকে দেখে মনে হলো তারা যেন সপ্তম স্বর্গে রয়েছে। সারাদিন বাইকে চড়ে বেড়াচ্ছে কিংবা বালুতে ছোটাছুটি করছে।

দিনের বেলা অন্য চার পুরুষ– জন, এন্ড্রু, জ্যাক এবং লেনি সময় কাটাল বোটে চড়ে কিংবা গলফ খেলে। ওদিকে তাদের স্ত্রীরা ব্যস্ত রইল নানান থেরাপি নিয়ে। গ্রেস তার বোনদেরকে ছোট ছোট উপহার দিতে খুবই পছন্দ করে। সে অন্যদের জন্য টাকা খরচ করতে খুব ভালোবাসে, বিশেষ করে কনি এবং অনরের জন্য। ক্যারোলিন এবং মারিয়ার কাছেও নিজেকে জাহির করতে ইচ্ছুক, কিন্তু ওরা সে সুযোগ দেয় না গ্রেসকে।

ওরা আমার কাছ থেকে কোন উপহার নিতে চায় না বোধ হয় আমি বয়সে ওদের

চেয়ে অনেক ছোট বলে। ওরা আমাকে তাদের মেয়ে হিসেবে দেখে। ক্যারোলিনকে গ্রেস একটু বেশি পছন্দ করে। সে ক্যারোলিনের প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশে উন্মুখ।

'আমি কাল বাড়িতে স্পেশাল ডিনার দিতে চাই,' স্টাডিরুমে ঢুকে লেনিকে বলল গ্রেস। ছটফট করছে উত্তেজনায়। 'আমি জনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব ক্যারোলিন কী কী খেতে পছন্দ করে। ফেলিসিয়াকে বলব সেইসব খাবার রান্না করতে। তুমি কী বলো?

লেনি ওর দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকালেন। 'খুব ভালো প্রস্তাব, গ্রেসি।'

চলে যাচ্ছিল গ্রেস, হাত বাড়িয়ে খপ করে ওকে আটকে দিলেন লেনি। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' কথাটা তুমি জানো, জানো না?'

হেসে উঠল গ্রেস, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল স্বামীকে।

'অবশ্যই জানি। সত্যি বলছি, লেনি! হোয়াট আ ফানি থিং টু সে।'

'আমি গ্রেস কিংবা লেনির পাশে বসতে পারব না। আর আশা কোরো না যে ওদের সামনে হাত জড়ো করে গদগদ সুরে কথা বলব। তুমি গিয়ে ওদের সামনে মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়তে পার, জন।'

ক্যারোলিন মেরিভেলের মেজাজ খুবই খারাপ। নানটুকেটে লেনির দাওয়াত রক্ষার জন্য স্বামীকে সে পীড়াপীড়ি করলেও এখন সবকিছুর জন্য উল্টো তাকেই দোষ দিচ্ছে। এখানকার কোন কিছুই ক্যারোলিনের পছন্দ হচ্ছে না। সবকিছুর বিরুদ্ধে অনবরত অভিযোগ করে চলেছে। বলছে প্রমোদ ভ্রমণটা ছিল একেবারেই নিষ্প্রভ, লোকের সঙ্গ ভীষণ নিরানন্দ, তাদেরকে যে গেস্টহাউসে থাকতে দেয়া হয়েছে অমন বাজে এবং জীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়ি সে জীবনে দেখেনি ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রেসের 'স্পেশাল ডিনার'কেও সে আরেকটি অপমান এবং তাচ্ছিল্য বলে ভাবছে।

'কো-কো- কোন সিনক্রিয়েট কোরো না, কারো, ঠিক আছে? আমি শুধু এ-ই বললাম।'

'তুমি বলছ? তোমাকে কিছু বলার অধিকার কে দিয়েছে? তুমি লেনির সঙ্গে কথা বলেছ? বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে?'

যন্ত্রণাকাতর দেখাল জনকে। 'এখনো বলিনি। তুমি যতটা স-সহজ ভাবছ ব্যাপারটা তত সহজ নয়।'

'বরং উল্টোটা, জন। এটা খুব সহজ কাজ। হয় তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে নয়তো আমি।'

'না! তুমি ব-বোলো না। প্লিজ, লে-লেনির ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'বেশ। তবে এ ছুটি শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু কথা বলতে হবে মনে থাকে যেন। আমাকে যদি আবার ওই বকোয়াস কথা শুনতে হয় যে গ্রেস আমার অসাধারণ বন্ধুত্বের জন্য কতটা কৃতজ্ঞ তাহলে কিন্তু নিজেকে আর সামলে রাখতে পারব না বলে দিলাম।'

চেহারা করুণ করে জন ভাবল *গ্রেস তোমার বন্ধুত্বের জন্য কৃতজ্ঞ? বেচারী!*

লেনি সৌভাগ্যবান। গ্রেসের মতো স্ত্রী লাখে একটা মেলে।

দশ

গ্রেস আশ্চর্যরকম নার্ভাস বোধ করছে। ডিনার যদিও খুব ভালো হয়েছে। বরাবরের মতোই চমৎকার রান্না করেছে ফেলিসিয়া। লবস্টার বিস্ক থেকে চমৎকার সুঘ্রাণ বেরুচ্ছে, রংটাও হয়েছে দারুণ হালকা গোলাপি, অর্গানিক সবুজের ওপর শুয়ে থাকা ভেড়ার রোস্ট দেখলেই জিভে চলে আসে জল আর ডেজার্ট হিসেবে র‍্যাস্পবেরি পাভলোভার তো কোন তুলনাই নেই, বরফসাদা মেরিভ (ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন) আর রক্তলাল বেরি উঁচু হয়ে আছে টাওয়ারের মতো। ক্যারোলিন খাবার দেখে খুব খুশি।

তবু আনন্দ পাচ্ছে না গ্রেস। আজকেই, দিনের শুরুতে সে কনিকে দেখেছে সৈকতে দাঁড়িয়ে লেনির সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে সে চলে গেছে। গ্রেস তার বোনকে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল কী হয়েছে, কনি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ওর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

'মাইকেল,' বলেছেন লেনি, 'ও খুব হতাশায় আছে। ওরা খুব ঝামেলার মধ্যে যাচ্ছে। তবে, হানি, ব্যাপারটা তুমি যেন আবার ব্যক্তিগতভাবে নিও না।'

কিন্তু গ্রেস ব্যাপারটি ব্যক্তিগতভাবেই নিয়েছে। মাত্র চার ঘণ্টা আগে অনরও ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। দোষের মধ্যে গ্রেস শুধু জানতে চেয়েছিল অনর ওর সঙ্গে স্পা-য় যাবে কিনা।

'ফাকিং ম্যাসাজ নিলেই জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, গ্রেসি, বুঝলে? ক্রাইস্ট, সবকিছুর জবাব কি তুমি এভাবে দিতে চাও? শুধু টাকার গরম দেখাও?'

ভয়ানক কষ্ট পেয়েছে গ্রেস। সে মোটেই টাকার গরম দেখায় না। অন্তত: অনরের সেটা জানা উচিত।

পরে অবশ্য অনর ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছে। 'জ্যাককে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি। সারাক্ষণ তিরিক্ষি করে রাখে মেজাজ। ওর খারাপ মেজাজ আমাকেও বোধহয় খানিকটা প্রভাবিত করেছে।'

গ্রেস বোনকে ক্ষমা করে দিয়েছে। দু'জনের মধ্যে মিটমাট হয়ে গেছে। তারপরও কেমন একটা অস্থিরতা যেন ভেসে রয়েছে বাতাসে। হয়তো এটা স্রেফ গ্রেসের কল্পনা,

তবে ওর মনে হচ্ছে একটা পরিষ্কার টেনশন যেন ঘিরে রেখেছে আজ রাতের ডিনার টেবিল।

ওরা সবাই অসুখী। এমনকী লেনিও। আমি ওদেরকে সুখী করতে চাই। কিন্তু পারছি না।

'সুপটা অমৃতের মতো স্বাদ হয়েছে, গ্রেস। দারুণ রান্না,' শ্যালিকার দিকে তাকিয়ে হাসল মাইক গ্রে।

'ধন্যবাদ,' হাসিটি ফিরিয়ে দিল গ্রেস। *ওকে দেখে আমার কাছে হতাশ মনে হচ্ছে না।*

মারিয়া প্রেস্টন কটাক্ষের সুরে বলল, 'সত্যি, তোমাদের শেফকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। এত খাবার তৈরি করতে লোকটাকে নিশ্চয় সারাদিন কামলার মতো খাটতে হয়েছে।'

এন্ড্রু প্রেস্টনের মুখ লাল হয়ে গেল। গ্রেস নিশ্চয় কটাক্ষটা বুঝতে পারবে। কয়েক গ্লাস ওয়াইন পান করার পরে লাগামছাড়া হয়ে গেছে মারিয়ার কথাবার্তা। সে আজকের ডিনারে উরু দেখানো রাবার্টো কাভাল্লি ইভনিং গাউন পরে এসেছে যার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এন্ড্রু মানা করলেও শোনেনি। উল্টো দু'এক কথা শুনিয়ে দিয়েছে।

গ্রেস মারিয়ার অপমান গায়ে মাখল না। তবে লেনি শান্ত গলায় বললেন, 'আমাদের শেফ 'লোকটা' নয়, মহিলা। তার নাম ফেলিসিয়া। সে প্রচুর কাজ করে যদিও আমি কখনও তাকে কামলা বলে সম্বোধন করি না। গত বছর আমি ওকে তোমার স্বামীর চেয়েও বেশি বেতন দিয়েছি, মারিয়া।'

এন্ড্রুর মুখ আরও লাল হয়ে গেল। মারিয়া তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

গ্রেস মনে মনে বলল ধরণী দ্বিধা হও এবং আমি তোমার মধ্যে ঢুকে যাই। ঝগড়াঝাঁটি তার একদমই পছন্দ নয়। আর লেনি ডিমের খোলার ওপর হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত।

'সিনেটর ওয়ার্নার,' হাসিমুখে বললেন তিনি। 'তোমাকে আজ দেখছি খুব চুপচাপ। কী হয়েছে, জ্যাক? পার্টি ভাল্লাগছে না?'

দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করা গেলে লেনি ব্রুকস্টিন এখনই পুড়ে ছাই হয়ে যেতেন।

'ঠিক তা নয়, লেনি। আমার এলাকায় বেকারত্বের হার প্রায় দশভাগে গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা তোমার বাড়িতে বসে মজার মজার খাবার খাচ্ছি আর ওদিকে যারা আমাকে ভোট দিয়েছে তারা বাড়িঘর হারাচ্ছে। তাদের চাকরি নেই, নেই হেলথ ইনসিওরেন্স, নেই আশা। আর তারা আমার ওপর ভরসা করে আছে আমি তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেব। কাজেই আমি ঠিক পার্টি মুডে নেই। আমি গেলাম।'

অনর আতংকিত হয়ে দেখল টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে জ্যাক, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গত রাতে সে তার জুয়ার দেনার কথা বলেছে অনরকে। ফলে সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি অনর। শরীর-মন বিধ্বস্ত ছিল বলে আজ সে গ্রেসের

সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। এ জন্য সারাদিন ধরে পস্তাচ্ছেও। গ্রেসের সঙ্গে অমন আচরণ করা তার মোটেই উচিত হয়নি। এখানে আসার উদ্দেশ্যই ছিল গ্রেসকে পটিয়ে পাটিয়ে লেনিকে রাজি করানো যাতে সে জ্যাকের দেনাটা শোধ করে দেয়।

গতরাতে অনরের সঙ্গে খুব চেঁচামেচি করেছে জ্যাক।

'আমি লেনি ব্রুকস্টিনকে চাই। তার টাকা ছাড়া আমি শেষ হয়ে যাব, বুঝতে পারছ কথাটা? আমরা শেষ হয়ে যাব।'

বুঝতে পেরেছে অনর। অথচ জ্যাক নিতান্তই অভব্য শিশুর মতো সবার সামনে ওকে বিব্রত করে চলে গেল।

'আমি যাই। দেখি ওর মেজাজটা ঠাণ্ডা করতে পারি কিনা,' মিনমিন করে বলল অনর। 'সরি, গ্রেস। লেনি।'

আর জমল না ডিনার পার্টি। ওয়ার্নার দম্পতি চলে যাওয়ার পরে অন্যরা পার্টি চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করলেও জ্যাক এবং অনরের খালি চেয়ার দুটো ওদের ভোজে ভূতের মতো ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। জন মেরিভেল টোস্ট করল, সুখাদ্যের জন্য ধন্যবাদ জানাল গ্রেসকে, তবে সে এমন তোতলাচ্ছিল যে তার অসমাপ্ত বিড়বিড়ানি শেষ করতে হলো ক্যারোলিনকে। মাথা ধরার কথা বলে ডেজার্ট না খেয়েই চলে গেল কনি। মেইড যখন কফি নিয়ে এল তখন অবশিষ্ট অতিথিদের জোর করে হাসার চেষ্টা অদৃশ্য হয়ে মুখগুলো দাঁত-কপাটি লেগে যাওয়ার মতো দেখাচ্ছিল।

পরে, বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় কান্নায় ভেঙে পড়ল গ্রেস।

'পুরো ডিনারটাই মাটি হয়ে গেল, না? কেন সবাই দেশের অর্থনীতি নিয়ে কথা বলে? বড় আপা এবং দুলাভাই তাদের বাড়ি হারাচ্ছে, জ্যাক দুলাভাই বেকারত্ব সমস্যা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে।'

'বেকারত্ব সমস্যা তার টেনশনের প্রধান কারণ নয়, সুইটহার্ট।'

'এমনকী ক্যারোলিন এবং মারিয়াও তাদের হেয়ারড্রেসারদের কাছে ঘ্যানঘ্যান করছিল জন এবং এন্ড্রু এ বছর খুব কম টাকা আয় করেছে।'

রেগে গেলেন লেনি। 'মারিয়া এবং ক্যারোলিন এসব কথা বলেছে নাকি? ওদের ভাগ্য ভালো ওদের স্বামীদের এখনও চাকরি আছে। SEC আমাদেরকে উকুনের মতো ছেঁকে ধরেছে।

আঁতকে উঠল গ্রেস। 'তোমাকে নিয়ে তদন্ত হচ্ছে?'

'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না, হানি। ও কিছু না। ওটা চায়ের কাপে সামান্য ঢেউ মাত্র। ওরা এ মুহূর্তে বড়বড় হেজ ফাণ্ডগুলোর পেছনে লেগেছে। এখন সময় খারাপ যাচ্ছে যদিও কোরাম টিকে গেছে শুধুমাত্র আমার কারণে। ওই অকৃতজ্ঞ মহিলাদের স্বামীরাও বেঁচে আছে আমার দয়ায়।'

'প্লিজ, ডার্লিং,' ফোঁপাতে লাগল গ্রেস। 'রাগ কোরো না। আমার আসলে এসব কথা

বলা উচিত হয়নি। আমি আজ রাতে আর কোন ঝগড়াঝাঁটি চাই না। সইতে পারব না। সত্যি বলছি পারব না।'

লেনি ওকে বাহুডোরে বাঁধলেন।

'আমি দুঃখিত,' ফিসফিস করলেন তিনি। 'আমি এবারের ট্রিপে একটু বেশি মেজাজ দেখিয়ে ফেলছি, তাই না?'

গ্রেস লেনির শরীরের সঙ্গে ঘন হয়ে এল। স্বামীর সঙ্গে থাকলে সে সবসময় সুখী এবং নিরাপদ বোধ করে।

'কাল খুব ভোরে উঠব আমি। তারপর একা একা বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। সেইলিং আমার মাথাটা পরিষ্কার করে দেয়। যখন বাড়ি ফিরব, এমন রিল্যাক্সড মুডে থাকব, তুমি আমাকে চিনতেই পারবে না।'

'খুব ভালো কথা,' হাই তুলল গ্রেস। ঘুম পাচ্ছে খুব।

পরে গ্রেস মনে করার চেষ্টা করবে লেনি ওকে ঠিক কী কথাগুলো বলেছিলেন। মনে হয় বলেছিলেন, 'যাই ঘটুক, গ্রেসি আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তবে বোধহয় স্বপ্নে এ কথাগুলো শুনেছিল গ্রেস। তার শুধু মনে আছে সে সেই রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গিয়েছিল।

শেষবারের মতো।

এগারো

দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট, ছয় আসনের প্লেনটি মেঘের ভেতরে উড়ে চলার সময় ঝাঁকি খেতে শুরু করলে শক্ত করে সিটবেল্ট বেঁধে চোখ বুজল জন মেরিভেল। সে প্লেনে চড়তে এমনিতেই ভয় পায় তার ওপর এরকম ছোটখাট ঝাঁকুনি তাকে আরও বেশি আতংকিত করে তোলে।

'ভয় নেই,' জনের পাশে বসা মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে সদয় হাসল। 'মেঘের ভেতরে রোদ পড়ার আগে সকাল বেলায় সবসময়ই এরকম ঝাঁকি খায় প্লেন।'

যদি কোন অঘটন না ঘটে আগামী পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ওরা বোস্টনে ল্যান্ড করবে।

এখন বাজে সকাল সোয়া ছ'টা।

সকাল সোয়া আটটা। এন্ড্রু প্রেস্টন আরেকটি প্লেনে চড়ে বসেছে। শত আসনের ফকার ১০০-র দুই-তৃতীয়াংশ সিট পূর্ণ। *মঙ্গলবার সকালে নানটুকেট থেকে খুব বেশি মানুষ নিউইয়র্কে যায় না বলেই আমার ধারণা ছিল। ওরা তো সবাই গতকাল চলে গেছে।*

গত রাতের ফোনটা তার ভেতরে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাকে জানানো হয় এক্ষুনি অফিসে ফিরতে হবে। জরুরি দরকার। SEC অনুসন্ধানী দলের প্রধান পিটার ফিঞ্চ কোরামের অ্যাকাউন্টস চেক করছে, সে মুখোমুখি কথা বলতে চায়। এ মিটিংয়ে আসতে ভয় পাচ্ছিল এন্ড্রু। ফিঞ্চ কেন তাকে নিউইয়র্কে তলব করল, তার কোন জোরালো কারণ সে খুঁজে পায়নি। অবশ্য অফিসের বাইরে থাকলে এন্ড্রুর মনে হয় তার কাছে কোন কিছুর নিয়ন্ত্রণই বুঝি নেই। ভেবেছিল ওর পাত্তা কেউ পাবে না। কিন্তু SEC-র হারামজাদাগুলোর ব্লাড হাউন্ডের নাক। ওকে ঠিকই খুঁজে বের করেছে।

অবশ্য নানটুকেট থেকে বেরিয়ে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে এন্ড্রু। গেস্ট কটেজটি তার কাছে কারাগারের মতো লাগছিল। গতরাতে ডিনারে সবার সামনে অপমানিত হওয়ার পরে মারিয়া উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্রী সব গালিগালাজ করেছে এন্ড্রুকে এমনকী গায়েও হাত তুলেছে। জামার আস্তিন গোটাল এন্ড্রু। কব্জিতে মারিয়ার খামচির দাগ। লাল হয়ে আছে।

‘তোমার কতবড় সাহস লেনি ব্রুকস্টিনকে আমাদের সঙ্গে ওরকম আচরণ করার সুযোগ দাও! ও আমাকে অপমান করেছে অথচ তুমি কিছুই বললে না!’

এন্ড্রুর খুব ইচ্ছে করছিল বলতে যে গ্রেসকে অপমান করে মারিয়াই বরং ব্যাপারটা শুরু করেছিল। বদলে সে বলল, ‘আমার কী করার ছিল? সে আমার বস, মারিয়া। সে আমাদেরকে বেতন দেয়।’

‘বেতন দেয়! ওর রাঁধুনীর চেয়েও তো তোমাকে কম বেতন দেয়। ও কী বলল শুনলে না? তোমার একটুও অপমান লাগেনি?’

লেনি কী বলেছেন শুনেছে এন্ড্রু। তার অপমানও লেগেছে। তবে সে শতকরা ৯০ ভাগ নিশ্চিত ছিল মজা করছেন লেনি। শেফকে যদি সত্যি তার চেয়ে বেশি বেতন দেয়া হয় তাহলে বলতেই হবে মহিলা অনেক বেশি পারিশ্রমিক পায়। কিন্তু লেনি এরকম করতেই পারেন। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে এন্ড্রু। *লেনি কাকে কত টাকা বেতন দিল তাতে আমার কী? টাকাটা তো তার। সে তার টাকা দিয়ে যা খুশি করুক।* তবু অবচেতন মনে একটা অপমানের কাঁটা ঠিকই খোঁচায়।

আজ সকালে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, মারিয়া তখন ঘুমাচ্ছিল। মাতাল হয়ে রাগারাগি করে ঘুমিয়ে পড়েছে। ও ঘুম থেকে জাগবে তীব্র হ্যাংওভার নিয়ে। আর সে সময় মারিয়ার একশো মাইলের মধ্যেও থাকা নিরাপদ নয়। তখন অবশ্য এন্ড্রুকে থাকতেও হবে না।

‘কেবিন ক্রু, প্লিজ বী সিটেড ফর টেকঅফ।’

চোখ বুজে রিল্যাক্স করার চেষ্টা করল এন্ড্রু।

ক্লিফ সাইড বীচ ক্লাবে বোনদের সঙ্গে লাঞ্চ করতে গেল গ্রেস।

গত পরশু ছোট বোনের সঙ্গে ঝগড়া করার পর কনি নিজেই এসে খাতির করেছে। এমনকী গ্রেসকে গোলাপি রঙের চমৎকার একটি সীশেলও উপহার দিয়েছে। আজ সকালে সৈকতে সে ওটা কুড়িয়ে পেয়েছে।

‘জানি দামী জিনিস নয় তবে মনে হলো এটা তোমার ড্রেসিং টেবিলে খুব সুন্দর দেখাবে,’ বলল কনি।

গ্রেস এ সামান্য উপহারেই খুব খুশি। সে বড়বোনের অন্যায় আচরণ মনে মনে মাফ করে দিল।

অনর জানতে চাইল, ‘ক্যারোলিন এবং মারিয়া কি আসবে?’

পরনে ক্রিম রঙের জে-ক্রু সানড্রেস, মাথার চুল পনিটেল করে বাঁধা, অনরকে খুব বিধ্বস্ত লাগছিল। গ্রেস ভাবল গতকাল জ্যাক রেগেমেগে ড্রাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে রাতে কি অনরের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল? তবে এ কথা জিজ্ঞেস করা শোভন হবে না।

‘মনে হয় না আসবে। ক্যারোলিন শহরে গেছে পেইন্টিং কিনতে। আর মারিয়া

বোধহয় এখনও ঘুমাচ্ছে।'

দুই বোন নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে। 'আচ্ছা, মারিয়া বিছানায় কী পরে ঘুমায়?' খিলখিলিয়ে হাসল কনি। 'স্পান গোল্ড ভারসেচি পাজামা?'

দুই বোনের হাল্কা মুড দেখে স্বস্তি পেতে শুরু করল গ্রেস।

ওয়েট্রেস এসে ওদের অর্ডার নিয়ে গেল। ওরা সৈকতের ঠিক পাশে, বাইরের একটি টেবিলে বসেছে। ওদেরকে যখন অ্যাপিটাইযার পরিবেশন করা হলো, ততক্ষণে আকাশে ঝড়ো মেঘ জমতে শুরু করেছে।

ম্যানেজার এসে হাজির হলো। 'আপনারা কি ভেতরে এসে বসবেন, মিসেস ব্রুকস্টিন? জানালার ধারে খুব সুন্দর একটি টেবিল রেখেছি আপনাদের জন্য।' ঠিক তখন বিকট আওয়াজে বজ্রপাত হলো কোথাও। ওরা তিনজনই লাফিয়ে উঠল। তার পরপরই টেবিলে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

'হ্যাঁ, যাবো,' হাসতে হাসতে বলল গ্রেস। সে লেনির কথা ভাবছিল। লেনি বোট নিয়ে বেরিয়েছেন। *আশা করি ও কেবিনের মধ্যে সহি সালামতেই আছে, ডেক-এ বেরিয়ে সর্দি বাঁধিয়ে বসবে না।*

বারো

বেলা চারটার দিকে বাড়ি ফিরল তিনবোন। এখন প্রচণ্ড ঝড় বইছে। মাইকেল গ্রে দরজা খুলে দিল।

'যা বাব্বা তোমরা ফিরেছ,' কনিকে জড়িয়ে ধরল সে।

'আমরা ক্লাবে লাঞ্চ করতে গিয়েছিলাম, হানি,' হেসে উঠল কনি। 'এত ভয় পাবার কী আছে?'

'তোমরা কোথায় গেছ জানতাম না বলেই ভয় পাচ্ছিলাম। ভেবেছি জ্যাকের সঙ্গে বোধহয় সাগরে গেছ। সাগরের অবস্থা তো ভয়ানক।'

'জ্যাক বোট নিয়ে বেরিয়েছে?' অনরের সাদা মুখ আরও সাদা হয়ে গেল। 'বাচ্চারাও কি ওর সঙ্গে গেছে?'

'না,' বলল মাইকেল। 'চিন্তা কোরো না। ববি আর রোজ আমাদের ছেলেদের সঙ্গে কিচেনে সাপলুডু খেলছে। কোথাও বেরুতে পারছে না বলে একটু বিরক্ত। এ ছাড়া সব ঠিক আছে।'

'আর জ্যাক? ও কোথায়?'

'ওর রেডিও বন্ধ।'

হাঁটু কাঁপতে লাগল অনরের। কৈশোর থেকেই দক্ষ নাবিক জ্যাক কিন্তু এরকম ঝড়ঝঞ্ঝা দক্ষ নাবিকদেরও আত্মা শুকিয়ে দেবে।

'দুশ্চিন্তা কোরো না,' ওকে আশ্বস্ত করল মাইকেল। 'কোস্ট গার্ডরা ওর খোঁজ পেয়েছে। শীঘ্রি ওর আরও খবর পেয়ে যাব। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় হলেও ওরা সবাইকে জেটিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ভেতরে এসো। বৃষ্টিতে তো ভিজে যাচ্ছ।'

'আর লেনি?'

কনি এবং অনর ঘরে ঢুকে পড়েছে কিন্তু দোরগোড়ায় প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল গ্রেস। তার চুল এবং নাকের ডগা দিয়ে জল ঝরছে। তাকে দেখাচ্ছে বারো বছরের কিশোরীর মতো।

মাইকেল গ্রের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'লেনি? ও না গলফ ক্লাবে? সকালে বেরুবার আগে ওখানকার কর্মচারীদেরকে তো এ কথাই বলেছে।'

কারণ ও একা হতে চেয়েছিল। তোমাকে কিংবা জ্যাক সঙ্গে নিতে চায়নি।

'না,' গা কাঁপছে গ্রেসের, 'ও বোট নিয়ে বেরিয়েছে।'

'সঙ্গে কোন ক্রু গেছে?'

'না।'

চেহারা থেকে দুশ্চিন্তার ছাপ লুকানোর চেষ্টা করল মাইকেল।

'ও কোথায় যাচ্ছিল অনুমান করতে পারো, গ্রেস? কিছু বলে যায়নি?'

ডানে বামে মাথা নাড়ল গ্রেস।

'ঠিক আছে, সুইটহার্ট। চিন্তা কোরো না। ওর খোঁজ বের করে ফেলব। ঘরে এসো। আমি কোস্টগার্ডকে ফোন করছি। ওরা লোক ভালো। লেনি শীঘ্রি ফিরে আসবে, দেখো।'

সন্ধ্যা ছ'টায় কাক ভেজা হয়ে, বেদম কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরল জ্যাক।

'এত দ্রুত ঝড় উঠতে আমি জীবনেও দেখিনি। কখনো না।' অনর স্বামীকে জড়িয়ে ধরল। জ্যাকও আলিঙ্গন করল স্ত্রীকে।

কনি এবং মাইকেল ওপরতলায়, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। নিচে, কিচেনে রয়েছে গ্রেস, অনর, ক্যারোলিন এবং মারিয়া প্রেস্টন। সবাই খবর শোনার প্রতীক্ষায়।

লেনির ইয়ট এখনও নিখোঁজ।

জন মেরিভেল বোস্টনের বিজনেস ট্রিপ সেরে আধঘণ্টা আগে বাড়ি ফিরেছে। ক্যারোলিনের ছুরির মতো ধারালো দৃষ্টি উপেক্ষা করে সে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল গ্রেসকে।

'চি-চিন্তা কোরো না। লেনি একজন অভিজ্ঞ সেইলর।'

জনের কথা শুনতে পেল না গ্রেস। সে একমনে প্রার্থনা করে চলেছে।

আমি আমার একজন বাবাকে হারিয়েছি, প্রভু। আরেকজনকে হারাতে দিয়ো না।

রাত ঠিক ৮:১৭ মিনিটে বেজে উঠল ফোন। ফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রেস।

'হ্যালো?'

দশ সেকেন্ড পরে ফোন রেখে দিল সে। দাঁতে দাঁত বাড়ি খেয়ে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

'গ্রেস?' ক্যারোলিন মেরিভেল এগিয়ে গেল তার দিকে। 'কী হয়েছে? কী বলল ওরা?'

'ওরা বোটটাকে খুঁজে পেয়েছে।'

সবাই সমস্বরে 'থ্যাংক গড' বলে উঠল। 'তোমাকে বলেছিলাম না চিন্তা কোরো না' এরকম নানান কথা প্রতিধ্বনি তুলল ঘরে। সবাই মিলে আলিঙ্গন করল গ্রেসকে। আলিঙ্গন শেষে গ্রেস মৃদু গলায় বলল, 'কিন্তু লেনি ওটাতে ছিল না।'

এ কথা বলেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

তেরো

পরবর্তীতে লেনির উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি গ্রেসের স্মৃতিতে শুধু ধোঁয়াশা এবং দীর্ঘ একটি দু:স্বপ্নের মতো ছিল। যে দু:স্বপ্নের শেষ নেই। ঘণ্টাগুলো পার হয়ে দিনে রূপ নিল, দিনগুলোর রূপান্তর ঘটল সপ্তাহে, তবে কোনকিছুই বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল না। ও যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে, এক অতি কুৎসিত, কদাকার, করালদর্শন অর্ধ-জীবন যে ঘোর থেকে একজন মানুষই তাকে জাগিয়ে তুলতে পারত। কিন্তু সে লোকটা চলে গেছে।

তিন দিন পরে সী রেসক্যু অভিযান বন্ধ ঘোষিত হলো। পৃথিবী জুড়ে সংবাদপত্রগুলোর হেডলাইন চেঁচামেচি শুরু করে দিল:

লিওনার্ড ব্রুকস্টিন নিখোঁজ, মৃত বলে ধারণা করা হচ্ছে

হেজ ফান্ড প্রতিভা সাগরে নিখোঁজ

নিউইয়র্কের সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তিটি সাগরে ডুবে মারা গেছেন

এমন কষ্টের খবর জীবনে পড়েনি গ্রেস। ওইসময় যদি কেউ তাকে বলত আরও খারাপ সংবাদ আসছে, বিশ্বাস করত না সে। লেনিবিহীন জীবনের চেয়ে খারাপ সংবাদ আর কী হতে পারে?

জন মেরিভেল ওকে নিউইয়র্কের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সাগরে খোঁজাখুঁজি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তার বোনেরা এবং অন্যান্যরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেলেও নানটুকেট ছেড়ে কোথাও যেতে চাইছিল না গ্রেস।

'তুমি এ দ্বীপে চিরজীবনের জন্য নিজেকে কবর দিয়ে রাখতে পারবে না, গ্রেসি। তোমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব শহরে। প-পরিবারের সদস্যরাও। তোমার সাপোর্ট নেটওয়ার্ক দরকার। মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন।'

'আমি লেনিকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না, জন। গেলে মনে হবে আমি ওকে ত্যাগ করছি।'

'ডার্লিং, গ্রেস। জানি খুব কষ্ট হবে তোমার। ভী-ভীষণ কষ্ট হবে। কিন্তু লেনি তো মারা গেছে। তোমাকে এ ব্যাপারটি মেনে নিতে হবে। এতদিন ধরে কেউ সা-সাগরে পড়ে বাঁচতে পারে না। দুই সপ্তাহ হয়ে গেল।'

গ্রেসের যুক্তিবাদী মন বলছে জনের কথাই ঠিক। কিন্তু মন যুক্তি মানতে বাধা

দিচ্ছে। মন বলে লেনি মারা যায়নি। ও মরতে পারে না। নিজের চোখে স্বামীর লাশ না দেখা পর্যন্ত সে আশা ছাড়বে না।

অলৌকিক ঘটনা ঘটে। সব সময়ই ঘটে। হতে পারে না অন্য কোন জেলে নৌকা ওকে উদ্ধার করেছে? হয়তো বিদেশী কোন বোট, সহজ সরল মানুষ যারা ওর পরিচয় জানে না? হয়তো ও ওর স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে! কিংবা কোথাও কোন দ্বীপে গিয়ে উঠেছে?

এসব চিন্তার কোন মানে নেই, জানে গ্রেস। ওর মাথার ভেতরে কারা যেন এসব কথা বলে। কিন্তু আগে এ কণ্ঠগুলোকে নিয়েই বেঁচে থাকত গ্রেস। এ কণ্ঠগুলোকে ভুলে যেতে চায় না ও। অন্তত: এখনই নয়।

পার্ক এভিন্যু অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গ্রেস দেখে তার ঘর ভর্তি শত শত ফুলের তোড়া। এত এত সান্ত্বনা বাণীর কার্ড এসেছে, প্রায় ছাদ ছুঁই ছুঁই অবস্থা।

'দেখলে?' বলল জন। 'সবাই তোমাকে ভা-ভালোবাসে, গ্রেস। সবাই তোমাকে সাহায্য করতে চায়।'

কিন্তু ফুলের তোড়া এবং কার্ড কোন সাহায্য করল না। এগুলো বরং ওকে মনে করিয়ে দিল মারা গেছে লেনি।

মাইল তিনেক দূরে, ২৬ ফেডেরাল প্লাজার নিউইয়র্ক অফিসে একটি টেবিল ঘিরে বসেছে তিনজন লোক।

SEC-র পিটার ফিঞ্চ বেঁটেখাটো, আমুদে টাইপের লোক। তার প্রায় ন্যাড়া মাথায় একগোছা চুলের জন্য চেহারায় সন্ন্যাসী একটা ভাব এনে দিয়েছে। ফিঞ্চকে সবাই সুরসিক বলে জানে। তবে আজ মজা করার মুডে নেই সে।

'আমরা এখানে যা দেখতে পাচ্ছি তা স্রেফ আইসবার্গের ডগা,' গম্ভীরমুখে বলল ফিঞ্চ।

'বিশাল বড় আইসবার্গ,' অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল নিউইয়র্কে এফবিআইর সহকারী পরিচালক হ্যারি বেইন। বিয়াল্লিশ বছর বয়সেই বেইন ব্যুরোর অন্যতম করিৎকর্মা অফিসার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সুদর্শন, চার্মিং, হার্ভার্ড শিক্ষিত, মিশমিশে কালো চুল এবং অন্তর্ভেদী সবুজ চোখের হ্যারি বেইন আমেরিকার মাটিতে সংঘটিত হতে যাওয়া দুটি ভয়ংকর সন্ত্রাসী কান্ড ব্যর্থ করে দিয়েছে। এ দুটিও বেশ বড় ধরনের ঘটনা ছিল। তবে পিটার ফিঞ্চের কথা সত্য হলে স্বীকার করতেই হবে এটি আরও চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

'আমরা আসলে ঠিক কী পরিমাণ টাকার কথা বলছি?'

গেভিন উইলিয়ামস, আরেকজন এফবিআই এজেন্ট যে বেইনের কাছে রিপোর্ট করে, মুখ না তুলেই প্রশ্নটি করল। একজন সাবেক SEC-কর্মকর্তা, বার্নি ম্যাডঅফ কেসের ব্যর্থতায় বিতৃষ্ণ হয়ে এজেন্সি ছেড়ে দিয়েছিল। একজন প্রতিভাবান অঙ্কবিদ,

মডেলিং, স্টাটিস্টিক্স, ডাটা প্রোগ্রামিং এবং অ্যানালাইসিসে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়া এই তরুণ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার হওয়ার স্বপ্ন দেখত, হোয়ার্টনের জেপি মরগান ডেইলি প্রোগ্রামেও যোগ দিয়েছিল। কিন্তু গেভিন উইলিয়ামস তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য দুর্দান্ত বাণিজ্যিক ইনস্টিংক্টের অভাব ছিল তার, রাজনৈতিক এবং জনমত তৈরির দক্ষতাও তার ছিল না। অথচ তার কম বুদ্ধিসম্পন্ন ক্লাসমেটরা এসব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করেছে। লম্বা, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ধূসর চুলের উইলিয়ামস একজন নি:সঙ্গ মানুষ, সে জেদি, একগুঁয়ে এবং পাথরের মতো আবেগশূন্য। সে ব্রিলিয়ান্ট হতে পারে কিন্তু ওয়ালস্ট্রিটের ক্লাব নির্ভর জগতে কেউ তার সঙ্গে ব্যবসা করতে চায় না।

এই প্রত্যাখ্যানের তীব্র তিক্ততা থেকে গেভিন উইলিয়ামস সিদ্ধান্ত নেয় সে তার জীবন উৎসর্গ করবে শীর্ষ ধনীদেরকে তাড়া করে, যারা লঘু অপরাধ করেও যেন পার পেয়ে না যায়। শুরুতে SEC এ কাজ করার সময় নিজের উদ্দেশ্য পূরণের বেশ ভালোই সুযোগ পেয়েছিল গেভিন। কিন্তু ম্যাডঅফের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে সব কেমন ওলোট-পালট হয়ে গেল। এজেন্সির ব্যর্থতা ছিল এক মহা বিপর্যয়। এ কেসে গেভিন নিজে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও ব্যর্থতার অপমান তার গায়েও অনেক বিঁধেছে। অথচ এটিতে ব্যর্থ হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু এ ব্যর্থতা আজও রাতে নিদ্রাহীন করে রাখে গেভিনকে। এমনকী সিকিউরিটি প্রতারণায় এফবিআইর শীর্ষ পদটি দখল করার নতুন স্বপ্নের এ চাকরিটিতেও মাঝে মাঝে ম্যাডঅফ ব্যর্থতার চিন্তা রাতের ঘুম হারাম করে দেয়।

পিটার ফিঞ্চ বলল, 'এখনও বিষয়টি পরিষ্কার নয়। ওপর দিয়ে দেখলে মনে হয় অ্যাকাউন্টগুলোতে কোন গোলমাল নেই। কিন্তু ব্রুকস্টিন নিখোঁজ হওয়ার পরে কোরামের সকল বিনিয়োগকারী একসঙ্গে তাদের টাকা ফেরত চাইতে শুরু করেছে। এদের মুক্তিলাভের জন্য তাড়াহুড়োই এই ব্ল্যাকহোলটিকে মুক্ত করে দিয়েছে। এবং গর্তটার পরিধি দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।'

'কিন্তু এখানে কয়েক বিলিয়ন ডলারের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না,' মাথা চুলকাল হ্যারি বেইন। 'এতগুলো টাকা কী করে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়?'

'উড়ে যায়নি। সম্ভবত: টাকাগুলো খরচ করা হয়েছে। অথবা লিওনার্ড ব্রুকস্টিন এবং তার চ্যালাচামুন্ডারা মিলে অলাভজনক ব্যবসায় টাকা খাটাতে গিয়ে লোকসান দিয়েছে। ব্রুকস্টিন টাকাটা কোথাও গাপ করতেও পারে। এটাই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'ঠিক আছে,' ঝড়ের গতিতে চলছে হ্যারি বেইনের মস্তিষ্ক। 'খবরের কাগজে এ খবর কতদিন নাগাদ প্রকাশ হতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফিঞ্চ। 'খুব বেশিদিন নয়। বড়জোর সপ্তাহ খানেক। বিনিয়োগকারীরা একবার মুখ খুলতে শুরু করলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। অর্থনীতিতে এর যে কী ব্যাপক

প্রভাব পড়বে তা নিশ্চয় তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। কোরাম GM-এর চেয়ে বড়, প্রায় AIG-র মতোই প্রকাণ্ড। নিউইয়র্কের প্রতিটি ছোট ব্যবসায়ী কোরামের ওপর নির্ভরশীল। পেনশনভোগী, মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারসহ সবাই।'

ছবিটি পেয়ে গেছে বেইন। 'আমি আজই আমার সেরা লোকদের দিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে এ কাজে লাগিয়ে দেব। নতুন খবর পাওয়ামাত্র তুমি গেভিনকে জানিয়ে দেবে। গেভিন তুমি সরাসরি আমাকে রিপোর্ট করবে।'

'আজকের আলোচনার একটি শব্দও যেন বাইরে না যায়। বোঝা গেছে? আমি যতদিন সম্ভব মিডিয়াকে এ থেকে দূরে রাখতে চাই। NYPD-ও। আমি মোটেই চাই না ওই ইডিয়টগুলো ছোটাছুটি করে আমাদের কেসটা স্যাবোটাজ করুক।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পিটার ফিঞ্চ। প্রস্তরমূর্তি হয়ে বসে রইল গেভিন উইলিয়ামস, তার চেহারায় কোন ভাব ফুটে নেই। হ্যারি বেইন ভাবছিল, নিজেকে *আমার জিম কার্ব বলে মনে হচ্ছে, যেন স্পোকের সঙ্গে কাজ করছি*। এরকম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অপারেশন শুরু করতে যাচ্ছে ভেবে তার অ্যাড্রেনালিনের গতি বৃদ্ধি পেল। *আমি যদি হারানো অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারি, স্রেফ হিরো বনে যাব। পরিচালকের পদটিও পেয়ে যেতে পারি।* স্ত্রী লিসার কথা মনে পড়ল ওর। লিসা যে কী গর্ব অনুভব করবে। *তবে যদি ব্যর্থ হই...*

কিন্তু হ্যারি বেইন ব্যর্থ হবে না।

সে জীবনে কোনদিন ব্যর্থ হয়নি।

চৌদ্দ

'আগামী মাসে ট্রাস্টিদের মিটিং আছে, গ্রেস, ছাব্বিশ তারিখে, তোমার ওখানে উপস্থিত থাকা জ-জরুরী।'

ম্যানহাটনে গ্রেস ফিরে আসার পরে দুই সপ্তাহ কেটে গেছে। জন এবং ক্যারোলিন মেরিভেল ওকে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিল। আসবে না বলায় ক্যারোলিন নিজেই ওর অ্যাপার্টমেন্টে এসে ওকে নিয়ে একটি অপেক্ষমান ট্যাক্সি ক্যাবে ঢুকেছে।

বেদনার্ত দেখাল গ্রেসকে। 'তুমি ব্যাপারটা সামাল দিতে পারবে না, জন? ওদের কথাবার্তা তো আমি কিছুই বুঝতে পারব না। আইনি সমস্ত বিষয় লেনিই দেখাশোনা করত।'

'তোমার যেতেই হবে, গ্রেস,' বলল ক্যারোলিন। 'ওখানে জন তোমার সঙ্গে থাকবে। তবে লেনির সম্পত্তির তুমিই একমাত্র বেনিফিসিয়ারি। বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যাতে তোমার অনুমোদন দরকার।'

'আমি? আমিই একমাত্র বেনিফিসিয়ারি?'

উপহাসের সুরে হাসল ক্যারোলিন। 'অবশ্যই তুমি, ডিয়ার। তুমি তার স্ত্রী ছিলে।'

গ্রেস মনে মনে বলল *আমি এখনও তার স্ত্রী-ই আছি। আমরা এখনও জানি না ও মারা গেছে কিনা। নিশ্চিতভাবে জানি না।* তবে এ নিয়ে ঝগড়া করার শক্তি গ্রেসের নেই। সে লক্ষ্য করেছে লেনির ওই দুর্ঘটনার পর থেকে কেমন কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছে ক্যারোলিনের আচরণ। জন যখন গ্রেসের সঙ্গে কথা বলে, কণ্ঠে দৃঢ়তা থাকলেও তাতে শ্রদ্ধা মেশানো থাকে। *আমার এরকমই ধারণা। তুমি যদি পারো একবার চেষ্টা করে দ্যাখো ইত্যাদি ইত্যাদি।* কিন্তু ক্যারোলিন অনেক বেশি স্বৈরতান্ত্রিক। *এটা করো। ওটা বলো।*

হয়তো এখন আমার এরকম কঠোর আচরণই প্রয়োজন। ঈশ্বর জানেন আমি নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়তো পারবই না।

সে ট্রাস্টি মিটিংয়ে যেতে রাজি হলো।

ঠিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলা মুশকিল পরিবর্তনটা কবে শুরু হলো। অন্যান্য সবকিছুর মতো এটিরও শুরু প্রায় অব্যক্তভাবে। প্রথমে ফুল আসা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর

ফোনকল। লাঞ্চ কিংবা ডিনারের দাওয়াতও তেমন কেউ করছিল না। একদিন জোর করেই নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুল গ্রেস– টেনিস ক্লাবে গেল কফি খেতে- লক্ষ করল তার পুরানো বান্ধবীরা তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। পাউডার রুমে গ্রেসের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পরে কোনমতে 'কেমন আছ' কথাটি বলেই একরকম ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল বান্ধবী ট্যামি রিস।

বিষয়টি নিয়ে বোনদের সঙ্গে কথা বলবে ভেবেছিল গ্রেস। কিন্তু অনর এবং কনি দু'জনেই যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল। কারোই গল্প করার সময় নেই। গ্রেস তার মা হলিকে একদিন ফোন করল। এবং ভুল করল।

'এসব বোধহয় তোমার কল্পনা, সোনা। কোথাও জাহাজ ভ্রমণে চলে যাও না কেন? সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দাও। রবার্টোর সঙ্গে আমার জাহাজেই পরিচয় হয়েছিল তুমি জানো। কেউ জানে না কিউপিড কখন কার কাছে ধরা দেবেন।'

জাহাজ ভ্রমণ? বেঁচে থাকতে তো আমি আর কোনদিন জাহাজে পা দিতেই পারব না।

পরদিন গ্রেসের প্লাটিনাম অ্যামেক্স কার্ড বার্গডর্ফ গুডম্যানে প্রত্যাখ্যাত হলো। লাইনে, পেছনে দাঁড়ানো মহিলারা ড্যাবড্যাব করে তার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে লজ্জায় রাঙা হলো গ্রেস।

'আমার মনে হয় কোথাও ভুল হয়েছে,' মিনমিন করে বলল সে। 'আমার তো আনলিমিটেড ক্রেডিট আছে।'

সেলস গার্লটা সদয় সুরে বলল, 'আমারও মনে হয় কোথাও একটা ভজকট হয়েছে, মিসেস ব্রুকস্টিন। আপনি আমেরিকান এক্সপ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার ব্যাগটা না হয় আমার কাছে থাকল। আপনার যখন খুশি নিয়ে যাবেন।'

ছাতার ব্যাগ আমি চাই না! আমি এখানে এসেছিলাম শুধু পাঁচ মিনিটের জন্য মনটাকে অন্যত্র ব্যস্ত রাখতে। লেনিকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে। যদিও জানি তা কোনদিন সম্ভব হবে না।

'ধন্যবাদ। দ্যাটস ওকে। আমি...আ এখন বাড়ি যাচ্ছি। ফোন করে দেখি সমস্যাটা কোথায়।'

অ্যামেক্সে ফোন করল গ্রেস। একঘেয়ে একটি কণ্ঠ জানাল লেনির অ্যাকাউন্ট 'টারমিনেটেড' হয়ে গেছে।

'টার্মিনেটেড' হয়ে গেছে মানে কী? কে টারমিনেট করল? আমি তো করিনি।'

'আমি দু:খিত, ম্যাম। তবে আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না। আপনার স্বামীর অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেছে।'

খারাপ খবর আরও ছিল। নানান সার্ভিস অফিস থেকে অপরিশোধিত বিল আসতে শুরু করল। এক লোক ফোন করে কর্কশ সুরে জানাল গ্রেসের মর্টগেজ পেমেন্ট পাঁচ মাস ধরে বাকি পড়ে আছে।

'আমি দুঃখিত, স্যার, তবে আমার মনে হয় আপনি কারও সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে ফেলেছেন। আমাদের কোন মর্টগেজ নেই।'

'মিসেস ব্রুকস্টিন। আমি তো মিসেস ব্রুকস্টিনের সঙ্গেই কথা বলছি, নাকি?'

'জী।'

'আপনাদের মর্টগেজের ব্যালান্স পড়ে আছে ষোল মিলিয়ন সাতশো বাষট্টি ডলার চৌদ্দ সেন্ট। ওটা আপনার এবং আপনার স্বামীর যৌথ নামে। আমি কি আপনাকে স্টেটমেন্টগুলো পাঠিয়ে দেব?'

বেতন না পেয়ে একদিন গ্রেসের বিশ্বস্ত কাজের বুয়া কনচিটা চাকরি ছেড়ে দিল। 'আমি দুঃখিত, মিসেস ব্রুকস্টিন, আপনি যদি আমার বেতন পরিশোধ না করেন তাহলে আমার স্বামী আর আমাকে এখানে আসতে দেবে না।'

গ্রেস অবশেষে লজ্জার মাথা খেয়ে তার আর্থিক সমস্যার কথা খুলে বলল জন মেরিভেলকে।

'এর কোন মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারছি না,' ফোনে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সে। 'লেনির কোটি কোটি টাকা অথচ হঠাৎ করেই আমি এসব আনপেইড বিল পেতে শুরু করেছি। কেউ আমার কার্ড গ্রহণ করছে না। কী কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

লাইনের অপরপ্রান্তের মানুষটির দীর্ঘক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

'জন? তুমি আছ ওখানে?'

'আছি, গ্রেস। তুমি বরং একবার আমার এখানে চলে এসো।'

নার্ভাস হয়ে আছে জন মেরিভেল। সে সবসময়ই নার্ভাস থাকে। তবে এখন যেন আরও বেশি। বারবার ঘাড় চুলকাচ্ছে, গ্রেসের দিকে প্রায় তাকাচ্ছেই না। গ্রেস ওর বিপরীত দিকের একটি কাউচে বসেছে। ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল জন।

'কিছুদিন ধরে একটা গু-গুজব ছড়াচ্ছে, গ্রেস। ওয়াল স্ট্রিটে এবং আমাদের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে গুজবটা ছড়িয়ে পড়েছে। লেনি... ওর যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, এখন এর মধ্যে জড়িয়ে গেছে এফবিআই।'

গ্রেসের চোখ বিস্ফারিত হলো। 'এফবিআই? কেন? কী ধরনের গুজব?'

'লেনি ছিল একজন বি-ব্রিলিয়ান্ট ম্যান। অসম্ভব রকমের ধূর্ত একজন বিনিয়োগকারী। কোরামের সাফল্যের অন্যতম কারণ হলো সে কখনও তার কৌশল ফাঁস করত না। সেরা হেজ ফান্ড ম্যানেজারদের মতো তার মডেলও ছিল অত্যন্ত গোপনীয়।'

মাথা ঝাঁকাল গ্রেস। 'ও আমাকে বলেছিল এ হলো তোমার দাদী-নানীর কাছ থেকে স্প্যাগেটি সস তৈরির রেসিপি উত্তরাধিকারসূত্রে পাবার মতো। খাওয়ার সময় সবাই এর গোপন উপাদান বের করার চেষ্টা করবে কিন্তু তুমি কখনও বলবে না।'

'ঠিক তাই,' হাসল জন মেরিভেল। *ও আসলেই একটা শিশুর মতো।* 'আমার কাজ

ছিল কোরামের জন্য ফা-ফান্ড খোলা। লেনির পারফরমেন্সের কারণে কাজটা আমার জন্য সহজ ছিল। লেনির কাজ ছিল ওই ফাণ্ড বিনিয়োগ করা। কেউ এমনকি আ-আমি পর্যন্ত জানতাম না ও ঠিক কোথায় টাকা ঢালছে। ও উধাও হওয়ার আগ পর্যন্ত এ নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথাও ছিল না।'

'তারপর?'

'আকারে বিশাল এবং বিপুল সাফল্যের পরেও কোরাম মূ-মূলগতভাবে ছিল একটি ওয়ানম্যান শো। লেনি নিখোঁজ হওয়ার পরে লোকে তাদের পুঁজি তুলে নিতে চেয়েছে। অসংখ্য লোক এ-এক সময়ে।'

'এবং সেটাই সমস্যা?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জন। 'হুঁ। অনেক টাকার মামলা... ওয়েল, আমরা ঠিক জানিও না টাকাটা কোথায় যাচ্ছে। খুব জটিল একটা ব্যাপার।'

'হুম্।' একটু ভেবে নিয়ে বলল গ্রেস। 'এ জন্যেই এফবিআই এর মধ্যে নাক গলিয়েছে? আমাদের বিভ্রান্তি দূর করতে?'

জনের ঘাড় চুলকানো দ্রুততর হলো। 'এক অর্থে তাই। তবে এর মধ্যে কিছু অপ্রীতিকর দিকও রয়েছে। টাকার অংকটি যেহেতু অনেক বড়- বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার- পুলিশের ধারণা লেনি হ-হয়তো টাকাটা চু-চুরি করেছে।'

'কী হাস্যকর কথা! লেনি কখনো টাকা চুরি করবে না। সে নিজের ফাণ্ড নিজে কেন চুরি করতে যাবে?'

'সে চু-চুরি করেছে আমিও বিশ্বাস করি না, গ্রেস।'

জন গ্রেসের একটি হাত মুঠোয় পুরল। 'কিন্তু অন্যান্য লোকজন- এফবিআই, বিনিয়োগকারীরা, খবরের কাগজের লোকজন সবাই এক লাফে উপসংহারে পৌঁছে যেতে চাইছে। তারা বলছে SEC একবার অনুসন্ধান শুরু করলে, লেনি জানত কোরাম ধসে পড়বে এবং তার মুখোশ খুলে যাবে। গ্রে-গ্রেস, ওরা বলছে লেনি বোধহয় সু-সুইসাইড করেছে।'

ভীষণ অসুস্থবোধ করল গ্রেস।

সুইসাইড? লেনি? না। কক্ষনো না। ও কারও টাকা চুরি করলেও আমাকে ছেড়ে কোথাও যেত না। ও কক্ষনো আত্মহত্যা করবে না।

গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল গ্রেস।

'ওই বোটে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, জন, ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। সেদিন সকালে লেনিকে আমি হাসিখুশি মুডে দেখেছিলাম। এফবিআই আমার সঙ্গে কথা বলল না কেন? আমি ওদেরকে সব কথা বলতে পারতাম।'

'শেষমেশ ওরা তোমার সঙ্গে অবশ্যই কথা বলবে। একবার দে-দেখ সার্টিফিকেট বেরিয়ে গেলে ইনকুয়েস্ট হবে। এ মুহূর্তে লো-লোপাট হওয়া অর্থের অনুসন্ধানে ব্যস্ত সবাই। এ বিষয়টি সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত কোরামের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বন্ধ করে

দিয়েছে।'

নিজেকে ভীষণ অসহায় আর ক্ষুদ্র লাগল গ্রেসের। জন মেরিভেল কৌশলী হলে এ মুহূর্তে সে কাউচ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গ্রেসকে আলিঙ্গন করে অভয় দিত। কিন্তু সে শুধু বলল, 'চিন্তা কোরো না। আমি জানি খুব কঠিন সময় যাচ্ছে। তবে তুমি এবং আমি দু'জনেই জানি লেনি চোর ছিল না। একসময় সত্যটা বেরিয়ে আসবেই। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

না, ঠিক হবে না। লেনি ছাড়া কিছু ঠিক হবে না। আর কোনদিনই কোনকিছু ঠিক হবে না।

পনের

পরদিন সকালে হামলে পড়ল ঝড়। ক্রুদ্ধ বিনিয়োগকারীরা দল বেঁধে এল কোরামের অফিসে, তাদের টাকা ফেরত পাবার দাবি সকলের মুখে। সিএনএন একটি দাঙ্গার দৃশ্য দেখাল। দাঙ্গা পুলিশ ক্রুদ্ধ জনতাকে ঠেকিয়ে রাখছে। কোরাম প্রতারণা হিসেবে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বব্যাপী।

প্রচণ্ড শক নিয়ে টেলিভিশনের খবর দেখল গ্রেস।

লিওনার্ড ব্রুকস্টিন, একদা নিউইয়র্কের সবচেয়ে জনপ্রিয় জনহিতৈষী এবং আমেরিকান আইকন বর্তমানে মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় তস্কর হিসেবে নিগৃহীত। ব্রুকস্টিনের কোরাম হেজ ফান্ডের ক্রুদ্ধ বিনিয়োগকারীরা আটান্ন বছর বয়স্ক এ মানুষটি, যিনি গত মাসে বোট দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলে ধারণা করা হয়, তাঁর সাবেক অফিসের সামনে তাঁরই কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে।

ফোন বেজে উঠল। জন। ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়ল গ্রেস।

'ওহ্, জন! ওরা লেনি সম্পর্কে কীসব আজেবাজে কথা বলছে দেখেছ? টিভির খবর... আমি আর দেখতে পারছি না।'

'গ্রেস, আমার কথা শো-শোনো। তুমি নিরাপদ নও। আমি তোমাকে নি-নিতে আসছি।'

'বাট দ্যাটস ক্রেজি। আমাকে কেন কেউ আঘাত করতে চাইবে?'

'মানুষজন রেগে আগুন হয়ে আছে, গ্রেস। লেনিকে ওরা পাচ্ছে না, পাবে তোমাকে।'

'কিন্তু, জন...'

'কোন কি-কিন্তু নয়। তোমাকে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নাও। আমি দ-দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

দশ মিনিট পরে একটি আর্মারড টাউন কারে চড়ে বসল গ্রেস। ও বিল্ডিং ছেড়ে বেরুচ্ছে, দেখল বেশ কিছু লোক ইতিমধ্যে বাইরে জটলা পাকাচ্ছে। তারা গ্রেসকে দেখে ভেংচি কাটল, কটূক্তি করল।

'টাকাটা কোথায়, গ্রেস?'

'লেনি ওটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?'

'সত্তর বিলিয়ন ডলার কি তুমি তোমার সুটকেসে ভরে রেখেছ, বেবী, নাকি আমাদের দেখে খুশি হয়েছ?'

জন ওকে যখন গাড়িতে নিয়ে বসিয়েছে ততক্ষণে গ্রেস ঘেমে অস্থির।

ও আর জীবনেও ওর অ্যাপার্টমেন্টে পা দিতে পারবে না।

'না, আমি এটা বিক্রি করব না। আমি পারব না।'

কার্টার হলটন ল ফার্মের বোর্ডরুমে বসে আছে গ্রেস। টেবিল ঘিরে কালো সুট পরা ছয়জন ভয়ংকর দর্শন লোক। জন এদেরকে লেনির ট্রাস্টি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এরা লেনির সহায় সম্পত্তির দেখভাল করে।

'আপনার আসলে কোন উপায়ও নেই, মিসেস ব্রুকস্টিন। অ্যাপার্টমেন্টের মর্টগেজ মেটানোর টাকা আপনার কাছে নেই। আমরা আপনাদের সমস্ত অ্যাসেট মার্কেটে বিক্রি করে দেব। আপনার স্বামী কোরামে তার স্টক ভ্যালুর বিপরীতে বড় অংকের টাকা ধার নিয়ে বড়লোকী দেখিয়েছেন। ওই লোনগুলো এখন ফেরত দিতে হবে। আর এ লোন ফেরত দেয়ার মতো অর্থ আপনার নেই।'

উদভ্রান্তের মতো জন মেরিভেলের দিকে ফিরল গ্রেস।

'কিন্তু তা কী করে হবে? আমি পারব না। শেয়ার বা অন্যকিছু কি বিক্রি করা যায় না?'

জনকে বেদনার্ত দেখাল। 'সত্য হলো, গ্রেস, এটাই যে কোরাম এ ঝামেলা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করার মতো কোন শেয়ার তোমার কাছে থাকছে না।'

'মিসেস ব্রুকস্টিন,' সবচেয়ে সিনিয়র পার্টনার কেনেথ গ্রেভিল বললেন, 'আপনাকে ব্যাপারটি বুঝতে হবে। কোরামে বিশাল অংকের একটি টাকা আনঅ্যাকাউন্টেড হয়ে আছে। আপনার স্বামীর লাখ লাখ ইনভেস্টর আর্থিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা সবকিছু হারিয়েছে।'

গ্রেস মনে মনে বলল *আর আমি কিছু হারাইনি, না?*

'যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার স্বামীকে আইনত মৃত ঘোষণা করা হচ্ছে এবং ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন শেষ হচ্ছে, আমরা বিশেষ কোন উপসংহারে যেতে পারব না। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে মি. ব্রুকস্টিন অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিলেন। যে পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে–'

'না,' উঠে দাঁড়াল গ্রেস। 'আমি দুঃখিত, তবে আমি আমার স্বামীর বদনাম শোনার জন্য এখানে আর থাকতে পারব না। আমার স্বামী কোন কিছু আত্মসাৎ করেনি। লেনি চোর নয়। সে একজন ভালো মানুষ এবং শূন্য থেকে কোরাম গঠন করেছে। ওদেরকে বলো, জন।'

কেনেথ গ্রেভিল মনে মনে বললেন *মেয়েটি এখনও তার স্বামীকে নিয়ে প্রেজেন্ট টেন্সে কথা বলছে। বেচারী।*

'আপনার লয়ালিটি প্রশংসনীয়, মিসেস ব্রুকস্টিন। তবে আপনার বর্তমান এবং সম্ভবত: ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থা জানানো আমার কর্তব্য ছিল। আপনি আর পার্ক এভিন্যু অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে পারছেন না। আমি দুঃখিত।'

গ্রেসের গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল। তাকে যেন হাত-পা বেঁধে একটা চলন্ত ট্রেনের সামনে ফেলে দেয়া হয়েছে। তার জীবন সংশয় হতে যাচ্ছে কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার নেই।

সেদিন রাতে, ডিনার টেবিলে বসে ক্যারোলিন মেরিভেল লক্ষ্য করল গ্রেস শূন্য চোখে ডাইনিং রুমের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বাটির সুপ প্রায় স্পর্শই করেনি। ওকে খুব রোগাটে এবং মনমরা লাগছে।

'খাও, গ্রেস। এ বাড়িতে আইন আছে খাবার নষ্ট করা যাবে না। নাকি, জন?'

জন দেখল পৈশাচিক উল্লাসে নাচছে তার স্ত্রীর চোখের তারা। *ও গ্রেসকে হেয় করার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে এবং উপভোগও করছে। ও যেন ইঁদুর বেড়াল খেলা খেলছে। হত্যা করার আগে খেলা করছে ইঁদুরটাকে নিয়ে।*

'ক্যারোলিন ঠিকই বলেছে, গ্রেস। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তোমার অবশ্যই কিছু খাওয়া উচিত।'

গ্রেস এক চামচ সুপ তুলে নিল চামচে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বমি এসে গেল ওর। বহু কষ্টে ঠেকিয়ে রাখল। 'আমি দুঃখিত আমার শরীরটা আসলে ভাল্লাগছে না। তোমরা যদি কিছু মনে না করো আমি একটু শুতে যাব।'

এক চাকরানি এসে উদয় হলো দোরগোড়ায়। 'আপনাদেরকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিসেস মেরিভেল। পুলিশ এসেছে বাড়িতে। বলছে মিসেস ব্রুকস্টিনের সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

আতংকিত হয়ে উঠল গ্রেস। 'না! ওকে চলে যেতে বলো। অনেক রাত হয়েছে। ওকে সকালে আসতে বলো।'

হেসে উঠল ক্যারোলিন। 'বোকার মতো কথা বোলো না, গ্রেস। পুলিশই তো, অন্য কেউ নয়। যাও লোকটার সঙ্গে দেখা করে কথা বলো।'

'না, প্লিজ, ক্যারোলিন। আমি পারব না।'

ক্যারোলিন গ্রেসের আর্জিতে কান দিল না। 'মেলিসা, অফিসারকে ভেতরে নিয়ে এসো। বলো মিসেস ব্রুকস্টিন এক্ষুনি তার সঙ্গে দেখা করবেন।'

কয়েক মিনিট পরে কাঁপতে কাঁপতে এন্ট্রিওয়েতে গেল গ্রেস। সে ভেবেছে মারমুখী কোন এফবিআই এজেন্ট ওকে জেরা করার জন্য এসেছে। বদলে ইউনিফর্ম পরা লাজুক লাজুক চেহারার এক তরুণ ওকে সম্ভাষণ জানাল। গ্রেসকে দেখে সে বিনয়ের সঙ্গে মাথার ক্যাপটা খুলে হাতে নিল। গ্রেস অনুভব করল সে অনেকটাই নিশ্চিতবোধ করছে।

'গুড ইভনিং, অফিসার। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন?'

'জী, মিসেস ব্রুকস্টিন। আ...ইয়ে আপনার জন্য একটা খবর নিয়ে এসেছি। আপনার স্বামী সংক্রান্ত সংবাদ। আপনি একটু বসবেন?'

গ্রেসের বুকের ভেতরটা ছলকে উঠল।

ও বেঁচে আছে! লেনি বেঁচে আছে! ওরা ওকে খুঁজে পেয়েছে! ওহ্, থ্যাংক গড। লেনি ফিরে আসবে এবং সবকিছু আবার আগের মতো চলতে শুরু করবে। আমরা আবার আমাদের বাড়ি এবং টাকা ফেরত পাবো। কেউ আর আমাদেরকে কটু কথা শোনাতে পারবে না...'

'মিসেস ব্রুকস্টিন?'

'ওহ্, আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ। আমি সারাদিন বসে ছিলাম। আপনি বললেন আমার জন্য খবর আছে?'

'জী, ম্যাম।' তরুণটি নিজের জুতোর দিকে তাকাল। 'আপনাকে এ কথাটি বলার জন্য দুঃখিত। আজ বিকেলে ম্যাসাচুসেটস কোস্ট গার্ড একটি লাশ পেয়েছে। আমাদের ধারণা ক্ষতবিক্ষত ওই লাশটি আপনার স্বামী লিওনার্ড ব্রুকস্টিনের।'

ষোল

সিটি মর্গে নিজের কাজটি বেশ উপভোগই করে ডোনা সানচেজ। কিন্তু তার বন্ধুরা এবং পরিবার বুঝতে পারে না এ কাজে এমন কী মজা আছে। 'সবই তো মরা মানুষ। তোমার গা ছমছম করে না?' তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে হাসে ডোনা। পুয়ের্তোরিকান ডোনার দশাসই চেহারা চর্বিতে থলথল করছে, তার হাতের আঙুলগুলো সসেজের মতো মোটামোটা, মুখখানা গোল, ময়দার তালের মতো। ডোনা হৈচৈয়ে ভরা একটি একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ। তার নিজের পরিবারটির সদস্যও নেহায়েত কম নয়। ফলে হৈচৈ, চেঁচামেচি সেখানে হরদম লেগে থাকে। কাজের বাইরে ডোনা সানচেজের জীবনের সাউন্ডট্র্যাক হলো ক্রন্দনরত বাচ্চাকাচ্চা, বাসন কোসন ভাঙার শব্দ, গাড়ির হর্নের বিকট আওয়াজ, আর টেলিভিশনের তীক্ষ্ণ নিনাদ। ব্রুকলিনের ক্লার্কসন এভিন্যুর সিটি মর্গটি ধবধবে সাদা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো। এখানে এলে ডোনা শান্তি পায় মনে।

তবে মাঝে মাঝে ওর যে খারাপ লাগে না তা নয়। আট বছর মর্গে কাজ করার পরেও শিশুদের লাশ ওর চোখে জল এনে দেয়। কিছু কিছু দুর্ঘটনার শিকারদের লাশ এমন বিকৃত থাকে, আত্মহত্যাকারীদেরও তাই। প্রথমদিন এরকম একটি বিকৃত লাশ দেখে অনেকদিন ঘুমাতে পারেনি ডোনা, দুঃস্বপ্ন তাড়া করেছে। আত্মহত্যাকারী উঁচু ভবন থেকে লাফিয়ে সুইসাইড করেছিল। চামড়া ছিড়ে বেরিয়ে পড়েছিল হাড়গোড়, মাথাটা পচা তরমুজের মতো ফেটে গিয়েছিল। তবে পানিতে ডোবা লাশগুলো কম ভীতিকর হয়। গভীর ঠাণ্ডা পানিতে ডুবে থাকার কারণে দেরীতে পচন ধরে শরীরে। জলে ডোবা অনেক লাশের মুখ অবিকৃত দেখেছে ডোনা।

তবে আজকের লাশটি ওগুলোর মতো নয়। স্ল্যাবে শোয়ানো বীভৎস, তেলতেলে লাশটার মুখ বলে কিছু নেই। মাছে খেয়ে ফেলেছে। অবশিষ্ট বলতে ঘাড়ের ওপর ক্ষতবিক্ষত একটা মাংসপিণ্ড। বাম হাতখানা আশ্চর্যরকম অক্ষত, তবে বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাছের খাদ্য হয়েছে। ডোনার বন্ধুরা যেমন বলে সেরকম 'গা ছমছমে' একটি লাশ।

'ওরা কি বেচারী স্ত্রীটিকে এখানে সত্যি নিয়ে আসছে?' মর্গের সবার মতো ডোনা সানচেজও জানে পুলিশের ধারণা এটা লেনি ব্রুকস্টিনের মরদেহ। এ জন্যেই ম্যাসাচুসেটসের উপকূলে পাওয়া লাশটি দুশো মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে নিউইয়র্কে নিয়ে

আসা হয়েছে। 'প্রিয়তমের এরকম চেহারা কেউ দেখতে চাইবে না।'

টেকনিশিয়ান ডুয়ানে টাইলার নাক সিঁটকাল। সবে হাইস্কুল শেষ করেছে সে, সুদর্শন ডুয়ানে একজন বর্ন সিনিক। চরম হতাশাবাদী। 'অত মায়া দেখিয়ো না, ডোনা। প্রথম কথা হলো গ্রেস ব্রুকস্টিন গরীব নয়। লোকে কী বলে শোনো নি, ওই হারামজাদা হাজার হাজার মানুষকে নিঃস্ব করেছে। খেটেখাওয়া সাধারণ সব মানুষজন।'

'ওরা কী বলছে জানি আমি, ডুয়ানে। তার মানে এ নয় যে এটি সত্যি। তাছাড়া সে যদি অমন কাজ করে থাকেও তো কী? দোষটা তো আর তার স্ত্রীর নয়।'

ডুয়ানে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'তুমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করছ না, না? তোমার ধারণা ওই লোকের বউ কিছুই জানে না? ওই সাদা চামড়ার মাগীরা সব জানে, বুঝলে?'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে এসেছে হ্যারি বেইন এবং গেভিন উইলিয়ামস।

এ কথা সবাই জানে লেনি ব্রুকস্টিনের কারণে নিউইয়র্কের যে সব মানুষ পথে বসেছে তাদের মধ্যে অ্যাঞ্জেলো মিকেলের বাবা-মাও আছেন। নিউইয়র্ক মহানগরীর সেরা আইনজীবী অ্যাঞ্জেলো, তবে হ্যারি বেইনের সন্দেহ এই মামলায় তাঁর জাজমেন্ট অস্বচ্ছও হতে পারে। ডিওর শুরুর বক্তব্য তাকে খুব একটা আশ্বস্ত করতে পারেনি।

'আমি ব্রুকস্টিনের মাথাটি একটি প্লেটের ওপর চেয়েছিলাম। তবে মনে হচ্ছে আরও ভালো জিনিসটি পেয়ে গেছি। স্ল্যাবে তার ধড় চলে এসেছে।'

'লাশটা তার না-ও হতে পারে,' বলল হ্যারি বেইন। 'ওর স্ত্রীকে দিয়ে সনাক্ত করাতে হবে লাশ। মানে লাশ বলতে শরীরের অবশিষ্টাংশ যা আছে আরকী। তারপর আমরা অটোপসি করতে পারব।'

'গুড।'

এফবিআই'র টাস্ক ফোর্সের কাজ কোরামের নিখোঁজ অর্থ খুঁজে বের করা। আর অ্যাঞ্জেলো মিকেলের কাজ চুরির জন্য দায়ীদের শাস্তির বিধান করা। একটা লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে বলে তার মনের একটা অংশ মোটামুটি খুশি। অবশ্য এমনটি হওয়া বিচিত্র নয় যে লেনি ব্রুকস্টিন পালিয়ে গিয়ে সাউথ প্যাসিফিকের কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন দ্বীপে আয়েশী জীবন যাপন করছে। তবে মিকেলের মনের আরেকটি অংশ খচখচ করছে। লেনি ব্রুকস্টিন যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে তো আর সে শাস্তি পেল না। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো সাজা ভোগ করতেই হবে।

'মেরিভেল কিংবা প্রেস্টনের কাছ থেকে আর কোন খবর পেয়েছেন?'

'না,' ভুরু কোঁচকাল হ্যারি বেইন। 'এখনো পাইনি।' সে নিজে কোরামের দুই সিনিয়র এক্সিকিউটিভের সঙ্গে সর্বমোট ছ'বার কথা বলেছে। কিন্তু লেনি ব্রুকস্টিন কীভাবে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করল সে রহস্যের ধারেকাছে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ক্লু পায়নি। ওর সহজাত প্রবৃত্তি বলছে এ লোক দুটি যা স্বীকার করছে তার চেয়ে অনেক বেশিই জানে। কিন্তু এখনতক বিষয়টি সে প্রমাণ করতে পারেনি। 'তবে

এজেন্ট উইলিয়ামস কিছু চিত্তাকর্ষক বিষয় খুঁজে পেয়েছে।'

গেভিন উইলিয়ামসের দিকে তাকালেন অ্যাঞ্জেলো মিকেল। এ লোকটিকে দেখলেই তাঁর গা কেমন ছমছম করে। এ যেন মানুষ নয়, রোবট। সে যখন কথা বলল, চোখের দিকে তাকাল না, একঘেয়ে সুরে বলে যেতে লাগল।

'মনে হচ্ছে মৃত্যুর আগে লিওনার্ড ব্রুকস্টিন কোরামের কোম্পানি স্ট্রাকচার বদলে ফেলেন। তিনি অযৌক্তিকভাবে জন মেরিভেলকে তার পার্টনারশিপ থেকে বাদ দেন।'

'ড্যাম ইট,' মাথা নাড়লেন অ্যাঞ্জেলো মিকেল।

হ্যারি বেইন একদিকে কাত করল মাথা। (দু:সংবাদ?)

'নিশ্চয়। লেনি ব্রুকস্টিন যদি একমাত্র লিগাল পার্টনার হয়ে থাকেন তাহলে অন্যদেরকে তো অভিযুক্ত করাই যাবে না। মেরিভেল তো বেঁচে যাবে?'

'সে তো একমাত্র পার্টনার ছিল না।'

'কিন্তু আপনিই না বললেন...

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গেভিন উইলিয়ামস যেন সাত বছরের একটা বাচ্চাকে খুব সহজ একটা বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করার পরেও কিছুতেই ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছে না। 'আমি বলেছি লেনি জনকে তার শেয়ার থেকে বাদ দিয়েছেন। বলিনি সে-ই একমাত্র পার্টনার।

'উনি স্টক শেয়ার নিজের কাছে রাখেননি। ওটা ট্রান্সফার করেছেন।'

হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পেল অ্যাঞ্জেলো মিকেলের। 'কার কাছে?'

হাসল গেভিন উইলিয়ামস।

'তার স্ত্রীর কাছে।'

ডোনা সানচেজ নরম গলায় বলল, 'আপনি সত্যি দেখতে চান, মিসেস ব্রুকস্টিন?'

মাথা দোলাল গ্রেস। *কিছু যায় আসে না। এটা একটা স্বপ্ন। দু:স্বপ্ন। মহিলা চাদর ধরে টান দিলেই আমি স্বপ্ন থেকে জেগে যাব।*

'আমরা দ্রুত কাজটি করব। শুধু হাতটা দেখবেন। বিয়ের আংটিটি ওনার কিনা বললেই হবে।'

ডোনা চাদর ধরে টান দিল।

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে নিয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল গ্রেস।

সতেরো

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর সামনে রাখা ডকুমেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে জন মেরিভেল। বিপন্ন ভঙ্গিতে চোখ ঘষছে।

'নিশ্চয় কোথাও কোন ভু-ভুল হয়েছে।'

আরেকটি সিগারেট ধরাল হ্যারি বেইন। ধোঁয়ার গন্ধে বমি বমি ভাব হলো জনের। 'কোন ভুল হয়নি, জন। এটা লেনির সই। আর এটা গ্রেসের। তোমার কি ধারণা আমরা এগুলো চেক করে দেখিনি?'

ডকুমেন্টগুলি লিগাল ইন্সট্রাকশন, কোরামের মালিকানার কাঠামো বদলে ফেলা হয়েছে। জনের সমস্ত শেয়ারের ভাগ গ্রেসের ফান্ডে ট্রান্সফার করা হয়েছে। ৮ জুনের তারিখ, কোরাম বলের আগের দিন। লেনি এবং গ্রেস উভয়েই এতে সই করেছে।

'ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো, জন। ব্রুকস্টিনরা তোমাকে ছিবড়ে করে দিয়েছে। টাকা হাতিয়ে ওরা ভেগে গেছে।'

'না। লেনি অ-অমন কাজ করতেই পারে না। আ-আমার সঙ্গে অন্ততঃ নয়।'

'ডকুমেন্টগুলো ভালো করে পড়ো, জন। পরিষ্কার লেখা আছে। সে এটা করেছে। দু'জনে মিলে করেছে। তোমার কি মনে হয় না এখন ওদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা বাদ দেয়া উচিত?'

শক্ত করে চোখ বুজল জন। চিন্তা করতেও কষ্ট হচ্ছে ওর। *আমি এ ঘরে কতক্ষণ ধরে আছি? তিন ঘণ্টা? চার ঘণ্টা?*

গ্রেসের কথা ভাবল ও। একা পড়ে আছে মর্গে। পুলিশ ওকে গ্রেসের সঙ্গে যেতে দেয়নি। বেচারী মেয়েটা নিশ্চয় খুব ভয় পেয়েছে।

'কোম্পানিকে নতুনভাবে গঠন করার আ-আইনী অধিকার ছিল লেনির। কোরাম ছিল তার ব্যবসা।'

অবিশ্বাস নিয়ে ওর দিকে তাকাল হ্যারি বেইন। 'তুমি বলছ লেনি ব্রুকস্টিন তোমাকে এভাবে ঠকিয়েছে অথচ তুমি কিছুই মনে করনি?'

'আমি বলছি লেনি আমাকে ঠকায়নি।'

'কিন্তু সে ঠকিয়েছে। এখানে সবকিছু পরিষ্কার লেখা আছে।'

'তাহলে এর নিশ্চয় কোন কা-কারণ ছিল। লেনি মারা গেছে। ওর সততা ব্যাখ্যা করার জন্য তো আর এখানে হাজির হতে পারবে না।'

'সততা?' অট্টহাস্যে বিস্ফোরিত হলো হ্যারি বেইন, 'লেনি ব্রুকস্টিন সৎ মানুষ? আরে ও একটা চরম অসৎ লোক ছিল, জন। তার স্ত্রীও। এসবই আমরা এখন জানি। কিন্তু প্রশ্ন হলো কী জানি না? তুমি আমাদের কাছে কী লুকাচ্ছ?'

'আমি কোন কিছু লু-লুকাচ্ছি না।'

'তাহলে ওকে রক্ষা করার চেষ্টা করছ কেন?'

'ও আমার বন্ধু ছিল।' *আমার একমাত্র বন্ধু।*

'সে তোমার বন্ধু ছিল না। সে তোমাকে ব্যবহার করেছে, জন। শুরু থেকেই ব্যবহার করেছে। লেনি ব্রুকস্টিনের মতো প্রতিভাবান মানুষ তোমার মতো বোকা লোককে তার দলে কেন নিয়েছিল বলে তোমার ধারণা?, এ প্রশ্ন কখনও করেছ নিজেকে?'

বহুবার।

'কারণ তুমি তাকে বৈধতা দিয়েছিলে, সেজন্য। কারণ তুমি ছিলে নির্বোধ এবং অন্ধ বিশ্বস্ত কর্মচারী। কুকুরের মতো।'

মুখ তুলে তাকাল জন। হ্যারি বেইনের চেহারাটা ওকে তীব্র কটাক্ষ এবং উপহাস করছে, কিন্তু কণ্ঠটা ক্যারোলিনের। *তুমি একটি পোষা কুকুর, জন। তুমি একটি অবজ্ঞার পাত্র। বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়াও।*

'না। আমি লেনির পো-পোষা কুকুর ছিলাম না।'

'ছিলে না? তাহলে কী ছিলে? হয় তুমি একটা মহা গর্দভ যে দেখতে পাচ্ছে না তার নাকের ডগায় কী ঘটছে। অথবা তুমি সব জানতে।'

'না। আমি কি-কিছুই জানতাম না।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না। টাকাটা কোথায়, জন?'

'আমি জানি না।'

'কোথায় টাকাটা লুকিয়ে রেখেছ, অ্যাঁ? তুমি এবং তোমার সুবন্ধু লেনি ব্রুকস্টিন মিলে। যে লোকটাকে তুমি ভীষণ বিশ্বাস করতে। যে তোমার পরামর্শের ওপর নির্ভরশীল ছিল। টাকাগুলো কোথায় রেখেছ?'

'আমি আপনাকে বলেছি। আমি জানি না–'

'তাহলে এন্ড্রু প্রেস্টনের সঙ্গে আমাদের কথা বলা দরকার। প্রেস্টনকেই কি লেনি একমাত্র বিশ্বাস করতেন?'

'অবশ্যই না। এন্ড্রুর চেয়ে লেনি আমার সঙ্গে অনেক বেশি ঘ-ঘনিষ্ঠ ছিল।'

'এতোই ঘনিষ্ঠ যে তোমার শেয়ার দিয়ে দিয়েছে গ্রেসকে?'

টগবগ করে ফোটা কেটলিতে তীক্ষ্ণ হুইশেলের মতো শব্দ হচ্ছে জনের মাথায়। শব্দের মাত্রা ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে।

'ওটা কোথায়, জন? টাকাটা কোথায়? তুমি যদি লেনির পোষা কুকুর না-ই হও, প্রমাণ করে দেখাও।'

হুইশেলের শব্দটি এখন তীব্র নিনাদে পরিণত হয়েছে, জনের মনে হলো তার কানের পর্দা ফেটে যাবে।

'হোয়ার ইজ দ্য ফাকিং মানি, জন?'

'আমি জানি না!' কাঁদতে কাঁদতে টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল জন মেরিভেল। 'ফর গ-গডস শেক। আমি সত্যি জানি না।'

টু-ওয়ে গ্লাসের অপর পাশে বসা অ্যাঞ্জেলো মিকেল মনোবিজ্ঞানীর দিকে ফিরলেন।

'কী মনে হলো আপনার?'

'মনে হচ্ছে ও সত্যি কথাই বলছে। সে কিছুই জানে না। পার্টনারশিপ ডকুমেন্ট দেখার পরপরও সে ভেঙে পড়েছে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন অ্যাঞ্জেলো মিকেল। *আমারও তা-ই ধারণা।*

ভাবছি উইলিয়ামস গ্রেসের ওপর একই রকম চাপ প্রয়োগ করে কতটা সফল হতে পারবে?

'ওই ডকুমেন্টগুলো সই করার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

মনে করার চেষ্টা করল গ্রেস। লেনির বিকৃত লাশ দেখার শক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। কোথায় আছে এ মুহূর্তে সেটাই মনে করতে পারছে না। হাড়িপানা মুখের, ধূসর চুলের যে লোকটি ওর সামনে বসে আছে, সে এসেছে এফবিআই থেকে। গ্রেস মর্গ থেকে বেরুবার পরপর এ লোক ওকে গ্রেপ্তার করে এবং গাড়ি চালিয়ে কোথাও নিয়ে যায়। কোথায় যে ও এসেছে আর কতক্ষণ লেগেছে আসতে কিছুই মনে নেই গ্রেসের। এ মুহূর্তে সে সাদা রঙের জানালাবিহীন একটি ঘরে বসে আছে। লেনির ভয়ংকর বিকৃত চেহারাটা হরর ছবির মতো বারবার ভেসে উঠছে মনছবিতে। সামনের লোকটা কথা বলছে।

'আট জুনের তারিখ দেয়া।'

লেনির চামড়া ছিল ফ্যাকাসে সাদা এবং তেলতেলে, নবজাতক শিশুর দেহ যে জিনিসটি ঢেকে রাখে।

'মিসেস ব্রুকস্টিন, এই ডকুমেন্টগুলি প্রমাণ করছে ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে আপনি জেনেশুনে কোরাম ইন্টারন্যাশনাল এলএলসিতে নিজেকে পার্টনার করেছেন অবৈধ ব্যবসা থেকে অবৈধভাবে লাভ করার জন্য।'

লেনির ফুলে ওঠা আঙুল, ফেটে যাওয়া চামড়ার সঙ্গে আটকে ছিল বিয়ের আংটি।

'২০০৫ সালে ইনোভেশন ম্যানেজমেন্টের ছয় বছরের ফান্ড যা গ্রান্ড কেইম্যানে এক্সিকিউট করা হয়েছিল সে টাকাটা কই গেল?'

'আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না,' প্রায় ফিসফিসে শোনাল গ্রেসের কণ্ঠ।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল গেভিন উইলিয়ামস। গ্রেসের মুখের সঙ্গে তার মুখ প্রায় ঠেকে গেল। লোকটার নিঃশ্বাসে বদ গন্ধ।

'আমার কাছে মিথ্যা বলবেন না, মিসেস ব্রুকস্টিন। তাহলে পস্তাবেন।'

গ্রেস লোকটার আবেগশূন্য চোখ জোড়া দেখল। শীতল ভয়ের একটা ছুরি যেন গাঁথল ওর শরীরে। 'আমি মিথ্যা বলছি না।'

'আপনি আপনার স্বামীর ফান্ডের একজন পার্টনার ছিলেন।'

'পার্টনার? না। আপনি ভুল করছেন। আমি কোনদিনই পার্টনার ছিলাম না। আমি ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছুই বুঝি না। এসব বুঝত লেনি এবং জন।'

'আপনার নিজের এই স্বাক্ষরটিকেও অস্বীকার করতে চান?'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এক টুকরো কাগজ গ্রেসের দিকে ঠেলে দিল গেভিন উইলিয়ামস। গ্রেস নিজের হস্তাক্ষর চিনতে পারল। কিন্তু কীসের ডকুমেন্ট মনে করতে পারল না। লেনি যখন যেখানে সই করতে বলেছেন, ডকুমেন্ট না দেখেই সই করে দিয়েছে ও।

'আমি কোন কিছুই অস্বীকার করছি না। আ..আমি আসলে কনফিউজড।'

চিৎকার দিল গেভিন। 'দুই হাজার পাঁচ সাল। গ্রান্ড কেইম্যান।'

'আমি আমার অ্যাটর্নিকে চাই,' নিজের মুখ থেকে শব্দগুলো বেরিয়েছে গ্রেসের বিশ্বাসই হতে চাইল না।

'কী?'

'আ... আমার একজন লইয়ার দরকার।'

হতাশায় ফেটে পড়ার দশা গেভিন উইলিয়ামসের। সে গ্রেসকে এরকম নাজুক অবস্থায় পাকড়াও করে ভেবেছিল ওকে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করবে, ও ভেঙে পড়বে। কিন্তু গ্রেস যদি এখন একজন আইনজীবী চায়, সে মানাও করতে পারবে না। *মাগী।*

'ইন্টারভিউ বাদ। টেপ বন্ধ করো।'

চেহারায় প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গেভিন উইলিয়ামস।

আঠেরো

পরদিন সকালে গ্রেস ব্রুকস্টিনের গ্রেপ্তার আর লেনি ব্রুকস্টিনের লাশ উদ্ধারের সংবাদ সবগুলো খবরের কাগজে ছাপা হলো।

খবর পড়ে রীতিমতো শকড অনর ওয়ার্নার। 'এরা লেনির লাশ খুঁজে পেয়েছে।'

'জানি আমি,' নিরাসক্ত চেহারা জ্যাকের। 'আমি পড়তে পারি।'

'তুমি এত উদাস থাকো কী করে? এফবিআই গ্রেসকে অ্যারেস্ট করেছে। তুমি অভিযোগের তালিকাটা পড়েছ? ওর বিরুদ্ধে হাজারও অভিযোগ আনা হয়েছে, সিকিউরিটিজ ফ্রড, মানি লন্ডারিং... গ্রেস তো দুইয়ে দুইয়ে চারই মেলাতে পারে না। আমাদের করণীয় কী?'

হাসল জ্যাক। 'করণীয়? আমরা কিছুই করব না।'

'কিন্তু, জ্যাক...'

'কিন্তু জ্যাক, কী? আমরা তোমার ছোট বোনের ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলব এবং এ নিয়ে কোন মাথা ঘামাব না।'

আতংকিত দেখাল অনরকে। তার দিকে তাকিয়ে হাসল জ্যাক।

'ওহ্, প্লীজ। গ্রেসকে খুব ভালোবাসো ভান কোরো না। মায়া মমতা দেখানোর সে সময়টুকু আর নেই, ডার্লিং। তোমার কি ধারণা এত বছর ধরে আমি কিছুই লক্ষ করিনি?'

'মানে?'

'আমি কি জানি না তুমি তোমার বোনকে কতোটা ঘৃণা কর? কতোটা ঘৃণা করে আসছ তাকে?'

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল অনর। লজ্জা পেয়েছে। ওর স্বামী ঠিকই বলেছে। গ্রেসকে তো সে ঘৃণা করেই। কিন্তু তাই বলে ওর জেল হয়ে যাক তা চায় না।

ও অন্য একটি কৌশল অবলম্বন করল। 'ঠিক আছে। গ্রেসের কথা বাদ দাও। আমাদের কী হবে, জ্যাক? গ্রেসের বিচার শুরু হলে নানান প্রশ্ন উঠবে। জেরা হবে। লেনির ব্যবসা-বাণিজ্য, আর সহকর্মী, সে যেদিন নিখোঁজ হয়ে গেল সেদিন কী ঘটেছিল ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। পুলিশ যদি সব জেনে ফেলে?'

'জানতে পারবে না।'

'কিন্তু যদি জেনে যায়?'

ওর দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকাল জ্যাক। 'তুমি কি ফার্স্ট লেডি হতে চাও, অনর?'

চায় অনর। যে কোন কিছুর বিনিময়ে সে ফার্স্ট লেডি হতে চায়।

'তুমি কি আমাকে হোয়াইট হাউজের অফিসে দেখতে চাও?'

'অবশ্যই। তুমি জানো আমি তা চাই।'

'তাহলে ভয়টয় বাদ দাও। মুখখানা বন্ধ রাখো এবং মাথাটা নিচু করে রাখো। লেনি মৃত। সে আর আমাদেরকে কোন অপমান বা আঘাত করতে পারবে না। কিন্তু গ্রেস পারবে। ঈশ্বর জানেন বুড়োটা ওকে কী কী বলে গেছে।'

শিউরে উঠল অনর। তার মাথায় এ চিন্তাটা আসেইনি।

'তোমার বোন জেলে গেলে আমাদের জন্যেই ভালো। এখন কফির কাপটা একটু এগিয়ে দেবে? ওটা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

খবর শুনে আঁতকে উঠল মাইকেল গ্রে, কনিকে সহজাত প্রবৃত্তিতে জড়িয়ে ধরল। 'আয়াম সো সরি, হানি। আমি কি কিছু করতে পারি?'

মাথা নাড়ল কনি। 'আমাদের কিইবা করার আছে, মাইক? লেনি এবং গ্রেস সম্পর্কে আমাদের যে উচ্চ ধারণা ছিল তা ভেঙে গেছে।'

বিস্মিত দেখাল মাইকেল গ্রেকে। 'তুমি নিশ্চয় ভাবছ না গ্রেসের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্যি?'

কাঁধ ঝাঁকাল কনি। 'আমি আসলে আর কিছুই ভাবতে পারছি না। দুনিয়াটাই গেছে পাগল হয়ে।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছ। কিন্তু মানি লন্ডারিং? গ্রেস?'

'এটা অসম্ভব কিছু বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না। লেনিকেই দ্যাখো। আমরা ওকে কত ভালোবাসতাম, সম্মান করতাম। অথচ এখন দেখছি সে একটা চোর এবং কাপুরুষ।'

কনির গলার সুরে এমন বিষ আগে কখনও লক্ষ্য করেনি মাইকেল। তার ভয় লাগল।

'আমরা সবাই জানি লেনি ছাড়া কিছু বুঝত না গ্রেস। কে জানে লেনিকে রক্ষা করতে কিংবা সাহায্য করতে সে কী করেছে?'

গ্রেসের গ্রেপ্তারের খবর মারিয়া প্রেস্টনের কাছে তার সোপ অপেরার কোন চিত্তাকর্ষক এপিসোডের মতো লাগল।

'পুলিশ বলছে গ্রেস নাকি জন মেরিভেলকে তার পার্টনারশিপ থেকে বঞ্চিত করেছে। অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের মতো তাকেও ঠকিয়ে সমস্ত টাকাপয়সা নিয়ে কেটে পড়ার পরিকল্পনা করছিল সে এবং লেনি। খবরের কাগজ বলছে 'কোরাম ফান্ডের একমাত্র জীবিত পার্টনার হলো গ্রেস ব্রুকস্টিন। এর অর্থ কোরামের সমস্ত লোকসানের

দায়দায়িত্ব গ্রেসের ওপর বর্তাচ্ছে। বিশ্বাস করা যায়?'

বিশ্বাস করতে পারছে না এন্ড্রু। এসবের কোন কিছুই তার বিশ্বাস হচ্ছে না। নানটুকেটের ভীতিকর ট্রিপ থেকে আসার পর থেকে সে একরাত্তিরও শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

এখন পর্যন্ত ভাগ্য আমাকে সহায়তা করে চলেছে। এফবিআই বড় মাছের দিকে নজর দিয়েছে। কিন্তু একদিন ঠিকই ওরা আমার দরজায় কড়া নাড়বে। কড়া নাড়বেই আমি জানি।

ফেঁসে যাওয়া বা জেলে যাওয়ার ভয় করে না এন্ড্রু। তার ভয় মারিয়াকে হারানোর। সে এ পর্যন্ত যা যা করেছে সবই মারিয়ার জন্য করেছে। *আহা মেয়েটা পুরো ব্যাপারটাই একটা খেলা হিসেবে ধরে নিয়েছে!*

'আমি ট্রায়ালের সময় আমার নতুন ডিওরটা পরে যাবো। নতুন কালো ড্রেসটা।'

'আমরা ট্রায়ালে যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছি না? কিন্তু এন্ডি, ওখানে সবাই থাকবে।'

'যীশাস, মারিয়া, এটা কোন বালছাল ব্রডওয়ে শো নয়।' এন্ড্রু খুব কমই মাথা গরম করে। মারিয়া চোখ বড়বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এই নতুন, ম্যাচো এন্ড্রুকে তার বরং ভালোই লাগছে। 'বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের কোন হদিশ নেই। পুলিশ চারদিক থেকে আমাদেরকে ছেঁকে ধরছে। কোরামের প্রতিটি মানুষ সন্দেহের বেড়াজালে বন্দি।'

'তবে ওরা আর বন্দি থাকবে না,' এক টুকরো প্যানেটোন কাটতে কাটতে হাসি-মুখে বলল মারিয়া। 'মনে হচ্ছে এফবিআই বলির পাঁঠাটিকে পেয়ে গেছে। গ্রেসি জেলে যাবে?'

এন্ড্রু মনে মনে বলল *আমারও তাই মনে হয়।* পরক্ষণে বুঝতে পারল কী ভয়ানক একটা চিন্তা সে করেছে।

কবে থেকে সে এরকম উদাস এবং শীতল হৃদয় হলো?

নিজেকে আমি আর চিনতে পারছি না। ওহ, মারিয়া! তুমি আমার একী করলে?

উনিশ

'তোমাকে জেলে যেতে হবে না, গ্রেস। তুমি নিরপরাধ এবং নিজেকে নির্দোষ বলেই তুমি দাবি করবে। ঠিক আছে?'

দুর্বলভাবে মাথা দোলাল গ্রেস। সবকিছুই কেমন বিভ্রান্তিকর লাগছে।

ফ্রাংক হ্যামন্ডকে খুব আপবিট বলে মনে হয় ওর। ওর প্রথম আইনজীবী কেভিন ম্যাকগুইরির মতো নন ইনি। ইস্ট হ্যাম্পটনে, গ্রের বাবা-মার পুরানো বন্ধু কেভিন। গ্রেপ্তার হওয়ার দিনই তাঁকে ফোন করেছিল গ্রেস। মরা চোখের, ওকে ভয় দেখানো এজেন্টটার হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইছিল ও। তিনি তা করেছেন তবে দু'জনে একা হওয়ার পরে কেভিন ওকে বলেন, 'কোরামের একজন ফুল পার্টনার হিসেবে আপনি লেনির সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য আইনত দায়ী, সে আপনি কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন আর নাই দিয়ে থাকেন। আপনাকে গিল্টি হিসেবে অপরাধ স্বীকার করতে হবে।'

'কিন্তু আমি যে পার্টনার ছিলাম তাই তো জানতাম না।'

কেভিন ম্যাকগুইরি সহানুভূতিশীল হলেও কঠোর একজন মানুষ। না জানা বা অজ্ঞতা নৈতিক ডিফেন্স হলেও এটি লিগ্যাল কোন বিষয় নয়। 'তুমি চুক্তিতে সই করেছিলে, গ্রেস। তুমি দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিচারক তোমার শাস্তি দানের ব্যাপারে আরও কঠোর হয়ে উঠবেন। জামিনের ব্যাপারেও তার সিদ্ধান্ত কঠোর হবে। আমার পরামর্শ হলো জামিনের জন্য আবেদন না করাই ভালো।'

তার কথা শুনেও বিশ্বাস হতে চাইল না গ্রেসের।

'আপনি বলছেন... আমাকে জেলে থাকতে বলছেন? আদালতে মামলা উঠতে উঠতে মাস কাবার হয়ে যেতে পারে।'

'মাস কাবারই হবে। আমি জানি কাজটা খুব কঠিন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, গ্রেস, ওখানে আপনি অনেক নিরাপদে থাকবেন। আপনার এবং লেনির ওপর মানুষজন যেরকম ক্ষেপে আছে তা নিশ্চয় আপনাকে বিব্রত করছে।'

কেভিন ঠিক কথাই বলেছেন। গ্রেস বিব্রতবোধ করছে। তার খুব খারাপ লাগছে। নিজের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে মেরিভেলদের সঙ্গে থাকার সময় সে জনতার ক্ষুদ্র ভিড়ের রোষের শিকার হতে যাচ্ছিল। নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল না। জন তাকে টিভির খবর দেখতে দেয় না, বাড়িতে

খবরের কাগজও রাখে না। করোনার যেদিন লেনির মৃত্যুকে অফিশিয়ালি সুইসাইড বলে ঘোষণা করল সেদিন কেভিন ম্যাকগুইরি গ্রেসকে কয়েকটি খবরের কাগজের হেড লাইন দেখিয়েছিল যে জগত থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

ব্রুকস্টিনের কাপুরুষের মতো বিদায়

নিন্দার্হ প্রতারকের আত্মহত্যা, বিচার বিভাগের সঙ্গে প্রতারণা

আমেরিকার সবচেয়ে ঘৃণিত দম্পতি ব্রুকস্টিন

এক সপ্তাহ আগে হলেও এসব খবর মর্মাহত করে তুলত গ্রেসকে। কিন্তু এখন, লেনির লাশ শনাক্ত করার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পরে গ্রেসের সন্দেহ তাকে চমকে দেয়া বা শক করার মতো আর কোন শক্তি আছে কিনা। পরিবর্তে এসব খবর তাকে অনুভূতিশূন্য করে তোলে। সে যেন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

ওরা কি লেনির কথা বলছে? আমার ব্যাপারে কথা বলছে? লোকে আমাদেরকে ঘৃণা করে কীভাবে? আমরা তো কারও বাড়া ভাতে ছাই দিইনি।

লেনি আত্মহত্যা করেছে, এটি খুবই হাস্যকর একটি কথা। লেনিকে যারাই চিনত, জানত জীবনকে ভালবাসত সে। যত দুঃখকষ্টই আসুক না কেন, জীবনের সঙ্গে সেঁটে থাকত লেনি। *ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, প্রবল একটা ঝড় ছিল। ওইদিন কী ঘটেছিল কেউ বলতে পারবে না।*

কেভিন ম্যাকগুইরি চেষ্টা করছিলেন বর্তমানের ওপর যেন মনোযোগ দেয় গ্রেস, যেন এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে যে তাকে কারাগারে পাঠানো হতে পারে। কিন্তু কারাগারের ভয়ে ভীত নয় গ্রেস। ওর কপালে যা-ই থাকুক তা নিয়ে সে মোটেই গ্রাহ্য করছে না। লেনি ছাড়া কোনকিছুতেই তার কিছু এসে যায় না। লেনিবিহীন পৃথিবীতে গ্রেসের জন্য নেই কোন আনন্দ, নেই কোন আশা। *ওরা আমাকে জেলে ভরে রাখুক। আমার জীবন তো শেষ।*

আবারও তার রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভাব ঘটল জন মেরিভেলের। সে-ই গ্রেসকে ফিরিয়ে আনল বাস্তবে। গোটা পৃথিবী অভিযোগ করছে গ্রেস তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, লেনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কোরামে তার শেয়ার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু গ্রেসের প্রতি জনের বিশ্বস্ততা অবিচল রইল। 'এটা একটা মিসটেক, গ্রেস, ঠিক আছে? একটা ভুল। জানি না লেনি কে-কেন এটা করল। তবে নিশ্চয় কোন কারণ ছিল।'

'তুমি জানো ও কোনদিন তোমার সঙ্গে চিট করার চেষ্টা করত না, জন। আমাদের দু'জনের কেউই তা কোনদিন করতাম না।'

'অ-অবশ্যই আমি জানি, সুইটহার্ট। অবশ্যই আমি জানি।'

গ্রেসকে কেভিন ম্যাকগুইরি কী পরামর্শ দিচ্ছেন শোনার পরপরই সে ওকে জোর করল লোকটাকে তক্ষুণি বাদ দিতে।

'কিন্তু কেভিন আমাদের পুরানো বন্ধু,' আপত্তি জানাল গ্রেস।

'তা জানি। কিন্তু সে উল্টোপাল্টা বকছে। গিল্টি হিসেবে অপরাধ স্বীকার করা! মগের মুল্লুক আর কী! তোমার জন্য আমরা ফ্রাংক হ্যামণ্ডকে ভাড়া করব। সে-ই সেরা।'

বরাবরের মতো ঠিক কথাই বলেছিল জন। গ্রেসের জীবনে সাইক্লোনের মতো প্রবেশ করলেন ফ্রাংক হ্যামণ্ড। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের দিন থেকেই গ্রেসের মনে হতে লাগল তার আশা ফিরে আসছে। গুহার শেষ মাথায় সে যেন আলো দেখতে পেল। অবশেষে এমন একজন লোককে সে পেয়েছে যিনি একজন চ্যাম্পিয়ন, বলিষ্ঠ এক ব্যক্তিত্ব, একজন উকিল যিনি গ্রেসকে বিশ্বাস করেন এবং তার জন্য লড়াই করবেন। ফ্রাংক হ্যামন্ডের উপস্থিতিই গ্রেসকে যেন নিরাপত্তা দিতে লাগল।

ও ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার কি জামিন হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে?'

'আমি ইতিমধ্যে জামিনের জন্য আবেদন করেছি। কাল শুনানী। আমি আপনাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসব।'

'আপনি বোধহয় জানেন আ..আমার কাছে কোন পয়সা-কড়ি নেই। আপনার সম্মানী দিতে পারব না।'

গ্রেস কথাগুলো বলতে খুবই বিব্রতবোধ করছিল তবে ফ্রাংক হ্যামন্ড নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'টাকা-পয়সার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। ও-ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনি শুধু এখন আমার কথা শুনবেন। শুনবেন তো?'

মাথা দোলাল গ্রেস।

'আপনার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার কথা ভুলে যান। ভুলে যান ট্রায়ালের কথা, ভুলে যান লোকে আপনাদের সম্পর্কে কে কী বলছে তার কথা। আমার কাজ হলো ওসব সামাল দেয়া। বুঝতে পেরেছেন?'

'বুঝতে পেরেছি।' *মানুষটার ভেতরে এমন নির্ভরতা রয়েছে মনে হচ্ছে যেন লেনির সঙ্গে কথা বলছি।*

'আপনার কাজ হচ্ছে সত্য আঁকড়ে ধরে থাকা। আপনি কোন টাকা চুরি করেননি। লেনি কোন টাকা চুরি করেননি। ঘটনা হলো অনেকগুলো টাকার কোন হদিশ না পাবার অর্থ হচ্ছে কেউ টাকাটা নিশ্চয় চুরি করেছে। যে-ই কাজটা করুক না কেন সে আপনাকে আর আপনার স্বামীকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। এই হলো আমাদের মামলা।'

'কিন্তু কে অমন কাজ করবে?'

হাসলেন ফ্রাংক হ্যামন্ড, বেরিয়ে পড়ল আঁকাবাঁকা হলদে দাঁতের সারি। বোঝাই যায় আকাশছোঁয়া ফি নিলেও দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় তাঁর হয়ে ওঠে না।

'কে সত্তুর বিলিয়ন ডলার চুরি করবে? নিরানব্বই ভাগ আমেরিকান ভাববে তারা যদি অত টাকা চুরি করে কেটে পড়তে পারত।'

'ঠিক আছে। তাহলে বলুন কে টাকাটা চুরি করেছে?'

'আমি জানি না। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদেরকে শুধু যৌক্তিক একটা সন্দেহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে প্রমাণ করতে হবে এ চুরির জন্য

আপনি এবং আপনার স্বামী দায়ী।'

নিশ্চুপ হয়ে গেল গ্রেস। একটু পরে প্রশ্ন করল, 'মি. হ্যামন্ড, আপনার কি মনে হয় আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছেন?'

ফ্রাংক হ্যামন্ড তাঁর মক্কেলের চোখের দিকে তাকালেন সরাসরি। 'না, মিসেস ব্রুকস্টিন। আমার তা মনে হয় না।'

সেই মুহূর্ত থেকে গ্রেসের মনে হলো সে ফ্রাংক হ্যামন্ডকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারে। *উনি এ মামলায় জিতবেন আমাকে মুক্ত করে আনবেন। আমি মুক্ত হওয়ার পরে খুঁজে বের করব কে টাকাটা চুরি করেছে এবং লেনির নাম থেকে কলংক মোচন করব।*

কুড়ি

জুরিরা ১৪নং আদালত কক্ষে ঢুকছেন, গ্রেস ব্রুকস্টিন তখন আনমনে তার চ্যানেল বুকলে জ্যাকেটের বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। সে নার্ভাস হয়ে আছে, তবে রায়ের জন্য নয়। জানে ওকে নিরাপরাধ বলে ঘোষণা করা হবে। ফ্রাংক হ্যামন্ড ওকে তাই বলেছেন।

'আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেভাবে করবে, গ্রেস। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। জুরিরা তোমাকে বেকসুর খালাস দেবেন।'

ফ্রাংক কথা বলার সময় মনে হয় যেন কোন প্রফেটের বাণী শুনছে গ্রেস। ফ্রাংকের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেলে চলছে সে।

'তোমাকে অনুতপ্ত হতে হবে না কিংবা পাপবোধে পীড়িত হওয়ারও দরকার নেই। তুমি নির্দোষ। তুমি গর্বিত ভঙ্গিতে, মাথা সোজা রেখে কোর্টরুমে প্রবেশ করবে। মনে রেখো তুমি শুধু নিজেকেই নও, পাশাপাশি লেনিকেও রিপ্রেজেন্ট করছ।'

লেনি, ডার্লিং, লেনি। তুমি কি সবকিছু দেখছ, সুইটহার্ট? তুমি কি আমাকে নিয়ে গর্বিত?

না, রায় নিয়ে ভাবিত নয় গ্রেস। এ নিয়ে তার কোন টেনশনও নেই। সে ভাবছে মামলা খতম হওয়ার পরে কী ঘটবে। *যে বা যারা লেনিকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমি কীভাবে লড়াই করব?* এখন পর্যন্ত এফবিআই কোরামের উধাও হওয়া অর্থের কোনই হদিশ করতে পারেনি। *তারাই যদি হদিশ না পায় আমি কী করে পাব?*

কিন্তু অনুসন্ধান ওকে করতেই হবে। লেনির নামের ওপর যে কলংকের দাগ লেগে গেছে তা মুছতেই হবে। ও মারা গেছে ছয়মাস হলো। এখন ডিসেম্বর মাস। কিছুদিন পরে ক্রিসমাস। *বিধবার বেশে আমি প্রথম ক্রিসমাস পালন করব।* জাতিতে ইহুদি হলেও লেনি ক্রিসমাস পালন করতে পছন্দ করত, ভালোবাসতো উপহার দিতে, পার্টি দিতে। *সবকিছুতেই ওর যা অদম্য উৎসাহ ছিল!*

বিচারকের কণ্ঠ যেন দূর থেকে ভেসে এল, অপার্থিব। তিনি জুরিদের ফোরম্যানকে প্রশ্ন করছেন।

'আপনারা কি ভারডিক্টে পৌঁছেছেন?'

আশা করি মেরিভেলদের সঙ্গে আমি ক্রিসমাসটি কাটাতে পারব।

ক্রিসমাস কাটাতে হয় পরিবারের সঙ্গে কিন্তু গ্রেসের দুই বোনই ওর সঙ্গে এবারে যে

ব্যবহারটা করল। গ্রেপ্তার হওয়ার পরে কেউ ওকে একটা ফোন করেনি কিংবা দেখতেও আসেনি। ট্রায়াল শুরু হওয়ার সময় আধেক আশা, আধেক প্রত্যাশা ছিল গ্রেসের তার দুই আপুকে পাবলিক গ্যালারিতে দেখবে। কিন্তু কনি এবং অনর কেউই আসেনি।

আমি একবার নির্দোষ বলে প্রমাণিত হলেই ওরা নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ওরা আমাকে দেখতে এলে আমি ওদেরকে ক্ষমা করে দেব। পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে গেলে ওদের সাহায্য আমার দরকার হবে। টাকাটা সত্যি কে চুরি করেছিল তা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। জানতেই হবে কে আমার প্রিয় লেনির নামে কুৎসা রটিয়েছে।

ফোরম্যান গ্রেসের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গ্রেস হাসি ফিরিয়ে দিল। লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে ভালোই।

'সিকিউরিটি প্রতারণার অভিযোগে বিবাদীকে আপনারা কীভাবে দেখছেন?'

'অপরাধী।'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি শূন্যে ঘুসি মারলেন। *তাহলে কোন কূট কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়নি। বিগ ফ্রাংক হ্যামন্ড বেহুদাই রহস্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাহলে অজেয় নন।*

এই প্রথম আতংকিত হলো গ্রেস। তাকাল ফ্রাংক হ্যামন্ডের দিকে। কিন্তু তিনি বিচারকের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'আর মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ?'

'অপরাধী।'

না! আমি অপরাধী নই। আপনারা ভুল করছেন। ফ্রাংক আমাকে যা যা করতে বলেছেন আমি তাই করেছি।

'মিথ্যা হলফের অভিযোগ...পরোক্ষ প্রতারণা... মেইল ফ্রড...'

'অপরাধী... অপরাধী.... অপরাধী...

'ওনারা ভুল বলছেন! প্লিজ, ইয়োর অনার। এ সবই ভুল। আমি নিরপরাধী। আমার স্বামীও তাই! আমাদেরকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে।'

পাবলিক গ্যালারি থেকে এমন শেয়াল-কুকুরের ডাক উঠল যে গ্রেস নিজের কথা নিজেই শুনতে পেল না। জনতাকে শান্ত করতে পুরো এক মিনিট সময় লাগল বিচারকের। কোলাহল থামার পরে তিনি শীতল ক্রোধ নিয়ে তাকালেন গ্রেসের দিকে।

'গ্রেস ব্রুকস্টিন। আপনি এবং আপনার স্বামী মিলে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় অকল্পনীয় অংকের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। আপনাদের কারণে মানুষের দুর্ভোগের কথা সবার জানা। তবু আপনার মধ্যে এ জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই। আপনি সমাজে নিজের সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে সবসময় নির্লিপ্ত একটি ভাব বজায় রেখেছেন, ভেবেছেন এই মহান জাতিটির আইন-কানুন বোধকরি আপনার জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তারা প্রযোজ্য।'

সোল্লাসে গর্জন ছাড়ল গ্যালারি। বাইরের দর্শকদের উল্লসিত চিৎকারও আবছা শুনতে পেল গ্রেস। তারা বিশেষ পর্দায় এ মামলার রায় দেখছে।

'নিজের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এ আদালত কক্ষে আপনার

অপরাধ স্বীকার না করার আবেদনের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে একটি নিন্দনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ হলো আইনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা, একই সঙ্গে আপনার ভিক্টিমরা, যারা দুর্ভোগ সয়েছে তাদেরকেও যন্ত্রণা দেয়ার সামিল। এ কারণে আমি আপনাকে সাজা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার কোন সন্দেহই নেই যে আপনি আপনার স্বামীর ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক কোন খবর রাখেন না বলে যে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। আর এ মিথ্যা কথাটি আপনি এ আদালত কক্ষে এবং আপনার স্বামীর ভিক্টিমদের অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যে কর্তৃপক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের কাছে অনর্গল বলে গেছেন। এ কারণে আমি দেখতে চাই আপনার বাকি জীবনটি যেন আর স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে না পারে।'

বিচারক এখনও কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর কথা আর গ্রেসের কানে ঢুকছে না। *এসব কী হচ্ছে? কোথায় সমস্যা হলো?*

ওর পাশে বসা ফ্রাঙ্ক হ্যামন্ড হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে হুড়মুড়িয়ে টেবিলের ওপর পড়ে গেলেন।

বেইলিফ শক্ত হাতে চেপে ধরেছে গ্রেসের বাহু, ও জন মেরিভেলের দিকে তাকাল। জনের মুখের নড়াচড়া দেখে বোঝা যায় সে 'দুশ্চিন্তা কোরোনা বলছে' তবে রক্তশূন্য চেহারা প্রমাণ করছে অন্য কিছু। এমনকী ক্যারোলিন, যে এতদিন গ্রেসের সঙ্গে শীতল আচরণ করেছে তাকে দেখেও মনে হলো বিচারকের রায়ে সে খুবই অবাক এবং মর্মাহত হয়েছে।

অসুস্থ বোধ করল গ্রেস। তবে নিজের জন্য নয়, লেনির জন্য।

আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমি ওর জন্য কিছুই করতে পারলাম না।

ও যে নিরপরাধ তা কি আমি আর কোনদিন প্রমাণ করার সুযোগ পাব?

আদালতের সিঁড়িতে এসেছেন অ্যাঞ্জেলো মিকেল, লোকজন তাঁকে ঘিরে ধরল। অনেকেই ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে এল তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে, পিঠে চাপড় দিতে। তিনি ওদের হয়ে শোধ নিয়েছেন, নিউইয়র্কের হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন, ক্রুকস্টিনদের ধনলিপ্সা এবং লোভের বলি হওয়া গরীব মানুষ, নিঃস্ব, গৃহহীন লাখ লাখ লোকের হয়ে শোধ নিয়েছেন।

একজন সাংবাদিক হ্যারি বেইনকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল। 'মিকেলকে দেখুন। লোকে ওঁর প্রশংসায় কেমন পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। যেন তিনি ডিম্যাগিও, কবর থেকে উঠে এসেছেন। লোকটি এখন রকস্টার বনে গেছেন।'

'তার চেয়েও বেশি,' বললেন হ্যারি বেইন, 'উনি এখন হিরো।'

অ্যাঞ্জেলো মিকেলের জন্য শো শেষ। তবে হ্যারি বেইন এবং গেভিন উইলিয়ামসের জন্য শো শুরু হলো মাত্র।

তাদেরকে এখনও টাকাটা খুঁজে পেতে হবে।

একুশ

গ্রেস ব্রুকস্টিনের কনভিকশন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাঁচটি অভিযোগের সম্মিলিত সাজা একশো বছরের কারাদণ্ড– এ খবর গোটা বিশ্বজুড়ে খবরের কাগজের প্রধান উপাদানে পরিণত হলো। গ্রেস এখন আর কোন নারী নয়, আশা-হতাশা নিয়ে বর্তমান কোন ব্যক্তি নয়। সে এখন আমেরিকার লোভ আর দুর্নীতির প্রতীক, শয়তানী একটি শক্তি যা দেশকে অর্থনৈতিক ধসের প্রান্তে নিয়ে এসেছে এবং যে অসংখ্য মানুষের দুর্ভোগ এবং মানসিক যন্ত্রণার জন্য দায়ী। গ্রেসকে যখন আদালত কক্ষ থেকে বেডফোর্ড হিলস কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি ফর উওম্যান কারাগারের অপেক্ষমান গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তাকে দেখে রক্তপিপাসু জনতা হৈচৈ করে তার দিকে গালাগাল আর ঘৃণা ছুড়ে দিচ্ছিল। এক মহিলা থাবার মতো লম্বা নখ বাগিয়ে চিরে দিল ওর মুখ। পুলিশ ভ্যানে যখন তোলা হচ্ছে গ্রেসকে, দরদর ধারায় ওর গাল বেয়ে রক্ত ঝরছিল।

একটি কারাপ্রকোষ্ঠে একাকী একটি ভয়ংকর রাত কাটানোর পরে, ভোর পাঁচটার দিকে গ্রেসকে একটি ফোন করার সুযোগ দেয়া হলো। সহজাত প্রবৃত্তি থেকে পরিবারের কাছে ফোন করল গ্রেস।

'গ্রেসি?' অনরের ঘুমঘুম কণ্ঠ ভেসে এল ফোনে। 'তুমি?' *থ্যাংক গড। ও বাড়িতেই আছে।* স্বস্তিতে প্রায় কেঁদে ফেলল গ্রেস।

'হ্যাঁ, আপু আমি। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আমার অ্যাটর্নি বলেছিলেন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু–

'তুমি এখন কোথায়?'

'হাজতে। এখনও নিউইয়র্কে আছি, তবে ঠিক... ঠিক জানিনা কোন্ জায়গাটায় আছি। ওরা কাল আমাকে ট্রান্সফার করে দেবে। তোমাদের এলাকার কাছাকাছি কোথাও। বেডফোর্ডে। তাহলে হয়তো ভালোই হবে। আপু, তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

ও প্রান্তে দীর্ঘক্ষণ নীরবতা। শেষে অনর বলল, 'আমি কীভাবে তোমাকে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না, গ্রেসি। আদালত তোমাকে দোষী বলে রায় দিয়েছে।'

'জানি আমি, কিন্তু–'

'আর ট্রায়ালের সময় তুমি নিজেও তো নিজের ব্যাপারে সচেতন ছিলে না। সবাই

দেখেছে দামী দামী পোশাক পরে এসেছ। অমন করতে গেলে কেন?'

'ফ্রাংক হ্যামন্ড আমাকে দামী পোশাক পরতে বলেছিলেন।'

'হুঁ। কনি আপা ঠিকই বলেছিল।'

'মানে?' চোখে প্রায় জল এসে গেল গ্রেসের। 'বড়'পা কী বলেছে?'

'তোমার ব্যাপারে। সারাক্ষণই তো লেনি তোমাকে ওই কথা বলেছিল, জন ওটা বলেছে, আমার অ্যাটর্নি সেটা বলেছে। তোমার নিজের কোন মতামত নেই? তোমার নিজের জীবন বলে কিছু নেই? তুমি আর বাবার ছোট্ট মেয়েটি নও, গ্রেসি। কনি আপা আর আমি মিলে তোমার সব সমস্যার সমাধান করে দেব এ আশা আর কোরো না।'

ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল গ্রেস। তার দরকার বোনের সাপোর্ট আর সহানুভূতি আর ও দেখছি লেকচার মারতে শুরু করেছে। কনিও নিশ্চয় ওর সম্পর্কে এরকমই ভাবছে।

'প্লীজ, আপু! আমি জানি না কার সঙ্গে কথা বলব। তুমি দুলাভাইকে একটু জিজ্ঞেস করবে? উনি একজন সিনেটর, ওনার নিশ্চয় অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। পুরোটাই একটা মস্ত ভুল। আমি কারও টাকা চুরি করিনি। আর লেনি কোনদিনই–'

'আমি দুঃখিত, গ্রেস। জ্যাক এর মধ্যে জড়াতে পারবে না। এ ধরনের স্ক্যান্ডাল আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।'

'তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে? আপু, ওরা আমাকে জেলে পুরে দেবে! লেনি নেই, ওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তুমি জানো তা সত্যি নয়।'

'আমি জানতাম না, গ্রেস। ফর গডস শেক, ওয়েক আপ! অতগুলো টাকা বাতাসে নিশ্চয় উবে যায়নি। লেনিই টাকাটা চুরি করেছে। সে টাকা নিয়ে তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে।'

মেজ বোনের কথাগুলো গ্রেসের বুকে ছুরিকাঘাত করল। অচেনা মানুষজন লেনিকে চোর বললে তাতেই প্রচণ্ড কষ্ট হয় ওর। কিন্তু মেজ আপু তো লেনি সম্পর্কে জানে। তাকে চেনে। সে কী করে এই মিথ্যা অপবাদ বিশ্বাস করে?

অনরের পরের কথাগুলো শীতল উপসংহার টানল। 'তুমি নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছ, গ্রেসি। আমি দুঃখিত।' ওধারে কেটে গেল লাইন।

তুমি দুঃখিত?

আমিও।

বিদায়, মেজ আপা।

প্রিজন ভ্যানে চড়ে বেডফোর্ড হিলস গমনের অভিজ্ঞতা ছিল দীর্ঘ ক্লান্তিকর এবং অস্বস্তিকর। ভ্যানের ভেতরটা ভীষণ ঠাণ্ডা আর বিশ্রী দুর্গন্ধ। উষ্ণতার আশায় মহিলারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। এ মহিলাদের সঙ্গে গ্রেসের কোনদিক থেকেই কোন মিল নেই। এদের কারও কারও চেহারা ভয়ার্ত, কেউবা চোখমুখ শক্ত করে রেখেছে। কারও

অবয়ব জুড়ে কেবলই নিরাশা। তবে এদেরকে দেখলেই বোঝা যায় এরা সকলেই হতদরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে, চোখেমুখে বিপর্যয়ের ছাপ। তারা গ্রেসের দিকে নগ্ন ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চোখ বুজল গ্রেস। তখন ওর বয়স নয়, ইস্ট হ্যাম্পটনে ক্রিসমাসের সময় বাবার সঙ্গে, কুপার নোয়েলস ওকে কাঁধের ওপর তুলে ধরেছেন যাতে গাছের মগডালে তারাটি বাঁধতে পারে গ্রেস।

'তুমি পারবে, গ্রেস। আরেকটু লম্বা করো হাত।'

গ্রেসের বয়স তখন পনেরো, জিমন্যাস্ট বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃষ্ট হয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে। বিচারক ওর গলায় সোনার মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন। ভিড়ের মধ্যে মায়ের মুখ খুঁজল গ্রেস। পেল না। আসেননি তিনি। ওর কোচ ওকে বললেন, 'বাদ দাও তো, গ্রেস। যদি জিততে চাও তো নিজের জন্য জিতবে, অপরের জন্য নয়।'

বিয়ের রাত। লেনি ওর সঙ্গে প্রেম করছেন। খুব আদর করছেন তিনি। 'আমি সবসময় তোমার ওপর লক্ষ্য রাখব, গ্রেস। কোনকিছুর জন্য আর কক্ষনো তোমাকে দুঃশ্চিন্তা করতে দেব না।' গ্রেস জবাবে বলল, 'আই লাভ ইউ, লেনি। নিজেকে আমার এত সুখী লাগছে!'

'বেরোও!'

মহিলা গার্ড খামচে ধরেছে গ্রেসের বাহু। গ্রেস লক্ষই করেনি থেমে গেছে ভ্যান। কিছুক্ষণ পরে একটি নির্জন উঠোনে অন্যান্য মহিলা কয়েদীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শীতে হি হি করে কাঁপতে লাগল ও। শেষ বিকেল, সাঁঝের আঁধার প্রায় ঘনিয়ে আসছে, মাটিতে বরফ পড়ছে। গ্রেসের সামনে হতচ্ছাড়া চেহারার ধূসর রঙের একটি পাথুরে ভবন। তার পেছনে, ডানে এবং বামে সারি সারি কাঁটাতারের বেড়া, বেগুনি নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। কেঁদে ফেলল গ্রেস। কাঁদছে বলে নিজের খুব লজ্জাও লাগছিল।

'বেডফোর্ড হিলসে স্বাগতম, লেডিস। আশাকরি তোমাদের নিবাস উপভোগ করবে।'

বাইশ

তিন ঘণ্টা হলো গ্রেস তার কারাপ্রকোষ্ঠে এসেছে। এখানে আরও দু'জন মহিলার সঙ্গে তাকে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে ও বুঝে গেছে বেডফোর্ড হিলসে এক সপ্তাহই টিকে থাকা দায় হবে, বাকি জীবন দূরে থাক।

এখান থেকে আমাকে বেরিয়ে যেতেই হবে। জন মেরিভেলের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ও আমাকে বের করে নিয়ে যাবে।

শারীরিক পরীক্ষার বিষয়টি ছিল সবচেয়ে কঠিন এবং বাজে। এক নিষ্ঠুর, অসম্মানজনক অভিজ্ঞতা। কয়েদীদের সমস্ত মানবিক মর্যাদা হানি করার জন্য এ পরীক্ষা করা হয়। এতে কাজও হয়। ঘর ভর্তি মানুষের সামনে নগ্ন হতে হলো গ্রেসকে। কারাগারের এক ডাক্তার ওর যৌনাঙ্গের ভেতরে স্পেকুলাম ঢুকিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর ওকে উপর হতে হলো এবং ল্যাটেক্স গ্লাভ পরা একটি আঙুল ঢুকিয়ে দেয়া হলো ওর মলদ্বারের ভেতরে, ওখানে কোন মাদক লুকিয়ে রেখেছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য। পিউবিক হেয়ারে উকুন টুকুন আছে কিনা দেখার জন্য জোরে জোরে টেনে দেখা হলো যৌনকেশ। খুব ব্যথা পেল গ্রেস। পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন নারী এবং পুরুষ উভয় প্রিজন গার্ডরা হাসাহাসি করছিল আর বিশ্রী সব মন্তব্য ছুড়ছিল। গ্রেসের মনে হচ্ছিল ওকে ধর্ষণ করা হচ্ছে।

এরপরে ওকে জানোয়ারের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো দুর্গন্ধযুক্ত শাওয়ারে, বলা হলো অ্যান্টিসেপটিক সাবান দিয়ে গা ধুতে। সে সাবান ব্যবহার করতে গিয়ে গ্রেসের গা যেন পুড়ে গেল। তারপর নগ্ন অবস্থাতেই লাইনে দাঁড়াতে হলো লম্বা চুল কেটে ছোট করার জন্য। চুল কাটতে মাত্র পনের সেকেন্ড সময় লাগলেও এ যন্ত্রণাকাতর প্রক্রিয়া লুণ্ঠন করল গ্রেসের সমস্ত নারীত্ব, নারী হিসেবে তার সকল পরিচয়। নিজের জামাকাপড়ের চেহারা আর দেখতে পেল না ও। ওগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে সঙ্গে বাইরের সঙ্গে ওর আর কোন সংশ্রব রইল না। ওরা এমনকি ওর বিয়ের আংটিটি পর্যন্ত নিয়ে গেল। টান মেরে খুলে ফেলল আংটি। পুরানো পোশাকের বদলে ওকে দেয়া হলো তিন জোড়া আন্ডারওয়্যার, একটি ব্রা যা ওর শরীরে ফিট করেনি এবং কমলা রঙের গা চুলকানো ইয়া ঢোলা কয়েদী ইউনিফর্ম। এ ইউনিফর্মের মধ্যে ওর মতো দুটো গ্রেস অনায়াসে ঢুকে যেতে পারবে।

'এদিকে এসো।'

গাট্টাগোট্টা এক মহিলা কারারক্ষী একটি কারা প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে গ্রেসকে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। বারো বাই নয় ফুটের থমথমে চেহারার ওই বাঙ্কের মধ্যে দুই ল্যাটিনা মহিলাকে তাদের বাঙ্কে শুয়ে থাকতে দেখল গ্রেস। গ্রেসকে ভেতরে ঢুকতে দেখে তারা স্প্যানিশ ভাষায় বিড়বিড় করে কী যেন বলল, এছাড়া ওর দিকে তারা ফিরেও তাকাল না।

সাহস সঞ্চয় করে কারারক্ষীর দিকে ফিরল গ্রেস। 'একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি একটু ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্লিজ। আমার ধারণা আমাকে ভুল কক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'জী। এটি একটি সর্বোচ্চ নিরাপদ কারাগার। আমার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে, খুন খারাবী নয়। আমার এখানে থাকার কথা নয়।'

ল্যাটিনা মহিলাদ্বয়ের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। কারারক্ষী ওর কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও চেহারায় ভাবটি ফুটতে দিল না। 'ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কাল সকালের আগে দেখা করা যাবে না। এখন ঘুমাও।' বন্ধ হয়ে গেল কারা প্রকোষ্ঠের দরজা।

বাঙ্কে গা এলিয়ে দিল গ্রেস। ঘুম আসছে না। মাথায় চিন্তার ঝড়।

কাল সকালে আমি ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করব। আমাকে এরচেয়ে ভালো কোন কারাগারে স্থানান্তর করা হবে। এটি হবে প্রথম পদক্ষেপ। তারপর আমি জন মেরিভেলকে ফোন করব এবং আমার আপিল শুরু করব।

জনকেই প্রথমে ফোন করা উচিত ছিল। সে যে কেন বোকার মতো অনরকে ফোন করতে গেল। নিজের পরিবারকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না এটা স্বীকার করতেও কষ্ট লাগে। কিন্তু এটাই তো বাস্তবতা। আর এ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে গ্রেসকে।

লেনি জনকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখত। জন এখন আমার পরিবার। ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ফ্রাংক হ্যামন্ডকে ভাড়া করা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। তবে গ্রেস এ জন্য জনকে দায়ী করছে না। এখন কথা হলো ওকে সামনে এগোতে হবে।

কাল। আগামীকাল সবকিছুর শুরুটা ভালো হবে।

একটি নির্জন পার্কিং লটে গাড়িতে একা বসে আছেন ফ্রাংক হ্যামন্ড। পরিচিত ক্লায়েন্টকে ছায়ার ভেতর থেকে হেঁটে আসতে দেখলেন। এক সেকেন্ড অন্তর লোকটি ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখতে।

বিগ ফ্রাংক মনে মনে বললেন *বেচারাকে দেখলে মায়া লাগে। এমন দুর্বল। যেন গাড়ির হেডলাইটের সামনে পড়ে যাওয়া হরিণ। কেউ সন্দেহই করবে না এমন একজন লোক এরকম দুঃসাহসী কোন কাজ করতে পারে। এজন্যেই লোকটা পার পেয়ে গেছে।*

লোকটি গাড়িতে উঠে বসল। ফ্রাংক হ্যামন্ডের হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল।

'কী এটা?'

'রশিদ। ঘণ্টাখানেক আগে আপনার টাকাটা ট্রান্সফার করা হয়েছে।'

'আমার দেশের বাইরের অ্যাকাউন্টে?'

'অবশ্যই। যেভাবে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল।'

'ধন্যবাদ।'

পঁচিশ মিলিয়ন ডলার। প্রচুর টাকা। কিন্তু যথেষ্ট কি? গ্রেস ব্রুকস্টিনকে আইনের কবল থেকে বাঁচাতে পারেননি বলে ফ্রাংক হ্যামন্ডের খ্যাতি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তাঁকে হয়তো আর কেউ কোনদিন আইনজীবী হিসেবে ভাড়াও করবে না। তবে এখন আর আফসোস করে লাভ নেই।

'আমার কাজে আপনি খুশি তো?'

হাসল তার মক্কেল। 'খুব খুশি। ও তো আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছিল।'

'তাহলে আমাদের কাজ এখানেই শেষ।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন ফ্রাংক হ্যামন্ড। তাঁর ক্লায়েন্ট তাঁর বাহুতে হাত রাখল।

'আপিল করার তো কোন গ্রাউন্ড নেই, আছে কি?'

'না, নেই। যদি না এফবিআই হারানো টাকাটা খুঁজে পায়। তবে এরকম কিছু ঘটবে না, তাই না, জন?'

'না। ঘটবে না। এ জী-জীবনে নয়।'

মৃদু হাসল জন মেরিভেল। তারপর সে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। নিঃশব্দে হারিয়ে গেল আঁধারে।

তেইশ

মেজাজ খারাপ করে আছেন ওয়ার্ডেন জেমস ম্যাকিনটশ। দেশের সকলের মতো তিনিও জানেন গ্রেস ব্রুকস্টিন কে। এ মহিলাই তার স্বামীকে কোটি কোটি ডলার আত্মসাৎ করতে সাহায্য করেছিল। তারপর হঠাৎ করেই তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়।

ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ একজন ক্লান্ত, মোহমুক্ত মানুষ। বয়স ৫২/৫৩, ধূসর চুলের মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, ঠোঁটের ওপর মুখের সঙ্গে মানানসই সরু গোঁফ। তিনি একজন বুদ্ধিমান মানুষ এবং আবেগ বিবর্জিত নন। বেডফোর্ড হিলসে যেসব নারী কয়েদী আসে তারা সকলেই যেন চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস থেকে উঠে আসা চরিত্র। কাউকে ধর্ষণ করেছে তার বাবা, কেউ স্বামী দ্বারা প্রহৃত, কেউ কৈশোরেই পতিতাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হয়েছে, মাদক ব্যবহার করেছে, এদের বেশিরভাগ স্বাভাবিক, সভ্য জীবন যাপন করার কখনোই কোন সুযোগ পায়নি।

তবে গ্রেস ব্রুকস্টিনের বিষয়টি আলাদা। তার সব ছিল কিন্তু সে আরও বেশি চাইত। এরকম নগ্ন লোভের মানুষদেরকে পছন্দ করেন না ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ।

জেমস ইয়ান ম্যাকিনটশ প্রিজন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন এই বিশ্বাসে যে এখানে তিনি ভালো করবেন। অন্যরকম কিছু করে দেখাতে পারবেন। অত্যন্ত হাস্যকর কথা! বেডফোর্ড হিলসে আটবছর চাকরি করার পরে তাঁর লক্ষ্য আরও সংযত হয়েছে: তিনি মাথাটা ঠিক রেখে চাকরিতে যেন অবসর নিতে পারেন এবং পেনশনটা ভোগ করতে পারেন।

গ্রেস ব্রুকস্টিন বেডফোর্ড হিলসে আসুক এটা চাননি ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ নিয়ে তর্কও করেছিলেন।

'কাম'ন, বিল, গিভ মি আ ব্রেক। ওতো শারীরিক পরিশ্রমের কোন কাজই করতে পারবে না। তাছাড়া সে রায়ট বাঁধানোর একটি জলজ্যান্ত উপাদান। আমার কারাগারের অর্ধেক কয়েদীর পরিবার কোরাম ধসের কারণে তাদের সর্বস্ব খুইয়েছে। বাকি অর্ধেক ও ধনী বলে এবং মামলার সময় মিংক কোটসহ দামী দামী সব পোশাক পরে আদালতের কাঠগড়ায় যেত বলে ঘৃণা করত।'

কিন্তু এসব কথা বলেও কোন লাভ হয়নি। গ্রেসকে সবাই এত ঘৃণা করে যে

নিরাপত্তার কারণেই তাকে বেডফোর্ড হিলসে পাঠানো হয়েছে। আর কোথাও সে নিরাপদ নয়।

আর এখন, একদিনও হয়নি কারাগারে এসেছে, ইতিমধ্যে ঝামেলা শুরু করে দিয়েছে মেয়েটি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার দাবি জানিয়েছে যেন এটা কোন হোটেল আর তিনি তার ম্যানেজার। *তোমার সমস্যাটা কি, মিসেস ব্রুকস্টিন? বিছানার চাদরটা যথেষ্ট নরম নয়? শ্যাম্পেনটা কি যথেষ্ট ঠাণ্ডা নয়?*

ওয়ার্ডেন গ্রেসকে বসার জন্য ইশারা করলেন।

'আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চেয়েছো?'

'জী,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল গ্রেস যেন শরীর থেকে সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিল। একটি অফিসে বসে একজন শিক্ষিত, সভ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালো লাগছে। ওয়ার্ডেন ডেস্কে তাঁর পরিবারের ছবি রেখেছেন। 'আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ, ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ। একটা ভুল হয়ে গেছে বোধকরি।'

একটা ভুরু তুললেন ওয়ার্ডেন।

'ভুল হয়েছে নাকি?'

'আ...জী। দেখুন, এটা ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি ফ্যাসিলিটি।'

'তাই নাকি? লক্ষ্য করিনি তো?'

ঢোক গিলল গ্রেস। হঠাৎ নার্ভাস লাগতে শুরু করেছে তার। লোকটি কি ওকে নিয়ে মশকরা করছেন?

সবকিছু ব্যাখ্যা করার এটাই সুযোগ। এ সুযোগ হারানো যাবে না।

'আমার অপরাধ... যে অপরাধের জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে.... সেটা ভায়োলেন্ট ছিল না,' শুরু করল গ্রেস। 'মানে আমি বলতে চাইছি আমি নিরপরাধ, ওয়ার্ডেন। ওরা যা বলছে আমি তার কিছুই করিনি। তবে এসব কথা বলতে আমি আজ এখানে আসি নি।' একটু বিরতি দিল ও। 'ঘটনা হলো, কাজটা যদি আমি করতামও যা আসলে আমি করিনি.. মানে আমি বলতে চাইছি, এখানে আমাকে পাঠানোটা ভুল হয়েছে। এ জায়গায় আমি কেন থাকব?'

'কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার সুপিরিয়রদের ধারণা অন্যরকম। দেখো, তাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রের দায়িত্ব দেখা যে তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হচ্ছে না। তাঁরা উদ্বিগ্ন এই ভেবে যে অন্য জেলখানায় তোমার এরকম কিছু একটা করতে চাইতে পারে, আমি ঠিক জানি না...ধরো, তোমাকে গদা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল। কিংবা বিছানার চাদর গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মারল। অথবা ঘুমের সময় মুখে এসিড ঢেলে দিল, হতে পারে না ওরকম?'

গ্রেসের মুখ সাদা হয়ে গেল। টের পেল ভয়ে গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্ডেন বলে চললেন।

'যে কোন কারণেই হোক আমার বসরা বিশ্বাস করেন অন্য যে কোন জেলখানার

চেয়ে বেডফোর্ডে তোমার শারীরিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে আমার মতে এটা ভুল ধারণা। যাকগে, গ্রেস, তুমি এখন আমাকে কী করতে বলো?'

গ্রেসের মুখে রা ফুটল না।

'যদি এখানে সত্যি তোমার কোন ক্ষতি হয়, তাহলে কি ওরা ওদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন বলে তোমার ধারণা? তোমার কি ধারণা এটা সম্ভব?'

গ্রেসের চোখের দিকে তাকালেন ওয়ার্ডেন। আর তখুনি গ্রেস বুঝে ফেলল লোকটি কী বলতে চাইছেন।

ওরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে। এবং ইনি ফিরেও চাইবেন না। এ লোক অন্যদের মতোই আমাকে ঘৃণা করে।

'তোমাকে আমি অন্য আরেকটি উইং-এ পাঠাচ্ছি। তোমার নতুন সেল পছন্দ হয় কিনা জানাবে। এখন তুমি যেতে পারো।'

গার্ড গ্রেসকে নিয়ে চলে গেল।

চব্বিশ

গ্রেসের নতুন সেল মেটরা হলো দুশো পাউন্ড ওজনের এক কৃষ্ণাঙ্গী কোকেন ডিলার কোরা বাডস এবং ত্রিশোর্দ্ধ ছিপছিপে, সুন্দরী এক স্বর্ণকেশী ক্যারেন উইলিস।

গার্ড গ্রেসকে বলেছে ক্যারেন নাকি তার বোনের বয়ফ্রেন্ডকে গুলি করে হত্যা করেছে। 'ওরা দু'জনেই তোমার মতো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। একে অন্যকে জানার প্রচুর সময় পাবে তোমরা।' মুখ টিপে হাসল কারারক্ষী। লোকটা যৌনাত্মক কোন কটাক্ষ করল কিনা বুঝতে পারল না গ্রেস। তবে প্রশ্ন করতে সাহসও পেল না। *আমি ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। আমি নিশ্চিত সকল মহিলা কয়েদীই সমকামী বলে যে জনশ্রুতি রয়েছে তা মিথ্যা।*

ক্যারেন এবং কোরার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল গ্রেস। নিজের বাঙ্কে বসে আছে চুপচাপ।

ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ আমাকে এখানে সাজা দিতে পাঠিয়েছে। ওই মহিলারা নিশ্চয় সন্ত্রাসী। ওরা আমার গায়ে হাত তুলতে পারে। আমি সাবধান থাকব।

বিশাল শরীর নিয়ে নিজের বাঙ্ক থেকে নেমে গ্রেসের পাশে এসে বসল কোরা বাডস। 'তোমার নাম কী, হানি?' মহিলার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, গা দিয়ে ঘামের বোটকা গন্ধ আসছে। অজান্তেই শিটিয়ে গেল গ্রেস।

'গ্রেস। আমার নাম গ্রেস।'

ওর নাম শুনে যেন মজা পেল কোরা বাডস। 'গ্রেস। অ্যামেজিং গ্রেস!' খ্যাকখ্যাক করে হাসল। 'তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী, অ্যামেজিং গ্রেস?'

'আ...ইয়ে প্রতারণার অভিযোগ,' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল গ্রেস। শব্দটা উচ্চারণ করতে ও যেন শরমে মরে গেল। 'তবে অভিযোগটি ভুল। আমি নিরপরাধ।'

আরও কর্কশ সুরে হেসে উঠল কোরা। 'প্রতারণা, অ্যাঁ? শুনলে তো, ক্যারেন? আমরা একজন নিরপরাধ কন আর্টিস্ট পেয়েছি।' হঠাৎ কোরার মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার নামটা যেন কী বললে?'

'গ্রেস?'

'গ্রেস কে?'

জবাব দিতে এক মিনিট ইতস্তত: করল গ্রেস। *গ্রেস কে?* ভালো প্রশ্ন। গোটা পরিবেশটাই এমন অবাস্তব লাগছে, যেন ওর পরিচয়টা ইতিমধ্যে ওর কাছ থেকে ভেসে চলে গেছে। *কে আমি? আমি আর জানি না।* অবশেষে সে বলল, 'ব্রুকস্টিন। আমার

নাম গ্রেস ব্রুকস্টিন। আমি–'

কথা শেষ করতে পারল না গ্রেস, কোরার ঘুষিটা এত জোরে ওর মুখে লাগল যে নাকের হাড় ভেঙে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল।

'ডাইনি!' চিৎকার দিল কোরা। আবার মারল গ্রেসকে। দরদরিয়ে রক্ত পড়তে লাগল গ্রেসের নাক মুখ দিয়ে। ক্যারেন উইলিস এমনভাবে বই পড়তে লাগল যেন কিছুই ঘটেনি।

'তুইই সেই ডাইনি যে সমস্ত টাকা মেরে দিয়েছে!'

'না!' ককিয়ে উঠল গ্রেস। 'আমি টাকা মারিনি–'

'আমার ভাই তোমার কারণে চাকরি খুইয়েছে। বুড়ো মানুষগুলো যখন রাস্তায় ঘুরে মরছে তখন তুমি আর তোমার বুড়ো স্বামী বসে ক্যাভিয়ার খাচ্ছিলে? তোমার তো লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত। আমি তোমার এমন দশা করব যে তোমার মনে হবে জন্ম না নিলেই ভালো হতো, গ্রেস ব্রুকস্টিন।'

গ্রেস ওর নাক চেপে ধরল। গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'প্লিজ, আমি কারও টাকা চুরি করিনি।'

কোরা বাডস ওর কমলা রঙের প্রিজন শার্ট খামচে ধরে ওকে শূন্যে তুলে ফেলল। এক হাত দিয়েই সে গ্রেসকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল। 'একদম কথা বলবি না, মাগী। খবরদার।' প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সে গ্রেসের মাথা ধরে দেয়ালে ঠুকতে লাগল। মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। জ্ঞান হারাতে শুরু করল গ্রেস।

বিরক্তির গলায় ক্যারেন উইলিস বলল, 'আস্তে কোরা। ডেনি শুনতে পাবে তো!'

'আমি কি ওকে পাত্তা দিই?'

একটু পরেই সেলের দরজা খুলে গেল। হান্না ডেনজেল, কয়েদীরা যাকে 'ডেনি' বলে ডাকে, সে A উইংয়ের সবচেয়ে সিনিয়র গার্ড। বেঁটে, মোটা শ্বেতাঙ্গ এক মহিলা, ঘন ভুরু, ঠোঁটের ওপর গোঁফ, সে যখন তখন নিজের কর্তৃত্ব ফলাতে এবং কয়েদীদের নির্যাতন ও অপমান করে তাদের জীবন নরক করে তুলতে খুব পছন্দ করে।

সে সামনের দৃশ্যটিতে একবার চোখ বুলাল। রক্তের পুকুরের মধ্যে পড়ে রয়েছে গ্রেস ব্রুকস্টিন। তার সামনে কিং কংয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে কোরা বাডস। গ্রেস তখনও জ্ঞান হারায়নি, অস্ফুটে কী যেন বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

ডেনি বলল, 'রক্ত পরিষ্কার করো।'

কাঁধ ঝাঁকাল কোরা বাডস। 'ওকে বলো। এটা আমার রক্ত নয়।'

'বেশ। ও পরিষ্কার করবে। ওকে দিয়েই পরিষ্কার করাবে। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আবার আসছি।'

সে রাতে জেগে রইল গ্রেস, ভয়ে শক্ত হয়ে আছে শরীর, অপেক্ষা করছে কখন ঘুমিয়ে পড়বে কোরা বাডস।

কয়েক ঘণ্টা আগে মেঝে থেকে নিজের শরীরের রক্ত ওকেই মুছে পরিষ্কার করতে হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে কাজটা করেছে ও।

তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছিল কোরা এবং ক্যারেন বই পড়ছিল ঘণ্টা

খানেক পরে ডেনি এসে পরিষ্কার করা মেঝে দেখেছে, সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রেসকে তার নিয়তির মুখে ঠেলে ফেলে চলে গিয়েছিল। গ্রেস নিজের বাঙ্কে গুটিসুটি মেরে পড়েছিল, ভয় পাচ্ছিল আবার না জানি হামলা করে বসে কোরা। কিন্তু হামলা আসেনি। হামলাটা হলেই বরং ভালো ছিল। অপেক্ষার চেয়ে খারাপ কিছু নেই, বিশেষ করে তা যদি হয় কখন আক্রমণ আসে সেই ভীতির মধ্যে বসবাস। অবশেষে বাতি নিভে যাওয়ার মিনিট কুড়ি আগে, সেলের দরজা খুলে গেল এবং একজন কারা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো গ্রেসকে। যেনতেনভাবে, নিতান্তই অবহেলায় ওর গা থেকে মুছে দেয়া হলো রক্ত, মাথার ক্ষতে গোটা ছয় সেলাই পড়ল, ভাঙ্গা নাকে লাগানো হলো ব্যান্ড-এইড, তারপর ওকে পাঠিয়ে দেয়া হলো কোরার কাছে।

গ্রেস শক্ত করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকল। সে বহুদিন আগে প্রার্থনা ট্রার্থনা করত। আজ অনেকদিন বাদে আবার প্রার্থনা করল।

আমাকে সাহায্য করো, ঈশ্বর। প্লিজ, হেল্প মি। আমার চারিদিকে শত্রু। শুধু কোরা নয়। ওরা সবাই আমাকে ঘৃণা করে, অন্যান্য কয়েদীরা, কারারক্ষীরা, ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ, আদালত কক্ষের বাইরের ওই লোকগুলো। এমনকী আমার নিজের পরিবারও আমাকে ত্যাগ করেছে। আমি নিজের জন্য কিছু চাইছি না, প্রভু। আমার যা কিছু হয় হোক গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আমি যদি মারা যাই তাহলে লেনির নামের কলঙ্কমোচন কে করবে? কে প্রকাশ করবে সত্য?

গ্রেস বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু ধাঁধার একটা টুকরো মেলানো গেলেও অন্য টুকরোগুলো তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। ফ্রাংক হ্যামন্ডের গলা। 'কেউ লেনিকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে।' *কিন্তু কে ফাঁসিয়েছে এবং কেন?*

লেনি কেন আমাকে কোরামের পার্টনার বানিয়েছিল এবং জনকে বাদ দিয়েছিল?

কোরামের কোটি কোটি টাকা এখন কোথায়?

কোরার হাতের ঘুসির ব্যথার চেয়ে গ্রেসের মনের ভেতরে যন্ত্রণার বেদনা অনেকগুণ বেশি। এখানে, এই ভয়ংকর জায়গাটি ওর কাছে দু:স্বপ্ন বলে মনে হলেও এটিই আসলে বাস্তবতা।

এখানে সবচেয়ে উপহাসের ব্যাপার হলো গ্রেসকে সকলেই প্রতারক ও মিথ্যাবাদী হিসেবে জানে। কিন্তু গ্রেস কোন মিথ্যা কথা বলেনি। অন্য সবাই বলেছে। তার দুই বোন, বন্ধুরা, সেই সমস্ত লোক যারা লেনি এবং তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খেয়েছিল, যারা সুসময়ে ওদের পিঠ চাপড়ে দিত, হাত ধরে রাখত, রাজাকে কে কতটা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবে তার প্রতিযোগিতা করত। তাদের ভালোবাসা, আনুগত্য সবই ছিল মিথ্যায় ভরা। সেই লোকগুলি এখন কোথায়?

চলে গেছে। সবাই চলে গেছে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। কোরামের নিখোঁজ টাকার মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে হাওয়ায়।

কেবল জন মেরিভেল বাদে।

প্রিয় জন।

পঁচিশ

চিৎকার করতে করতে জেগে গেল গ্রেস। ক্যারেন উইলিস ওর মুখে হাত চাপা দিল।

'শ্‌শ্‌। তুমি তো কোরার ঘুম ভাঙিয়ে দেবে।'

কাঁপছিল গ্রেস। বেডশিট ঘামে ভিজে সপসপে। ও দু:স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নের শুরুটা হয়েছিল খুব সুন্দরভাবে। ও নানটুকেটের আইল ধরে হেঁটে যাচ্ছিল, মাইকেল গ্রের হাত ধরে। লেনি ওর দিকে পেছন ফিরে অলটারের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। জন মেরিভেলও পাশে ছিল। হাসছিল। নার্ভাস। চারদিকে সাদা গোলাপের ছড়াছড়ি। সমবেত সঙ্গীত হচ্ছিল 'Panus angelicus'। গ্রেস বেদির ধারে গেছে, অদ্ভুত একটা গন্ধে সচকিত হয়ে উঠল। কেমিকেলের গন্ধ.... ফরমালডিহাইড। লেনি ঘুরে দাঁড়ালেন। অকস্মাৎ তাঁর মুখটা ভেঙেচুরে যেতে শুরু করল, আভেনে রাখা পুতুলের মাথার মতো গলে যাচ্ছে। তার টরসো ফুলে উঠল, বিস্ফোরিত হলো শার্টের ভেতর থেকে, চামড়াটা বিশ্রী ফ্যাকাসে, ভীতিকর। তারপর প্রতিটি অঙ্গ এক এক করে খসে পড়তে লাগল গা থেকে। গ্রেস চিৎকার দিতে হাঁ করল মুখ। কিন্তু ওর মুখভর্তি জল। সাগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ ভাসিয়ে দিচ্ছে চার্চটিকে, স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে ওদের বিয়েতে আসা অতিথিরা, চলার পথে যা পড়ছে সব ধ্বংস করে ফেলছে পাহাড় সমান ঢেউ, গ্রেসের ফুসফুসে ঢুকে পড়েছে জল, ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। ও ডুবে যাচ্ছে। শ্বাস নিতে পারছে না!

'কোরার ঘুম ভেঙে যাবে তো!'

গ্রেসের কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল বুঝতে যে ক্যারেন রক্তমাংসের মানুষ।

'ঘুমে ডিস্টার্ব হলে ও রেগে আগুন হয়ে যায়। আর কোরার সেই অগ্নিমূর্তি তোমার না দেখাই ভালো।'

ক্যারেনের কথা এমন হাস্যকর শোনাল যে হেসে ফেলল গ্রেস। হাসতে হাসতে ও কেঁদে দিল। ক্যারেনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকল। গত ছয়মাসের সমস্ত ভয়, আতঙ্ক এবং সব হারানোর বেদনা ওর কান্নার মধ্য থেকে যেন বেরিয়ে এল।

অবশেষে গ্রেস জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আজ বিকেলে কিছু করলে না কেন?'

'কী করলাম না মানে? কোন্‌ ব্যাপারে?'

'হামলার ব্যাপারে। কোরা যখন আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল।'

'হানি, ওটা কিছুই না। কোরা যদি তোমাকে মেরে ফেলতে চাইত তুমি ঠিক মারা যেতে।'

'কিন্তু তুমি এগিয়ে আসনি পর্যন্ত। চুপচাপ বসে আমাকে অপমানিত হতে দেখেছ।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যারেন। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, গ্রেস। তুমি কি এখানে টিকে থাকতে চাও?'

গ্রেস এ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছে। কী জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না। শেষে মাথা দোলাল। ওকে টিকে থাকতে হবে। লেনির জন্য।

'সেক্ষেত্রে একটা কথা ভালোভাবে মগজে গেঁথে নাও। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে যাবে না। আমি নই, কারারক্ষীরা কেউ নয়, তোমার আইনজীবী কিংবা তোমার মা। কেউ না। এখানে তুমি একদম একা, গ্রেস। নিজের ওপর নির্ভরশীল হওয়া শিখতে হবে তোমাকে।'

অনরকে ফোন করার কথা মনে পড়ে গেল গ্রেসের।

তুমি নিজের দায়দায়িত্ব কবে থেকে নিতে শুরু করবে? তুমি আর ড্যাডির ছোট্ট রাজকুমারীটি নও। আশা কোরোনো যে আমি আর বড়'পা মিলে তোমার সব সমস্যার সমাধান করে দেব।

তারপর ওর মনে পড়ল লেনির কথা।

আমি তোমাকে সবসময় দেখে রাখব, গ্রেস। তোমাকে আর কোন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

'পরামর্শটা ফ্রিই দিলাম,' নিজের বাঙ্কে ফিরে গেল ক্যারেন। 'তবে ওই টাকাগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছ যখন মনে পড়বে তখন না হয় কিছু টোকেন মানি পাঠিয়ে দিও আমার জন্য।'

ও কোথাও টাকা লুকিয়ে রাখেনি, প্রতিবাদ করে বলতে গিয়েও চুপ হয়ে থাকল গ্রেস। বলে কী লাভ? ওর নিজের পরিবারই ওকে বিশ্বাস করে না, অন্যরা কেন করবে?

'আচ্ছা, ক্যারেন, পাঠাবো।'

সেলমেটের উপদেশ মেনে চলল গ্রেস। পরবর্তী দুই সপ্তাহ ও মাথা ঠাণ্ডা করে অনেক চিন্তা করল। *কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। নিজের কাজ নিজেই করতে হবে। এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে আমাকে।*

গ্রেস জানল বেডফোর্ড হিলসের গোটা দেশজুড়ে খ্যাতি রয়েছে কারারুদ্ধ মায়েদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে। এ কারাগার কয়েদী মায়েদের জন্য উন্নয়নমূলক নানা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে। সে হিসেবে এটি অন্যান্য কারাগারগুলোর কাছে একটি রোল মডেল। ৮৫০ জন কয়েদীর মধ্যে ৭০ ভাগেরও বেশি ত্রিশ বছর বয়সে মা হয়েছে। কোরা বাডস এদেরই একজন জেনে যারপরনাই বিস্মিত গ্রেস।

‘কোরা একজন মা?’

‘এমন চমকে উঠলে যে?’ বলল ক্যারেন। ‘কোরার তিনটা বাচ্চা। সবচেয়ে ছোট্টটি অ্যানামে’র জন্ম এখানেই। নির্ধারিত সময়ের দুই সপ্তাহ আগেই বাচ্চাটির জন্ম হয়। প্যারেন্টাল সেন্টারের মেঝেতে ওকে সন্তান প্রসবে সাহায্য করেছিলেন সিস্টার বার্নাদেত।’

কারাগারে সন্তান জন্মদানের বিষয়ে একবার একটা লেখা পড়েছিল গ্রেস। এই স্বার্থপর, অপরাধী মায়েদের বাচ্চাগুলোর কথা ভেবে তার মায়া লাগত, আতংকবোধ করত। কিন্তু সে ছিল অন্য জীবন, অন্য সময়। কিন্তু এ জীবনে বেডফোর্ড হিলসের চিলড্রেন সেন্টারের কথা ভেবে সে আতংকবোধ করল না। বরং জেলখানার অবরুদ্ধ পরিবেশে সন্তান জন্মদানের বিষয়টি তার কাছে আশার আলো বলে মনে হলো। গ্রেস প্যারেন্টাল সেন্টারে কাজ পাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

ক্যারেন বলল, ‘নতুন কয়েদীদের দিয়ে সবসময় আজেবাজে কাজগুলো করানো হয়।’

মাঠের কাজে নিয়োজিত করা হলো গ্রেসকে।

কাজগুলো খুবই পরিশ্রমের। মুরগির খাঁচা তৈরির জন্য ওকে কাঠ কাটতে হলো, উঁচু জমির আগাছা ছাওয়া মাটি পরিষ্কার করতে হলো। এখানে সময়ের কোন হিসেব নেই। রাতদিন কাজ করতে হয়। রাত সাড়ে দশটায় বাতি নিভে যাওয়ার পরে কয়েদীরা মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমানোর সময় পায়। আবার রাত আড়াইটার সময় জ্বলে ওঠে বাতি। যাতে মাঠকর্মীরা নাশতা খেয়ে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে ভোর চারটা নাগাদ চলে যেতে পারে মাঠে। সকাল সাড়ে ন’টার সময় কম্যুনাল মেস হল-এ পরিবেশিত হয় ‘লাঞ্চ’। ডিনার দেয়া হয় বেলা দুটোর সময়। তারপর বাতি নিভে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সাড়ে আট ঘণ্টার ক্লান্তিকর সময়। ঠিকমতো ঘুম না হওয়ার কারণে গ্রেসের মনে হচ্ছিল ও সারাক্ষণ জেট-ল্যাগে ভুগছে।

‘অভ্যাস হয়ে যাবে,’ ওকে বলল ক্যারেন। তবে এতে অভ্যস্ত হতে পারবে কিনা নিশ্চিত নয় গ্রেস। গ্রেসের সবচেয়ে বাজে লাগে একাকীত্ব। মাঝে মাঝে সারাদিন ক্যারেন ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে একটি কথাও বলার সুযোগ হয় না। অন্যান্য কয়েদীদের একে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে গ্রেস লক্ষ করেছে, সে ঐসব মহিলার সঙ্গে কাজ করে তারা একে অপরের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। বিরতি কালে তারা নিজেদের সন্তান, স্বামী কিংবা আদালতের আপিল বিষয়ে গল্পগুজব করে। কিন্তু এদের কেউ গ্রেসের সঙ্গে কথা বলে না।

‘তুমি একজন বহিরাগত,’ ক্যারেন বলল ওকে। ‘তুমি আমাদের একজন নও। তাছাড়া তুমি জানো, ওরা তোমাকে এবং তোমার স্বামীকে আমাদের মতো লোকজনের টাকা মেরে দেয়ার জন্য দায়ী করছে। কাজেই তোমার ওপর ওদের রাগ তো থাকবেই তবে এ রাগ একসময় চলে যাবে।’

'তুমি তো আমার ওপর রেগে নেই,' বলল গ্রেস।

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যারেন। 'আমি আমার রাগ সব ঢেলে ফেলেছি। তাছাড়া, কে জানে? তুমি হয়তো সত্যি নিরপরাধ? তোমাকে দেখে আমার মস্ত কোন ক্রিমিনাল বলে মনে হয় না।'

কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গেল গ্রেসের। *ও আমাকে বিশ্বাস করে। কেউ আমাকে বিশ্বাস করে।*

ক্যারেনের কথাগুলো ও জীবন্ত ভেলার মতো আঁকড়ে ধরে থাকল।

ছাব্বিশ

'ব্রুকস্টিন, তোমার একজন ভিজিটর এসেছে।'

'আমার?' মুরগির খাঁচার সামনে দিয়ে হেঁটে এল গ্রেস। ক্রিসমাস গেছে দু'দিন আগে, গতরাতে প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় লাল হয়ে আছে গ্রেসের হাত, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাষ্প বেরিয়ে আসছে নাকের ফুটো দিয়ে।

'এখানে তো আর ব্রুকস্টিন বলে অন্য কেউ নেই। ভিজিটিং আওয়ার প্রায় শেষ, কাজেই জলদি যাও নয়তো মহিলার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।'

মহিলা! গ্রেস অবাক হলো। *মেজ আপা? নাকি বড় আপু? হতে পারে ওদের কেউ। অবশেষে বুঝতে পেরেছে আমার সঙ্গে একটু বেশিই কর্কশ আচরণ করে ফেলেছে। আমাকে আপিল করার জন্য সাহায্য করতে এসেছে হয়তো।*

কারারক্ষী ওকে ভিজিটর্স রুমে নিয়ে গেল। ওখানে, ছোট একটি কাঠের টেবিলে বসে আছে ক্যারোলিন মেরিভেল। ওভার সাইজের খেকশিয়ালের লোমে তৈরি কোট গায়ে, হাতের আঙুলে ঝলমল করছে হিরের আংটি, বাক্সসদৃশ্য কক্ষটিতে খুবই অস্বস্তি বোধ করছে সে। চেহারা দেখে বোঝা যায়। ও যেন অন্য কোন পৃথিবী থেকে আসা একজন দর্শনার্থী। ওর বিপরীতে বসল গ্রেস।

ট্রায়ালের সময়, যখন ও মেরিভেলদের বাড়ি থাকত, ক্যারোলিন গ্রেসের সঙ্গে খুব একটা ভালো ব্যবহার করেনি। জন, প্রিয় জনই শুধু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওকে সমর্থন যুগিয়ে গেছে। কিন্তু ক্যারোলিন, যাকে একদা খুব ভালো বন্ধু ভাবত গ্রেস, সে ওর সঙ্গে ছিল উদাসীন, কখনও বা নিষ্ঠুর। যেন গ্রেসের দুর্দশা সে উপভোগ করছে। বাড়িতে গ্রেসের কারণে মিডিয়ার ভিড় মোটেই মেনে নিতে পারত না ক্যারোলিন। ভীষণ বিরক্ত হতো।'

'এ অসহ্য,' বলত সে। 'যেন আমরা কোন চিড়িয়াখানার খাঁচায় বসবাস করছি। এর শেষ হবে কবে?' লেনির স্ত্রী হিসেবে গ্রেসকে সে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, তা পুরোটাই অন্তর্হিত হয়ে যায়। গ্রেস এ জন্য মনক্ষুণ্ন না হওয়ার চেষ্টাই করেছে। ক্যারোলিন এবং জন না থাকলে তো তাকে রাস্তায় থাকতে হতো। বিখ্যাত ফ্রাংক হ্যামন্ডকে পেত না আইনী লড়াই করার জন্য। কোন কিছুই পেত না। কিন্তু ওর প্রতি ক্যারোলিনের তিক্ত আচরণ মনে পড়লে এখনও গায়ে ছুরির খোঁচা লাগে গ্রেসের। বেডফোর্ড হিলসে

ক্যারোলিনকে সে মোটেই আশা করেনি।

চারপাশে তাকাল ক্যারোলিন যেন একজন নার্ভাস ফ্লাইয়ার নিকটতম ইমার্জেন্সি এক্সিটের সন্ধান করছে। 'আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।'

'ঠিক আছে। তুমি যে এসেছ এই-ই যথেষ্ট। জন কি আমার চিঠি পেয়েছে?'

সপ্তাহখানেক আগে জনকে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিল গ্রেস সে কি আপিল করবে নাকি নতুন একজন অ্যাটর্নি ভাড়া করবে? ওঁরা ওর মামলা রিভিউ করতে কত সময় নিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি। জন ওই চিঠির জবাব এখনও দেয়নি।

'হ্যাঁ, পেয়েছে।'

নীরবতা।

'ও খুব ব্যস্ত, গ্রেস। এফবিআই হারানো টাকা খুঁজছে। জন তাদেরকে সাহায্য করছে।'

গ্রেস মাথা ঝাঁকাল। 'আমি বুঝতে পারছি।' ক্যারোলিন আরও কিছু বলবে সে অপেক্ষায় রইল ও। ক্যারোলিন হয়তো জানতে চাইবে এখানে ওর দিনকাল কেমন কাটছে কিংবা ওর কিছু দরকার কিনা। কিন্তু কিছুই বলল না ক্যারোলিন। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাইরের সঙ্গে এটাই প্রথম যোগাযোগ গ্রেসের, সে নিজেই সেধে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'এ জায়গাটা খারাপ নয়। মানে খুব বেশি খারাপ নয়। শুধু পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে পারলেই হলো। তবে এখানকার দিনগুলো বড্ড ক্লান্তিকর। কোনকিছুর ওপর মনোযোগ দেয়া খুব কঠিন। আমি সারাক্ষণ লেনির কথা ভাবি। ভাবি এসব কী করে ঘটল। আমি নিশ্চিত কেউ আমাদেরকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওই ভাবনা পর্যন্তই– তারপর সব কেমন জট পাকিয়ে যায়। আশা করি, জন আমার আপিল নিয়ে কাজ শুরু করলে টানেলের শেষে নিশ্চয় আলো দেখা যাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে ওখানে কেবলই অন্ধকার। মনে হয় আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি।'

'গ্রেস, কোন আপিল হবে না।'

চোখ পিটপিট করল গ্রেস, যেন দীর্ঘদিন আঁধার থেকে হঠাৎ সূর্যের আলোতে এসেছে। 'কী বললে?'

কর্কশ শোনাল ক্যারোলিনের কণ্ঠ। 'বললাম কোন আপিল হবে না। অন্তত: আমরা এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারব না কিংবা টাকা-পয়সাও দিতে পারব না। দ্যাখো, জন যতদিন পেরেছে তোমাকে সাহায্য করেছে। কিন্তু এখন তাকে সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের সবাইকেই তাই করতে হবে।'

'সত্য? কী বলছ তুমি? কীসের সত্য?' কাঁপতে শুরু করেছে গ্রেস।

'বাচ্চা মেয়েদের মতো আচরণ বন্ধ করো,' থুতু ছিটাল ক্যারোলিন। 'ওসব করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। লেনি তার বিনিয়োগকারী এবং পার্টনারদেরকে চুষে ছিবড়ে খেয়েছে। সে বেচারী জনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তোমরা দুজনেই তা করেছ।'

'দ্যাটস নট ট্রু! ক্যারোলিন, আমাকে তোমার বিশ্বাস করতেই হবে। আমি জানি

লেনি পার্টনারশিপের কাঠামো বদলে ফেলেছিল এবং সত্য বলছি আমি জানি না কেন। কিন্তু এটা জানি জনকে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না।'

'বাজে বকোনাতো, গ্রেস! মানুষকে কি তুমি গরু-ছাগল ভাবছ? তুমি এফবিআইকে বলছ না কেন টাকাটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

এ একটা দু:স্বপ্ন। একটা অশ্লীল রসিকতা।

'আমি জানি না টাকাটা কোথায়। জন এ কথা জানে। জন আমাকে বিশ্বাস করে।'

'না,' নির্মম গলায় বলল ক্যারোলিন। 'সে তোমাকে বিশ্বাস করে না। আর করে না। তোমার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই। আমি আজ এখানে এসেছি মানা করতে জনের সঙ্গে আর কোনরকম যোগাযোগ তুমি করবে না। তুমি এবং লেনি মিলে ওর সঙ্গে যা করেছ, আমাদের সঙ্গে যা করেছ, তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশি কথা শোনানো উচিত ছিল।'

ক্যারোলিন উঠে দাঁড়াল চলে যাওয়ার জন্য। ওর হাত ধরে ক্ষমা চাইবার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল গ্রেস। ওর ভেতরে কেউ কর্কশ গলায় চিৎকার করছিল *আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না! প্লিজ! জনকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ো না। ও আমার একমাত্র আশা।* কিন্তু ও জোর করে বুজে থাকল মুখ এই ভয়ে একবার মুখ খুললে আর বন্ধ করতে পারবে না চিৎকার।

'এটা ধরো,' কারারক্ষী ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানো, ক্যারোলিন টিস্যু মোড়ানো ছোট একটি প্যাকেট দিল গ্রেসকে। 'জন এটা তোমাকে দিতে বলেছে। একটা দুর্বল, সেন্টিমেন্টাল ফুল। ওকে বলেছিলাম এই জায়গায় তুমি পচে মরছ। এখানে এ জিনিস তুমি পরতে পারবে না। কিন্তু শুনল না সে আমার কথা।' বিশ্রী সুরে হেসে উঠল ক্যারোলিন। তারপর হিলের ওপর ভর করে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল।

অনুভূতিশূন্য গ্রেসকে তার সেলে ফিরিয়ে নিয়ে চলল গার্ড। গ্রেস প্যাকেটটি ওর আস্তিনে লুকিয়ে রেখেছে। বাঙ্কে নিরাপদেই চলে এল। প্যাকেটটি খোলার সময় ওর হাত কাঁপতে লাগল। খুব সাবধানে টিস্যু পেপারের ভাঁজ খুলল। গ্রেসের সত্যিকারের শেষ বন্ধু জন মেরিভেল। *আমার একমাত্র বন্ধু।* প্যাকেটের মধ্যে যা-ই থাকুক না কেন জন চেয়েছে এটা যেন গ্রেসের কাছে পৌঁছায়।

ওটা একটা ব্রুচ। প্রজাপতি ব্রুচ। রংধনু রঙের কাচের প্রজাপতি। গ্রেসের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। গত ক্রিসমাসে কি ওয়েস্টের একটি সেকেন্ডহ্যান্ড দোকান থেকে লেনি ওকে জিনিসটা কিনে দিয়েছিলেন। পুলিশ কোরায়েরের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সময় লেনির ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও নিয়ে গেছে, গ্রেসের গয়নাগাটিসহ। ব্রুচটা নেয়নি বোধকরি এটি দামী কিছু নয় বলেই। তবে এটি গ্রেসের কাছে হিরের চেয়েও দামী।

এটি লেনির উপহার দেয়া সর্বশেষ জিনিস। সুখ, আশা এবং গ্রেস অন্য যা সবকিছু হারিয়েছে তার শেষ চিহ্ন। স্বাধীনতার জন্য এটি তার পাসপোর্ট।

চির স্বাধীনতা।

সযত্নে ক্ল্যাপ থেকে ব্রুচের পিন খুলে নিল গ্রেস। তারপর কব্জিতে বসিয়ে দিল ঘ্যাচ করে।

সাতাশ

অত্যুজ্জ্বল সাদা আলো ঘিরে আছে ওকে। তবে এ আলোটি মধুর নয়। আলো পড়ে চোখ ভীষণ জ্বালা করছে, ওর স্মৃতির গহীনে ঝকঝক করে জ্বলছে, ওকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে দিচ্ছে না।

মানুষের গলা শুনতে পাচ্ছে ও।

ফ্রাংক হ্যামন্ড *কেউ লেনিকে ফাঁসিয়ে দিয়ে তোমার ওপর সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। কোরামের ভেতরের কেউ এ কাজ করেছে।*

জন মেরিভেল *ফ্রাংকের ওপর বিশ্বাস রাখো। উনি তোমাকে যা বলেন করো। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এফবিআইকে নিয়ে ভেবো না। আমি ওদেরকে সামাল দিচ্ছি।*

আলোটা ম্লান হয়ে গেল।

হার্ট মনিটরে সবুজ আলোর সমান রেখাটা দেখতে দেখতে ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ টের পেলেন তাঁর পিঠ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে।

প্লিজ, গড, ও যেন বেঁচে যায়।

গ্রেস ব্রুকস্টিন তাঁর চোখের সামনে মারা গেলে তাঁর ক্যারিয়ারও খতম হয়ে যাবে। পেনশন, রিটায়ারমেন্টকে বিদায় জানাতে হবে, গত আট বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমের সব কিছুকেই 'গুডবাই' বলতে হবে। তাঁর অ্যাচিভমেন্ট, ভালো কাজ করার ইচ্ছে কোনকিছুকেই কেউ ধর্তব্যে আনবে না। ওই মুহূর্তে গ্রেস ব্রুকস্টিনকে তাঁর প্রবলভাবে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হলো।

গ্রেসের হৃদপিণ্ডে শক প্যাডেল দিল ডাক্তাররা। গ্রেসের শরীরটা লাফিয়ে উঠল বিছানায়। সবুজ রেখাটি দপদপ করল, তারপর জ্যান্ত হয়ে উঠল, মন্থরগতিতে তবে ছন্দোময় ভাবে শুরু করে দিল স্পন্দন।

'শি ইজ ব্যাক।'

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশন্সের কর্তা ব্যক্তিটি গলফ ক্লাবে, এমন সময় তাঁর কাছে একটি ফোন এল।

'তোমাকে আমার ফায়ার করা উচিত, জেমস। কাউকে কোন প্রশ্ন করতে দেবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'জী, স্যার।'

'যদি জানাজানি হয়ে যায় যে গ্রেস ব্রুকস্টিনের নিজের সেলে একটি ধারালো বস্তু পাওয়া গেছে তাহলে...'

'জানি, স্যার। এরকম ঘটনা আর ঘটবে না, স্যার।'

'হ্যাঁ, আর কখনও যেন এরকম কিছু না ঘটে। আর ও A উইংয়ে কী করছে? ওর নিরাপত্তার জন্যেই তো বেডফোর্ড হিলসে পাঠালাম।'

বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা করলেন ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ। গ্রেস ব্রুকস্টিনকে নিরাপত্তা দেয়ার প্রয়োজন নেই। এখন সে জেলে আছে তবু তাকে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারটি তাঁর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

'ও সুস্থ হলে ওকে চব্বিশ ঘণ্টা সুইসাইড ওয়াচে রাখবে। ওকে সাইকোথেরাপি দেবে, ভালো ভালো খাবার দেবে। ওকে কী কাজে লাগিয়েছো?

ঠোঁট কামড়ালেন ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ। 'ফার্মের কাজে, স্যার। ভোরের শিফট।'

'কী কাজে বললে? তোমার মাথাটাথা খারাপ হলো নাকি, জেমস? ও সুস্থ হয়ে উঠলেই ওকে চিলড্রেনস সেন্টারে পাঠিয়ে দেবে। নানদের সঙ্গে কাজ করবে। ব্যক্তিগতভাবে ওর সম্পর্কে তোমার যেমনই অনুভূতি থাকুক, আজ থেকে লেডি ব্রুকস্টিনের সঙ্গে সমঝে চলবে, বুঝেছ?'

'জী, স্যার। পানির মতো পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

প্রবল যন্ত্রণার একটি পৃথিবীতে জেগে গেল গ্রেস। ঢেউয়ের মতো আসছে ব্যথাগুলো।

প্রথম ঢেউয়ের ব্যথাটা শারীরিক, দপদপ করছে কব্জি, গলা শুকিয়ে কাঠ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোয় ভোঁতা বেদনা। ওর হাতে কে ইনজেকশন দিয়েছে কে জানে, তাড়াহুড়ো করে কাজটা করেছে। যেদিকেই পাশ ফিরছে গ্রেস, শিরায় খচ করে ব্যথার ছুরি ঘাই মারছে। পুরো হাতটাই ক্ষত-বিক্ষত।

দ্বিতীয় ব্যথার ঢেউটি মানসিক, ও নিজেকে হত্যা করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে। সে তার প্রিয় লেনির সঙ্গে স্বর্গে নেই। আছে এখানে, বেডফোর্ড হিলসে, দু:স্বপ্নের মাঝে। হতাশায় মুহ্যমান সে।

তবে তৃতীয় ঢেউটি-মানসিক প্রবল যন্ত্রণাই ওকে ঝট করে বিছানায় উঠে বসতে সাহায্য করল। সে নিজের চুল টেনে ছিড়ে ফেলতে লাগল। ছুটে এল ডাক্তাররা। ওকে সিডেটিভ দিল। ওর অবচেতন মনের কোথাও, মৃত্যু এবং জীবনের মাঝামাঝি, অন্ধকার এবং আলোর ভেতরে দুম করে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সত্যটি, ওর গলা টিপে ধরেছিল। সে ক্যারোলিন মেরিভেলের আত্মতৃপ্ত, বিদ্বেষপূর্ণ কণ্ঠটি শুনতে পাচ্ছিল। *কোন আপিল করা হবে না। জন আর তোমার সঙ্গে থাকছে না।*

ওই সময় গ্রেস ভেবেছিল না, *জন নয়। ওটা তুমি। তুমিই আর আমার সঙ্গে থাকতে*

চাইছ না। তুমি ওর কানে বিষ ঢেলেছ। কিন্তু এখন, অবশেষে বুঝতে পেরেছে গ্রেস ক্যারোলিন স্রেফ একজন মেসেঞ্জার ছিল।

ওটা। সব জনের কান্ড।

জনই লেনির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওদের দু'জনের সঙ্গেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। গ্রেস বিষয়টি নিয়ে যত চিন্তা করছে ততই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। জন লেনির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন ছিল ফলে তার পক্ষে ওই টাকাটা চুরি করা সহজ হয়েছে। SEC কোরামের হারানো টাকার বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে শুরু করলে আতংকিত হয়ে ওঠে জন। যেভাবেই হোক সে লেনিকে দিয়ে ফান্ডের পার্টনারশিপ কাঠামো বদলে দিতে সমর্থ হয়েছে যাতে যখন টাকার হদিশ মিলবে না তখন যেন জনের ওপর কোন দোষ না পড়ে। লেনির আকস্মিক মৃত্যুতে ঝুঁকির পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। কোরামের বিনিয়োগকারীরা তাদের টাকা ফেরত চাইতে থাকে এবং প্রতারণার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু তখন গ্রেসের ওপর দোষ চাপানোটা জনের জন্য সহজ ছিল। সে এখন লেনির পার্টনার, জন নয়। গ্রেস তাকে বিশ্বাস করত। আর সে বিশ্বাসের সুযোগটাই নিয়েছে জন। সবাই যখন ওকে ত্যাগ করেছে, জন মেরিভেল ওর কাছে ছিল। *আমার দেখভাল করার জন্য নয় বরং গোটা বিষয় নিয়ে ও একটা খেলা খেলতে চেয়েছিল। এফবিআই তদন্ত। আমার বিচার।* জনই পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছিল গ্রেসকে তাদের জেরার হাত থেকে 'রক্ষা' করার জন্য। জনের পরামর্শেই গ্রেস কেভিন ম্যাকগুইরিকে বাদ দিয়ে ফ্রাংক হ্যামণ্ডকে ভাড়া করেছিল। আর এ লোকই ওকে আদালতে ডুবিয়েছে। এখন গ্রেস জেলে আর ওদিকে জন তার ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছে। *আমার সামনাসামনি আসার সাহস পর্যন্ত তার হয়নি। নিজের নোংরা কাজ সমাধা করতে ক্যারোলিনকে পাঠিয়েছিল।*

পেছন ফিরে তাকিয়ে নিজের সরলতার জন্য নিজেই অবাক হলো গ্রেস। সে জনের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল জনকে যে লেনি পার্টনারশিপ থেকে বঞ্চিত করেছে এ ব্যাপারে সে কিছুই জানত না। সে জনকে তার কথা বিশ্বাস করার জন্য অনুনয় বিনয় করেছে। *আমি এত বোকা হলাম কী করে? জন নিজের স্বার্থেই পার্টনার থাকতে চায়নি। সে যদি পার্টনার থাকত, কোরামে যা ঘটেছে সবকিছুর দায়দায়িত্ব তার ওপর বর্তাত। ও-ই এখন জেলে থাকত, আমি নই।*

গ্রেসের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই জন এসব কাজ কী করে করল। সে লেনিকে কী করে পটিয়ে কোম্পানি স্ট্রাকচার বদলে ফেলল। কীভাবে অতগুলো টাকা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে জন জানে না গ্রেস। শুধু এটুকু জানে যেভাবেই হোক কাজটা করেছে জন। সারা জীবনও যদি লেগে যায়, এটা খুঁজে বার করবেই গ্রেস ব্রুকস্টিন।

আমি সমস্ত সত্য উদঘাটন করব। সত্য আবিষ্কার করার পরে আমি পৃথিবীকে বলে দেব। নিষ্কলংক করব লেনি এবং আমার নাম। নরকের গর্ত থেকে আমি বেরিয়ে পড়ব।

ঘুমিয়ে পড়ল গ্রেস।

আটাশ

নিজেকে নোংরা মনে হচ্ছে গেভিন উইলিয়ামসের।

এখানে, কারাগারের ভেতরে, চারপাশে কয়েদীদের ভিড়, কেমন গা ঘিনঘিন করছে তার। অনৈতিক কাজ করা মহিলাদের উপস্থিতিই আসলে ওর দেহমনে গা ঘিনঘিনে ভাবটি এনে দিয়েছে। নারীদের হওয়া উচিত পার্থিব এবং পরিষ্কার। তারা হবে সৎ এবং সচ্চরিত্র, তার মায়ের মতো। গেভিন উইলিয়ামসের মা প্রায়ই ওকে বলতেন, 'তুমি এত হ্যান্ডসাম, গেভিন। এত স্মার্ট। তুমি যা চাইবে তাই হতে পারবে।'

মেন'স রুমে ঢুকে এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো হাত ধুলো গেভিন, রগড়ে রগড়ে মুছল হাত, গায়ের চামড়া লাল হয়ে না ওঠা পর্যন্ত।

মহিলাদের হওয়া উচিত তার মায়ের মতো। কিন্তু তারা তা নয়। বাস্তব জীবনে মহিলারা লোভী, নোংরা কুত্তী, বেশ্যা যারা তোমার সঙ্গে সেক্স করতে চাইবে যদি তুমি ধনী কিংবা প্রভাবশালী হও। হেজ ফান্ডের লোকেরা, লেনি ব্রুকস্টিনের মতো যারা, এরা তাদের জীবন অতিবাহিত করে যোনির মধ্যে মুখ ডুবিয়ে রেখে। এই লোকগুলোকে যে কী ঘেন্না করে গেভিন উইলিয়ামস! ঘৃণা করে তাদের চকচকে গাড়ি, মডেল গার্লফ্রেন্ড, বীচ হাউজ এবং প্রাইভেট জেট আছে বলে।

সে, গেভিন উইলিয়ামস, লেনি ব্রুকস্টিনের চেয়ে অনেক ভালো মানুষ। গেভিন দুর্নীতিহীন একজন দেশপ্রেমিক, সে বিপ্লবী, আমেরিকায় সে ন্যায় নিয়ে আসছে।

আমি আইনের জন্য সঠিক তরবারি।

সর্বশক্তিমান বলেছেন, 'আমি ওদেরকে শাস্তি দেব। তরুণরা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের পুত্র এবং কন্যারা অনাহারে থাকবে। ওই ষড়যন্ত্রকারীরা কেউ বেঁচে থাকবে না, কারণ আমি তাদের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনব...'

'মি. উইলিয়ামস?'

গেভিন বেডফোর্ড হিলস হাসপাতালের হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে। এক সুন্দরী, তরুণী নার্স অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

'হ্যাঁ, বলুন?'

'মিসেস ব্রুকস্টিনের জ্ঞান ফিরেছে। আপনি এখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।'

গেভিন উইলিয়ামস নিশ্চিত কোরামের চুরি যাওয়া টাকার সন্ধান একমাত্র গ্রেস ব্রুকস্টিনই দিতে পারবে। এফবিআই'র বাকি টাস্ক ফোর্স গ্রেসকে পোটেনশিয়াল উইটনেস হিসেবে বিবেচনা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। হ্যারি বেইন গেভিনকে বলেছে, 'গ্রেসের কথা ভুলে যাও। শি ইজ আ ডেড এন্ড। আমাদেরকে কিছু বলার থাকলে এতদিনে সে বলে ফেলত।'

কিন্তু গ্রেসকে ভুলে যায়নি গেভিন। গ্রেসের নোংরা বেশ্যার মুখটা তাকে রাতের বেলা স্বপ্নে তাড়া করে। লেনি যেসব কাগজপত্র রেখে গেছে তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় মেয়েটার কণ্ঠ যেন তাকে ব্যঙ্গ করে। *আমি জানি,* বিদ্রুপের সুরে বলে গ্রেস। *আমি জানি টাকাটা কোথায় কিন্তু তুমি জানো না।*

প্রেস কোরাম প্রতারণার ঘটনা ম্যাডঅফ কেসের সঙ্গে সর্বদা তুলনা করে। কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস। সবাই জানত ম্যাডঅফ একজন প্রতারক। হয় সে ভেতরে ভেতরে ব্যবসা-বাণিজ্য করত নতুবা ভুয়া স্কিম পরিচালনা করত। ম্যাডঅফের সঙ্গে কেউ বাণিজ্য করত না, কোন প্রধান ব্যাংক, ব্রোকারেজ, কেউ না।

কিন্তু কোরামের বিষয়টি ছিল ভিন্ন। সবাই লেনি ব্রুকস্টিনের সঙ্গে ব্যবসা করত। ওয়াল স্ট্রিটের এমন কোন ফার্ম নেই যে এ লোকের সঙ্গে বাণিজ্য করেনি। কোরামের আত্মসাৎ করা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কোন সৃজনশীল অ্যাকাউন্টেন্টের কল্পনা নয়। এটি বাস্তব। কিন্তু ব্রুকস্টিন নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে এতটাই গোপনীয়তা রক্ষা করে চলত যে তার আর্থিক লেনদেনগুলো কীভাবে হচ্ছে বোঝা অসম্ভব ছিল। যদি না তুমি ভেতরের কোন লোক হও, এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না।

গ্রেস ব্রুকস্টিনের আত্মহত্যার চেষ্টার কথা শুনে গেভিন উইলিয়ামস ভেবেছে এ সুযোগটি হাতছাড়া করা যায় না। মর্গে ওকে জেরা করার মতো এবারেও সে দুর্বল অবস্থায় থাকবে। তবে এবারে ওকে রক্ষা করার জন্য কোন আইনজীবী থাকবেন না, থাকবে না ফোন কল, পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায়ও নেই। এবারে গেভিন উইলিয়ামস ওকে এমনভাবে চেপে ধরবে যে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। গ্রেস ব্রুকস্টিনকে বমি করাতে হলেও এবারে সত্যটা ঠিকই বের করে আনবে গেভিন।

আজকের সাক্ষাৎকারের জন্য বরাবরের ড্রেসই পরে এসেছে সেঃ কালো সুট, টাই, খাটো, ধূসর চুলগুলোর সিঁথির মাঝখান দিয়ে আঁচড়ানো, কালো জুতো জোড়া এমন চকচক করছে চামড়ায় নিজের মুখ দেখা যায়। ডিসিপ্লিন হলো আসল জিনিস। ডিসিপ্লিন এবং অথরিটি। গ্রেস ব্রুকস্টিন ওকে দেখে সমীহ করতে বাধ্য হবে। গেভিনের ইচ্ছের কাছে ওকে মাথানত করতে বাধ্য করবে সে এবং এভাবে গেভিন প্রমাণ করবে তার তথাকথিত বস গেরি বেইন আসলে অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি গর্দভ।

গেভিন উইলিয়ামসকে দেখামাত্র চোখের তারায় ভয় ফুটল গ্রেসের।

হাসল গেভিন উইলিয়ামস। গ্রেসকে ভয় পেতে দেখে সে উত্তেজিতবোধ করছে। 'হ্যালো অ্যাগেইন, মাই ডিয়ার।'

গ্রেসকে খুব দুর্বল লাগছে। কারাগারের সাদা গাউনের মধ্যে ছোটখাটো দেখাচ্ছে শরীরটাকে, রক্ত হারিয়ে এখনও রক্তশূন্য চেহারা।

'আপনি কী চান?'

'আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে এসেছি।'

'চুক্তি?'

হ্যাঁ, চুক্তি, লোভী মাগী। ভান কোরোনা যে তুমি চুক্তি শব্দটির অর্থ জানো না। তুমি একটা মহাপাপী এবং একদিন তুমি নরকের আগুনে পুড়ে মরবে।

'এ চুক্তি আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। কাজটা খুব সহজ। আপনি আমাকে তিনটে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেবেন। সুইটজারল্যান্ডের নাম্বার, সবগুলো। আর এ নাম্বারগুলো তো আপনার জানাই আছে।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল গ্রেস। সে কোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার জানে না। ওরা তো এ কথাটা আগেও একবার জানতে চেয়েছিল, না?

'বিনিময়ে আপনি যাতে পাগলা গারদে যেতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব।'

'পাগলা গারদ? কিন্তু আমি তো পাগল নই।'

'আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি পাগলা গারদের পরিবেশ এখানকার চেয়ে অনেক ভালো। অ্যাকাউন্ট নাম্বারগুলো, প্লিজ।'

সে গ্রেসকে একখণ্ড কাগজ দিল ক্রেডিট সুইস লেটারহেডের ছাপ মারা। গ্রেস ওদিকে একবার তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজল। ওষুধের কারণে তার ঘুম ঘুম লাগছে। এ লোকটাকে তার এত ভয় লাগছে, ওর ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

'জন মেরিভেল,' কর্কশ সুরে বলল গ্রেস। 'এসব জন মেরিভেলের কাণ্ড। সে-ই টাকাটা চুরি করেছে। ও জানে টাকাটা কোথায়। ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

চোখ সরু হয়ে এল গেভিন উইলিয়ামসের। *কী টিপিকাল মহিলা! নিজের দোষ অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে যেভাবে ইভ তার পাপ দ্বারা পৃথিবী কলুষিত করে দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল সাপের ওপর। গ্রেস কি ভাবে গেভিন একটা গাধা? তার কি ধারণা এফবিআই মেরিভেলের ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবর করেনি?*

'আমার সঙ্গে খেলা করবেন না, মিসেস ব্রুকস্টিন। আমি ওই অ্যাকাউন্ট নাম্বারগুলো চাই।'

লোকটার সঙ্গে তর্ক করবে ভাবছিল গ্রেস, পরক্ষণে চিন্তা করল *এর সঙ্গে তর্ক করে কী লাভ? এ কিছুই শুনবে না। এ লোকের মাথার ঠিক নেই। পাগলা গারদে যেতে হলে এরই যাওয়া উচিত, আমি নই।*

'আমি জানি আপনি কী করছেন। আপনি মুখ বুজে থাকার চেষ্টা করছেন।' রাগে গনগন করছে গেভিন উইলিয়ামস। 'কিন্তু বেশিদিন মুখ বুজে থাকতে পারবেন না।'

নার্সের খোঁজে চারপাশে চোখ বুলাল গ্রেস। কাউকে দেখতে পেল না। *এই উন্মাদটার সঙ্গে আমি একা!*

'কোন আপিল হবে না। কোন জামিন পাবেন না। হয় আপনাকে যেতে হবে পাগলাগারদে নয় তো এখানে বসেই পচে মরবেন। মরুন! আমাকে অ্যাকাউন্ট নাম্বারগুলো দিন।'

'বললামই তো! আমি জানি না।' প্রবল ক্লান্তিতে বালিশে গ্রেসের মাথা এলিয়ে পড়ল। চেতনা হারিয়ে ফেলছে। ঘুম এসে গ্রাস করছে ওকে।

গেভিন উইলিয়ামস দেখল চোখের পাতা পিটপিট করতে করতে চোখ বুজে এল গ্রেসের।

ওর ঘাড়টা এত পলকা, শুকনো ডালের মতো। একটা মটকা দিলেই ভেঙে যাবে। ওর গলা টিপে ধরলে ওর ভেতরের শয়তানটারও মৃত্যু ঘটবে, ভাবছিল গেভিন।

এ ঘরে আর কোন রোগী নেই। নেই কর্মচারী। ঘরে আছে শুধু সে এবং গ্রেস।

কেউ জানতে পারবে না। মুহূর্তের মধ্যে কাজটা সেরে ফেলব আমি। শয়তানকে আঘাত করো, পাপকে বিশোধন করো।

যেন ঘোরের মধ্যে নিজের হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল গেভিন উইলিয়ামস। তার হাড্ডিসার আঙুলগুলো খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে। কল্পনায় দেখছে সে গ্রেসের শ্বাসনালী চেপে ধরেছে। তার ভেতরে শারীরিক উত্তেজনা তৈরি হলো।

'আমি জানি আপনি কী ভাবছেন।'

নার্সের গলা শুনে লাফিয়ে উঠল গেভিন।

'আপনার আঙুল। জানি আপনি কী ভাবছেন।'

নিরুত্তর রইল গেভিন।

'আপনি একজন ধূমপায়ী, তাই না? আমি ধূমপানের নেশা ছেড়ে দেয়ার পরে একই অবস্থা হয়েছিল। খুব অস্থির লাগত। আপনি বোধহয় ধূমপানের নেশা ছাড়তে পারছেন না, না? এক সেকেন্ডের জন্যও ধূমপানের কথা না ভেবে থাকতে পারেন না?'

মেয়েটি কী বলছে বুঝে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগল গেভিনের। ও *ভাবছে আমি বুঝি কাল্পনিক সিগারেট ধরে আছি হাতে।* সে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। 'নো, ইউ নেভার ডু।'

'বিশ্বাস করুন, আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি,' কলকল করছে নার্স। 'এ এমন এক চুলকানির মতো যেখানে আপনি চুলকাতে পারছেন না। তবে খুব বেশি সিগারেট তেষ্টা পেলে আঙ্গিনায় চলে যান।'

গ্রেসের ঘুমন্ত আঙুলের ফাঁক থেকে ক্রেডিট সুইস কাগজ খন্ডটি নিয়ে ব্রিফকেসে ঢোকাল গেভিন উইলিয়ামস।

'ধন্যবাদ। আমার খুব বেশি তেষ্টা পায়নি।'

কিন্তু ওর তেষ্টা পেয়েছিল। খুনের তৃষ্ণা।

উনত্রিশ

দুই সপ্তাহ পরে A উইংয়ে নিজের সেলে ফিরে এল গ্রেস। ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশের ইচ্ছে ছিল ওকে C উইংয়ে সেই দুই ল্যাটিনার কারাপ্রকোষ্ঠে পাঠাবেন। কারণ এ উইংটিতে ভায়োলেন্স কম হয়। কিন্তু এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে গ্রেস যে সাইকিয়াট্রিস্টরা কয়েদীকে তার মতো করে থাকতে দেয়ার সুপারিশ করেন। ওয়ার্ডেন এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

'কিন্তু কোরা বাডস তো ওর ওপর হামলা চালিয়েছিল। সে আমাদের অন্যতম ভায়োলেন্ট কয়েদী। আমি বুঝতে পারছি না গ্রেস কেন ওখানে ফিরে যেতে চাইছে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সাইকিয়াট্রিস্ট। 'ঘনিষ্ঠতা?'

জেমস ম্যাকিনটশ আবারও বুঝতে পারলেন নারী মনের ব্যাপার স্যাপার তিনি কত কম জানেন।

গ্রেসের পড়শী কয়েদীরা বলাবলি করল, 'কোরা আর ক্যারেনকে তো উত্তেজিত দেখাবেই। জানো তো গ্রেস A উইংয়ে ফিরে আসছে? যেন ওদের জন্য খাবার আসছে!'

তবে কোরা বাডস শীতলভাবে স্বাগত জানাল গ্রেসকে। গ্রেসের ভেতরে কী যেন একটা বদলে গেছে। সেই পুরানো ভয়, সারাক্ষণ টেনশন ইত্যাদি কিছুই নেই। সে জায়গা দখল করেছে ধীরস্থির ভাব, আত্মবিশ্বাস। এটি অস্বস্তিতে ফেলে দিল কোরাকে।

'তাহলে তুমি বেঁচে ফিরে এলে?'

'হ্যাঁ, এলাম।'

ক্যারেন উইলিস গ্রেসকে দেখে জড়িয়ে ধরল। 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলনি কেন? অবস্থা কি খুবই খারাপ ছিল? আমার সঙ্গে তোমার কথা বলা উচিত ছিল। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

ক্যারেন উইলিস জানে না গ্রেস ব্রুকস্টিনকে সে কেন এত পছন্দ করে। বেডফোর্ড হিলসে একজন অস্পৃশ্যের মতো রয়েছে গ্রেস। তাকে কারারক্ষী এবং কয়েদী উভয়েই ঘৃণার চোখে দেখে। পালের সঙ্গে দৌড়ানো ক্যারেনের পছন্দ নয়। তাছাড়া সে জানে একজন বহিরাগত থাকার যন্ত্রণা কতটা যার সঙ্গে তার বন্ধু এবং পরিবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে যখন লিসার অত্যাচারী বয়ফ্রেন্ডকে গুলি করে হত্যা করেছিল, এক

ধর্ষণকারী, যে ছ'টা বছর নির্যাতন করেছিল লিসাকে, আতংকিত করে রেখেছিল, ক্যারেন আশা করেছিল তার পরিবার তাকে বাহবা দেবে। বদলে সবাই তার ওপর একপাল হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শোকস্তব্ধ বিধবার মতো লিসা বলেছিল *আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতো, কিন্তু আমি তো বিলিকে ভালোবাসতাম।*

সে এমনকী আদালতে ক্যারেনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দিয়েছে, বলেছে ক্যারেন খুব রাগী এবং হিংস্র স্বভাবের মানুষ, পুরুষদের প্রতি তার প্রচণ্ড প্রতিহিংসা ইত্যাদি। বলেছে ক্যারেন তাকে ভালোবেসে বিলিকে হত্যা করেনি, করেছে যৌন প্রত্যাখ্যানের কারণে। 'ক্যারেন সবসময়ই বিলিকে চাইত আমি জানতাম। কিন্তু ওর ব্যাপারে বিলির কোন আগ্রহ ছিল না।' প্রসিকিউটর ক্যারেনের বিরুদ্ধে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার চার্জ আনেন। ক্যারেন তারপর থেকে তার পরিবারের আর কারও সঙ্গে কোন কথা বলেনি।

তবে গ্রেস ব্রুকস্টিনের জন্য ক্যারেন উইলিসের ভালোবাসা বৃদ্ধির পেছনে দু'জনের কারারুদ্ধ হয়ে থাকাটাই একমাত্র কারণ ছিল না। লিসা অবশ্য ক্যারেনের ব্যাপারে একটি সত্যি কথাই বলেছিল। পুরুষ মানুষ একদমই পছন্দ নয় ক্যারেনের। বেঁটে, বেজিমার্কা চেহারার বিলি কোনদিনই ওর টাইপ ছিল না। ক্যারেন বরং আকর্ষণবোধ করে গ্রেসের মতো নরম সরম, স্বর্ণকেশীদের প্রতি। গ্রেসের মায়াভরা চোখ, জিমন্যাস্টদের মতো ছিপছিপে দেহ, মসৃণ ত্বক, নাকের ডগায় ফুটকি ক্যারেনকে খুব আকর্ষণ করে। তবে সে কারাগারের শিকারী কয়েদীদের মতো নয় যে যাকে হাতের নাগালে পাবে তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। জোর করে কিছু ভোগ করার কথা সে কল্পনাই করতে পারে না। তাই গ্রেসের ওপর জোর খাটানোর কোন ইচ্ছেও তার নেই। গ্রেস আত্মহত্যা করতে চেয়েছে জেনে সে দারুণ হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তবে যখন শুনেছে এ যাত্রা রক্ষা পাবে গ্রেস, কেটে গেছে বিপদ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ক্যারেন।

গ্রেসও তার বন্ধুকে আলিঙ্গন করল।

'তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারতে না, ক্যারেন। অন্ততঃ ওই সময় নয়। তবে বোধহয় এখন সাহায্য করতে পারবে।'

'কীভাবে? তোমার কী দরকার বলো, গ্রেস। আমি তোমার জন্য আছি।'

'আমি জানি কে আমাকে আর আমার স্বামীকে ফাঁসিয়েছে। কিন্তু জানি না কীভাবে সে কাজটা করেছে। আমার প্রমাণ দরকার। এবং আমি জানি না তা কোত্থেকে শুরু করব।'

মৃদু হাসি ফুটল ক্যারেনের মুখে। সে হয়তো সত্যি গ্রেসকে সাহায্য করতে পারবে!

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

ত্রিশ

ডেভিড বুকোলা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শীত তাড়াতে পা ঝাড়া দিল। ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে। *আমার মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে। নইলে কী ক্যারেনের জন্য বুনো হাঁসের খোঁজে এই হতচ্ছাড়া জায়গায় আসি!*

ডেভিড বুকোলা বেশ লম্বা, গায়ের চামড়া তামাটে, তেমন একটা সুদর্শন না হলেও সে যে পেশায় রয়েছে, সেই পেশার লোকদের তুলনায় তাকে হ্যাণ্ডসামই বলা চলে। জলপাই ত্বক, গালে কৈশোরকালের ব্রণের দাগ, বুদ্ধিদীপ্ত বড়বড় চক্ষু, সুঠাম, শক্ত শরীরের সঙ্গে ঈগলের মতো বাঁকানো নাক তার চেহারায় চতুর শিকারীর একটা ভাব এনে দিয়েছে। মহিলারা ডেভিকে দেখলে আকর্ষিত হয়। অন্তত: ওই পর্যন্ত আকর্ষণ বোধ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মেয়েদেরকে তার টুকাহোয়ের জীর্ণশীর্ণ দুই বেডরুমের বাড়িতে নিয়ে যায় যেখানে সে এখনও তার মায়ের সঙ্গে থাকে, কিংবা ওদেরকে সে তার বারো বছরের পুরানো হোন্ডা অ্যাকর্ডে নিয়ে চড়ে বসে। এ বাহনটি সে হাইস্কুলে গ্রাজুয়েশন করার পর থেকে চালিয়ে আসছে। শখের গোয়েন্দাগিরির কাজটা মন্দ নয়, বিপজ্জনক এবং চ্যালেঞ্জিং তবে এ কাজ করে বড়লোক হওয়া যায় না। এটা *ম্যাগনাম পিআই* টিভি সিরিজের মতো নয়।

শৈশবেই ক্যারেন উইলিসের প্রেমে পড়েছিল ডেভিড বুকোলা। ক্যারেনকে যখন ওরা জেলে পুরে দিল এবং তার পরিবার ওর ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, খুব খারাপ লেগেছিল ডেভির। তবে আজ এখানে সে শুধু ক্যারেনের খাতিরে আসেনি। এসেছে নিজের জন্য। তার টাকার দরকার। এটাই আসল কথা। আর গ্রেস ব্রুকস্টিনের টাকা আছে।

অবশেষে খুলে গেল কারাগারের ফটক, সিকিউরিটি পাস হয়ে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেল দর্শনার্থীরা। ডেভিড বুকোলা বহু জেলখানায় গেছে কাজেই এসব জায়গার নিয়মকানুন তার জানা। কোট খোলো, জুতো খোলো, গহনা গাটি খোলো, স্ক্যান করো, মেটাল ডিটেকটরের সামনে দাঁড়াও, কুকুর তোমার গা শুঁকে দেখবে। যেন তুমি প্লেনে উঠছ, শুধু তোমার সঙ্গে লাগেজ নেই। তবে সিকিউরিটি চেক হওয়ার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকজন দেখতে ভালোই লাগে। কয়েদীদের মায়েদের এক নজর দেখলেই চেনা যায়। ক্লান্তিতে তাদের কাঁধ ঝুলে পড়েছে, চেহারায় প্রবল হতাশ আর ব্যথা। আছে

বেশ কয়েকজন স্বামীও, তাদের বেশিরভাগই মরাটে চেহারার। গায়ে চর্বি থলথলে, লম্বা চুল, মাদক নেয় বোঝাই যায়। তবে লাইনে পুরুষদের সংখ্যা কমই থাকে। প্রায় সবাই মহিলা আর শিশু। প্রবল শীত ঠেঙিয়ে বেডফোর্ড হিলসে এসেছে তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করতে।

ডেভি মনে মনে বলল, *মহিলারা পুরুষদের চেয়ে অনেক কম স্বার্থপর।*

পরক্ষণে সে ভাবল, *অবশ্য মহিলারা বেশিরভাগ সময় দেখেও না দেখার ভান করে। পুরুষরা প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলে। মহিলারা মিথ্যা বলে মজা পেতে।* গ্রেস ব্রুকস্টিনের কথা সে শুনেছে কিন্তু ও যা বলবে তা-ই সে মেনে নেবে না।

হেঁটে ভিজিটর্স রুমে ঢুকল ডেভি। বসল একটি কাঠের টেবিলে। রোগা প্যাঁকাটি চেহারার ছোট একটি মেয়ে এসে বসল তার বিপরীতে।

'আমার মনে হয় তুমি ভুল সিটে বসেছ। আমি এসেছি মিসেস ব্রুকস্টিনের সঙ্গে কথা বলতে।'

হাসল ছোট মেয়েটি। 'আমিই গ্রেস ব্রুকস্টিন। আপনি কেমন আছেন, মি. বুকোলা?'

যীশাস! ওর এ কী দশা! এখানে এসেছে মাত্র মাসখানেক হলো। সে আদালত কক্ষের ব্রুকস্টিনকে দেখবে ভেবেছিল– দামী পোশাক পরা, সুন্দরী, গ্ল্যামারাস এক নারী। কিন্তু তার সামনে যে মেয়েটি বসে আছে তাকে দেখে মনে হয় চোদ্দ বছরের এক কিশোরী, খুবই ছোট করে চুল ছাঁটা, মুখখানা রাস্তার দুঃস্থ মেয়েদের মতো করুণ। এ মেয়েটির নাক ভাঙা, চোখের নিচে গভীর কালি, দেখে মনে হয় যেন অনেকদিন কিছু খায়নি। পরনের কমলা রঙের জাম্প সুটটি তার ক্ষুদ্র শরীরে ফুলে আছে। ডেভি ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় লক্ষ্য করল গ্রেসের হাতখানা ভীষণ স্বচ্ছ, শিরাগুলো পরিষ্কার চেনা যায়।

'ক্যারেন বলল আপনার নাকি সাহায্যের দরকার।'

গ্রেস সোজাসাপ্টা গলায় বলল, 'আমি চাই জন মেরিভেল যে আমাকে আর আমার স্বামীকে ফাঁসিয়েছে সে ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

ক্যারেন এ বিষয়ে ডেভিডের সঙ্গে কোন কথাই বলেনি। শুধু বলেছিল, 'ও তোমাকে দিয়ে ছোট্ট একটি তদন্ত করাতে চায়।'

'জন মেরিভেল। সে না কোরামের দ্বিতীয় ব্যক্তি? লোকটি এফবিআই'র সঙ্গে কাজ করছে।'

ডেভির মনের কথা পড়তে পেরে গ্রেস বলল, 'আপনি একটু সন্দেহের দোলাচলে দুলছেন বুঝতে পারছি। আশাও করছি না যে আমার কথা বিশ্বাস করবেন। আমি শুধু অনুরোধ করব বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখার জন্য। এখানকার লাইব্রেরি থেকে যতটুকু সম্ভব রিসার্চ আমি করেছি তবে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার রিসোর্স সীমিত।'

'দেখুন, মিসেস ব্রুকস্টিন।'

'আমাকে গ্রেস বলে ডাকবেন

'দেখুন গ্রেস, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। তবে যা সত্য তাই আপনাকে বলব। এফবিআই কোরামের ফাইন্যান্সে চিরুনি অভিযান চালিয়েছে। মেরিভেল আপনার স্বামীকে ফাঁসিয়েছেন, এরকম কোন প্রমাণ থাকলে ওরা কি তা খুঁজে পেত না?'

'অপরিহার্যত নয়। ওরা যদি ওকে বিশ্বাস করে থাকে তাহলে তো নয়ই। জন এফবিআই'র সঙ্গে কাজ করছে, মি. বুকোলা। সে অনুসন্ধানকারী দলের একজন সদস্য দেখতে পাচ্ছেন না? সে ওদেরকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছে সে ওদের একজন। বিশ্বাস করুন, জন মেরিভেল মানুষ পটাতে ওস্তাদ।'

'মানুষ পটানো এক জিনিস আর সত্তর বিলিয়ন ডলার চুরি করে সেটা লুকিয়ে রাখা অন্য জিনিস। এমন জায়গায় টাকাটা লুকিয়ে রেখেছে চোর যে কেউ তার সন্ধান পাচ্ছে না, SEC নয়, ব্যুরোর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষটি নয়, কেউ নয়... কেউ কেউ বলতেই পারে ও টাকা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।'

হাসল গ্রেস। 'আমার অ্যাটর্নিও একই কথা জুরিদেরকে বলেছিলেন। তারপরও আমি এখানে।'

ডেভিড বুকোলাও ফিরিয়ে দিল হাসি।

'আমি কোনদিন কোন ব্যাংক স্টেটমেন্টও খুলিনি, মি. বুকোলা। জন মেরিভেল একজন ফিন্যান্সিয়াল উইজার্ড। আমি কাজটা করতে পারলে সেও পারত, না?'

ডেভি বুকোলা ভাবল, *এ মেয়েটিকে আমি আন্ডারএস্টিমেট করেছি। এ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো নয়। হয়তো বা মিসগাইডেড। তবে এ কারও হাতের পুতুল নয়।*

'ঠিক আছে, মিসেস ব্রুকস্টিন, আমি আপনার জন্য কিছু খোঁজখবর নেব। তবে আগেই সাবধান করছি কোন আগাম পরিণামের কথায় বিশ্বাস করবেন না। এ আমার ধর্মের বিরুদ্ধে।'

'বুঝতে পারছি আপনার কথা।'

'আপনার এ কাজটি যদি আমি করি, খোলামনেই করব। আমি সত্য অনুসন্ধানী। সত্য খুঁজতে এমন কিছু পেয়ে যেতে পারি যা আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে।'

'আমি সে ঝুঁকিটা নেব।'

'আরেকটা কথা আপনার জানা থাকা দরকার কোন কিছুই খুব দ্রুত ঘটবে না। এটি একটি জটিল কেস। অসংখ্য তথ্য রয়েছে যা ক্লাসিফায়েড। আমার এফবিআই সোর্স আছে, পুলিশে লোক রয়েছে, এবং SEC-ও আমার সঙ্গে কথা বলবে। তবে কাজটা সারতে সময় লাগবে।'

গ্রেস তার চারপাশের চার দেয়ালে চোখ বুলাল। 'আমার সময়ের অভাব নেই, মি. বুকোলা। আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল ডেভি বুকোলা। 'সেক্ষেত্রে, মিসেস ব্রুকস্টিন, আপনি আপনার লোকটিকে পেয়ে গেছেন।'

একত্রিশ

'তুমি কী করছ, হানি? শুতে এসো।'

বিছানার ওপর মেলে দেয়া স্ত্রীর ভরাট যৌবনের নগ্ন শরীরটির দিকে তাকাল হ্যারি বেইন। তারপর ঘড়ি দেখল। সকাল ছ'টা বাজে। *ফাকিং কোরাম।*

'এখন আর শোবো না। সকাল সাতটায় একটা মিটিং আছে।'

'বলে দাও তুমি অসুস্থ। যেতে পারবে না।'

'সম্ভব না। মিটিংটা আমিই ডেকেছি।'

গোটা আমেরিকা ঘৃণা করে লেনি ব্রুকস্টিনকে। তবে এ মুহূর্তে হ্যারি বেইনের চেয়ে আর কেউ তাকে এমন প্রবলভাবে ঘৃণা করছে না। সত্তর বিলিয়ন ডলারের কোন খোঁজ নেই। এতো একটা দেশকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। হ্যারি নিশ্চয় টাকাটা খুঁজে পাবে। কেন পাবে না?

কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেল এখনও টাকার সন্ধান মেলেনি। হ্যারি বেইন, গেভিন উইলিয়ামস এবং ওদের দল কোরামের পুরানো অফিস ওদের তদন্তের স্বার্থে দখল করে বেস বানিয়েছে। জন মেরিভেলের সাহায্যে, টাস্ক ফোর্স মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, সারা বিশ্বজুড়ে অভিযান চালিয়েছে, নিউইয়র্ক থেকে গ্রান্ড কেইম্যান, প্যারিস থেকে সিঙ্গাপুর। হ্যারি বেইন, গেভিন উইলিয়ামস এবং জন মেরিভেল পরিযায়ী কানাডিয়ান হাঁসের চেয়েও বেশি মাইল রাস্তা আকাশ পথে পাড়ি দিয়েছে, যে পরিমাণ কাগজপত্র জমা করেছে তা দিয়ে গোটা একটি রেইন ফরেস্ট ঢেকে দেয়া যায়, হাজার হাজার লোকের ইন্টারভ্যু করেছে, অগুনতি ব্যাংক রেকর্ড সিজ করেছে। লেনি ব্রুকস্টিন ২০০১-এর জানুয়ারি থেকে ২০০৯-এর জুনের মধ্যে টাকা পয়সা পাচার করলে এফবিআই'র কাছে তার রেকর্ড থাকার কথা ছিল। কিন্তু কোন রেকর্ড নেই।

কাজের স্পৃহার অভাবে ওরা ব্যর্থ হয়নি। গেভিন উইলিয়ামস একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ হলেও কমিটমেন্টের ব্যর্থতার জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না। হ্যারি বেইন জানে উইলিয়ামসের কোন বন্ধু বা পরিবার নেই, তার কোন ব্যক্তিগত জীবনই নেই। পুরো সময়টাই সে ব্যয় করছে কোরামের পেছনে। লেনি ব্রুকস্টিন তার বাণিজ্যের অভেদ্য যে পেপার ট্রেইল রেখে গেছে তার পেছনে হাউণ্ডের মতো দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছে সে,

তারপর আছে জন মেরিভেল, কোরামের ইনসাইডার থেকে পুলিশ অ্যাসেট বনে যাওয়া লোকটি। জনও অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। এমন লাজুক, প্রায় প্রতিবন্ধীর পর্যায়েই পড়ে, লেনি ব্রুকস্টিনের নাম উচ্চারিত হতে শুনলে এখনও তার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। শুরুতে হ্যারি ভাবছিল জন নিজেই হয়তো এ প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু লেনি ব্রুকস্টিনের ব্যবসা বাণিজ্যের কূটকৌশল সম্পর্কে সে যত জেনেছে ততই জন মেরিভেল, এন্ড্রু প্রেস্টন কিংবা অন্যান্য কর্মকর্তাদের ওপর তার সন্দেহ হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ব্রুকস্টিন তার কাজকর্মে এতটাই গোপনীয়তা রক্ষা করত যে সিআইকে তুলনায় মনে হবে দুগ্ধপোষ্য। তাকে সারাক্ষণ মানুষজন ঘিরে থাকত কিন্তু সে কাউকেই বিশ্বাস করত না। তার স্ত্রী বাদে।

গুজব রয়েছে জন মেরিভেল সাংসারিক জীবনে অত্যন্ত অসুখী একজন মানুষ। ক্যারোলিন মেরিভেলের সঙ্গে হ্যারি বেইনের একবার পরিচয় হয়েছিল। সে কথাটা বিশ্বাসও করেছে। মহিলা বোধহয় ছুরি আর চাবুক নিয়ে বিছানায় যায়। কিংবা তখন তার পরনে থাকে গেস্টাপো ইউনিফর্ম। এ জন্যেই টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে ভালোবাসে জন মেরিভেল। যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকা যায়। *ওরকম এক খাণ্ডারনিকে বিয়ে করলে আমিও সবসময় বাড়ির বাইরেই থাকতে চাইতাম।*

'ঠিক আছে, বন্ধুগণ। তাহলে আমরা কী পেলাম?'

এফবিআই এজেন্টদের এলিট গ্রুপ, যারা মিলে কোরামের টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাদের বসের দিকে তাকিয়ে রইল। জোকার টাইপের একজন বলল, 'গেভিন আবার বেডফোর্ড হিলসে যাওয়ার চিন্তা করছে। তাই না, গাভ? সে তার লিজেন্ডারি চার্ম ব্যবহার করে মিসেস বিকে দিয়ে পাখির সুরে গান গাওয়াবে ভাবছে।'

দলের বাকিরা এ কথায় হেসে উঠল। 'গ্রেস ব্রুকস্টিনকে কথা বলিয়েই ছাড়বে' বলে গেভিন যে প্রতিজ্ঞা করেছে তা এখন টাস্ক ফোর্সের সবার কাছে কৌতুকের একটি মস্ত খোরাকে পরিণত হয়েছে। হয় গ্রেস জানে না লেনি টাকাটা কোথায় লুকিয়েছে কিংবা জানলেও বলতে চাইছে না। দু'দিক থেকেই গেভিন একটা মরা ঘোড়ার পেছনে দাপড়ে বেড়াচ্ছে। এ কথা সবাই বুঝতে পারলেও গেভিন বোধহয় বুঝতে পারছে না।

বলাবাহুল্য ওদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল না সে। 'বেডফোর্ড আবার যাওয়ার কোন পরিকল্পনাই আমার নেই, স্টিফেন। তোমার তথ্যটি ভুল।'

জোকার টাইপের লোকটি তার পার্টনারকে বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার তথ্যটি ভুল,' আচ্ছা গেভিন কি মানুষ? কথা শুনে মনে হয় আর টু ডিটু টাইপের রোবট।

'নো, কিডিং,' পার্টনার এবারে আরও জোরে বলল, 'হেল্প মি. ওবি-ওয়ান ব্রুকস্টিন। তুমি আমার একমাত্র আশা।'

আরও উচ্চকিত হলো হাসির আওয়াজ।

গেভিন উইলিয়ামস তার তথাকথিত কলিগদের দিকে তাকাল। সম্ভব হলে সে খালি

হাতে এদের সবার বুক ফেড়ে কলিজা বের করে এনে হারামজাদা হ্যারি বেইনের গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিত যাতে ব্যাটার দম বন্ধ হয়ে যায়। ও এমন কী বলেছে যে এরকম বিশ্রীভাবে হাসতে হবে? এরা সবাই এফবিআই'র ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং খোঁড়া অপারেশনের অংশ। গেভিন এ শো'র পরিচালক থাকলে পরিস্থিতি হতো ভিন্নরকম।

হ্যারি বেইন বলল, 'ঠিক আছে। এবারে তাহলে সবকিছু জেনেভার প্রতি নির্দেশ করছে।'

জন মেরিভেল গত তিন সপ্তাহ ধরে অদল বদল ব্যবসা নিয়ে গবেষণা করেছে। ২০০৬ সাল থেকে যেসব বাণিজ্য হয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছে এর ট্রেইল গিয়ে মিশেছে সুইটজারল্যান্ডের নাম্বারড অ্যাকাউন্টে। তারপর আর কোন তথ্য মেলেনি।

'গেভিন, এবারে তুমি আর জন মিলে একসঙ্গে যাবে। এক মাথার চেয়ে দুই মাথায় কাজ হবে বেশি।'

নিজের বিস্ময় গোপন করতে ব্যর্থ হলো জন মেরিভেল। সে এবং গেভিন উইলিয়ামস সাধারণত আলাদাভাবে কাজ করে। এই প্রথম বেইন ওদের দু'জনকে একসঙ্গে কাজ করতে বলল।

'আমি একাই জেনেভার কাজ সা-সামলাতে পারব, হ্যারি।'

'আমি জানি তুমি তা পারবে। কিন্তু আমি চাই এই কাজটি তোমরা দুজনে একসঙ্গে করবে।'

জন মেরিভেলের সঙ্গে হ্যারি বেইনের সম্পর্কটি এখন ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। শুধু জন নয়, গোটা টাস্ক ফোর্স বুঝতে অনেক সময় নিয়েছে যে সে ওদের পক্ষে, সে-ও অন্যান্যদের মতোই লেনি ব্রুকস্টিনের একজন শিকার। ধীরে, মন্থরগতিতে, নিঃশব্দ ধৈর্যের সঙ্গে নিজের যে ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছিল জন, সেভাবেই সে টাস্কফোর্সের সবার বিশ্বাস অর্জন করেছে। এখন আর সে হ্যারি বেইনের ভয়ে ভীত নয়। তবে হ্যারিকে ডিঙোবার খায়েশও তার নেই। গেভিন উইলিয়ামস সঙ্গে গেলে তার একগুঁয়ে, জেদী মনোভাবের কারণে সুইটজারল্যান্ড ট্রিপ হয়তো ভেস্তে যাবে অনুমান করেও এ বিষয়ে আর কোন তর্কে না যাওয়াই সমীচীন মনে করল জন।

হ্যারি বেইন বলল, 'আমাদের টিম স্পিরিট আরও বাড়ানো দরকার। তোমরা একে অপরের সঙ্গে আইডিয়া শেয়ার করবে। যেভাবেই হোক এই অচল অবস্থার অবসান ঘটানো চাই।'

গেভিন উইলিয়ামসের সঙ্গে আইডিয়া শেয়ার করার কথা কল্পনা করল জন মেরিভেল। *আসলে হ্যারি বেইনের মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে।*

বত্রিশ

নিউইয়র্কের ফ্লাইটটা একেবারেই বাজে এবং নিরানন্দময়। প্লেনটা এয়ার পকেটে পড়ে বারবার ঝাঁকি খাচ্ছে আর পেট গুলিয়ে আসছে জন মেরিভেলের। সে তার সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল। 'আমরা আইনত সুইস ব্যাংককে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য চাপ দিতে পারব না। তবে ব্যাংক ডি জেনেভের লো-লোকদের আমি ভালো চিনি। ওদেরকে হয়তো মুখ খুলতে রা-রাজি করাতে পারব।'

নীরবতা। এ যেন লাশের সঙ্গে কথা বলা।

চোখ বুজল গেভিন উইলিয়ামস। *'রাজি করানো', 'মুখ খোলানো।' আরে ওরাইতো ক্রুকস্টিনের নোংরা টাকা পাচারে সাহায্য করেছে। ওদেরকে ধরে এমন ধোলাই দেয়া উচিত যাতে স্ট্যাচু অব লিবার্টি থেকে ওদের চিৎকার শোনা যায়।*

'তুমি কি জেনেভায় অ-অনেকদিন ছিলে, গেভিন?'

'না।'

'শহরটি খুব সুন্দর। পা-পাহাড়। লেক। আমি আর লেনি এখানে প্রায়ই আসতাম।'

গেভিন উইলিয়ামস চোখের ওপর স্লিপ মাস্ক টেনে দিল। 'গুড নাইট।'

ঝাঁকি খেয়ে উঠল প্লেন।

জেনেভার পুরাতন শহরে দামী পাঁচতারা হোটেলে লে আমুরের রুম ভাড়া করেছে জন মেরিভেল। পুরানো দিনগুলোতে সে আর লেনি লে আমুরের বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে কত খাওয়া দাওয়া করেছে। ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত রেস্টুরেন্টটি দারুণ দারুণ ফ্রেসকো দ্বারা সজ্জিত। রয়েছে হাতে আঁকা ফ্যাসাড এবং চিত্রকল্প। লেনি বলত সে যেন সিস্টিন চ্যাপেলে বসে খাচ্ছে।

গেভিন উইলিয়ামস জনের হোটেলে উঠবে না। বলল, সে হোটেল ইডেনে থাকবে। এটি লেকের ধারে তবে গেভিন এমন একটি ঘর পছন্দ করেছে যেখান থেকে বাইরের কোন দৃশ্য দেখা যায় না এবং জিমনাশিয়াম ও বিজনেস সেন্টার এর কাছাকাছি। 'আমরা এখানে মজা করতে আসি নি।' সংক্ষেপে সে জানিয়ে দিল জনকে।

জন ভাবল লেনি থাকলে গেভিন উইলিয়ামকে সে কী অপছন্দটাই না করত। লোকটার নিরানন্দভাব। রাগ। ডিনার শেষে জেনেভার ঠাণ্ডা, মধ্যযুগীয় রাস্তায় একা

একা হাঁটার সময় ও ভাবছিল লেনি এখন সঙ্গে থাকলে ট্রিপটা কী দারুণ না হতো!

'আমি যাচ্ছি না মানে কী?'

গেভিনের পছন্দের হোটেলে বসে সে আর জন একত্রে নাশতা খাচ্ছে। একটু পরেই ব্যাংক ডি জেনেভের লোকজনের সঙ্গে মিটিং। কিন্তু জন বলছে সে গেভিনকে নেবে না।

'ব্যাংকারদের সঙ্গে আমার একটা স-সম্পর্ক আছে। আমি একা গে-গেলে ওরা আমার ওপর বেশি আস্থা রাখতে পারবে।'

'তোমার ওপর আস্থা রাখবে?' ন্যাপকিনটা মুঠো পাকাল গেভিন।

'হ্যাঁ, ব্যাংকিং। বিশেষ করে সুইটজারল্যান্ডে সবকিছুই আস্থা এবং বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।'

ভেতরে ভেতরে রাগে ফুলছে গেভিন। *তুমি পৃথিবীর সর্বকালের সেরা চোরের ডান হাত ছিলে আর তুমি আমাকে আস্থা এবং বিশ্বাসের কথা শোনাচ্ছ? তুমি এখনও ওদের একজন– একজন ব্যাংকার– কিন্তু আমি নই।* সে মুখে ধমকে উঠল, 'আমাকে অতকিছু বোঝাতে হবে না, জন। আমি সুইস ব্যাংকিং-এর ওপরে বই লিখেছি।'

'চমৎকার। তাহলে তো তুমি বুঝতেই পারছ আমি কী বলছি।'

'তুমি যেসব লোকের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা বলছ তারা সবাই মানি লন্ডারার। এরা বাজে লোক, এদের বিশ্বাসের কানাকড়ি দামও নেই। তুমি পছন্দ করো বা নাই করো আমি মিটিংয়ে যাচ্ছি।'

জন মেরিভেলের মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটল। 'তুমি যেতে পারছ না, গেভিন। বিষয়টি আমি ইতিমধ্যে হ্যারি বেইনের সঙ্গে খোলাসা করে নিয়েছি। আমি একাই যা-যাচ্ছি। আমি ওদের কাছ থেকে যে তথ্য বের করে আনতে পারব সেগুলো তুমি ফলোআপ করবে। ইচ্ছে হলে হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে পারো। তাতে তোমার মন্দ বই ভালো হবে না।'

'আমি হ্যারির সঙ্গে এখন কীভাবে কথা বলব?' তোতলাল গেভিন। 'নিউইয়র্কে এখন রাত তিনটা।'

'তাই নাকি?' আবার হাসল জন। 'তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল।'

তিনদিন পরে ওরা ফিরে এল আমেরিকায়।

হ্যারি বেইনকে রিপোর্ট দিল জন মেরিভেল: লেনি জেনেভায় যে টাকাই রাখুক না কেন তা সব সে তুলে নিয়েছে। কিছু টাকা বিনিয়োগকারীদেরকে দেয়া হয়েছে। বাকি টাকা ঢালা হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার সম্পত্তি ক্রয়ে। কাল বোগোটা যাবে গেভিন উইলিয়ামস যদি কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারে।

হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল হ্যারি বেইন। *বোগোটা।*

'জেনেভার ব্যাপারে আমি দুঃ–দুঃখিত, স্যার। আমি ভেবেছিলাম ওখানে গেলে কোন সুলুক সন্ধান করতে পারব।'

জন মেরিভেল ওকে 'স্যার' সম্বোধন করলে খুবই বিরক্ত হয় হ্যারি। সে ভেবে পায় না এরকম দুর্বলচিত্তের একজন মানুষ কী করে লেনি ব্রুকস্টিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

'ইটস ওকে, জন। তুমি যা পেরেছ, করেছ। ব্যুরো তোমার প্রচেষ্টাকে প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখছে।'

'থ্যা-থ্যাংক ইউ, স্যার। আমি চেষ্টা চালিয়ে যাবো।'

হ্যাঁ, আমরা সবাই চেষ্টা চালিয়ে যাবো। কিন্তু ফল পাবো না কিছুই। অন্তত: এ জীবনে নয়।

'জন, কিছু মনে না করলে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি?'

চমকে উঠল জন।

'প্রশ্নটা কখনও তোমার মনে জাগে নি?'

'কী প্রশ্ন জাগবে?'

'লেনি ব্রুকস্টিনের কাছে তুমি নিশ্চয় মিলিয়ন ডলার খুইয়েছ ঠিক? মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার।'

মাথা দোলাল জন মেরিভেল।

'তোমার গোটা কর্মজীবন ধ্বংস হয়ে গেছে, ধুলায় লুটিয়েছে তোমার সুনাম। তুমি কি মানবতায় বিশ্বাস করো?'

হাসল জন মেরিভেল। 'আমি আসলে মা-মানবতা নিয়ে কখনও বেশি মাথা ঘামাইনি।'

'তাহলে বন্ধুত্ব?'

জনের মুখ থেকে মুছে গেল হাসি।

'আপনাকে বন্ধুত্ব নিয়ে কিছু কথা বলি, মি. বেইন। বন্ধুত্বই সবকিছু। পৃথিবীতে শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্কটিই টিকে আছে। লোকে আমার সম্পর্কে যে যাই বলুক তবে আপনাকে বলছি আমি একজন বিশ্বস্ত বন্ধু।'

সে ঘুরে দাঁড়াল। হেঁটে চলে গেল। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছিল হ্যারি বেইন। কেন, নিজেও জানে না।

বোগোটার একটি হোটেলের বাথরুমে ঠাণ্ডা শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সাবান দিয়ে গা ঘষছিল গেভিন উইলিয়ামস। এই নোংরা পৃথিবীতে নিজেকে পরিষ্কার রাখা খুব কঠিন। কলম্বিয়া খুবই নোংরা দেশ। এখানকার জীবন পচে গেছে, লোভ একে গ্রাস করেছে, আক্রান্ত হয়েছে দুর্নীতি দ্বারা। এজন্য অসুস্থবোধ করছে গেভিন।

শরীরে জোরে জোরে সাবান ঘষতে ঘষতে গেভিন ভাবছিল জন মেরিভেলের কথা। সুইটজারল্যান্ডে বসে জন তাকে অপমান করেছে। সন্দেহ নেই সে ভেবেছে সে তার শেষ হাসিটি হেসেছে।

কিন্তু সে ভুল করেছে। ভুল মানুষটিকে সে প্যাট্রোনাইজ করেছিল।

এজন্যে জনকে পস্তাতে হবে।

তেত্রিশ

বেডফোর্ড হিলসে গ্রেসের প্রথম বছরটি কেটে গেল দ্রুত।

বেশিরভাগ দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড ভোগকারীদের কাছে প্রথম বারো মাসটির শাস্তি ভোগ তাদের কাছে সবচেয়ে যন্ত্রণার মনে হয়। তবে গ্রেসের কাছে কারাগারে প্রথম বছরটি মনে হয়েছিল দীর্ঘসময় ধরে সুখে নিদ্রা যাওয়া থেকে জেগে ওঠা। এই প্রথমবার সে যেন জীবন আসলে কী তাই দেখছে। তার চারপাশে যেসব মহিলা আছে তারা সবাই সাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ডের, দরিদ্র মানুষের ব্যাকগ্রাউন্ড। গ্রেস যেখানে বড় হয়েছে সেখান থেকে কুড়ি মাইল দূরের এলাকায় এদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। কিন্তু তাদের সেই জগত একদমই অজানা ছিল গ্রেসের কাছে।

গ্রেস এখন বুঝতে পারে বন্ধুত্ব ছিল মরীচিকার মতো, পলকা, ফাঁপা সম্পর্ক যার ভিত্তি ছিল অর্থ কিংবা সামাজিক স্ট্যাটাস। বেডফোর্ড হিলসে সে মেয়েদের ভিন্নরকম বন্ধুত্ব দেখেছে, যে বন্ধুত্বের জন্ম হয়েছে দু:খকষ্ট আর দৈব দুর্বিপাকের মাঝ দিয়ে। এখানে কেউ তোমাকে সহানুভূতি নিয়ে কথা বললে বুঝতে হবে সত্যি তোমার প্রতি তার মায়া রয়েছে। ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে গ্রেস বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে শুরু করল ক্যারেন এবং অন্যান্য মেয়েদের সাথে যাদের সঙ্গে সে চিলড্রেনস কেয়ারে কাজ করছে। এমনকী কোরা বাডসের দিকেও সে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল।

কোরা জটিল চরিত্রের একটি মানুষ। সে হিংস্র, মুডি এবং অশিক্ষিত। সে যে কোন মুহূর্তে দুর্বল কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তাকে ভয় দেখাতে পারে। যেভাবে বেডফোর্ডে দ্বিতীয় রাতে গ্রেসের ওপর হামলা করেছিল। তবে কোরা বাডস একই সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং স্নেহময়ী মা। গ্রেসের আত্মহত্যার চেষ্টার পরে কোরার মাতৃস্নেহ উথলে ওঠে ওর ওপর। ক্যারেন উইলিসের চেয়ে কোরাই বরং গ্রেস ব্রুকস্টিনের ব্যাপারে তার সহকয়েদীদের সহানুভূতি আদায়ে বেশি প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। চিলড্রেনস সেন্টারের একদল মহিলা গ্রেসকে একঘরে করে ফেলেছিল, তারা তার সঙ্গে কথা বলত না, এমনকি একই ঘরে বসে একসঙ্গে খেতে পর্যন্ত চাইত না। কোরা তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

'ওকে একটা সুযোগ দাও। ও কিছুই চুরি করেনি। ও কীভাবে চুরি করতে হয় তা-ই জানে না।'

'ও অনেক ধনী, কোরা।'

'ওর মা-ও নেই। ও এখানে চাকরি পেল কী করে? ওয়ার্ডেন ওকে সুনজরে দেখে।'

কোরা বাডস বলল, 'তোমরা একটা কথা জানো না। ওয়ার্ডেন ওকে মৃত দেখতে চেয়েছিল। এজন্যেই ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি গ্রেস খুব ভালো মেয়ে। আদালত কিংবা টিভিতে ওকে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেরকম মেয়েই নয় সে। ওকে তোমরা শুধু একটা সুযোগ দাও।'

ধীরে ধীরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহিলারা তাদের আলোচনায় গ্রেসকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে লাগল। ওরা ওকে ওদের দলে নিয়েছে, ওর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছে, এটা গ্রেসের জন্য বিরাট একটি ব্যাপার ছিল। সমাজ বেডফোর্ড হিলসের মহিলাদেরকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তাদেরকে অস্পৃশ্য মনে করে। এখন, প্রথমবারের মতো গ্রেসের মনে হচ্ছিল তাদেরকে অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করে সমাজই আসলে অপরাধ করেছে, সমাজই মূল ক্রিমিনাল। সারা জীবন আমেরিকান স্বপ্নের মধ্যে দিন কেটেছে গ্রেসের। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম তার। সে বেড়ে উঠেছে ধনসম্পদ, স্বাধীনতা আর সুখের মাঝে। এখানে, বেডফোর্ড হিলসে, স্বর্ণমুদ্রার অপর পাশটি দেখতে পেয়েছে গ্রেস: দারিদ্রের অসহায়ত্ব, ভঙ্গুর পরিবারের অভঙ্গুর বৃত্ত, শিক্ষার অভাব, মাদক এবং অপরাধ, গ্যাং কালচারের লৌহ মুষ্ঠি।

এ যেন একটি লটারি। এই মহিলাদের নিয়তি হলো কারাগার, আর আমার কারাগার ছিল ধনসম্পদ এবং প্রাচুর্য।

অন্তত: এটি আমার কাছ থেকে কেউ চুরি না করা পর্যন্ত ছিল।

বেশিরভাগ কয়েদীর চেয়ে সৌভাগ্যবতী গ্রেস। তার একটি দুর্লভ এবং অমূল্য জিনিস রয়েছে যা বেডফোর্ডের অন্যান্য মেয়েদের নেই: একটি উদ্দেশ্য। এখানে, জেলে বসে গ্রেস অবশেষে একটা কাজ পেয়েছে যেটা ওকে করতে হবে। কোরামে কী ঘটেছিল তা ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। এ শুধু স্বাধীনতার জন্য নয়। এ ন্যায়বিচারের জন্য। আসল সত্য উদ্ঘাটনের জন্য।

গ্রেসকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে জেলে তার জীবন কেমন কেটেছে সেই অনুভূতি এক শব্দে প্রকাশ করার জন্য, সে 'মুক্ত' শব্দটি উচ্চারণ করবে। যদিও এটি সবচেয়ে পরিহাসমূলক শব্দ।

সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত প্রতিদিন চিলড্রেন'স সেন্টারে কাজ করে গ্রেস। কাজটিতে প্রশংসা জোটে, করতে ভালোও লাগে। বাচ্চারা প্রতিদিন তাদের মায়েদের সঙ্গে সময় কাটাতে আসে, মা এবং সন্তানদের মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট হলেও মাঝে মাঝে কৃত্রিম পরিবেশের কারণে সময় যেন কাটতেই চায় না। গ্রেসের কাজ হলো কিছু কাজের মাধ্যমে পরিবেশটাকে হালকা এবং সহজ করে তোলা: সে গল্প বলে, বই পড়ে শোনায়, ছবি আঁকার ক্লাসে ওদেরকে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। মোটকথা এমন সব কাজ গ্রেস

করে যাতে মা এবং সন্তান উভয়েই কোথায় এসেছে এবং কেন এসেছে এসব নিষ্ঠুর চিন্তা না করে সময়টাকে উপভোগ্য করে তুলতে পারে।

বেডফোর্ড হিলসই একমাত্র জায়গা যেখানে কয়েদীরা বাইরের পোশাক পরার সুযোগ পায়। তাদেরকে এসব পোশাক সরবরাহ করে সিস্টার্স অব মার্সি নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এ ফ্যাসিলিটির কর্ণধার সিস্টার থেরেসা ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশের কাছে তাঁর যুক্তি তুলে ধরেছেন দৃঢ়ভাবে। 'ইউনিফর্ম দেখে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়। মাকে কয়েদীর পোশাকে অচেনা মনে হলে তো মা-সন্তানের সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়বে।'

সাধারণ সুতির জামার স্পর্শ গ্রেসের গায়ে যেন আদর বুলিয়ে দেয়। এখানকার কাজের রুটিনটি তার খুব পছন্দ: কী কী করা যায় তার পরিকল্পনা করা, টেবিলে রং তুলি বিছানো, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করা। সে বাচ্চাদেরকে বেশ ভালোওবাসে। লেনি বেঁচে থাকার সময় মা হওয়ার চিন্তাও সে কখনও করেনি। এখন সে নেই, গ্রেসের ভেতরে কেউ যেন একটা সুইচ অন করে দিয়েছে। তার সমস্ত স্বাভাবিক, মাতৃসুলভ অনুভূতিগুলো বেরিয়ে আসছে।

সেন্টারে কাজ করে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ শান্তি খুঁজে পায় গ্রেস। একরকম তৃপ্তির মৃদু গুঞ্জন যেন সর্বত্র ওকে অনুসরণ করে চলে। এটিই একমাত্র জায়গা যেখানে সে লেনি এবং জন মেরিভেলের কথা না ভেবে থাকতে পারে। সাধারণ কটন ব্লাউজ আর লম্বা উলের স্কার্টে সেন্টারের নানদের থেকে গ্রেসকে আলাদা করা মুশকিল। তার কাছে মনে হয়েছে কারাগারের জীবন কনভেন্টের পৃথিবী থেকে আলাদা; অবরুদ্ধ, নিয়মতান্ত্রিক, একই ধরনের কাজ প্রতিদিন করার পুনরাবৃত্তি। চিলড্রেনস' সেন্টারে গ্রেস একজন নানের মতোই গভীর শান্তি অনুভব করে মনের মাঝে। শুধু সে ঈশ্বর দর্শন করেনি। তার মিশনটি ভিন্ন।

সেন্টারে গ্রেসের কাজে ঝামেলা হয়ে দেখা দিল লিসা হ্যালিডে। সে A উইংয়ের আরেকজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী। সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধে বেডফোর্ড হিলসে পাঠানো হয়েছে লিসাকে। সে স্টোর ক্লার্ককে পিটিয়ে জন্মের পঙ্গু করে দিয়েছে। অত্যন্ত আগ্রাসী স্বভাবের, মাথা কামানো, ষণ্ডা চেহারার লিসার চিবুকে জ্বলজ্বল করছে কাটা দাগ, তাকে শ্বেতাঙ্গ কয়েদীদের নেতা হিসেবে মানা হয়। যে কোন কারাগার নিয়ন্ত্রণে কয়েদী নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশও এ ব্যাপারটা জানেন। তিনি লিসা হ্যালিডেকে কম খাটুনির কাজ দিয়েছেন এবং চিলড্রেন'স সেন্টারের কাজটি তাকে কিছুদিন শান্তও রেখেছিল। অন্তত: গ্রেস ব্রুকস্টিন আসার আগ পর্যন্ত।

গ্রেসের প্রতি নিজের ঘৃণা গোপন রাখার কোন প্রয়োজন বোধ করল না লিসা। গ্রেসকে সে কোরা বাডসের 'পোষ্য' হিসেবে দেখল এবং বেডফোর্ডের সাদা চামড়ার কয়েদীদের জন্য একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিবেচনা করল। গ্রেসকে অপদস্থ করা কিংবা বিপদে ফেলার কোন সুযোগই নষ্ট করবে না লিসা।

তিনটের পরে আসল কাজ শুরু হয় গ্রেসের। ওই সময় সে কারাগারের লাইব্রেরিতে ঘণ্টা দুই থাকে। ডেভিড বুকোলা তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেল তার তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। অধৈর্য হয়ে ফ্রি সময়গুলো কোরামের গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করল গ্রেস। শেখার বা জানার অনেক কিছুই আছে। ডেভির পরামর্শ মাফিক সে প্রথম থেকে শুরু করল। স্টক মার্কেট নিয়ে পড়াশোনা করল, এটি কী এবং কীভাবে কাজ করে। এই প্রথম আবিষ্কার করল হেজ ফান্ড আসলে কী জিনিস এবং এটি কী করেছে। হেজ ফান্ডের বিষয়ে লেনিকে কোনদিনই কিছু জিজ্ঞেস করেনি গ্রেস। সে অর্থনীতির ওপরে লেখা অসংখ্য আর্টিকেল পাঠ করল। Credit Crunch, bailout কী জিনিস সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। এখন সে এগুলো জানতে চাইল। বুঝতে চাইল লেহম্যান ব্রাদার্সের মতো কোম্পানি কেন ব্যর্থ হয়। কোরামের কারণে কেন বহু লোক তাদের চাকরি এবং ঘরবাড়ি হারিয়েছে। প্রথম কয়েকটি মাস মনে হলো বিশাল ক্যানভাসে ব্যাকগ্রাউন্ড অংকন। আকাশ এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র আঁকা শেষ করার পরে সে জাহাজটির ওপর কাজ ধরল। প্রতারণার ওপরে পড়াশোনা করল যার দায়ে তাকে জেলে আসতে হয়েছে। এটি, নিঃসন্দেহে ছবির সবচেয়ে জটিল এবং কঠিন অংশ।

হেজ ফান্ডের মূল সমস্যা হলো, জানল গ্রেস, তারা গোপনীয়তার চাদরের পেছনে বসে কলকাঠি নাড়ে। লেনির মতো শীর্ষস্থানীয় ম্যানেজাররা কখনোই তাদের বিনিয়োগ কৌশল প্রকাশ করে না, ব্যক্তি বাণিজ্যের সুনির্দিষ্ট ডিটেলগুলোর কাজ একাই করে।

ক্যারেন উইলিস জিজ্ঞেস করল গ্রেসকে, 'তাহলে লোকে কী করে জানত তারা কী কিনছে? যদি সবকিছুই মস্ত গোপনীয়তা হয়ে থাকে।'

'তারা জানত না,' জবাব দিল গ্রেস। 'তারা অতীতের পারফর্মেন্স দেখে ভবিষ্যৎ পারফর্মেন্সের ওপর বাজি ধরত।'

'ঘোড়ার ওপর বাজি ধরার মতো?'

'অনেকটা তাই।'

'এটা অনেক বড় ঝুঁকি, তাই না?'

'এটা নির্ভর করবে তুমি ম্যানেজারকে কতটা বিশ্বাস করছ তার ওপর।'

লোকে লেনিকে বিশ্বাস করত। তারা কোরামকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু কোথাও মস্ত একটা ভজকট হয়ে যায়। গ্রেস যতই প্রেস রিপোর্টগুলো পড়ল ততই বুঝতে পারল এফবিআই কেন হারানো টাকা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। এত বেশি গোপনীয়তা, অগুনতি নানান নামের অ্যাকাউন্টে ফান্ড স্থানান্তর, দেশে-বাইরে, সারা পৃথিবীজুড়ে, এ যেন সাগর সৈকতে নির্দিষ্ট বালুর কণার অনুসন্ধান। শেয়ার কেনার আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, তৈরি হয়েছিল ভূতুড়ে প্রফিট, নতুন করে বিনিয়োগ হওয়ার আগেই ওগুলোর বহুগুণ লাভ দেখানো হয়েছে। এত এত জটিল বিষয় যে গ্রেসের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে আর প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের কথা ভেবে তার চোখে জল এসে যায়।

চৌত্রিশ

ডেভি বুকোলা অবশেষে ওর সঙ্গে দেখা করতে এল। লোকটার চেহারার দিকে তাকিয়েই গ্রেস বুঝতে পারল খবর নিয়ে এসেছে সে। নিজের উত্তেজনা চেপে রাখতে হিমশিম খেল গ্রেস।

'জন মেরিভেল, তাই না? সে-ই টাকাটা চুরি করেছে। জানতাম আমি।'

'আমি জানি না টাকা কে চুরি করেছে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল গ্রেসের। 'ওহ্।'

'আমার তদন্ত ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে।'

ডেভির চেহারা গম্ভীর, ঠোঁটজোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসে আছে। গ্রেসের পেটের ভেতরটা শিরশিরিয়ে উঠল।

'মানে? কীরকম মোড়?'

ডেভি মনে মনে বলল, *আমি যখন এখানে এলাম ওকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। আমি তার পৃথিবীটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে যাচ্ছি। আর আমার যদি ভুল হয়ে থাকে?* সে টেবিলের সামনে ঝুঁকে গ্রেসের হাত ধরল।

'মিসেস ব্রুকস্টিন।'

'গ্রেস।'

'গ্রেস! আপনাকে এ কথাটি বলার জন্য আমি দুঃখিত। তবে আমার বিশ্বাস আপনার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে।'

'কী বললেন?' ঘরটা অকস্মাৎ বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করল। গ্রেস টেবিল চেপে ধরল যাতে মাথা ঘুরে পড়ে না যায়।

'লেনি আত্মহত্যা করেননি।'

'জানি আমি। ওটা ছিল একটা অ্যাক্সিডেন্ট। ঝড়...' ওর গলার স্বর মিলিয়ে গেল।

'ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। আমি কোরামে মেরিভেলের কর্মকাণ্ড গত কয়েক মাস ধরে খুব তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে লক্ষ্য করেছি।' বলল ডেভি। 'তবে আবিষ্কার করি আমি নিজের লেজের পেছনেই শুধু দৌড়াচ্ছি। তখন সিদ্ধান্ত নিই আপনার স্বামীর ব্যাপারে অনুসন্ধান করব। তাঁর অদৃশ্য হওয়া, তদন্ত, ঝড়ের দিনে নানটুকেটে যা ঘটেছিল ইত্যাদি। শেষে আমি অটোপ্সিতে নজর বুলাই।'

ঢোক গিলল গ্রেস। 'বলে যান।'

'পানিতে ডুবে আপনার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে এরকম ধারণা করার মানে তাঁর ফুসফুসে পানি ছিল। কোরাম কেলেংকারীর কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে সবাই ধারণা করে নেয়। তবে ফুসফুসে পানি পাওয়া গেলেই এর মানে এ নয় যে লোকটি পানিতে ডুবে মারা গেছেন।'

'পানিতে ডুবে মারা যায়নি?'

'ওই লাশটা পানিতে ছিল এক মাসেরও বেশি সময় ধরে। লাংসে তো পানি ঢুকবেই। এরকম মৃত্যুর ক্ষেত্রে আপনার মনে প্রথমেই প্রশ্ন জাগান উচিত। লোকটির লাশ পানিতে পাওয়া গেল কেন? সে যখন পানিতে পড়ে যায় তখন কি সে মৃত ছিল নাকি জীবিত?'

'আপনার ধারণা...'

'আমার ধারণা পানিতে পড়ার আগেই আপনার স্বামী মারা গিয়েছিলেন। ফুসফুসে কোন রক্ত ছিল না। সমুদ্রে ডুবে গেলে, ওইরকম প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে... ফুসফুসে এত জোরে পানি ঢুকবে এবং চাপ ফেলবে যে প্রায় নিশ্চিতভাবে রক্তক্ষরণ হতে বাধ্য।'

'প্রায় নিশ্চিতভাবে?'

'শুধু ফুসফুস নয়। আরও কিছু চিহ্ন ছিল, বুক থেকে গলা অবধি কিছু ক্ষতচিহ্ন। আঙুল এবং কব্জিতে যেসব দাগ আছে তা ধস্তাধস্তির প্রমাণ দেয়। এবং মাথাটি যেভাবে ধড় থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আমি ছবিগুলো দেখেছি। ভার্টেব্রার দিকে তাকান। মাছ ওই দশা করেনি। যদি না মাছের কাছে গিলোটিন না থাকত। কিংবা মাংস কাটার ছুরি।'

গ্রেস মুখে হাত চাপা দিয়ে 'ওয়াক' করে উঠল।

'ওহ্ শিট, আয়াম সরি। আমি এত বিস্তারিত বর্ণনা দিতে চাইনি। আপনি ঠিক আছেন তো?'

মাথা নাড়ল গ্রেস। ও আর ঠিক হতে পারবে না। কান্না দমন করতে গভীর একটা দম নিল সে।

'কেউ এ ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখেনি কেন?'

'কেউ কেউ করেছিল। ধস্তাধস্তির ফলে সৃষ্ট দাগ বা ক্ষতগুলোর কথা বলেছে। তবে কেউ পাত্তা দেয়নি। কেউ সত্যটি দেখতে চায়নি। ওইসময় নয়। ভুলে গেলে চলবে না আপনার স্বামী তখন ছিলেন আমেরিকার সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন এমনটি ভাবাই সহজ ছিল। তাকে ভিক্টিমের বদলে সবাই কাপুরুষ ভেবেছে।'

'সহজ ছিল?' গ্রেসের মাথা ঘুরছে। ও আর সহ্য করতে পারছে না।

ডেভি বলল, 'জানি আপনি খুব শকড হয়েছেন তবে এটি আসলে সুসংবাদ। আমরা আবার ইনকোয়েস্ট রিওপেন করার দাবি জানাতে পারব, গ্রেস। মার্ডার ইনভেস্টিগেশন হিসেবে মামলা শুরু করার এটি হবে প্রথম পদক্ষেপ।'

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইল গ্রেস। অবশেষে বলল, 'না, এর মধ্যে আমি পুলিশকে জড়াতে চাই না।'

'কিন্তু, গ্রেস...'

'না।'

কেউ লেনিকে হত্যা করেছে। ওকে পশুর মতো জবাই করে লাশ ফেলে দিয়েছে সাগরে। পুলিশ, কোর্ট কিংবা তথাকথিত বিচার ব্যবস্থা থেকে কী লাভ? *লেনি কিংবা আমার জন্য কী ন্যায় বিচারটা হয়েছে? আমেরিকা আমাদের দু'জনকেই চরম অপমান করেছে। ওরা লেনির খুনীকে রক্ষা করেছে আর আমাকে এখানে পাঠিয়েছে সারাজীবন পচে মরার জন্য। আমেরিকা নিপাত যাক। ন্যায় বিচারের সময় এখন অতীত।*

ডেভিকে বিভ্রান্ত দেখাল। 'আমাকে আপনি কী করতে বলেন?'

'এ কাজ যে করেছে তাকে খুঁজে বের করুন। এটা জন মেরিভেল কিংবা অন্য কেউ হতে পারে। আমি জানতে চাই কে আমার স্বামীকে খুন করেছে। জানতে চাই কীভাবে সে এ কাজ করেছে এবং কেন। আমি সবকিছু জানতে চাই এবং নিশ্চিত হতে চাই। আমি কোন সন্দেহের মধ্যে থাকতে চাই না।'

ডেভি বলল, 'ঠিক আছে। তারপর?'

'তারপর আমরা পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করব।'

এবং তারপর আমি তাকে হত্যা করব।

বাতি নিভে যাওয়ার পরেও জেগে রইল গ্রেস। চিন্তার ঝড় বইছে মাথায়।

লেনিকে যে-ই হত্যা করুক না কেন ঝড়ের দিন সে নানটুকেটে ছিল। লোকটা অচেনা কেউ হতে পারে। তবে তা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। *আমাদের ঘনিষ্ঠ কেউ এ কাজ করেছে। তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কোরামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কেউ। টাকা চুরির সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতাও থাকতে পারে।*

ছুটির দিনটির কথা ভাবতে লাগল গ্রেস। কোন্ কোন্ অতিথি এসেছিল ওদের বাড়িতে।

কনি এবং মাইকেল।

অনর এবং জ্যাক।

মারিয়া এবং এন্ড্রু।

ক্যারোলিন এবং জন।

কোরাম পরিবার। তবে ওরা পরিবারের কেউ নয়। ওরা বন্ধুও নয়। ওরা সবাই গ্রেসের প্রয়োজনের সময় তাকে ত্যাগ করেছে।

ওদের মধ্যেই কেউ হত্যা করেছে লেনিকে।

আর ন্যায়বিচার চায় না গ্রেস। সে প্রতিশোধ চায়। প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে।

সেই রাতে গ্রেস ব্রুকস্টিন পরিকল্পনা আঁটতে লাগল কীভাবে জেল পালাবে।

পঁয়ত্রিশ

চোখ ঘষছে ক্যারেন উইলিস। রাত দুটো বাজে আর এ সময় তার বিছানায় উঠে এসেছে গ্রেস ব্রুকস্টিন।

'গ্রেস? কী হলো? তুমি কি অসুস্থ?'

মাথা নাড়ল গ্রেস। কম্বলের নিচে উষ্ণতার জন্য দু'জনে গাদাগাদি করে শুলো। পিঠে গ্রেসের নরম বুকের স্পর্শ পাচ্ছে ক্যারেন। ওর ত্বকের গন্ধ, মৃদু নিঃশ্বাসের আদর মুহূর্তে উত্তেজিত করে তুলল ওকে। একটা হাত চলে গেল গ্রেসের নাইট ড্রেসের ভেতরে, দুই উরুর মাঝখানে, ভেজা ভেজা মখমলের ছোঁয়া পেল।

'আই লাভ ইউ,' পাশ ফিরে শুয়ে গ্রেসের ঠোঁটে নিজের অধর চেপে ধরল ক্যারেন। কয়েক সেকেন্ড পরে সাড়া দিল গ্রেস। তারপর সরিয়ে নিল মুখ।

'আমি দুঃখিত। আ... আমি পারব না।'

গ্রেসের ভেতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। তার মনের একটা অংশ ক্যারেনের আদর পেতে চাইছে। লেনির স্পর্শ থেকে বহুদিন ধরে বঞ্চিত গ্রেস। তাছাড়া সে ক্যারেনকে ভালোওবাসে। কিন্তু জানে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ক্যারেনকে ঠিক ওভাবে, শরীরের জন্য ভালোবাসে না সে।

ক্যারেনকে ক্ষুব্ধ দেখাল। ও এরকম ভুল করতে গেল কেন? আসলে সংকেতটা সে পড়তে পারেনি। 'ওহ গড। তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?'

'না। একদমই না। আমি কেন তোমার ওপর রাগ করব?'

' তোমার দিকে আমি হাত বাড়াতাম না যদি না ভাবতাম- মানে তুমি যদি আমার বিছানায় উঠে না আসতে।'

'জানি, আমি। আমি দুঃখিত। দ্যাখো, দোষটা আমারই,' বলল গ্রেস। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার ছিল। তোমার পরামর্শ দরকার।'

'আমার পরামর্শ?'

'আ-হ্যাঁ। আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব ঠিক করেছি।'

টেনশন ভাঙার জন্য এরকম কিছু একটা দরকার ছিল ক্যারেনের। সে এত জোরে হেসে উঠল যে কোরার ঘুম প্রায় ভাঙিয়ে দিল।

ও কেন হাসছে বুঝতে পারল না গ্রেস। 'এতে হাসির কী হলো?'

'ওহ্, গ্রেস। তুমি নিশ্চয় সিরিয়াস নও।'

'আমি একশোভাগ সিরিয়াস।'

'হানি, এ অসম্ভব। বেডফোর্ড হিলস থেকে আজ পর্যন্ত কেউ পালাতে পারেনি।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেস। 'সবকিছুর জন্যেই প্রথমবার বলে একটা কথা থাকে, ঠিক?'

'এটির জন্য নয়।' ক্যারেন এখন আর হাসছে না। 'তুমি যা বলছ তা সত্যি মিন করোনি, তাই না? তোমার আসলে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, গ্রেস। সম্প্রতি বাইরের দিকে একবার তাকিয়েছ? আমাদের এবং স্বাধীনতার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নয়টি কাঁটাতারের বেড়া। সবগুলো বিদ্যুতায়িত। এছাড়া আছে গার্ড, কুকুর, ক্যামেরা এবং বন্দুক।'

'জানি আমি।'

'তাহলে তো তুমি উল্টোপাল্টা চিন্তা করছ। দ্যাখো, যদি তুমি পালাতেও পারো– যা তুমি পারবে না কারণ কাজটা একেবারেই সম্ভব নয়– তোমাকে তো আমেরিকার সবাই চেনে। পালিয়ে কদ্দুর যেতে পারবে শুনি?'

নিজের ভাঙা নাকে হাত বুলাল গ্রেস। 'লোকে এখন আর আমাকে চিনতে পারবে না। আমি আর দেখতে আগের মতো নই। তাছাড়া, আমি ছদ্মবেশ নেব।'

'তোমাকে ওরা ধরতে পারলেই গুলি করে মেরে ফেলবে। কোনরকম প্রশ্নও তুলবে না কেউ।'

'আমি তাও জানি। এটা একটা ঝুঁকি। কিন্তু আমি এ ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।'

অন্ধকারে গ্রেসের গালে হাত বুলাল ক্যারেন। এ পাগলামী। কেউ বেডফোর্ড হিলস থেকে পালাতে পারেনি। গ্রেস সে চেষ্টা করলে নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে। পালাতে গিয়ে ও যদি ধরা পড়ে, ক্যারেন জানে ওর সঙ্গে আর জীবনেও দেখা হবে না। গ্রেসকে সলিটারিতে পাঠানো হবে। দেশের বাইরে কোথাও। সিআইএ'র কোন গোপন খোঁয়াড়ে ওকে আটকে রাখা হবে যেখান থেকে কোনদিনই ওর খবর পাওয়া যাবে না।

'এটা কোরো না, গ্রেস। প্লিজ। আমি তোমাকে হারাতে চাই না।'

গ্রেস দেখতে পেল ক্যারেনের চোখ ভিজে গেছে। সে সামনে ঝুঁকে ওকে চুমু খেল। দীর্ঘ, আবেগঘন চুম্বন। এ চুমুর কথা কোনদিন ভুলবে না ক্যারেন। এ চুমু বিদায় চুম্বন।

'এ কাজটা আমাকে করতেই হবে, ক্যারেন।'

'না, করতে হবে না। কেন?'

'কারণ লেনিকে হত্যা করা হয়েছে। ঠিক আছে?'

বিছানায় উঠে বসল ক্যারেন। 'কী? কে বলল তোমাকে?'

'ডেভি বুকোলা। সে প্রমাণ পেয়েছে। ইনকোয়েস্টে এ প্রমাণ চেপে রাখা হয়েছিল।'

তাহলে বুকোলা ওকে এর মধ্যে ঢুকিয়েছে! ওকে আমি খুন করব।

'আমার স্বামীকে কে খুন করেছে তা আমি খুঁজে বের করবই।

'কিন্তু গ্রেস–'

'আমি ওকে খুঁজে বের করব। তারপর ওকে হত্যা করব।'

গ্রেস ভেবেছে ওর কথা শুনে রেগে আগুন হবে ক্যারেন। বদলে ক্যারেন ওকে জড়িয়ে ধরে সজোর আলিঙ্গন করল। বোনের বয়ফ্রেন্ড বিলির কথা মনে পড়ছে ওর। লোকটার দুই চোখের মাঝখানে বুলেটটা সেঁধুতে দেখে মনে হয়েছিল ও ঠিক কাজটিই করেছে। ওই ঘটনার জন্য আজতক তার ভেতরে কোন অনুতাপ হয়নি। সে গ্রেসকে হারাতে চায় না। তবে ওর মনমানসিকতাও সে বুঝতে পারছে।

'অনুমান করি তুমি নিশ্চয় কোন প্ল্যান করেছ?'

'আসলে এ ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম...'

ছত্রিশ

সিস্টার অ্যাগনেস দেখছে গ্রেস ব্রুকস্টিন জিগস পাযল নিয়ে ব্যস্ত। সে গ্রেসের জন্য তার প্রভুর কাছে নীরবে প্রার্থনা করল:

এই হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ, যীশাস। তোমার মুক্তির মহিমার ধারক হিসেবে আমাকে নির্বাচন করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

সিস্টার অ্যাগনেস পাঁচ বছর হলো সিস্টার অ্যাগনেস হয়েছে। এর আগে সে ছিল ট্রেসি গ্রেইনজার, নিউ জার্সির ফ্রেঞ্চটাউনের একাকী, অজনপ্রিয় এক কিশোরী। ট্রেসি গ্রেইনজার মহল্লার ছেলে গর্ডন হিকসের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। গর্ডন বলত তাকে ভালোবাসে এবং এ কথা ট্রেসি বিশ্বাসও করত। গর্ডন ওকে গর্ভবতী করে পালিয়ে যায়। ট্রেসি বাড়ি ফিরে অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়েছিল। তার বাচ্চাটা আর বাঁচেনি।

ট্রেসি গ্রেইনজারও নয়।

হাসপাতালের বিছানায় পেট চেপে ধরে ব্যথায় আর অপরাধবোধে যে মেয়েটি কাতরাচ্ছিল সে গর্ডন হিকসের পরিত্যাগ করা মেয়ে ছিল না। সে সবসময় পরীক্ষায় 'সি' গ্রেড পাওয়া মেয়েটিও আর ছিল না জন্মের পর থেকে যাকে নিয়ে বাবা-মা'র প্রবল হতাশা ছিল। সে সেই ক্লাস টেনের মেয়েটি ছিল না যাকে কেউ ভালোবাসত না, প্রেমে কখনও ডাকত না। এ মেয়েটি ছিল একদম নতুন একটি মেয়ে। তাকে ঈশ্বর ভালোবাসতেন। তার মর্যাদা ছিল। তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। কেউ যদি পরিত্রাণের শক্তিতে বিশ্বাস করে তো সে ছিল সিস্টার অ্যাগনেস। ঈশ্বর তাকে পরিত্রাণ করেন। তিনি তার জীবন বাঁচিয়েছেন। এখন, ঈশ্বরের অপরিসীম ভালোবাসা এবং দয়ায় তিনি গ্রেস ব্রুকস্টিনকেও পরিত্রাণ করেছেন। এবং তিনি এ মিরাকলের ছোট একটি অংশে সিস্টার অ্যাগনেসের ভূমিকা রাখার অনুমতিও দিয়েছেন।

আজ সকালেই গ্রেস তাকে বলছিল, 'নিজেকে আমার এখানে এত পরিপূর্ণ মনে হয়, সিস্টার। এসব শিশুর সঙ্গে কাজ করতে ভালো লাগে। তোমার সঙ্গে কাজ করতে ভালো লাগে। যেন আমাকে দ্বিতীয় পরমায়ু দেয়া হয়েছে।'

এ কথাগুলো শুনে কী যে তৃপ্তি পেয়েছে সিস্টার অ্যাগনেস। সে স্মরণ করেছে ঈশ্বর

গ্রেসকে রূপান্তরিত করেছেন, তাকে নয়। তবু এ কথা ভেবে আত্মতৃপ্তি বোধ করে সে যে তার বন্ধুত্ব গ্রেসের মধ্যে খানিকটা হলেও পরিবর্তনের ছোঁয়া দিয়েছে।

সিস্টার অ্যাগনেসকে গ্রেসও কিছুটা পরিবর্তন করেছে। একজন নানের জীবন হয় নি:সঙ্গ, একাকী। সিস্টারস অব মার্সিতে অন্যান্য যেসব সিস্টার আছে তাদের বেশিরভাগ সিস্টার অ্যাগনেসের মায়ের বয়সী, কেউ কেউ তার দাদী-নানীরও সমবয়সী। গত কয়েক মাস ধরে গ্রেস ব্রুকস্টিনের সঙ্গে তার একটা বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। ওরা হাসে। একে অন্যকে বিশ্বাস করে।

গ্রেস পায়লের টুকরোগুলো বক্সে ঢুকিয়ে, সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখল তাকে। ওর দিকে তাকিয়ে উষ্ণ হাসি উপহার দিল সিস্টার অ্যাগনেস।

'ধন্যবাদ, গ্রেস। এখানকার কাজ আমার প্রায় শেষ। জানি তুমি লাইব্রেরিতে যেতে চাইছ।'

'সে ঠিক আছে,' হাসিমুখে বলল গ্রেস। 'কাজে সাহায্য করতে আমার ভালোই লাগে। ভালো কথা, আমরা গত সপ্তাহে যে মডেলিং ক্লো'র অর্ডার দিয়েছিলাম ওগুলো ফেরত দিতে হবে।'

'ফেরত দিতে হবে? কেন?'

'আমি আজ সকালে কয়েকটা বাক্স খুলে দেখি ভেতরের জিনিস শুকিয়ে কাঠ। পানিতে ভেজানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু শুধু পিচ্ছিল হয়ে থাকল। ওগুলো ফেরত পাঠানো দরকার।'

কী যন্ত্রণা, ভাবছে সিস্টার অ্যাগনেস। সিস্টার টেরেসার সঙ্গে চিলড্রেন'স সেন্টারের স্টোররুমে ওই বাক্সগুলো তুলে নিয়ে যেতে তাদের পুরো একটা দিন ব্যয় হয়েছে। এখন আবার ওই মাল ফেরত দেয়ার ঝক্কি পোহাতে হবে।

'আমি ডেলিভারি কোম্পানিকে ই-মেইল করে দিয়েছি,' জানালো গ্রেস। 'তারা মঙ্গলবার বিকেল চারটার সময় ওগুলো ফেরত নিতে আসবে।'

'মঙ্গলবার?' বিকৃত দেখাল সিস্টার অ্যাগনেসের চেহারা। 'তুমি ব্যাপারটা অ্যারেঞ্জ করেছ বলে খুশি হয়েছি, গ্রেস। কিন্তু মঙ্গলবার তো মাল তুলে দিতে পারব না। ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশন্স থেকে একটি ডেলিগেশন টিম এখানে ট্যুরে আসছে। সিস্টার টেরেসা এবং আমি তাদের সঙ্গে বাজেট মিটিংয়ে বসব। সারা বিকেল চলে যাবে মিটিংয়ে।'

'ওহ।' হতাশা দেখাল গ্রেসকে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। 'কাজটা কি আমি করতে পারি?'

ভুরু কোঁচকাল সিস্টার অ্যাগনেস, 'ঠিক বলতে পারব না, গ্রেস।'

A-উইংয়ের কয়েদীদের কোন কিছু পিকআপ বা ডেলিভারিতে সাহায্য করার নিয়ম নেই। ওয়ার্ডেন এটাকে নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে দেখেন। কিন্তু গ্রেস তো এখন প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। ওর ওপর আস্থাও রাখা যায়। ওকে অবিশ্বাস করার কথা

বললে খুব কষ্ট পাবে বেচারী।

গ্রেস বলল, 'বাচ্চারা কতদিন ধরে অপেক্ষা করছে। আরও দেরী করা বোধহয় ঠিক হবে না।'

'ওই বাক্সগুলো খুব ভারী, গ্রেস,' বলল অ্যাগনেস। 'দু'জনে ছাড়া ওগুলো তোলা সম্ভব নয়।'

'কোরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'কোরা বাডস?' ওই মহিলার ওপরে তো আরও ভরসা রাখা যায় না।

'মঙ্গলবার ওর KP ডিউটি আছে। তবে তিনটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কাজ।'

খুব আশান্বিত দেখাচ্ছে গ্রেসকে, সাহায্য করার জন্য উন্মুখ। সিস্টার অ্যাগনেসের খুব মায়া লাগল। *ওকে দিয়ে কাজটা করালে কী ক্ষতি? একবারই তো।*

'ওয়েল, আমার মনে হয়... তুমি আর কোরা মিলে যদি...'

হাসল গ্রেস, 'ডেলিভারি ট্রাকে মাল তুলতে পারব কিনা? খুব পারব, সিস্টার।'

ওর বুকের মধ্যে এমন ড্রাম বাজছে সিস্টার অ্যাগনেস কেন শুনতে পাচ্ছে না ভেবে অবাকই লাগল গ্রেসের। এই মিষ্টি, দয়ালু মহিলার সঙ্গে প্রতারণা করতে খারাপ লাগছে। কিন্তু করার কিছু নেই।

এই তো মাত্র শুরু।

সাঁইত্রিশ

গ্রেস ব্রুকস্টিনের বেডফোর্ড হিলস থেকে পলায়নের পরিকল্পনার গোপনীয়তা দ্রুত সবার কাছে ফাঁস হয়ে গেল। বুদ্ধিটি খুব সরল– চিলড্রেন'স সেন্টারে ডেলিভারি ট্রাক আসবে। গ্রেস এবং কোরা বাডস মাটির বাক্সগুলো ট্রাকে তুলতে শুরু করবে। কোরা যখন ড্রাইভারের মনোযোগ ব্যস্ত রাখবে অন্যদিকে ওই সময় গ্রেস চলে যাবে স্টোর রুমে, একটা বাক্স খালি করে ওর মধ্যে লুকিয়ে পড়বে। কোরা নিজে ওই বাক্স লোড করবে, নিশ্চিত হয়ে দেখে নেবে গ্রেসের বাক্সের ঢাকনি পুরোপুরি আটকানো হয়নি, বাতাস চলাচলের ফোকর থাকছে এবং অন্যান্য বাক্সগুলোর সঙ্গে এটি সুন্দরভাবে লুকিয়ে রাখা গেছে।

প্লানের পরবর্তী অংশ হলো ওয়াইল্ড কার্ড। সিকিউরিটিতে সবকিছু চেক করে দেখা হয়। বেডফোর্ড হিলসে প্রতিদিন ট্রাক আসছে-যাচ্ছে, টয়লেট পেপার, ডিটারজেন্ট থেকে শুরু করে খাবার পর্যন্ত সবকিছুই ডেলিভারি হচ্ছে। কারাগারটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর। ম্যানুয়েল সার্চের জন্য কারারক্ষীরা কুকুর এবং ইনফ্রারেড স্ক্যানার ব্যবহার করে, সে সঙ্গে গোটা বেডফোর্ড জুড়ে রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। কারাগারের ভেতরে ঢোকার সময় সার্চ বেশি করা হয় কী যাচ্ছে দেখার জন্য। কী বেরিয়ে আসছে তা দেখার গরজ খুব বেশি থাকে না গার্ডদের। তবে সমস্ত সার্চই তারা করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। কোন ড্রাইভারের ভাবভঙ্গি যদি তাদের পছন্দ না হয়, কিংবা গাড়ির চেহারা অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা এদেরকে আটকে রাখে। গাড়ি কিংবা ব্যক্তির প্রতিটি বর্গইঞ্চি এক্স-রে করে দেখে। গ্রেসের আশা জানুয়ারির ঠাণ্ডা রাতে শিশুদের মডেলিং ক্লোর বাক্স খুঁটিয়ে দেখার খুব বেশি আগ্রহবোধ হয়তো করবে না গার্ডরা। তবে চেক পয়েন্টে না পৌঁছা পর্যন্ত সে ব্যাপারটা জানতেও পারছে না।

ট্রাক একবার চেক পয়েন্ট পার হওয়ার পরে, যদি শীঘ্র হতে পারে, বেডফোর্ড এলাকা থেকে বেরিয়ে আসার পরে, গ্রেস বাক্স থেকে বের হয়ে আসবে এবং পেছনের দরজায় চলে আসবে। ড্রাইভার কোন রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামানো মাত্র সে ট্রাকের দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়বে। তারপর সে মুক্ত।

সহজ কাজ।

'এতে কাজ হবে না।'

ক্যারেন টেবিলের ওপর ঝুঁকে গ্রেসের জিভে জল আনা ম্যাশড পটেটোর বাটি থেকে খাবার তুলে নিল। ওরা লাঞ্চে এসেছে। আর কয়েকদিন পরেই জেল পালাবে গ্রেস।

'আমার ওপর এই বিশ্বাস রাখার জন্য ধন্যবাদ।'

'এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার পরে কী করবে তা নিয়ে একবারও ভেবেছ?'

তেমন ভাবেনি গ্রেস। পালানোর ফন্দি করার সময় নিজেকে এক শিকারীর ভূমিকায় দেখেছে সে, লেনির খুনীর মুখোশ খুলে দিচ্ছে, প্রতিশোধ নিচ্ছে। টিকে থাকতে হলে ওর প্রয়োজন হবে খাদ্য, আশ্রয়, অর্থ এবং একটি ছদ্মবেশ। এসব কীভাবে জোগাড় হবে কোন ধারণাই নেই গ্রেসের।

'তোমার বাইরের দুনিয়ায় কোন বন্ধুবান্ধব আছে যাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পার? যে তোমাকে কাভার দিতে পারবে?'

ডানে বামে মাথা নাড়ল গ্রেস। 'না। এমন কেউ নেই।'

একজন মানুষের ওপর অবশ্য সে বিশ্বাস রাখতে পারে। ডেভি বুকোলা। ডেভি নতুন তথ্যের সন্ধানে মেতে আছে, নানটুকেটে যেদিন মারা গেলেন লেনি সেদিন গ্রেস এবং লেনির সঙ্গে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের অ্যালিবাই সংগ্রহে ব্যস্ত সে। বাইরের দুনিয়ায় কারও ওপর ভরসা করতে হলে ওর ওপরই কেবল ভরসা করতে পারবে গ্রেস। কিন্তু এ কথা সে ক্যারেনকে বলবে না।

'সেক্ষেত্রে, এখান থেকেই তোমার জন্য একটি সারভাইভাল প্যাকের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সারভাইভাল প্যাক?'

'হুঁ। তোমার একটি নতুন পরিচয়পত্র লাগবে। কয়েকটি নতুন পরিচয়পত্র যাতে তুমি নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পার। ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, কিছু নগদ টাকা। গ্রেস ব্রুকস্টিনের পরিচয়ে তুমি বেশিদূর এগোতে পারবে না।'

'কিন্তু আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা ক্রেডিট কার্ড কোথায় পাব, ক্যারেন? এ অসম্ভব।'

'এ কথা কে বলছে দ্যাখো! যে মহিলা কিনা বেডফোর্ড হিলস থেকে পালানোর পাঁয়তারা করেছে! এসব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে তোমার রাতের ঘুম হারাম করতে হবে না, গ্রেস। এগুলো আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

ক্যারেন গ্রেসকে আগেই বলেছে ওর পলায়নপর্বে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতকিছু জোগাড় করতে হলে পালাবার বিষয়টি অল্প কয়েকজনকে জানাতে হবে। আর গ্রেস আতংকিত হয়ে দেখল সেই 'অল্প কয়েকজন' মানে বেডফোর্ডের প্রায় প্রতিটি কয়েদী তার পলায়ন পরিকল্পনার কথা জেনে গেছে। ক্রেডিট কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স জাল করা ছেলের হাতের মোয়া নয়।

কারাগারের সবার কাছ থেকেই সাহায্য নিতে বাধ্য হলো গ্রেস। ওয়ার্ডেন অফিসের কয়েদী, লাইব্রেরী, কম্পিউটার রুম সবাই ওকে সাহায্য করল। ছবি তোলা, ফটোশপের

কাজ, লেমিনেশন, ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো তারা করে দিল। এগুলো তারা করল গ্রেসকে সাহায্য করতে এবং এই বিখ্যাত পলায়নে অংশীদার থাকতে। পলায়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে শুধু জানতে পারল না কারারক্ষীরা এবং লিসা হ্যালিডে।

এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে লিসা গ্রেসের ওপর গোয়েন্দাগিরি করত কিনা–প্রভাবশালী কয়েদীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে আঘাত করতে পারে তবে কোন কয়েদী পালিয়ে যাচ্ছে এ খবর ফাঁস করা জেলখানায় ঘোরতর অন্যায়। তবু কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি ক্যারেন।

সকলের সাহায্যের জন্য গ্রেস কৃতজ্ঞ থাকলেও ভেতরে ভেতরে সে খুবই নার্ভাস বোধ করছিল।

'অনেক লোকই তো ব্যাপারটা জানে।'

'ওরা লোক নয়।' ক্যারেন বলল। 'ওরা তোমার বন্ধু। তুমি ওদেরকে বিশ্বাস করতে পারো।'

বিশ্বাস। এ শব্দটি যেন অন্য জীবনের, অন্য কোন গ্রহের।

মঙ্গলবার সকালটি উদয় হলো ঠাণ্ডা আর ধূসর চেহারা নিয়ে। আগের রাতে গ্রেসের প্রায় ঘুমই হয়নি। অনেকগুলো কণ্ঠ ওকে তাড়া করে ফিরেছে:

লেনি যাই ঘটুক না কেন, গ্রেস। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

জন মেরিভেল চিন্তা কোরো না, গ্রেস। ফ্রাংক হ্যামন্ড তোমাকে যা করতে বলেন করো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্যারেন : ওরা তোমাকে ধরতে পারলেই গুলি করে মেরে ফেলবে। কেউ কোন প্রশ্ন তুলবে না।

সকালের নাশতা খেতে পারছিল না গ্রেস।

'তোমার শক্তি দরকার,' বলল কোরা বাডস। 'কিছু খেয়ে নাও।'

'পারব না। খেলেই বমি হয়ে যাবে।'

প্রকাণ্ডদেহী কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাটির চোখ সরু হয়ে এল। 'আমি তোমাকে অনুরোধ করছি না, গ্রেস। আদেশ করছি। শক্তি সঞ্চয় করো, খুকী। তোমার জন্য আজ আমি মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছি। আমরা সবাই। এখন খাও।'

ও ঠিকই বলেছে। আমি এটা করতে পারব। আমাকে পারতেই হবে।

খেতে শুরু করল গ্রেস।

আটত্রিশ

'তুমি ঠিক আছ তো, গ্রেস? তুমি বরং একটু শুয়ে বিশ্রাম নাও।'

চিলড্রেন'স সেন্টার। দুপুর। সিনিয়র কারাগার কর্মকর্তাদের দলটি এসে পৌঁছাবে সাড়ে বারোটায়। সকাল বেলাটা কেটেছে ডেস্ক ইত্যাদি গোছাতে। ফ্যাসিলিটিকে যতটা সুন্দরভাবে পারা যায় গুছিয়ে রাখা হয়েছে। সাজানো গোছানো চেহারা দেখে ডেলিগেশন টিম যদি প্রীত হন, চাই কি তাঁরা বাজেট বাড়িয়েও দিতে পারে। অন্ততঃ কমাবেন না। গ্রেস বরাবরের মতোই অধ্যবসায় নিয়ে পরিশ্রম করেছে, তবে ওকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে সিস্টার অ্যাগনেস। সকালে যখন কাজ করতে এসেছে গ্রেস, ত্বক ঝলমল করছিল। কিন্তু এখন কেমন ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে একটি বুক শেলফের উঁচু তাকে বই রাখতে গিয়ে ও প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিল।

'আমি ভালোই আছি, সিস্টার।'

'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না ভালো আছ। তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'না!' ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল গ্রেসের। *আর যাই করো আজ আমাকে হাসপাতালে, ডাক্তারের কাছে পাঠিও না। ওরা যদি সারা বিকেল আমাকে আটকে রাখে তখন কী হবে?* নাশতা খাওয়ার সময় কোরা ওকে কী বলেছিল মনে পড়ল ওর। ওকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। 'একটু ডিহাইড্রেশনে ভুগছি, ব্যস। এক গ্লাস পানি খাওয়াবেন?'

সিস্টার অ্যাগনেস পানি আনতে গেল। গ্রেস নিজের গালে কয়েকটা চিমটি দিয়ে বুক ভরে বারকয়েক দম নিল। নান ফিরে এসে দেখে আগের চেয়ে সজীব লাগছে গ্রেসকে।

ঘরের দূর প্রান্তের এক কোন থেকে গোটা দৃশ্যটি সন্দেহের চোখে লক্ষ্য করছিল লিসা হ্যালিডে। 'লেডি ব্রুকস্টিনের কী হয়েছে?' একজনকে মাকে জিজ্ঞেস করল সে, এক কৃষ্ণাঙ্গী তরুণী, বেশিদিন হয়নি বেডফোর্ডে এসেছে। 'সারা সকাল ধরে দেখছি কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে। ওর স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে ঠিক মানাচ্ছে না।'

'এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় হলে তুমিও এরকম করতে,' মেয়েটি বলেই

বুঝতে পারল সে মস্ত ভুল করে ফেলেছে।

'কী বললে?' ভীষণ হয়ে উঠল লিসার চেহারা।

'কিছু না। আমি মানে... কী বলছি নিজেই জানি না। একটা কানাঘুষা শুনছিলাম।'

মেয়েটির মুখের সামনে মুখ নিয়ে এল লিসা হ্যালিডে। 'কানাঘুষাটা কী নিয়ে?'

'প্লিজ। আমি... আমার কথাটা বলা মোটেই উচিত হয়নি। কোরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

'সব কথা আমাকে খুলে বলো নয়তো ওয়ার্ডেনকে দিয়ে এমন ব্যবস্থা করব যে জীবনে আর তোমার বাচ্চার মুখ দেখতে পাবে না।'

'প্লিজ, লিসা।'

'তোমার ধারণা আমি এটা করতে পারব না?'

নিজের ছেলে টাইরনের কথা ভাবল মেয়েটি। তিন বছর বয়স, ভারী কিউট আর কুকুরছানার মতো নাদুসনুদুস। ও আধঘণ্টার মধ্যেই এখানে আসছে, মার জন্য ছবি এঁকে নিয়ে আসবে। মা ছবিগুলো তার সেলের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে।

মেয়েটি কথা বলতে শুরু করল।

প্রবল বিরক্তিতে বুরুশের মতো ঘন ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে হান্না ডেনজেলের। ভিআইপিদেরকে নিয়ে হলরুম হয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে চিলড্রেন'স সেন্টারে।

'এই পথে, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন।'

'ডেলিগেশন'দের বেডফোর্ড হিলস ঘুরিয়ে দেখানোর কাজটি মোটেই পছন্দ করে না ডেনি। আজকের তথাকথিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের দলটি অন্যগুলোর মতোই বাজে। এখানে বছরে দুইবার ক্লিপবোর্ড হাতে সুপারিশের জন্য আসেন প্রিস্ট, সমাজকর্মী, থেরাপিস্ট, নান প্রমুখ। এরা কেউ বুঝতে চান না যে এখানকার মেয়েগুলো সবাই দুর্বৃত্ত, সমাজের জন্য অনিষ্টকারী। বেডফোর্ড হিলসের এ মেয়েগুলোকে শাস্তি দেয়া উচিত, রক্ষা করা নয়।

এদের এসব আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে।

দলটি চিলড্রেন'স সেন্টারের ওয়ার্কস্টেশন এবং প্লে এরিয়ায় ঢুকে 'ওহ' 'আহ' শুরু করে দিল। ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ ওদেরকে গর্বিত পিতার মতো লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ তাঁর চেহারার ভাব বদলে গেল। একটি বুককেসের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রেস ব্রুকস্টিন কেমন যেন টলছে। তার চেহারা বিবর্ণ এবং অসুস্থ লাগছে। *ধ্যাত্তেরি!* তিনি তো গ্রেসের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি মোটেই চান না এই কুখ্যাত কয়েদীটি বেডফোর্ডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা থেকে তার দর্শনার্থীদের নজর কেড়ে নিক।

তিনি হান্না ডেনজেলের কানে কানে বললেন, 'ওকে জলদি এখান থেকে বের করে দাও। চুপিচুপি। কেউ যেন ওকে লক্ষ্য না করে।'

কারারক্ষীর নিষ্ঠুর চক্ষুজোড়া জ্বলে উঠল। 'জ্বী, স্যার।' সে লম্বা পদক্ষেপে গ্রেসের সামনে গিয়ে হাজির হলো। খপ করে চেপে ধরল হাত। 'চলো, ব্রুকস্টিন। তোমার সেলে যাবে।'

'আমার সেল? না, না। আমি এখন আমার সেলে যেতে পারব না।' বিড়বিড় করল গ্রেস। 'কাজ করছি তো।'

'আর কাজ করতে হবে না। ভাগো।'

আপত্তি জানাতে মুখ খুলেছিল গ্রেস। কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না। বমির মতো গলায় উঠে এসেছে আতংক।

'কী হয়েছে?' গলা বাড়াল সিস্টার অ্যাগনেস। 'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'না,' খেঁকিয়ে উঠল ডেনি। গ্রেসকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চলল দরজায়। তার আফসোস হলো ভেবে বেডফোর্ড হিলসে সিস্টার্স অব মার্সির মতো একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সিস্টার অ্যাগনেসের উচিত পেশাদারদের হাতে কয়েদীদের তুলে দিয়ে জপমালা নিয়ে পড়ে থাকা। 'ওয়ার্ডেন একে ঘরে আটকে রাখতে বলেছেন। তিনি চান না কোন সিনক্রিয়েট হোক।'

সিস্টার অ্যাগনেসের দিকে আকুতিভরা দৃষ্টিতে চাইল গ্রেস। *আমাকে বাঁচান।*

নান তার বন্ধুকে সদয় হাসি দিল। 'চেহারা এত মলিন করে থেকোনা তো, গ্রেস। একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ তোমাকে আর কোন কাজ করতে হবে না। বিকেলটা উপভোগ করো। কাল আবার দেখা হবে।'

বেলা পৌনে চারটার সময় চিলড্রেন'স সেন্টার থেকে ছুটি পেল লিসা হ্যালিডে। সিস্টার টেরেসা ওকে একগাদা গৃহস্থালী কাজের একটা তালিকা ধরিয়ে দিয়েছিল। লিসা ওয়ার্ডেন অফিসে এল ছুটতে ছুটতে, গটগট করে এগিয়ে গেল রিসেপশন ডেস্কে।

'ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'জরুরী।'

রুক্ষ স্বভাবের ষণ্ডা চেহারার মহিলার দিকে মুখ তুলে তাকাল রিসেপশনিস্ট। আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ আজ কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। তিনি ডেলিগেশন টিমের সঙ্গে–'

'বললাম না খুব জরুরী।'

'দু:খিত,' বলল মেয়েটি। 'উনি এখানে নেই।'

'তাহলে কোথায় আছেন?'

রিসেপশনিস্টের কণ্ঠ জড়িয়ে এল। 'বাইরে। তিনি আজ সারাদিন মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'না,' কর্কশ গলায় জবাব দিল লিসা। 'আমি আসল লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই,

হেঁজিপেঁজি কারও সাথে নয়।' ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করবে সে। একা। যদি জানাজানি হয়ে যায় গ্রেস ব্রুকস্টিনকে সে ধরিয়ে দিয়েছে, বেডফোর্ড হিলসে তাকে আর জান নিয়ে থাকতে হবে না।

'তাহলে আমার আর কিছু করার নেই।'

লিসা তার বিশাল শরীর নিয়ে দেয়াল ঘেঁষা শক্ত চেয়ারগুলোর একটিতে ধপাশ করে বসে পড়ল।

'ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি।'

উনচল্লিশ

বিকেল চারটা বাজতে দশ মিনিটে কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি চিলড্রেন'স সেন্টারে চলে এল কোরা বাডস। দুই মা তাদের সন্তানদের বিদায় বলছে আর একজন কারারক্ষী বেজার চেহারা নিয়ে তা দেখছে।

কোরা একজন মাকে জিজ্ঞেস করল, 'গ্রেস কোথায়?'

'লক ডাউনে। ডেনিকে দেখলাম ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। অসুস্থ লাগছিল গ্রেসকে।'

কোরা মনে মনে বলল *অসুস্থ তো লাগবেই। ওকে যদি ওর ঘরে আটকে রাখা হয় তাহলে গোটা পরিকল্পনা কেঁচেগণ্ডুষ হয়ে যাবে।*

সে হেঁটে একাই ঢুকল স্টোররুমে। এছাড়া ওর কিছু করার তো নেইও।

গ্রেস নিজের বাঙ্কে বসে আছে, শূন্যে দৃষ্টি। চোখে আর জলও আসছে না। সব শেষ। ঈশ্বর জানেন ও কবে আবার সুযোগ পাবে। হয়তো আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নয়। এই কয়েক বছর লেনির খুনি বাইরে মজা করে ঘুরে বেড়াবে, তার কোন শাস্তি হবে না। ভাবতেই তো অসহ্য লাগে।

উদাসভাবে সে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। ৩:৫৫... ৪:০০... ৪:০৫.... ট্রাক এখন চলে আসার কথা। কোরা একা ট্রাকে মাল তুলবে আর ভাববে গ্রেসের কী হলো।

বিকেল চারটা আট মিনিটে তালায় চাবি লাগানোর ঝনঝন শব্দ হলো। ক্যারেনের কাজ বোধহয় আজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। পলায়ন পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে দেখলে সে অন্তত: খুশি হবে। দড়াম করে খুলে গেল দরজা।

'ওঠো,' ঘৃণায় জ্বলছে ডেনির চোখ। গ্রেসকে বলা সিস্টার অ্যাগনেসের কথাগুলো সারাদিন তার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। *বিকেলটা উপভোগ করো।* যেন এটা একটা সামার ক্যাম্প! বেডফোর্ড হিলসে কারও বিকেল উপভোগ করার অধিকার নেই। 'তুমি আজ বিকেলে চার ঘণ্টা কাজ কর নি। ভেবেছ ছুটি কাটাচ্ছ, না? ফ্রি পাস?'

ভীরু কণ্ঠে গ্রেস জবাব দিল, 'না, ম্যাম।'

'গুড। A উইংয়ে কোন ছুটি নাই। অন্ততঃ আমি যতদিন দায়িত্বে আছি। ওই কর্মঘণ্টাগুলো মেকআপ করতে পারবে যদি এখুনি কাজ শুরু করে দাও। এখন চিলড্রেন'স সেন্টারে গিয়ে মেঝে ধোয়া মোছা করতে লেগে যাও।'

'জী, ম্যাম।'

'কাজ শেষ হয়ে গেলে আবারও করবে। আর আজকে রাতে খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলে যাও। আমি না ফেরা পর্যন্ত মেঝে ঝাঁট দিতে থাকবে, বোঝা গেছে?'

'জী, ম্যাম।

'মুভ!'

গ্রেস ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে এল সেল থেকে, করিডর ধরে দৌড়াতে লাগল। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে তৃপ্তির একটা হাসি ফুটল ডেনির ঠোঁটে, ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে।

সে জানে না জীবন বাঁচানোর তাগিদে ছুটছে গ্রেস।

ট্রাকে বাক্স তোলার কাজ কোরার প্রায় শেষ।

ট্রাক ড্রাইভার ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল, 'তোমরা দু'জনে মিলে না কাজ কর? একা কাজ কর জানলে কাউকে নিয়ে আসতাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল কোরা। 'খেটে খেতেই তো হবে, তাই না?' চিলড্রেন'স সেন্টারের আঙিনায় প্রায় আঁধার ঘনিয়েছে। শীতকাল বলে খুব দ্রুত সন্ধ্যা হয়। তাপমাত্রা শূন্যের নিচে, তবে শরীরে কামড় বসানো বাতাসটা বড্ড শীতল। বাক্সগুলো ছোট, চওড়ায় বড় জোর দুই ফুট হবে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে কোরা ভেবে পেল না গ্রেস কী করে এর মধ্যে সেঁধুবার চিন্তা করেছিল। আর ওজনদারও বেশ। বাক্সের ওজন সে সঙ্গে হাড়ঠাণ্ডা করা শীতের কারণে কাজের গতি মন্থর হয়ে পড়েছে।

'দুঃখিত, আমার দেরী হয়ে গেল।'

বাতির আলোয় দাঁড়িয়ে কাঁপছে গ্রেস। এখনও তার পরনে পাতলা সুতির ব্লাউজ আর স্কার্ট। এমন ঠাণ্ডার মধ্যে এরকম পোশাক পরে থাকা না থাকা সমান কথা। ধারালো খুরের মতো চামড়ায় কামড় বসাচ্ছে বাতাস। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল কোরার চক্ষু তবে সে কিছু বলল না।

ড্রাইভার গ্রেসকে দেখে নাক সিঁটকাল। 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? এই নাকি তোমার সঙ্গী? এ তো এক কাপ কফিও তুলতে পারবে না, মাটির বাক্স দূরে থাক।'

'অবশ্যই পারবে,' বলল কোরা। 'আমাদের ওপর ছেড়ে দাও।'

'তাহলে তো আমারই লাভ পরিশ্রমের হাত থেকে বেঁচে গেলাম,' ড্রাইভার তার সিটে গিয়ে বসল। ভেতরটা গরম। 'কাজ শেষ হলে আমাকে জানিও।'

স্টোররুমে ফিরে দ্রুত কাজে নেমে পড়ল কোরা আর গ্রেস। সিস্টার অ্যাগনেস কিংবা কারারক্ষীদের কেউ যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। জাম্পসুটের পকেট

থেকে গ্রেসের কাগজপত্র বের করে ওর ব্রা'র মধ্যে গুঁজে দিল কোরা। চারটে নকল পরিচয়পত্রের সঙ্গে ভুয়া ক্রেডিট কার্ডও রয়েছে, একটি নামহীন হটমেইল অ্যাড্রেস রয়েছে, সে সঙ্গে নগদ কিছু টাকা।

'ক্যারেনের এক বন্ধু আছে তোমার টাকাপয়সার দরকার হলে সে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মারফত টাকা পাঠিয়ে দেবে। শুধু ই-মেইলে টাকার অংকটা জানালেই হবে, যিপ কোড জানাবে এবং যে ভুয়া আইডি তুমি বহন করছ তার আদ্যক্ষর বলতে হবে। বাকি সব এ লোক করে দেবে। এটাও রাখো।'

সে গ্রেসকে একটি চকচকে, রূপালি রঙের স্টিলেটো দিল।

'বলা যায় না কখন কাজে লাগে।'

হাতের তালুতে রাখা ধারালো, সরু ফলার ছুরিটির দিকে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে রইল গ্রেস, তারপর ইতস্তত: ভঙ্গিতে ওটা মোজার মধ্যে গুঁজে নিল। কোরা একটি বাক্সের ঢাকনা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো বিদ্যুৎ গতিতে সরিয়ে ফেলল। খালি হওয়ার পরে বাক্সটিকে আরও ছোট দেখাতে লাগল।

কোরা বলল, 'এ সম্ভব নয়, গ্রেস। একটা বেড়ালও ওখানে ঢুকতে পারবে না।'

হাসল গ্রেস। 'সম্ভব। কৈশোরকালে আমি একজন জিমন্যাস্ট ছিলাম। দ্যাখো না কী করি।'

কোরা বিস্ময়াবিভূত হয়ে দেখল গ্রেস বাক্সের মধ্যে ঢুকছে, প্রথমে নিতম্ব ঢোকাল, ছোট ছোট হাত-পাগুলো শরীরের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধল ওকে দেখাতে লাগল একটা মাকড়সার মতো। 'মেয়ে, দেখতেই আমার গায়ে ব্যথা লাগছে,' গাল কুঁচকে গেল কোরার। 'তুমি সত্যি ঠিক আছ?'

'এটা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ না হলেও আমি টিকে থাকব। এখন ঢাকনিটা ফেলে দাও। আমি ঢুকে পড়েছি না?'

কোরা ঢাকনি ফেলে দিল। শুধু ইঞ্চিখানেক জায়গা ফাঁকা আছে। কোরা আবার ঢাকনি খুলল। 'তোমার পুরো শরীর ঢুকে গেছে। আমি বাকি বাক্সগুলো এখন তুলে ফেলব। তোমাকে তিন সারি পেছনে রাখব যাতে চেক পয়েন্টে কারও চোখে না পড়ো। তবে নি:শ্বাস নিতে ঢাকনাটা একটু ফাঁক করে রাখব।'

'ধন্যবাদ।'

'চেক পয়েন্ট থেকে না বেরুনো পর্যন্ত শক্ত হয়ে বসে থাকবে। একবার এখান থেকে বেরিয়ে গেলেই, যেই না ট্রাক থেমে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও লাফিয়ে নেমে পড়বে।'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ, কোরা। সবকিছুর জন্য।'

গুডলাক, অ্যামেজিং গ্রেস।

কোরা বাডস ঢাকনি নামিয়ে বাক্সসুদ্ধ গ্রেসকে নিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকারে।

চোখ কুঁচকে লিসা হ্যালিডেকে দেখছেন ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ।

'এসব কোন ধোঁকাবাজি নয় তো?'

'একদমই না।'

'গ্রেস ব্রুকস্টিন লক ডাউনে আছে। লাঞ্চের সময় থেকে সে তার ঘরে আটকা। তাছাড়া, A উইংয়ের কয়েদীদের ডেলিভারির কাজ করার অনুমতি নেই। সিস্টার অ্যাগনেস নিয়মটা জানে।'

'সিস্টার অ্যাগনেস তার যোনি আর জপমালার মধ্যে পার্থক্যটাও জানে না।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' ধমকে উঠলেন ওয়ার্ডেন। 'আমার কোন স্বেচ্ছাসেবক কর্মচারী সম্পর্কে কোন অশোভন উক্তি করবে না।'

'দেখুন। আপনি ট্রাকটা চেক করবেন কিনা বলুন? বেশ। করতে হবে না। বলবেন না যেন আমি আপনাকে সাবধান করে দিইনি।'

ট্রাক চেক করতে ইচ্ছা করছে না ওয়ার্ডেনের। সারাদিন অনেক খাটুনি গেছে। এখন ফাইলপত্রে চোখ বুলিয়ে তিনি বাড়ি ফিরতে চান। স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটাতে চান। তবে এও জানেন এ ছাড়া তাঁর উপায়ও নেই।

'ঠিক আছে, লিসা। আমি দেখছি।'

অন্ধকারটা কেটে যাচ্ছে। গ্রেস শুনতে পেল ট্রাকের পেছনের দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য তাকে আঁকড়ে ধরল ভয় : *আমি ফাঁদে পড়েছি।* তবে সে একটু পরেই রিল্যাক্স বোধ করল, ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিতে লাগল। পুতুলের মতো দলা মোচড়া হয়ে বাক্সের মধ্যে পড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওর তবে এটুকু কষ্ট সে সইতে পারবে। ঠাণ্ডাটাও হ্রাস পাচ্ছে। গ্রেস টের পেল এক এক করে ওর প্রত্যঙ্গগুলো ভোঁতা হয়ে আসছে। ওর মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে যেন আইস কিউবে বসিয়ে দিয়েছে দাঁত।

গর্জে উঠল ইঞ্জিন। *আমরা চলতে শুরু করেছি।* একটু পরে শুধু নিজের হৃদস্পন্দন ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না গ্রেস। সে নীরবে প্রার্থনা করল:

প্লিজ, গড। ওরা যেন সবগুলো বাক্স চেক না করে।

দুড়ুম শব্দটা এত জোরে হলো যে সিডিতে ব্রুস স্প্রিংস্টিনের তারস্বর গানের মাঝ দিয়েও শুনতে পেল ড্রাইভার। নিশ্চয় কোন বাক্স ছিটকে পড়েছে।

'হোয়াট দ্য ফাক?' ব্রেক কষল ড্রাইভার, বেরিয়ে এল ক্যাব থেকে।

কতগুলো গাধা মেয়েছেলে। বাক্সগুলোও ঠিক মতো রাখতে জানে না। একটার ওপর আরেকটা রাখলেই তো হয়।

গ্রেস শুনল পেছনের দরজা খুলে গেছে। ওর মাথার ওপরে একটা ফাটল দিয়ে ফ্লাশ লাইটের একটা রশ্মি ভেসে এল। কোরা ওখানে ঢাকনিটা একটু আলগা করে রেখেছে যাতে নিঃশ্বাস নিতে পারে গ্রেস।

'ধুস্‌শালা!'

ট্রাকের ধাতব মেঝেতে বাক্সগুলো শব্দ তুলল। গ্রেসের বাক্সটিও নড়তে শুরু করল। *ওহ, গড, নো! ও আমাকে দেখে ফেলবে!* কিন্তু ড্রাইভার ওকে দেখতে পেল না। সে দুমদাম পা ফেলে বাক্সগুলো নড়িয়ে এগিয়ে আসছিল। গ্রেসের বাক্সটা সে সামনের দিকে ঠেলতে ওটার ঢাকনি আলগা দেখতে পেল। দুম করে এক ঘুসি বসিয়ে আলগা ঢাকনি আটকে দিল সে। তারপর আরেকটা বাক্স তুলে নিয়ে গ্রেসের বাক্সের ওপর তুলে দিল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজা। গ্রেস টের পেল আবার চলতে শুরু করেছে ট্রাক।

ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেল ওর সারা গা।

বাক্সের ভেতরে বাতাস নেই।

আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

চল্লিশ

ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ দুপদাপ পা ফেলে ঢুকলেন চিলড্রেন'স সেন্টারে। বাচ্চারা সবাই যে যার বাড়ি চলে গেছে। একজন কয়েদী খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখছে।

'তুমি এখানে একা কাজ করছ?'

'জী, স্যার। সিস্টার অ্যাগনেসের জন্য অপেক্ষা করছি। উনি এসে ঘর বন্ধ করবেন।'

'আজ চারটার সময় একটা ট্রাক এসে কিছু মাল তোলার কথা। ওটা এসেছিল?'

'জী, স্যার। কোরা বাডস স্টোর রুম থেকে মাল তুলে দিয়েছে।'

'আর গ্রেস ব্রুকস্টিন? বিকেলে ওকে এখানে দেখেছ?'

'জী না, স্যার। কোরা বলল ওকে লকডাউনে রাখা হয়েছে।'

ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশের পেশীতে ঢিল পড়ল। লিসা হ্যালিডে ভুল কথা বলেছে। আলতু ফালতু সূত্রের খবরগুলোর কোন ভিত্তি নেই। তবু প্রটোকল তো মেনে চলতেই হবে। তিনি সিস্টার অ্যাগনেসের ডেস্কের ফোন তুললেন।

আমি মারা যাব!

নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে গ্রেসের। ট্রাক থামার শব্দ পেয়ে ওর সমস্ত আশা উবে গেল। ওরা নিশ্চয় চেক পয়েন্টে চলে এসেছে। গ্রেস চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল।

'বাঁচাও! আমাকে কেউ বাঁচাও!'

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই ভয়টাই সে পাচ্ছিল, গার্ডরা তাকে দেখে ফেলবে। এখন আর গার্ডের ভয় পাচ্ছে না গ্রেস। ট্রাক ডিপোতে পৌঁছার বহু আগেই সে বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে এ বাক্সের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবে।

'বাঁচাও!' গলা ফাটাল গ্রেস কিন্তু তারস্বর চিৎকার বেরুচ্ছে না। শব্দগুলো আসছে ভেঙে ভেঙে, মাথার ওপরে এবং পাশে বাক্স থাকার দরুণ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে আওয়াজ। গার্ডরা কিছুই শুনতে পেল না।

'এই লটে কী আছে?'

ড্রাইভার তার কাগজপত্র দেখাল। 'মডেলিং ক্লে। প্রায় দুই টন মাল।'

'ঠিক আছে। দেখি একবার।'

দুই গার্ড প্রথম সারির বাক্স খুলতে লাগল।

প্লিজ! আমি এখানে!

গ্রেস এ মুহূর্তে মরতে চায় না। এখানে নয়।

লেনির খুনিকে আগে খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। ওদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চেতনা হারিয়ে ফেলছে গ্রেস। আবার চিৎকার দিল সে।

এক গার্ড থমকে গেল। 'কীসের একটা আওয়াজ যেন শুনলাম?'

তার সঙ্গী মাথা নাড়ল, 'আমার দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ শুনেছ, বন্ধু। এত ঠাণ্ডা এখানে হাড়গোড় পর্যন্ত জমে যায়। এসো, জলদি কাজ শেষ করি।' সে আরেকটা বাক্স মাটিতে নামিয়ে খুলে দেখল। পরের বাক্সটি খুলেও উঁকি দিল ভেতরে। চার নম্বর বাক্সটা খুলতে যাচ্ছে, আকুতি করল ড্রাইভার।

'ভাইয়েরা, এবারে একটু ক্ষান্ত দাও। জানো এ ছাতার জিনিস ট্রাকে তুলতে কত সময় লেগেছে? আমাকে টানা ছয় ঘণ্টা গাড়ি চালাতে হবে। এদিকে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।'

গার্ডদ্বয় একে অন্যের দিকে তাকাল। দূরে, ওদের সার্ভিলেন্স টাওয়ারে ফোন বাজার শব্দ শুনতে পেল।

'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।' ড্রাইভারের কাগজে সই করে ওগুলো তাকে ফিরিয়ে দিল ওরা। 'সাবধানে গাড়ি চালিয়ো।'

ষাট সেকেন্ড পরে ট্রাক কারাগারের ফটক থেকে বেরিয়ে পড়ল।

গ্রেস ব্রুকস্টিন তখনও ভেতরে।

ইঞ্জিনের শব্দে জ্ঞান ফিরে পেল গ্রেস। স্বস্তি ঘিরে ধরল ওকে।

আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি! আমি বেঁচে আছি।

দুই গার্ডের কোন একজন ওর বাক্সের ঢাকনাটা নিশ্চয় খুলেছিল। *কিন্তু ওরা আমাকে দেখতে পেল না কেন? এতো মিরাকল। ওপরে কেউ আমাকে সাহায্য করছেন। হয়তো লেনি আমার গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল হিসেবে ফিরে এসেছে?*

তবে ওর উল্লাস বেশিক্ষণ থাকল না। বাস্তবতা অনুভব করে ওর মনটা আবার দমে গেল। অনেক কষ্টে শরীরটা সোজা করল গ্রেস। আলগা ঢাকনিটা ঠেলা দিতেই মাথার ওপর থেকে সরে গেল। লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এল গ্রেস। ট্রাকের ভেতরটা নিকষ অন্ধকার আর ভয়ানক ঠাণ্ডা। পায়ের রক্ত চলাচল ফিরে পেতে ওর কয়েক মিনিট সময় লাগল। যখন বুঝতে পারল হাঁটতে পারবে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগে বাড়ল গ্রেস।

হাত দুটো জিন্দালাশের মতো সামনের দিকে বাড়ানো, ট্রাকের পেছনের দরজা খুঁজছে। মনে হলো অনন্তকাল পরে দরজার হাতল খুঁজে পেল ওর হাত। মোচড় দিয়েও খুলতে পারল না। ঠাণ্ডায় জমে গেছে নাকি ড্রাইভার বাইরে থেকে ডাবল তালা লাগিয়ে

দিয়েছে? এসব কথা ভাবছে গ্রেস আর হাতল ধরে মোচড়াচ্ছে, এমন সময় মোচড় খেল ওটা।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনা। পেছনের দরজা এমন সাঁৎ করে খুলে গেল যে তাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল গ্রেস। নিজেকে ও আবিষ্কার করল বাইরে একহাতে দরজা ধরে ঝুলছে, বাম্পারের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে থুতনি। রাস্তা খালি এবং অন্ধকার। অবিশ্বাস্য গতিতে ওর শরীরের নিচ দিয়ে সরে যাচ্ছে রাস্তা। কত জোরে ট্রাক চলছে? পঞ্চাশ মাইল স্পিডে? ষাট মাইল? রাস্তায় ছিটকে পড়লে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তাই হিসেব করছে গ্রেস। তবে জবাব পাওয়ার আগেই রাস্তাটি একটি তীক্ষ্ণ মোড় নিল সামনে এবং ড্রাইভার সাঁই করে বামদিকের বাঁকে ঘুরিয়ে দিল ট্রাক। গ্রেস টের পেল তার হাতের মুঠো থেকে খসে বেরিয়ে যাচ্ছে হাতল, যেন ওটা মাখনে চুবানো। তার পরমুহূর্তে গ্রেস দেখল সে ভাঙাচোরা পুতুলের মতো শূন্যে উড়ছে, তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে গাছপালার দিকে। শেষ যে শব্দটা সে শুনতে পেল তা হলো মাটির সঙ্গে তার মাথার খুলির সংঘর্ষের আওয়াজ।

এরপর আর কিছু মনে নেই ওর।

একচল্লিশ

হান্না ডেনজেলের সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করছেন ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ।

'তুমি কোন্ সাহসে ওকে সেন্টারে ফেরত পাঠালে? কার অনুমতিতে?'

শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে ডেনি। গ্রেস ব্রুকস্টিন যদি সত্যি পালিয়ে গিয়ে থাকে এবং এর দায়ভার ডেনির ওপর চাপে তাহলে ওর দফা সারা। 'আমার অনুমতি আছে, স্যার। A উইংয়ের ওয়ার্ক ডিটেইলস আমার দায়িত্ব। ডেলিগেশন চলে গিয়েছিল এবং গ্রেস তার কাজ শেষ করেনি। A উইংয়ের কয়েদীদের দিয়ে গাড়ি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সিস্টারদের কে দিয়েছে?'

নর্থ গেট চেক পয়েন্টের দু'জন গার্ডকেও ওয়ার্ডেনের অফিসে তলব করা হয়েছে। ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশ এবারে ওদেরকে জেরা করলেন।

'তোমরা ঠিক জানো গ্রেস ব্রুকস্টিন ওই ট্রাকে ছিল না? সবগুলো বাক্স পরীক্ষা করেছিলে?'

ম্যাকিনটশের চেহারা দেখে গার্ডদের মনে হলো এখানে 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট' পন্থা অবলম্বন করা ঠিক হবে না। 'প্রতিটি বাক্স পরীক্ষা করে দেখেছি, স্যার। ট্রাকে কেউ ছিল না।'

ওয়ার্ডেন ম্যাকিনটশের মাথা দপদপ করছে। *তাহলে কোন চুলোয় গেল মেয়েটা?* হান্না ডেনজেলের দিকে ফিরলেন তিনি।

'কোরা বাডস এবং ক্যারেন উইলিসকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে এসো। আর সকল পুলিশ ইউনিটকে সতর্ক করে দাও। আমি ওই ট্রাকটিকে চাই। ওটাকে খুঁজে বের করে, থামিয়ে, সার্চ করতে হবে।' দুই গার্ডের দিকে তিনি অশুভ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'তোমরা যদি এর মধ্যে জড়িত থাকো তাহলে তোমাদের দু'জনের কল্লাই আমি কেটে ফেলব।'

'জী, স্যার,' তবে ঘরের সবাই জানে সবার আগে ওয়ার্ডেনের কল্লাখানা কাটা যাবে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল গ্রেস। ওর শরীরের নিচে ঝোপঝাড়ের একটি কম্বল। রোয়া ওঠা খড়ের মাদুরের মতো। খোঁচা লাগছে গায়ে। ওর পতনের চোটে ঝাড়টা নিশ্চয়

ভেঙে গেছে। ওর মাথার ভেতরে ঘররঘরর শব্দ।

না। আমার মাথায় শব্দটা হচ্ছে। শব্দটা আসছে মাথার ওপর দিয়ে। হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ।

ওরা আমাকে খুঁজছে।

ও জানে না কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল। মিনিট? ঘণ্টা? শুধু জানে ও ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। এমন ঠাণ্ডা নড়াচড়া করাই মুশকিল। এও জানে মস্ত বিপদের মধ্যে আছে সে।

ট্রাকের মধ্যে খুব বেশি সময় ও ছিল না। কাজেই বেডফোর্ড হিলস থেকে খুব বেশি দূরে যেতেও পারেনি। কারাগার এবং তার মাঝখানে বেশ খানিকটা দূরত্ব রাখা দরকার ছিল।

নি:শব্দে উঠে দাঁড়াল গ্রেস। আশ্চর্যই বলতে হবে, মনে হচ্ছে শরীরের কোন হাড়গোড় ভাঙেনি। ধীরে ধীরে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল ও। আশপাশের ছায়াগুলো চিনতে পারছে। একটি নির্জন কান্ট্রি রোড থেকে কয়েক হাত দূরের একটি বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ও। *নির্জন নয়। নীরব।* পায়ের নিচে একটা শুকনো ডাল ভাঙল মড়াৎ করে। শব্দটা বজ্রপাতের মতো শোনাল কানে।

এখান থেকে বেরুতে হবে।

গ্রেসের শরীরের বাম দিকটা কেটেছিড়ে গেছে। তবে হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হলো না। ওর ডান দিকে গাছপালার সারি একটা খাড়া ফাঁদ তৈরি করেছে। পাহাড় চুড়োর ওপর থেকে গাড়ি ঘোড়ার ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে।

পুলিশ মেইন রোডে টহল দেবে। ওদিকে গেলে আমার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তিনগুণ।

কিন্তু ওদিকে না গেলে এখান থেকে আমি বেরুতেও পারব না।

সে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

পাহাড়ের মাথায় কেউ যেন একসার পপলার গাছ পুঁতে রেখেছে, ব্যারিয়ারের কাজ দিচ্ছে। গ্রেস ওগুলোর আড়ালে পিঠ কুঁজো করে দাঁড়াল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। এতটা পথ বাইতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেছে বেদম। রাস্তাটি ব্যস্ত, যেন এখন রাশ আওয়ার চলছে। স্কার্টে লেগে থাকা শীতল পাতাগুলো ঝেড়ে নিয়ে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল গ্রেস। টিভিতে দেখা হিচ হাইকারদের মতো হাত বাড়িয়ে বুড়ো আঙুলটা তুলল।

জানি না কেউ আমাকে গাড়িতে তুলে নেবে কিনা। শীঘ্রি কোন গাড়িতে উঠতে না পারলে আমি নির্ঘাৎ ঠাণ্ডায় জমে মারা যাব।

অন্ধকার ভেদ করে পুলিশের একটি স্কোয়াড কার ছুটে এল, ওটার মাথায় নীল আলো জ্বলছে, তীব্র নিনাদে বাজছে সাইরেন। সহজাত প্রবৃত্তিতে লাফ মেরে গাছপালার আড়ালে চলে এল গ্রেস, হিমঠাণ্ডা শক্ত মাটিতে বেকায়দা পড়ে মচকে গেল গোড়ালি। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে গ্রেস কিন্তু চিৎকার করার সাহস পেল না। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য

করল ব্যথাটা। অপেক্ষা করছে পুলিশের গাড়িটা কখন মন্থর করবে গতি অথবা থেমে দাঁড়াবে। ওটা থামল না। সাইরেন বাজাতে বাজাতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। গ্রেস হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। তারপর সিধে হলো।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে হাত বাড়িয়ে, বুড়ো আঙুল তুলে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল গ্রেস। ওর সারা শরীর কাঁপছে। দুলছে। সারাদিন বলতে গেলে কিছুই খায়নি। ট্রাক থেকে ছিটকে পড়ে শরীরটা গেছে আরও দুর্বল হয়ে। কমলা রঙের আলো জ্বালিয়ে একটা গাড়ি এগিয়ে আসতে দেখল গ্রেস। আধা অচেতন অবস্থায় টলতে টলতে ওদিকে পা বাড়াল ও। ট্রাক হর্নের বিকট আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেল।

'আপনার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে, লেডি?'

এক লোক তার গাড়ি থামিয়েছে। ড্রাইভারের দিকের জানালা দিয়ে মুখ বের করে কথা বলছে গ্রেসের সঙ্গে। লোকটি মধ্যবয়স্ক, ঘন গোঁফ, কালো চোখ। দেখে মনে হচ্ছে এশীয় তবে অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। সে হালকা নীল রঙের একটি ভ্যান চালাচ্ছে। ভ্যানের গায়ে বড়বড় অক্ষরে লেখা Tommy's YARD SERVICES

'আপনার কোট নেই?'

মাথা নাড়ল গ্রেস। ভীষণ ঠাণ্ডা আর ক্লান্তিতে ঠকঠক করে কাঁপছে ও। লোকটি প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে দিল।

'উঠে পড়ুন।'

বিয়াল্লিশ

ডিটেকটিভ মিচ কনরস গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে ফিরে এল নিজের ডেস্কে।

এটা কি ভালো হলো নাকি খারাপ?

লম্বা, সোনালি চুল, অ্যাথলেটদের মতো সুগঠিত শরীর, যদিও কাচে ঘেরা অফিস কক্ষটি ওর আয়তনের তুলনায় বেশ বৃহৎ, তবু মিচ কনরসকে পুলিশের চেয়ে পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড় হলেই যেন মানাতো ভালো। নীরস চেয়ারটিতে (দুই বছর আগে হেলেন এই বিশ্রী জিনিসটা কিনে দিয়েছিল ওর পিঠ ব্যথার জন্য। চেয়ারটি অনেকগুলো ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড জিতেছে এবং এটি কিনতে পকেট থেকে রেস্তও কম খসেনি, তাই সে আসনটি ছুড়ে ফেলে দিতেও পারেনি কিন্তু এটাকে মিচ কোনদিন পছন্দ করতেও পারেনি), সে পা ছড়িয়ে বসল, চিন্তা করার চেষ্টা করছে।

আমি কি সত্যি এই কেসটি চেয়েছি?

এক অর্থে বলা যায়, তার বস কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাকে দেশের সবচেয়ে বড় এবং সর্বাপেক্ষা আলোচিত তদন্তভার তুলে দিয়েছেন। গত রাতে একটি ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি কারাগার থেকে নাটকীয়ভাবে পালিয়ে গেছে গ্রেস ব্রুকস্টিন। মিচ কনরসের কাজ হলো তাকে খুঁজে বের করা, তাকে গ্রেপ্তার করে আবার জেলে ফেরত পাঠানো।

ওর বস বলেছেন, 'ইউ আর দ্য বেস্ট, মিচ। তুমি সেরা না হলে এ কাজটি তোমাকে আমি দিতাম না।' এবং প্রশংসা শুনে বেশ উদ্দীপ্ত হয়েছিল মিচ। তবে এখন আর উৎসাহ বোধ করছে না। অন্যরকম একটি অনুভূতি আছে। খারাপ কিছু। কিন্তু ওকে যে কী তাড়িয়ে ফিরছে সেটাই বুঝতে পারছে না।

অস্বস্তি লাগার জন্য চেয়ারটাকে দোষ দিল মিচ। এতে বসে আরাম নেই তাই সে কাজে মন দিতে পারছে না। *কামোত্তেজক না ছাই* মনে মনে বলল মিচ। *হেলেন আসলে এটা আমাকে কিনে দিয়েছে স্রেফ অত্যাচার করার জন্য আমি ওর সঙ্গে যেমন আচরণ করেছি তার প্রতিশোধ নিচ্ছে।*

কিন্তু হেলেন এরকম ছিল না। ও ছিল অসম্ভব ভালো একটি মেয়ে। যেন এক অ্যাঞ্জেল। আর মিচ কিনা সেই দেবদূতীকেই তাড়িয়ে দিয়েছে।

মিচ কনরসের বেড়ে ওঠা পিটসবার্গে। তার জন্ম মনরোভিলের স্বচ্ছল শহরতলীতে, তার মা ওখানকার স্থানীয় বিউটি কুইন ছিলেন। তিনি মিচের বাবাকে বিয়ে করেন উনিশ বছর

বয়সে। এক বছর পরে মিচের জন্ম হয় এবং তাদের পরিবারে সুখ-শান্তি যেন কানায় কানায় ভরে যায়।

তবে এর স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র ছয় মাস।

মিচের বাবা ছিলেন একজন প্রতিভাবান আবিষ্কার... রাতের বেলা। দিনের বেলা তিনি ছিলেন একজন ভ্রাম্যমান এনসাইক্লোপিডিয়া সেলসম্যান। মিচ তাঁর সঙ্গে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াত। ছোট ছেলেটি মুগ্ধ চোখে দেখত তার বাবা একের পর এক গৃহবধূকে কী সুন্দর পটিয়ে পাটিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করছেন। তিনি ছিলেন ঘূর্ণিবায়ুর মতো। প্রকৃতির একটি শক্তি। কিছু মহিলাকে ভয় দেখিয়ে মাল কিনতে বাধ্য করতেন, কাউকে মিষ্টি কথায় ভোলাতেন আবার অন্যদেরকে ওপরতলায় নিয়ে যেতেন কিছু 'গোপন' বিক্রির কৌশল দেখাতে যা দেখার অনুমতি মিলত না মিচের। এতে সময় লাগত পনের মিনিট এবং কাজও হতো বেশ। 'পেনসিলভানিয়ার ওই মহিলাগুলো।' পরে ঠাট্টা করতেন মিচের বাবা। 'ওদের জানবার ক্ষুধা এত প্রবল। জ্ঞান আহরণের জন্য কোন মহিলাকে তুমি অমন ক্ষুধার্ত হতে কোনদিন দেখবে না, মিচি।'

প্রতিটি বিক্রিবাট্টা শেষে পিট কনরস কাছের কোন ছোট শহরে যেতেন এবং পুত্রকে প্রকাণ্ড আইসক্রিম সানডি কিনে দিতেন। মুখ ভর্তি চকোলেট সস নিয়ে বাড়ি ফিরে উত্তেজিত মিচ তার মাকে বলত, 'ড্যাড দারুণ! ড্যাড কী করেছে যদি তুমি দেখতে। আমরা কত টাকার মাল বিক্রি করেছি ধারণা করতে পারো, মম!'

মিচ কখনও বুঝতে পারত না তার মা কেন ধারণা করতে পারতেন না। কেন তিনি ড্যাডের দিকে তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকান। পরে– অনেক পরে সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। মা বাবার পরস্ত্রীগামীতা সহ্য করতে পারতেন তবে তাঁর হঠকারিতা, অসংযম এগুলো মেনে নিতে পারতেন না।

পিট কনরস ছিলেন একজন ন্যাচারাল সেলসম্যান। তবে একইসঙ্গে স্বপ্নদর্শীও যিনি নিয়মিত তাঁর বিনিয়োগের একটা অংশ আজেবাজে আবিষ্কারের কাজে ব্যয় করতেন। কিছু কিছু বিষয় মনে আছে মিচের। বাবা একবার একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বানাতে চেষ্টা করলেন যেটি হাত দিয়ে ঠেলতে হয় না। এটি ঠিকঠাক তৈরি করা গেলে নাকি কোটি কোটি টাকা আয় হবে। আরেকবার গাড়ির জন্য ক্ষুদে রেফ্রিজারেটর তৈরি করতে বসেছিলেন তিনি। তারপর এক ধরনের রানিং শু যা কিনা আপনা থেকেই পায়ের পাতা ম্যাসাজ করে দেবে। তারপর জামাকাপড়ের র‍্যাক, যেখানে কাপড় রাখলে ভাঁজ পড়বে না। এসব জিনিস ছুটির দিনে রাতের বেলা তৈরি করতেন তিনি। একেকটি প্রোটোটাইপ শেষ করে লিভিংরুমে মিচের মা'র সামনে এসে বসতেন।

'জিনিসটা কেমন হলো, লুসি,' বাবা আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করেন।

বাচ্চা ছেলেদের মতো গর্বে এবং প্রত্যাশায় জ্বলজ্বল করে তাঁর মুখ। ট্রাজেডি হলো পিট কনরস তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসতেন। স্ত্রীর প্রশংসা কামনা করতেন মনেপ্রাণে। লুসি অন্তত: একবার তাঁর কাজের স্বীকৃতি দিলে সবকিছু বদলে যেত। কিন্তু পিটের স্ত্রীর

প্রতিক্রিয়া ছিল বরাবরের মতোই।

'এবারে কত টাকা নষ্ট করলে?'

'কী যে বলো তুমি, লুসি! আমাকে ভুল সংশোধনের একটা সুযোগ তো দেবে, নাকি? আমি হলাম আইডিয়াবাজ মানুষ। এটা তো তুমি আমাকে বিয়ে করার সময় থেকেই জানো।'

'আচ্ছা? বেশ, একটা আইডিয়া তোমার কাছ থেকে চাইছি, পিট। এ মাসের মর্টগেজের টাকা আমরা শোধ করব কীভাবে বলোতো?'

মিচের ষষ্ঠতম জন্মদিনে ওরা মনরোভিল বাড়িটি ছেড়ে দেয়। চলে আসে মুরেসভিলের একটি কন্ডোতে। এরপরে যায় মিলভেলে। মিচের যখন বারো বছর বয়স, ততদিনে ওরা হিল ডিস্ট্রিক্টে চলে এসেছে। এখানে সব জুয়াড়ি আর নেশাখোরদের আড্ডা। ডিভোর্স দিতে খরচ বেশি বলে মিচের বাবা মা'র ততদিনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তার মা একজন নতুন বয়ফ্রেন্ড খুঁজে নিয়েছেন। তিনি বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ফ্লোরিডায় একটি সুন্দর বাড়িতে চলে গেছেন। মিচ তার বাবার সঙ্গে থাকবে ঠিক করল।

পিট কনরস মহা উত্তেজিত। 'দারুণ হবে, মিচি! পুরানো দিনগুলোর মতো তুই আর আমি একসঙ্গে। আমরা রাতে পোকার খেলব, রোববারে দেরি করে ঘুম থেকে উঠব। এখানে সুন্দরী মেয়েদের অভাবও নেই, কী বলিস?'

সুন্দরী মেয়েদের অভাব ছিল না বটে তবে এদের সঙ্গ পেতে মালপানি খসাতে হয়। পিট কনরসের ফ্রাংক সিনাত্রা মার্কা দিনগুলো অনেক আগেই গত হয়েছে। তাঁকে এখন ক্লান্ত পথিকের মতো লাগে দেখতে। মিচ বড় হচ্ছিল, বাপ তার চেহারা সৌন্দর্য দেখে ঈর্ষা বোধ করছিলেন। সতেরো বছর বয়সেই সে তার মায়ের সোনালি চুল, নীল চোখ আর বাপের মতো লম্বা পা এবং মেদহীন ছিপছিপে শরীর নিয়ে দারুণ সুদর্শন। একই সঙ্গে সে পিটের কথার জাদু শক্তিরও অধিকারী। কথা দিয়ে যে কাউকে পটিয়ে ফেলতে পারে।

'আমি গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছি অসুস্থ বাবার সেবা করতে। গত ফল-এ বাবার সেবা করার জন্য আর স্কুল করতে পারিনি...

'আমার গাড়ি? ওহ্, হ্যাঁ। ওটা তো আমি বিক্রি করে দিয়েছি। আমার ছোট্ট কাজিনটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। লিউকোমিয়া। মাত্র ছয় বছর বয়স বেচারীর। ওর চিকিৎসা খরচ জোগাতে গাড়ি বেচে দিতে হলো।'

তার কথা শুনে মেয়েরা সহজেই সহানুভূতিশীল এবং দয়াদ্র হয়ে ওঠে।

তবে হেলেন ব্রুনার ছিল অন্যরকম। তার বয়স পঁচিশ, এক মাথা লাল চুল, সবুজ চোখের এক দেবী, সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য গঠিত এক চ্যারিটিতে সে কাজ করে। এদের জন্য সে খাবার নিয়ে যায়, বাড়ি গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে। মিচ জানে তার বাবা হেলেনকে পটিয়ে ফেলেছিলেন এই বলে যে তিনি একদা নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। পিট কনরস তো সাঁতারই জানেন না। নৌকার ছবি দেখলেও তাঁর বমি আসে।

হেলেন সপ্তাহে তিনদিন করে অ্যাপার্টমেন্টে আসতে শুরু করল। পিট হেলেনের জন্য দিওয়ানা।

'বাজি ধরে বলতে পারি এ মেয়ে কুমারী। ওর লাল ঝাপে এখনও কারও হাত পড়েনি ভাবলেই আমি কামোত্তেজিত হয়ে পড়ি।'

বাপের এ ধরনের কথাবার্তা মিচ মোটেই পছন্দ করে না। বিশেষ করে হেলেনকে নিয়ে এরকম মন্তব্য তো ওর জন্য রীতিমতো বিব্রতকর।

'কুড়ি ডলার বাজি তোর আগে আমি ওই মেয়েকে ফাক করব।'

'ড্যাড! বোকার মতো কথা বোলো না। আমরা কেউই ওকে ফাক করতে যাচ্ছি না।'

'সত্যি কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা লাগে, খোকা? ও এটা চাইছে। আর পরিচিত কারও কাছ থেকেই নিতে চাইছে। ওরা সবাই এটা চায়।'

হেলেন ক্রুনার চায়নি। অন্তত: তার বাপের বয়সী কোন মাতাল নাবিকের কাছ থেকে তো নয়ই। তবে মিচের কথা হলে আলাদা... হেলেন খ্রিস্টধর্ম পালন করে। সে সংযমে বিশ্বাসী। কিন্তু মিচ কনরস যেন তার সংযমের মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

আমাকে প্রলুব্ধ কোরো না। অপ্রশস্ত, সংকীর্ণ অ্যাপার্টমেন্টটিতে হেলেন যখন দাঁড়িয়ে সিঙ্কে বাসনকোসন মাজে কিংবা ঝুঁকে বিছানা করে, টের পায় মিচ চুপিসারে তাকে দেখছে। হেলেনের মনে হয় প্রভু তাকে সরাসরি প্রলোভনের মাঝে ঢুকিয়ে দিতে যাচ্ছেন। মিচেরও একই রকম অনুভূতি হয়। সে তালিকা বানাতে বসে

হেলেনের সঙ্গে না শুতে চাইবার কারণ–

ও খুব ভালো মেয়ে।

ওর সঙ্গে মিলিত হতে গেলে মাঝপথে বাজ পড়ে তুমি মারা যেতে পারো।

ঈশ্বর তোমাকে মেরে না ফেললেও তোমার বাপ তোমাকে কিছুতেই ছাড়বে না।

তেতাল্লিশ

একদিন হেলেন লন্ড্রি রুমে ঢুকেছে, দেখে বক্সার শর্টস পরে দাঁড়িয়ে আছে মিচ।

নীরব প্রার্থনা করল হেলেন, *আমাকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করো।*

মিচও প্রার্থনা করল। *আমাকে ক্ষমা করো, ফাদার, কারণ আমি পাপ করতে চলেছি।*

ওদের মিলনটি হলো অবিশ্বাস্য। ওয়াশিং মেশিনের ওপর বসে, শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে, লিভিংরুমের মেঝেতে শুয়ে এবং সবশেষে পিট কনরসের বিছানায় ওরা নানানভাবে সেক্স করল। তারপর মিচ পরম তৃপ্তি নিয়ে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকল। অপরাধবোধে ভুগতে চাইছিল ও। কিন্তু সেরকম কোন অনুভূতিই হলো না।

হেলেন শিরদাঁড়া টানটান করে বসে রইল।

'তুমি নিশ্চয় আবার ওটা চাইছ না?' গুঙিয়ে উঠল মিচ।

'না। কীসের যেন শব্দ শুনলাম। বোধহয় তোমার বাবা এসে পড়েছেন।'

চোখের পলকে জামাকাপড় গায়ে চড়াল হেলেন। ছুটে গেল কিচেনে, বাসনকোসন মাজতে শুরু করল। মিচ, যার শরীরের নিম্নাংশ হঠাৎ করেই যেন পারকিনসন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল, অন্ধ আতংকে বেডরুমের চারপাশে চোখ বুলাল। ফ্রন্ট ডোর খোলার শব্দ হলো।

'মিচ?'

ধুত্তুরি। পুরো উদোম মিচ এক লাফে ঢুকে পড়ল বিল্ট ইন ক্লজিটের ভেতরে, দরজাটা বন্ধ করে দিল। ক্লজিটের পেছনে, দেয়ালের সঙ্গে একটি ট্রাপডোর রয়েছে। ওখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়। মিচ তার ছয় ফুটি দেহখানা কোনমতে ওই ভয়ানক সরু জায়গাটির মধ্যে সেঁধিয়েছে, পিট কনরসের পায়ের আওয়াজ ভেসে এল বেডরুম থেকে।

'মিচ!' এবারে একটা গর্জনের বিস্ফোরণ ঘটল। বুড়ো লোকটা নির্বোধ নয়। হেলেনের লাল টকটকে মুখ, চেহারায় অপরাধীর ছাপ আর দোমড়ানো মোচড়ানো বিছানার চাদর দেখে তিনি যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন। মিচ শুনতে পেল ফ্রন্ট ডোর খুলে

আবার বন্ধ হয়ে গেল। হেলেন নিশ্চয় ওই দরজা দিয়ে পালিয়েছে। ইস, মিচও যদি ওর সঙ্গে ভাগতে পারত।

খুলে গেল ক্লজিটের দরজা। ট্রাপডোরের নিচ দিয়ে সরু জায়গাটার মধ্যে আলোর একটা ফালি প্রবেশ করল। নি:শ্বাস বন্ধ করে রইল মিচ। একটুক্ষণ বিরতি। হ্যাঙ্গারে ঝোলানো শার্টে খসখস শব্দ। তারপর বন্ধ হয়ে গেল ক্লজিটের দরজা।

ধন্যবাদ, ঈশ্বর। আমি শপথ করছি আর জীবনেও কোনদিন আমার বাবার বিছানায় কোন মেয়েকে নিয়ে যাব না।

পিট কনরসের পদশব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ থেমে গেল। মিচের হৃদস্পন্দনও একইসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। *হেই, ঈশ্বর, আমি তো একটু আগেই কসম খেলাম।*

আবার মেলে গেল ক্লজিট ডোর। তারপর ট্রাপডোর। পিট কনরস তার ন্যাংটা ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'হেই, ড্যাড। একটা তোয়ালে দিতে পার?'

দুই মিনিট পরে রাস্তায় নেমে এল মিচ। সে তার বাবাকে আর জীবিত দেখতে পায়নি।

'আমি বিয়ে করতে চাই, মিচ।'

হেলেন এবং মিচ তিন বছর ধরে লিভ টুগেদার করছে।

মিচের বয়স এখন একুশ, বার-এ কাজ করে ভালোই কামাই তার। হেলেন চ্যারিটির কাজ কমিয়ে দিয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন ট্রেইনি লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করছে। যদিও এতে তেমন মনোসংযোগ করতে পারছে না সে। তার বয়স ত্রিশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সে এখন সন্তানের মা হতে চায়।

'কেন?'

'কেন? এটা কি কোন সিরিয়াস প্রশ্ন? আমরা একসঙ্গে বসবাস করে পাপ করছি। তাই বিয়ে করতে চাইছি।'

হাসল মিচ। 'জানি। তুমি কি মজা পাচ্ছ না?'

'মিচেল! আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না। আমি সন্তান চাই। আমি একটি কমিটমেন্ট করতে চাই, শুরু করতে চাই পরিবার, এই সঠিক কাজটি করতে চাই। তুমিও কি তা চাও না?'

'নিশ্চয় চাই, বেবি।'

কিন্তু সত্য হলো মিচেল নিজেও জানে না সে কী চায়। বাবা-মাকে সারাজীবন ঝগড়া করতে দেখে বড় হয়ে ওঠা মিচ বিয়ে করার চিন্তাই কখনও করেনি। সে হেলেনকে ভালোবাসে, সেটা সমস্যা নয়। হয়তো বা এটাই সমস্যা। খুব ভালো, খুব নিঁখুত কারও সঙ্গে বসবাস করার বিষয়টিই হযতো ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। তার

ভেতরে তার বাবার অনেক ছাপ আছে। মিচও তার বাপের মতোই জন্মগতভাবে নারী পটানোয় দক্ষ পুরুষ। *আজ হোক কাল হোক, একদিন ওকে হয়তো আমি অসম্মান করে বসব। ও আমাকে ঘৃণা করতে শিখবে, আমার দুর্বলতাকে অবজ্ঞা করবে।* হেলেন হলো মাদারশিপ কিন্তু মিচের দরকার লাইফবোট।

'আগামী বছর,' হেলেনকে বলল মিচ। 'আগে বাবাকে জানাই ব্যাপারটা।' গতবছর একই কথা বলেছিল সে। তার আগের বছরেও। তারপর, এক মাস পরে দুটো ভূকম্পনের মতো ঘটনা ঘটল যা মিচের জীবনটাকেই বদলে দিল আমূল।

প্রথমত, হেলেন ওকে ছেড়ে চলে গেল।

তারপর ওর বাবা খুন হয়ে গেলেন।

মিচের সঙ্গে হেলেন ব্রুনারের সম্পর্কচ্ছেদের দুই সপ্তাহ পরে পিট কনরস তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন। জীবন হারালেন তিনি একটি নকল রোলেক্স ঘড়ি, নয় ক্যারাটের সস্তা সোনার আংটি এবং নগদ তেইশ ডলারের জন্য। মিচের মা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে প্লেনে করে এলেন। লুসি কনরসকে দারুণ গ্ল্যামারাস এবং রূপবতী লাগছিল তবে তাঁর চোখেমুখে শোকের ছায়ামাত্র ছিল না। অবশ্য তিনি শোক করবেনই বা কোন দুঃখে?

মিচকে তিনি দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। 'তুমি ঠিক আছ তো, বাছা? তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে।'

'আমি ভালো আছি।'

আমি ভালো নেই। আমার ওখানে থাকা উচিত ছিল। আমি আমার বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম। এখন তিনি মারা গেছেন এবং আমি তাঁকে বলার সুযোগ পাইনি যে আমি দুঃখিত। আমি তাঁকে কোনদিন বলিনি তাঁকে কতটা ভালোবাসি।

'এত আপসেট হয়োনাতো। শুনতে খারাপ লাগবে তবে সত্যি বলছি এ ঘটনা যদি না-ও ঘটত মদ তাকে শীঘ্রি ধ্বংস করে ফেলত।'

'শুনতে খারাপ লাগছে।'

'আমি অটোপসি রেকর্ড দেখেছি, মিচ। জানি কী নিয়ে কথা বলছি। তোমার বাবার লিভার পচে গলে গিয়েছিল।'

'এসব কী বলছ, মা!'

'আমি দুঃখিত, হানি, কিন্তু এটাই সত্য কথা। তোমার বাবা বেঁচে থাকতে চায়নি।'

'হয়তো বা চায়নি। কিন্তু গুণ্ডাপাণ্ডার হাতে ছুরি খেয়েও বাবা মরতে চায়নি। এরকম মৃত্যু তার পাওনা ছিল না।'

মিচের মা'র একটা ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত হলো। তিনি হয়তো বলতে চাইছিলেন এটি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। কিন্তু ছেলেকে তিনি কথা শেষ করার সুযোগ দিলেন। 'আর পুলিশ? তারাই বা কী করছে? বাবাকে যারা হত্যা করেছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার

নামগন্ধও করছে না। যেন বাবার জীবনের কোন মূল্যই নেই।'

'ওরা ওদের পক্ষে যা করা সম্ভব তা নিশ্চয় করেছে, মিচ।'

'ছাতা করেছে।'

ছাতাই করেছে বটে। পিটসবার্গ পুলিশ স্রেফ পেপার ওয়ার্ক করেই ক্ষান্ত, মিচ কনরসের খুনীকে ধরার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তারা করেনি। মিচ বহুবার অভিযোগ করেছে, ওরা কানেই তোলেনি। আর এ ব্যাপারটিই ক্রমশ বুঝতে পারছিল সে।

আমার বাবার মতো মানুষজনকে কেউ পাত্তা দেয় না। সাধারণ, শ্রমজীবী মানুষের জন্য সমাজে কোন ন্যায়বিচার নাই। দরিদ্র জনগোষ্ঠী সর্বদাই অবহেলিত। তাদের নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা নেই।

পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দুই সপ্তাহ বাদে মিচ ফোন করল হেলেনকে।

'আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আচ্ছা।' ক্লান্ত শোনাল হেলেনের কণ্ঠ।

'আমি পুলিশে যোগ দেব। গোয়েন্দা হবো।'

এ ব্যাপারটা বোধহয় আশা করেনি হেলেন। 'ওহ।'

'তবে এখানে নয়। আমি পিটসবার্গ থেকে চলে যাবো। নতুন করে সবকিছু শুরু করব। নিউইয়র্কে যেতে পারি।'

'বেশ তো, মিচ। গুডলাক।' ফোন রেখে দিল হেলেন।

দশ সেকেণ্ড পরে মিচ আবার ফোন করল ওকে।

'আমি ভাবছিলাম তুমি হয়তো আমার সঙ্গে যাবে। তবে অবশ্যই আগে আমরা বিয়ে করব। আমার ধারণা আমরা–'

'কবে? আমরা কবে বিয়ে করছি?'

'যত শীঘ্রি সম্ভব। আগামীকাল?'

ছয় সপ্তাহ বাদে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ওরা নিউইয়র্কে চলে এল।

তার সাত সপ্তাহ পরে গর্ভবতী হলো হেলেন।

চুয়াল্লিশ

ওদের ছোট্ট মেয়েটির নাম রাখল ওরা সেলেস্টি। কারণ মেয়েটি যেন স্বর্গ থেকে এসেছে। মা হওয়ার খুশিতে আত্মহারা হেলেন, তাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কুইন্স অ্যাপার্টমেন্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কেটে যায় আদরের মেয়েকে নিয়ে। মিচও তার বাচ্চাকে ভালোবাসে। বাচ্চার মাথাভরা কালোচুল এবং বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর দুই চক্ষু খুবই সুন্দর। তবে কাজের চাপে মেয়েকে সে একদমই সময় দিতে পারে না। প্রথম কিছুদিন কাটল কঠোর ট্রেনিংয়ে, তারপর রাস্তার ডিউটিতে। মিচ যখন বাড়ি ফেরে সেলেস্টি তখন দোলনায় ঘুমাচ্ছে আর ভয়ানক ক্লান্ত হেলেন কাউচে গা হাত পা এগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। মাস এবং বছর গড়াচ্ছে কিন্তু স্ত্রী এবং কন্যাকে ভালোবাসা এবং স্নেহ দিয়ে সিক্ত করার সময় ততই দুর্লভ হয়ে উঠল মিচের জন্য।

মিচের প্রমোশন হলো, বড় একটি বাড়িতে সপরিবারে উঠে গেল। আশা করল এটি সুখী করবে হেলেনকে। কিন্তু করল না।

'তোমাকে তো আমরা কাছেই পাইনা, মিচ।'

'নিশ্চয় পাও। কামন, হানি, অতিরঞ্জন কোরো না।'

'আমি অতিরঞ্জন করছি না। সেদিন শুনলাম ম্যারি আন জিজ্ঞেস করছে সেলেস্টিকে ওর কোন বাবা আছে কিনা।'

ক্ষেপে গেল মিচ। 'এ বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ম্যারি-অ্যানটা কে?'

হেলেন নিষ্প্রভ চোখে তাকাল স্বামীর দিকে। 'সে তোমার মেয়ের বেস্ট ফ্রেন্ড। ম্যারি অ্যান মেয়ার।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

মন খারাপ হয়ে গেল মিচের। সে বাড়িতে আরও বেশি সময় কাটাতে চায়। কিন্তু সমস্যা হলো, হেলেনকে বলেছে ও মন্দ লোকেরা কখনও ছুটি নেয় না। গুণ্ডাপান্ডা চোর-ডাকাত, গ্যাং লিডার, ধর্ষক এরা সবাই প্রতিদিন নগরীর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের শিকার হচ্ছে দুর্বল, অসহায় মানুষজন। *আমার বাবার মতো লোকজন তাদের শিকার।*

মিচ নিজের কাজটাকে স্রেফ চাকরি বলে ভাবে না। এ তার প্রেরণা, আহুতি,

যেভাবে হেলেন মা হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করছে। আর নিজের কাজে খুবই দক্ষ মিচ।

ডিভোর্সটা এল বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো। মিচ এক রাতে বাড়ি ফিরেছে টেবিলে খাবার দেয়া আছে সে প্রত্যাশায়। বদলে সেখানে দেখল কিছু আইনী কাগজপত্র। চলে গেছে হেলেন এবং সেলেস্টি। মিচ পরে বুঝতে পারল ডিভোর্সের এসব কাগজপত্র অনেক আগে থেকেই দেয়ালে ঝোলানো ছিল। অর্থনীতির অশনি সংকেত শুরু হওয়ার পর থেকে মহানগরে অপরাধ আশংকাজনক হারে বেড়ে যাচ্ছিল। তারপর কোরামের পতন হলো, নিউইয়র্কে বেকারদের সংখ্যা বাড়তে লাগল ঝড়ের গতিতে, রাতারাতি পরিস্থিতি ভয়ানক খারাপের দিকে ধাবিত হলো। একটি যুদ্ধের সামনের লাইনে পড়ে গেল মিচ কনরস। আগ্নেয়াস্ত্র রেখে ডিনার খেতে বাড়ি ফেরার অবস্থার তার ছিল না।

হয়তোবা সে যথাসময়ে বাড়ি ফিরতে পারত। কিন্তু ফেরেনি। যখন সে বুঝতে পারল কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ তার বিয়ের সর্বনাশ করে ফেলেছে ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

NYPD হয়ে উঠেছিল মিচ কনরসের জীবন। তার মানে এ নয় এ জীবন সে খুব ভালোবাসত। লোকে পুলিশে যোগ দেয় বিভিন্ন কারণে, সবারই ভাগ্যে প্রশংসাও জোটে না। ব্যাজ এবং বন্দুক পেয়ে অনেকেই আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। এরা একেবারেই রদ্দি। আরেকদল সৌহার্দের সন্ধান করে। এদের কাছে NYPD হলো সফটবল টিম কিংবা ভ্রাতৃসঙ্ঘ। এটি তাদের জীবনের শূন্যতা পূরণ করে যেটি বিবাহ, পরিবার কিংবা বেসামরিক বন্ধুবান্ধব দ্বারা পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না। মিচ কনরস এদের মন মানসিকতা, চাওয়া পাওয়া বুঝতে পারে তবে নিজেকে সে এই দলভুক্ত ভাবে না। সে বন্ধুত্ব করার জন্য পুলিশ হয়নি কিংবা কারও ওপর কর্তৃত্ব করার লোভেও বেছে নেয়নি এ পেশা। সে তার বাবার মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত করতে পুলিশে যোগ দিয়েছে এবং এখনও বিশ্বাস করে সে আলাদা কিছু করে দেখাতে পারবে।

মিচের বাবাকে যে বা যারাই হত্যা করে থাকুক না কেন হয়তো ভাবছে তারা পার পেয়ে গেছে। ভুল। দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি পেতেই হবে। আর গ্রেস এবং লেনি ব্রুকস্টিনের মতো ধনী এবং শিক্ষিতরাও কম অপরাধী নয়। বরং এরাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

সিধে হলো মিচ, হেলেনের যন্ত্রণাদায়ক চেয়ারটি লাথি মেরে সরিয়ে দিল। *এ কেসটা নিয়ে তার একটা সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটা কী?*

অবশেষে মনের খচখচানির কারণটা ধরতে পারল ও। *এর সঙ্গে এফবিআই জড়িত...*

ব্রুকস্টিন দম্পতির অর্থনৈতিক প্রতারণার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে দু'বছর

পার হয়ে গেছে, কিন্তু গোটা আমেরিকা জানে কোরামের চুরি যাওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা এখনও লাপাত্তা। হ্যারি বেইন, নিউইয়র্কে এফবিআই'র খোশমেজাজি সহকারী পরিচালকটি কোরামের হারানো টাকা ফিরে পেতে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। কিন্তু একটি বড়সড় অশ্বডিম্ব পেয়েছে সে। বেইনের এজেন্টরা কারাগারে বহুবার গ্রেসের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, কিন্তু সে নিজের গল্পে আঠার মতো লেগে ছিল। গ্রেসের ভাষ্য, সে টাকার ব্যাপারে নিজে কিংবা তার প্রিয় মৃত স্বামীটি কিছুই জানে না।

NYPD'র বেশিরভাগ কর্মকর্তার মতো মিচ এফবিআইকে খুবই অপছন্দ করে। গ্রেস ব্রুকস্টিন জেল ভেঙে পালিয়েছে, এ এখন অনিবার্য যে হ্যারি বেইন তার হার্ভার্ড শিক্ষিত নাকটি মিচের কেসে গলাবে, জেরা করবে, সাক্ষীদের বিরক্ত করে ছাড়বে। মিচের বস ওকে সুন্দর বাচনভঙ্গিতে বলেছেন, 'বেইন চর্মরোগের মতো তোমার পাছায় লেগে থাকবে। ওকে কীভাবে খসাবে সেজন্য বরং প্রস্তুতি নাও।'

মিচ প্রস্তুতি নিয়েছে।

টাকাটা হ্যারি বেইনের সমস্যা। গ্রেস ব্রুকস্টিন আমার সমস্যা।

গ্রেসকে পাকড়াও করতে পারলে সে ন্যাশনাল হিরো হয়ে যাবে। তখন হয়তো হেলেন ফিরে আসবে তার কাছে। ও কি সত্যি সেটা চায়? নিজেও জানে না মিচ। হয়তো বিয়ে করাটাই তার উচিত হয়নি। বিবাহিত জীবন তার জন্য প্রযোজ্যই নয়।

এবারে কাজে নামার সময় হলো।

পঁয়তাল্লিশ

ভ্যানে উঠেছে গ্রেস, গরম হাওয়া ঘুসির মতো বাড়ি মারল নাকে-মুখে।

রক্ত চলাচল শুরু হতে ওর হাত এবং পায়ের আঙুলগুলোয় ব্যথা করতে লেগেছে। রাস্তা থেকে গাড়িতে চড়েছে গ্রেস তবে জানে কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না। তার পলায়নের খবর লোক জানাজানি হতে কতটা সময় নেবে? কত ঘণ্টা? বড়জোর একদিন। হয়তো রেডিওতে ইতিমধ্যে চাউড় হয়ে গেছে সংবাদ। ওরা নতুন একটি ছবি প্রকাশ...

'আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?'

ভালো প্রশ্ন। গ্রেস কোথায় যাচ্ছিল।

ড্যাশ বোর্ডের কম্পাসে তাকাল ও। 'উত্তরে।'

ওর 'পরিকল্পনা' হলো তিন সপ্তাহের মধ্যে ডেভি বুকোলার সঙ্গে যোগাযোগ করে ম্যানহাটানের টাইম স্কোয়ারে ওদের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। জেল থেকে বেরিয়েই জন মেরিভেলের পিছু লাগতে ডেভিই ওকে মানা করেছে। 'যা যা জানা দরকার সবকিছু যতক্ষণ জানতে না পারছি ততক্ষণ তোমার পরিচয় ফাঁস করা চলবে না।' ডেভি নিশ্চিত লেনির খুনীর অনেকটাই কাছাকাছি সে পৌঁছে গেছে। 'আর মাত্র ক'টা দিন। আমাকে বিশ্বাস করো।' সাক্ষাতের স্থান এবং সময় সে-ই নির্বাচন করেছে। তার যুক্তি, টাইম স্কোয়ার জনসমাগমে পূর্ণ একটি এলাকা। ওখানে কেউ গ্রেসের সন্ধান করবে না। 'কেউ তোমাকে দেখতে পেলেও ভাববে ভুল করেছে। তবে আশা করা যায় কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না। তুমি ছদ্মবেশ ধরার যথেষ্টই সময় পাবে।'

গ্রেস সত্বর ডেভির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ডেভি তার সিদ্ধান্তে অনড়। 'যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাকে আমি আরও তথ্য দিতে পারছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হচ্ছি আমাদের প্রতিটি সাক্ষাতই হবে ঝুঁকিপূর্ণ, ততদিন যত কম ঝুঁকি নেয়া যায় ততই মঙ্গল।'

ইতিমধ্যে লুকিয়ে থাকার একটি জায়গা খুঁজে নেবে গ্রেস। চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে দারুণ একটা ছদ্মবেশ নিতে শুরু করবে। অবশ্য মামলা চলাকালীন আমেরিকা যে গ্রেসকে দেখেছিল তার সঙ্গে বর্তমান গ্রেসের চেহারা ও চালচলনে মিল নেই বললেই

চলে। ওয়াল স্ট্রিটের রানি হিসেবে লোকে যাকে চিনত এখন তাকে এ অবস্থায় দেখলে আদৌ চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। ভাঙা নাক, ফ্যাকাসে চামড়া, চাঁদিতে লেপ্টে থাকা খাটো চুল, ব্যথাতুর নিষ্প্রভ চোখ; এসবই ওকে প্রথম কয়েকটা ঘণ্টা চিনতে পারার ঝুঁকি থেকে হয়তো রক্ষা করতে পারবে। তবে শেষ পর্যন্ত, জানে গ্রেস, এগুলোই যথেষ্ট নয়। ওকে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে গিরগিটির মতো রূপ বদলাতে হবে।

শুধু চেহারা নয়, আমাকে আমার ভেতরটাও বদলে ফেলতে হবে, মনে মনে বলল গ্রেস। ওকে হতে হবে সফল একজন কন আর্টিস্ট, সফল একজন অভিনেতা, শিখতে হবে কীভাবে অন্য আরেকজনে রূপান্তরিত হওয়া যায়। ওর বর্তমান চেহারা যে কোন মুখোশ, পরচুলা কিংবা হেয়ার ডাইয়ের চেয়ে অনেক ভালো কাজ দেবে। জেলখানা থেকে পালানোর সময় যে কথাগুলো মনে মনে বারবার আওড়াচ্ছিল, সেই মন্ত্রই নিঃশব্দে বলে যেতে লাগল গ্রেসঃ

গ্রেস ব্রুকস্টিন মারা গেছে।

আমার নাম লিজ্জি উলি।

আমার বয়স আটাশ। আমি উইসকনসিনের একজন স্থপতি।

'উত্তরে যাচ্ছিলেন, না?'

ড্রাইভারের গলার স্বর বাস্তবে ফিরিয়ে আনল গ্রেসকে। 'উত্তরে কোথায়?'

জবাব দিতে ইতস্তত: করল গ্রেস।

'জিজ্ঞেস করলাম কারণ আপনার সঙ্গে তো কোন বাক্সপেটরা দেখছি না। দেখে মনে হয় আপনি ফ্লোরিডা যাচ্ছেন।' খ্যাকখ্যাক হাসল সে। গ্রেস লক্ষ করল লোকটা তার নগ্ন পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সহজাত প্রবৃত্তির বশে পা জোড়া আড়াআড়ি করে স্কার্টটি টেনে নামিয়ে দিল ও।

'আমি তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার... আমার বোন খুব অসুস্থ।'

মিথ্যাটা এমন কাঁচা যে বলতে গিয়ে নিজেই লজ্জায় লাল হলো গ্রেস। তবে ড্রাইভার লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না। 'কী নাম তোমার, সুইটহার্ট?' লোকটা চট করে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে এল।

'লিজ্জি।'

'সুন্দর নাম। তুমি দেখতেও খুব সুন্দর, লিজ্জি। কথাটা তুমি নিশ্চয় জানো, না?'

গ্রেস ব্লাউজের ওপরের অংশ গলার দিকে টেনে আনল বোতাম আটকাতে চাইল। কিন্তু বোতাম নেই। এ লোকটার আচার-আচরণ সুবিধার ঠেকছে না।

হঠাৎ রাস্তার পাশে ব্রেক কষল ড্রাইভার। লাফিয়ে উঠল গ্রেস।

'সরি। একটু জল খালাস করতে হবে। সিট বেল্ট খুলে সে ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামল।

ভ্যানের পেছনে ড্রাইভারকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল গ্রেস। ওর মনে ঝড় বইছে।

আমি কি গাড়ি থেকে নেমে পড়ব? ছুটে পালাব? না, সেটা পাগলামি হবে। ওর গাড়ি দরকার ছিল এবং তা পেয়েও গেছে। আরও মাইল পঞ্চাশেক এ লোকটার সঙ্গে যাবে গ্রেস, পথিমধ্যে হয়তো কোন ছোট শহর মিলবে। তখন নেমে যাবে।

দুই মিনিট পরে ফিরল ড্রাইভার। হাতে একটা থার্মোফ্লাস্ক আর একটি কন্টেইনার বোঝাই স্যাণ্ডউইচ। ভ্যানের পেছনে নিশ্চয় জিনিসগুলো রাখা ছিল।

'ক্ষিদে পেয়েছে?'

গ্রেসের পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। ও খুবই ক্ষুধার্ত।

'জী।'

ইগনিশন অন করল ড্রাইভার, আবার রাস্তায় উঠে এল গাড়ি নিয়ে। 'ঠিক আছে, লিজ্জি। তাহলে এগুলো খেয়ে ফেলো। আমি আগেই খেয়েছি। তবে আমার স্ত্রী সবসময় আমার জন্য অতিরিক্ত খাবার দিয়ে দেয়।'

এ লোক তাহলে বিবাহিত। সঙ্গে সঙ্গে রিলাক্স বোধ করল গ্রেস।

'ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।'

ও খেতে শুরু করল।

ভ্যানের পেছনে, মেঝেতে মুখ চেপে থাকা অবস্থায় জেগে গেল গ্রেস। ওর উলের স্কার্টটি নিতম্বের ওপর তুলে ফেলা হয়েছে, প্যান্টি টেনে নামানো হয়েছে গোড়ালি পর্যন্ত। ড্রাইভারটা ওর শরীরের ওপর। লোকটার হাত ওর দুই পায়ের ভেতরে নড়াচড়া করছে।

'ঠিক আছে, লিজ্জি। পা দুটো আরও ছড়াও দেখি, সোনা। আরও ফাঁক করো।'

গুঙিয়ে উঠল গ্রেস। নড়ার চেষ্টা করল কিন্তু শরীরটা মনে হলো সীসার মতো ভারী। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গায়ের ওপর ড্রাইভারের ওজন। একদমই নড়তে পারছে না ও। লোকটা মুক্ত হাত দিয়ে তার ফেঁপে ওঠা পুরুষাঙ্গ গ্রেসের ভেতরে প্রবেশ করাল।

'না!' গ্রেস জানে না শব্দটি ও চিৎকার করে বলেছে নাকি মাথার ভেতরে আওয়াজ হয়েছে। অবশ্য তাতে কিছুই আসে যায় না। লোকটা সবলে ধাক্কাতে শুরু করেছে। যদিও তার নড়াচড়ায় কোন উন্মত্ততা নেই। কাজটা সে করছে রয়েসয়ে, রসিয়ে রসিয়ে। গ্রেস টের পেল লোকটার হাত সরসর করে ওপর দিকে উঠে আসছে, এবারে ব্রা-র নিচে ঢুকে পড়ল খসখসে থাবা।

'বুকে আদর খেতে কেমন লাগছে?' গ্রেসের কানে ফিসফিস করছে লোকটা। ওর বুকে নির্দয় অত্যাচার চালাচ্ছে হাত দিয়ে।

'তুমি জেগে আছ, তাই না, লিজ্জি? তোমার উত্তেজনা টের পাচ্ছি।' আবার একটা জোর ধাক্কা। 'কেমন লাগছে, বেবি? মজা পাচ্ছ তো? আমি জানি পাচ্ছ। চিন্তা কোরো না, লিজ্জি। আমাদের কাছে সারাটা রাত আছে।'

লোকটা ওকে অবিরাম ধর্ষণ করে চলল। গায়ের ওপর জগদ্দল পাথরটা নিয়ে বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করতে পারছে না গ্রেস। ও নিশ্চিত লোকটা ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে

অজ্ঞান করেছে। চায়ের মধ্যে সে নিশ্চয় ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। গ্রেস ভাবছে এখন কত রাত এবং ওরা এখন কোথায়? ওরা কি এখনও বেডফোর্ডের কাছে? কয় ঘণ্টা গেল? গাড়ি ঘোড়ার কোন শব্দও তো শোনা যাচ্ছে না।

আমরা বোধহয় নির্জন কোন জায়গায়। কোন বনভূমিতে। যেখানে কেউ আমার চিৎকার শুনতে পাবে না।

লোকটা কাজ শেষ করার পরে গ্রেসকে নিয়ে কী করবে? জঙ্গলে ছুড়ে ফেলে দেবে? হত্যা করবে? ধীরে ধীরে গ্রেসের মাথার ঘন কুয়াশা পরিষ্কার হতে লাগল। লোকটা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে গ্রেসকে নগ্ন করেনি। ওর জামাকাপড় গায়েই আছে, পায়ে জুতোও রয়েছে।

আমার জুতো...

লোকটার গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। বোধহয় স্খলনের সময় হয়ে এসেছে। দাঁতে দাঁত চাপল গ্রেস, চূড়ান্ত মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হলো, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল লোকটা। ওর কাছ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করল সে, তারপর ধাক্কা মেরে চিৎ করে শুইয়ে দিল। লোকটার মুখের দিকে তাকাল গ্রেস। কুতকুতে চোখদুটি পৈশাচিক আনন্দে নাচছে। গ্রেস মনে মনে বলল *ও আমাকে খুন করবে।*

ধর্ষণটা ছিল স্রেফ একটা শৃঙ্গার।

'মুখ খোলো,' হুকুম দিল সে।

শূন্যে পা তুলল গ্রেস, লোকটার পিঠ জড়িয়ে ধরল, ওকে নিজের দিকে টানল। 'আমাকে করো।' লোকটার চোখে চোখ রাখল ও, উত্তেজনায় চোখের তারা স্ফীত হলো।

হাসল লোকটা। 'বেশ, বেশ, বেশ। তাহলে তুমি ব্যাপারটা উপভোগ করছ, ছোট্ট লিজ্জি। নাহ, আজ রাতটা সত্যি দারুণ কাটবে আমার।'

গ্রেসকে আবার রমন শুরু করল সে। এবারে আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে। গ্রেস দু'পা দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল লোকটাকে। বাম পায়ের জুতোর ভেতরে আঙুল নাড়তে লাগল। অবশেষে কোরার দেয়া স্টিলেটোর সন্ধান পেয়ে গেল।

'ইয়াহ্! দ্যাটস ইট, বেবি!'

গ্রেস টের পেল লোকটার কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে গেছে। সে স্খলন শুরু করেছে, মাঝপথে হঠাৎ পুরুষাঙ্গ বের করে নিল গ্রেসের ভেতর থেকে। তারপর ওটা এক হাতে ধরে ঝুঁকে পড়ল ওর ওপর, অপর হাত দিয়ে জোর করে গ্রেসের মুখ ফাঁক করল। গ্রেস টের পেল ওর মুখে গরম বীর্যপাত হচ্ছে, গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে গলায়। ওর দম বন্ধ হয়ে এল। লোকটা দাঁত বের করে, চোখ বুজে সুখের আতিশয্যে খ্যা খ্যা করে হাসছে।

এখনই সুযোগ। পিঠ বাঁকা করে, বিদ্যুৎ গতিতে পা থেকে জুতো খুলে ফেলল গ্রেস, মুঠোয় পুরে নিল ছুরি, উন্মুক্ত করল ফলা এবং লোকটার শোল্ডার ব্লেডের মধ্যে ওটা আমূল বসিয়ে দিল।

এক সেকেণ্ডের জন্য হাঁটু গেড়ে বসে থাকল ড্রাইভার, তার মুখে ব্যথা এবং

হতভম্বের ছাপ। পরমুহূর্তে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনে, নীরবে, পিঠে বিঁধে রয়েছে ছুরি, যেন খেলনার গায়ে চাবি। লোকটার শরীরের নিচ থেকে বহু কষ্টে বের হয়ে এল গ্রেস। বাঁট পর্যন্ত ঢুকে যাওয়া ছুরিটি টান মেরে খুলে নিল। ক্ষতস্থান থেকে ঝর্ণার মতো কলকল করে রক্ত পড়তে লাগল।

লোকটাকে ধাক্কা মেরে কাত করাল গ্রেস। কী যেন বলতে চাইল সে, কিন্তু গলা দিয়ে শুধু ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুল। লোকটার কুঁচকিতে প্রচণ্ড লাথি মারল গ্রেস। দেখেই বোঝা যায় এ আর নড়াচড়া করতে পারবে না। তবু মনের ঝাল মেটাতে লাথি কষিয়েছে গ্রেস। সে লোকটার পকেট হাতড়ে নগদ টাকাসহ মূল্যবান যা কিছু পেল সব হাতিয়ে নিল। তারপর দ্রুত আন্ডারওয়্যার এবং পোশাক পরল। পরখ করল ক্যারেনের দেয়া কাগজপত্র সব ঠিকঠাক আছে কিনা। এরপর ও ভ্যানের সামনে চলে এল। খুলে নিল গাড়ির চাবি, সে সঙ্গে লোকটার ভারি জ্যাকেট। গাড়ি চালানোর সময় এ জ্যাকেটটাই ড্রাইভারের পরনে ছিল।

রেডি।

ভ্যানের পেছনে চলে এল গ্রেস, খুলল দরজা। এখনও বেঁচে আছে ড্রাইভার তবে জীবন প্রদীপ নিভে যেতে বেশি সময় লাগবে না। তার শরীরের নিচে রক্তের পুকুরটি আকারে ক্রমেই বড় হচ্ছে। লাল টকটকে গভীর একটি ডোবা। গ্রেসের হাতে ছুরি দেখে তার চক্ষু কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল।

'না।' শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে অনুনয় করল সে। 'প্লিজ...'

গ্রেস ভেবেছিল বুকে ছুরি মেরে বদমাশটার ভবলীলা এখানেই সাঙ্গ করে দেবে। কিন্তু ওকে দয়া ভিক্ষা চাইতে দেখে মত বদলাল।

ওকে এত তাড়াতাড়ি মরতে দেয়ার দরকার কী? এত দ্রুত মৃত্যু ওর পাওনা নয়। হারামজাদাটা যেখানে পড়ে আছে সেখানেই থাকুক। রক্তক্ষরণে ধুঁকে ধুঁকে মরুক।

গ্রেস ছুরির ফলা বুজিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল এবং ওখান থেকে ছুটে পালাল।

ছেচল্লিশ

ঘণ্টা দুই পরে সবচেয়ে কাছের ছোট শহরটির উপান্তে এসে পড়ল গ্রেস। রোড সাইন বলছে এটি পুটনাম কাউন্টির রিচার্ডসভিল শহর। ভোর হচ্ছে, রাতের কালো আকাশ ফুঁড়ে কমলা রঙের আলোর উদ্ভাস। দীর্ঘ পথযাত্রায় মাঝে মাঝে বিরতি নিয়েছে গ্রেস যখন ভেসে এসেছে দূরাগত চপারের পাখার আওয়াজ। *ওরা আমার খোঁজে নেমেও পড়েছে,* ভাবছে গ্রেস। ওরা যদি ড্রাইভারটাকে পেয়ে যায়? ওরা কি খুব কাছে এসে পড়েছে? গ্রেসের ক্ষতবিক্ষত দেহে আড্রেনালিনের প্রবাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নানান আবেগ-অনুভূতি ঘৃণা। ভয়। ব্যথা। রাগ। ওকে ধর্ষণ করা হয়েছে। শয়তান লোকটাকে এখনও যেন শরীরের ভেতরে টের পাচ্ছে গ্রেস, ওকে ব্যথা দিচ্ছে, নির্যাতন করছে। লোকটাকে ও প্রায় মেরে ফেলেছে। এ জন্য মোটেই দু:খবোধ কিংবা আফসোস হচ্ছে না গ্রেসের। প্রচণ্ড ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে ওর দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়। তবে একই সঙ্গে প্রবল ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর।

ওর একটু ঘুমানো দরকার।

সামনেই একটা মোটেল পেয়ে গেল গ্রেস। নাম আপ অল নাইট মোটেল। যেন হরর ছবি থেকে উঠে আসা কোন সরাইখানা। মোটেলের সামনে ভাঙ্গা নিয়ন সাইনে জ্বলছে এ লেখাগুলো LUXURY INDIVIDUAL BATHROOMS and COLOR TV IN EVERY ROOM! ভেতরে, রিসেপশনিস্টে এক থুত্থুরে বুড়োকে বসে থাকতে দেখল গ্রেস। মুখ ভর্তি বলীরেখা, বয়সের ভারে শুকিয়ে এবং সংকুচিত শরীর। একে দেখে স্টার ওয়ারস ছবির শতবর্ষী প্রাচীন বুড়ো ইয়োডার কথা মনে পড়ে গেল গ্রেসের।

'এক্সকিউজ মি।'

ঝিমোচ্ছিল বুড়ো। ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল।

'কী চাই?'

'রুম চাই, প্লিজ।'

গ্রেসের আপাদমস্তক দেখল ইয়োডা বুড়ো। গ্রেসের পাকস্থলি গলে জল হওয়ার জোগাড়। এ কি আমাকে চিনতে পেরেছে? ও এমন নার্ভাস হয়ে আছে, দাঁতে দাঁত বাড়ি খেয়ে ঠকঠক শব্দ উঠেছে। যদিও শীতের কারণে এমনটা হচ্ছে বলে পার পেয়ে যেতে

পারে গ্রেস। ঘর ভাড়া চাইবার সময় ও গলার স্বর দৃঢ় এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে কেঁপে গেছে কণ্ঠ। *লোকটা কি বুঝতে পারছে আমি হামলার শিকার হয়েছি? ওই হারামজাদা যে আমার ওপর চড়াও হয়েছিল তা কি আমাকে দেখে বোঝা যায়? হয়তো আমার এখানে থাকা উচিত হবে না? আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।* কিন্তু গ্রেস এতোটাই ক্লান্ত যে আর এক কদম নড়বার শক্তিও নেই গায়ে।

প্রাচীন বুড়ো, ওর আগমনে যেন বিরক্তই, অনেকক্ষণ বিরতির পরে ঘোঁতঘোঁত করে উঠল, 'আমার সঙ্গে আসেন।' সে গ্রেসকে নিয়ে একটি লম্বা, নিষ্প্রভ চেহারার করিডোর ধরে এগিয়ে চলল। করিডোরের মাথায় নাম্বারহীন একটি সাদা দরজা।

'এতে চলবে?'

ঘরে একটি সিঙ্গল বেড, সস্তা পলিয়েস্টারের চাদর দিয়ে ঢাকা, ফুলপাতা আঁকা পর্দা, দাগ বোঝাই কফি কালারের কার্পেট।

ঘরের দূরপ্রান্তে, দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র টেলিভিশন। তার পাশে 'লাক্সারি ব্যক্তিগত বাথরুম'-এর দরজা খোলা। ওখানে একটি টয়লেট দেখা যাচ্ছে, তাতে না আছে বসার আসন না কোন ঢাকনির বালাই। আর টাইলসের মাঝখানে একটি শাওয়ার।

'চলবে। আপনাকে কত দিতে হবে?'

'আপনে কয়দিন থাকপেন?'

'এখনও ঠিক জানি না,' হঠাৎ গ্রেসের মনে পড়ল ওর কাছে কোন লাগেজ নেই এবং তার বেশভূষাও পরিপাটি নয়। সে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া করে চলে এসেছি। তাই সঙ্গে কিছু আনিনি।'

ইয়োডা শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। গ্রেসের প্যাঁচাল শুনতে আগ্রহবোধ করছে না।

'এক রাতের জন্য কুড়ি ডলার ভাড়া।'

বুড়োর হাতে কুড়ি ডলারের একটি নোট গুঁজে দিল গ্রেস এবং সে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে জানালার পর্দা টেনে দিল গ্রেস। জামাকাপড় খুলে ঢুকল বাথরুমে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গা ছেড়ে দিল ওর। টয়লেটের ওপর ঝুঁকে হড়হড় করে বমি করে দিল। পেট খালি হয়ে যাওয়ার পরে সিধে হলো গ্রেস, শাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়াল। দুর্বল জলধারার নিচে সাবান দিয়ে জোরে জোরে গা ঘষতে লাগল। এত জোরে ঘষছে, চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। তবু ওই জানোয়ারটার নোংরা হাতের স্পর্শ যেন সে পাচ্ছিল বুকে, মুখে তার সেই জঘন্য জিনিসটা, মুখের মধ্যে... ভ্যানের পেছনে দুই বোতল পানীয় জল পেয়েছিল গ্রেস। তা দিয়ে ভালো করে মুখ ধুয়েছে, কুলকুচো করেছে যাতে কেউ দেখে ওকে পরে সন্দেহ করতে না পারে। কিন্তু এখন শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়েও মনে হচ্ছে ওর শরীর পরিষ্কার হয়নি। জানে কোনদিনই আর নিজেকে পবিত্র ভাবতে পারবে না ও।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছে আবার বমি করার চেষ্টা করল গ্রেস। কিন্তু পেটে কিছু

থাকলে তো বমি হবে। ও বেডরুমে এসে ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। ঘরটা গরম। সস্তা ফোমের বালিশে হেলান দিয়ে বসে টিভির সুইচ অন করল গ্রেস। ওর নিজের মুখখানা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কিংবা বলা যায় যে চেহারার অধিকারিনী ছিল ও অনেক অনেক আগে।

তাহলে পাবলিকের কাছে ওর পলায়নের ঘোষণা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে! তবে ওরা পুরানো ছবিটা ব্যবহার করছে। ওরা নতুন কোন ছবি টিভিতে দেখানোর আগেই কাল সকালে আমি কোন ছদ্মবেশ নিয়ে নে।'

সংবাদপাঠক বলছে:

'সদ্য প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, নিউইয়র্কের একটি ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি থেকে গ্রেস ব্রুকস্টিন পালিয়েছেন। ব্রুকস্টিন হলেন প্রতারক কোটিপতি লিওনার্ড ব্রুকস্টিনের বিধবা স্ত্রী... ।'

সংবাদপাঠক খবর পড়ছে তবে শুনছে না গ্রেস। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। তার জীবনের দীর্ঘতম চব্বিশঘণ্টা পার করেছে সে। ঘুম তাকে কাশ্মিরী শালের মতো আদর বুলিয়ে দিল দুচোখে। চোখ বুজল গ্রেস এবং হারিয়ে গেল ঘুমের দেশে।

চিৎকার করছে গেভিন উইলিয়ামস।

'আপনারা কি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছেন না এ মুহূর্তটির জন্যেই আমরা এতদিন অপেক্ষা করছিলাম। গ্রেস এবারে সোজা আমাদেরকে টাকার কাছে নিয়ে যাবে।'

গেভিন উইলিয়ামস, হ্যারি বেইন এবং জন মেরিভেল কোরামের পুরানো অফিসে বসে নাশতা খাচ্ছে। গ্রেসের পলায়নের খবর ছাপা হয়েছে সমস্ত পত্র-পত্রিকায়, খবর দেখাচ্ছে সবগুলো টিভি চ্যানেল।

মাথা নাড়ল হ্যারি বেইন। 'আমার তাতে সন্দেহ আছে। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম সে জানে টাকাটা কোথায় আছে...'

'ও জানে টাকাটা কোথায় আছে।'

'যদি ও জানেও, অতদূরে যেতেও পারবে না। গোটা NYPD ওকে খুঁজছে। আমার ধারণা ও আজ রাতের আগেই ধরা পড়ে যাবে। অথবা হাত নিশপিশ করা কোন পুলিশের হাতে গুলি খেয়ে মরবে।'

'না! আমরা তা হতে দিতে পারি না।' উইলিয়াম সহজে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারায় না, তবে চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদেই ফেলবে। 'গ্রেস ব্রুকস্টিন এই কেসের একমাত্র চাবিকাঠি। আমাদেরকে সবকিছু কন্ট্রোলে নিতে হবে। NYPD কে বলতে হবে তদন্তের ভার যেন ব্যুরোর হাতে তুলে দেয়।'

হেসে উঠল হ্যারি বেইন। 'ওহ, ইয়াহ। তাতো বলবই। এবং আমি নিশ্চিত পুলিশ চিফ তা মেনেও নেবেন।'

সমর্থনের আশায় জন মেরিভেলের দিকে তাকাল গেভিন উইলিয়ামস। কিন্তু জন

কাপুরুষের মতো তার জুতোর দিকে তাকিয়ে আছে। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত উইলিয়ামস দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মেরিভেল বলল, 'জানি এখানে আমার ক-কথা বলা সাজে না।' তবে মনে হচ্ছে এই কেসটা এজেন্ট উইলিয়ামসের ওপর খুব চা-চাপ ফেলছে।'

সায় দিল হ্যারি বেইন। 'ঠিকই বলেছ। আমি ওকে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করছি। গ্রেস ব্রুকস্টিন তার কাছে এক অবসেশনে পরিণত হয়েছে। ও বিচারবুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলছে। ওর পলায়ন স্রেফ মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার একটি ঘটনা। আর আমরা এ জন্য মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারি না।'

'তাতো বটেই।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জন মেরিভেল।

তবে গ্রেস আবার ধরা না পড়া পর্যন্ত ও সম্পূর্ণ স্বস্তি পাবে না। কিংবা গ্রেস গুলি না খাওয়া পর্যন্ত। ওর পলায়নের ঘটনা জনকে বেশ একটা ধাক্কা দিয়েছে। তবে আজকের মিটিংটা ছিল স্বস্তিদায়ক। গেভিন উইলিয়ামসকে দৃশ্যপটের বাইরে রাখতে পারলে বেইন এবং তার লোকদের ভুল পথে চালিত করা তার জন্য সহজ হয়ে উঠবে। শেষতক ওদের শক্তি এবং অর্থ দুটোই ফুরিয়ে যাবে এবং বন্ধ করে দেবে তদন্ত। অবশেষে মুক্ত হতে পারবে জন মেরিভেল। সে নিউইয়র্কের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে, ক্যারোলিনের নাগপাশ ছিন্ন করতে পারবে। শৃঙ্খলহীন একটি জীবন!

'আ-আপনার কি মনে হয় ওরা ওকে খুব দ্রুত ধরতে পারবে?'

হ্যারি বেইন বলল, 'অবশ্যই। ও তো গ্রেস ব্রুকস্টিন। ওর তো পালাবার জায়গা নেই। কোথায় পালাবে সে?'

সাতচল্লিশ

গ্রেস স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পেল কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে, অস্পষ্ট তবে দ্রুত এবং অধৈর্য ভঙ্গিতে, যেন দূরে কোথাও গাছের গায়ে ঠোকরাচ্ছে কাঠঠোকরা। শব্দের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলল, সেইসঙ্গে কাছিয়ে আসছে। জেগে গেল গ্রেস।

দরজায় কেউ এসেছে!

বিছানা থেকে এক লাফে নেমে পড়ল গ্রেস, খপ করে সুইচ ব্লেডটি হাতে নিয়ে বিছানার চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিল অর্ধনগ্ন দেহ, অন্ধকারে টলতে টলতে এগোল শব্দের উৎসমুখে।

'কে?'

'আমি।'

ইয়োডা। ছুরি নামিয়ে রাখল গ্রেস। ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলল দরজা।

'আপনে কি আরেকটা রাত থাকপেন?'

করিডোরের আলোতে ঝলসে যাচ্ছে চোখ। চোখ পিটপিট করল গ্রেস।

'কী বললেন?'

'বললাম আপনে আরেক রাত থাকপেন কিনা? এখন দুফুর। ঘর ছাড়ার সময় দুফুর সাড়ে বারোটা। আপনে না থাকলে ঘর ছাইড়া দেতে হবে।'

'না, না। আমি আরেকটা দিন থাকব।'

'কুড়ি ডলার।'

ক্যারেনের দেয়া নোটের তাড়া থেকে কুড়ি ডলার আলাদা করে বুড়োকে দিল গ্রেস। সে নিঃশব্দে টাকাটা নিয়ে জরাগ্রস্ত গুবরে পোকার মতো পা টেনে টেনে ফিরে গেল রিসেপশন ডেস্কে।

বারোটা বাজে! যীশাস। আমি তো মরার মতো ঘুমিয়েছি। জানালার পর্দা খুলে দিল গ্রেস, তারপর আবার বন্ধ করল। বড্ড বেশি আলো। মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে জামাকাপড় পরে নিল– ওই হারামজাদার গায়ের গন্ধ আসছে জ্যাকেট থেকে। কিন্তু এটা ছাড়া আর কোন ড্রেসও নেই ওর। আজ নতুন ড্রেস কিনবে ও। গতরাতে টিভির সুইচ অফ না করেই ঘুমিয়ে পড়েছিল গ্রেস। এখনও চলছে টিভি। ভল্যুম বাড়িয়ে দিল গ্রেস। অর্থনীতির খবর দেখাচ্ছে। তবে কিছুক্ষণ পরে পর্দায় আবার ওর মুখখানা ভেসে উঠল।

বেডফোর্ডে ওকে নিয়ে আসার দিনটিতে তোলা ছবি দেখাচ্ছে এখন। *তবু আমার বর্তমানের চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই। মনে মনে বলল গ্রেস।*

সংবাদপাঠকরা বলছে, 'গত ষোল ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ গ্রেস ব্রুকস্টিন পুলিশ এখনও তার কোন সন্ধান পায়নি। আমার সঙ্গে আছেন NYPD গোয়েন্দা মিচেল কনরস যিনি ব্রুকস্টিনের পলায়ন নিয়ে তদন্ত করছেন। ডিটেকটিভ, লোকজন ইতিমধ্যে বলাবলি শুরু করেছে যে আপনি এবং আপনার লোকেরা নাকি বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন। আপনার কি মনে হয় জনতা ঠিক কথা বলছেন?'

সোনালি চুলের এক সুদর্শন পুলিশ কর্মকর্তার চেহারা ভেসে উঠল পর্দায়।

'না, ন্যান্সি, আমার মনে হয় না তাঁরা ঠিক কথা বলছেন। আমরা নানান জায়গায় পাত্তা লাগিয়েছি। তদন্ত তো সবে শুরু হলো। আমরা বিশ্বাস করি কয়েদীটি দ্রুতই ধরা পড়বে এবং সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

পুলিশ অফিসারের চেহারা খুঁটিয়ে দেখল গ্রেস। ডিটেকটিভ মিচেল কনরস যেন মার্ভেল কমিকসের কোন কার্টুনিস্টের আঁকা ছবি, চৌকোনা সুদৃঢ় চোয়াল, গভীর নীল চোখ। শরীরের গঠন গ্রেসের ভগ্নিপতি জ্যাক ওয়ার্নারের মতো। পেশীবহুল, সুঠাম। তবে ভাবভঙ্গি জ্যাকের মতো নয়। বরং লেনির সঙ্গে মিলে যায় অনেকটাই। বিশেষ করে চোখজোড়া। মায়াভরা একজোড়া চোখ।

মিচ কনরস বলে চলেছে, 'গ্রেস ব্রুকস্টিন এবং তার স্বামী হাজার হাজার মানুষের দুর্দশার জন্য দায়ী, বিশেষ করে নিউইয়র্কের জন্য। বিশ্বাস করুন, ন্যান্সি, এই অভিযুক্ত পলাতকাকে আমার চেয়ে আর কেউ বেশি জেলের ভেতরে দেখতে চায় না। আমরা ওকে খুঁজে বের করবই।'

টেলিভিশনের সুইচ অফ করে দিল সে।

ডিটেকটিভ কনরসের চোখ জোড়া মায়াভরা হতে পারে কিন্তু তার মনে কোন দয়ামায়া নেই। সে আমার শত্রু।

একথা কখনও বিস্মৃত হবে না গ্রেস।

বিকেল বেলা শহরে বেরুল গ্রেস। প্রচণ্ড ঠান্ডা। ও জানে খবরের কাগজে ওর ছবি ছাপা হয়েছে, টিভিতে দেখাচ্ছে, কেউ ওকে চিনে ফেললেই পুলিশের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু মোটেলের ভেতরে তো আর ও সারাজীবন লুকিয়ে থাকতে পারবে না। ওর কিছু জিনিসপত্র দরকার, রিচার্ডসভিল থেকে ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ক্যারেন এবং কোরা দু'জনে এক জায়গায় বেশিদিন না থাকার জন্য ওকে বারবার সাবধান করে দিয়েছে।

ভ্যান ড্রাইভারের বিরাট জ্যাকেটটা দিয়ে ভালোভাবে শরীর ঢেকেঢুকে ওয়ালমার্টে ঢুকল গ্রেস। চেক আউটে ওর কলজে এমন ধড়ফড় করতে লাগল মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে। তবে রেজিস্টারে বসা গোমড়ামুখো কিশোরটি ওর দিকে ভালো করে তাকাল না পর্যন্ত। জিনিসপত্রের দাম মিটিয়ে মোটেলে যখন ফিরে এল গ্রেস তখন বিকেল চারটা

বাজে। সে ওয়ালমার্টের ব্যাগ খালি করল বিছানায় হেয়ার ডাই, কাঁচি, মেকআপ, জীবানুনাশক লোশন, আন্ডারওয়্যার, হেইন্স টি-শার্ট, জিন্স, হ্যাট এবং ধূসর রঙের একটি জিম-ব্যাগ।

কাজে নেমে পড়ল গ্রেস।

খবরের কাগজে ছাপা হওয়া ছবিটি দেখছে রিসেপশনের ইয়োডা বুড়ো। সে চোখে ভালো দেখে না। তবু মনে হচ্ছে এ-ই সেই মেয়ে। যদিও মেয়েটির নাক এবং চুলে ছবির সঙ্গে কোন মিল নেই। তবে চোখ দেখে মনে হচ্ছে একই মেয়ে। এ মেয়েটি কাল গভীর রাতে মোটেলে এসে হাজির। হাতে সুটকেস নেই। বুড়ো আবার দেখল ছবিটা। টিভির পুলিশটি বলেছে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে নিকটবর্তী থানায় খবরটি জানাতে।

বুড়ো ফোন তুলল।

বাথরুমের ভাঙা আয়নায় তাকাল গ্রেস। নিজেকে একদমই চেনা যাচ্ছে না। এ অন্য কেউ। ওর চারটি নতুন পরিচয়ের প্রথমটি। লিজ্জি উলি।

হ্যালো, লিজ্জি।

অত্যন্ত সাবধানে চুলের রঙ করার উপাদান এবং মেঝেতে পড়ে থাকা কাটা চুলের গোছা তুলে নিয়ে ওয়ালমার্টের খালি ব্যাগে ভরল গ্রেস। সে সঙ্গে নিজের পুরানো কাপড়চোপড় এবং মেকআপের অন্যান্য জিনিসপত্র। ব্যাগটির হাতল রশি দিয়ে বেঁধে জিম ব্যাগে ঢোকাল। তারপর দ্রুত পরে নিল পোশাক। নতুন কেনা ড্রেস চমৎকার ফিট করেছে গায়ে। এক মুহূর্তের জন্য ও যেন ফিরে গেল পুরানো জীবনে। হাসল গ্রেস। পুরানো দিনে ও কোনদিন কল্পনাও করেনি এমন একদিন আসবে যেদিন ওয়ালমার্টের জিনসই ওর কাছে দামী পোশাক বলে মনে হবে! ক্যারেন এবং কোরার দেয়া টাকার দুই-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। শীঘ্রি ওকে ক্যারেনের রহস্যময় বন্ধুটির সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ করে টাকা চাইতে হবে। কোরা ওকে নিশ্চয়তা দিয়েছে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন থেকে টাকা তুলতে কোন সমস্যাই হবে না। শুধু ওদের সহস্রাধিক লোকেশনের যে কোন একটিতে হাজির হয়ে তোমার পরিচয়পত্র (ভুয়া) দেখালেই চলবে এবং টাকাটা তুলে নেবে।

বাসের টাইমটেবিল আগেই দেখে নিয়েছে গ্রেস। সন্ধ্যা সোয়া ছ'টায় ছাড়বে। হাতে অনেক সময় আছে।

ইয়োডা দরজায় নক করল।

কোন সাড়া নেই। রিচার্ডসভিলের একমাত্র পুলিশ অফিসার ম্যাকিনলেকে খুবই বিরক্ত দেখাল। 'আপনি বলছেন ওকে এখানে পাওয়া যাবে?'

অফিসারের কাছে বুড়ো নিজের নাম বলেছে মারডক। বুড়োর ফোন পেয়েই

ম্যাকিনলে বুঝতে পেরেছিল এ হবে স্রেফ বুনো হাঁসের পশ্চাধাবন। গ্রেস ব্রুকস্টিনের মতো নারী উঠবে আপঅল নাইটের মতো জঘন্য হোটেলে? মোটেই বিশ্বাস হয় না।

'ও এইখানেই আছে,' বলল বুড়ো। আমি নিজের চোখে ওকে আসতে দেখছি এবং ও ঘর থেকে বেরোয় নাই। নিশ্চয় ঘুম পাড়তেছে।'

শহরের সবাই জানে বুড়োর স্মৃতি এবং দৃষ্টিশক্তি দুটোই অতিশয় খারাপ। তবু ম্যাকিনলেকে আসতেই হয়েছে কর্তব্যের খাতিরে।

বেল্টের লুপ থেকে মাস্টার কি খুলে নিয়ে গ্রেসের রুমের দরজার তালা খুলল মারডক বুড়ো।

'মিস?'

ঘর খালি। শুধু খালি নয় একেবারে ফকফকা। বিছানার চাদর নিভাঁজ, দেখে মনে হয় না গত কয়েক দিনেও কেউ এখানে শুয়েছে।

অফিসার ম্যাকিনলে চোখ পাকাল।

'ও এইখানে ছিল, আমি বলতেছি আপনারে। গত দুই রাত। ঈশ্বরের দিব্যি। জানালা দিয়া নিশ্চয় পালাইছে।

'বটে! বটে!' বলল ম্যাকিনলে। 'যাক গে, আবার যদি ওকে দেখেন, আগে নিশ্চিত হয়ে নেবেন তারপর আমাদেরকে জানাবেন।'

আটচল্লিশ

হংকং-এর ফোর সিজনস হোটেলের ষষ্ঠ তলার ক্যাপ্রিস রেস্টুরেন্টে যেন প্রায় হাওয়ায় ভেসে ঢুকল মারিয়া প্রেস্টন। তার পরনে শিফন কাফতান, গলায় ঝলমল করছে গুয়াংঝু সিটি জুয়েলারি থেকে নতুন কেনা মুক্তোর মালা। সে হাতের খবরের কাগজটি উত্তেজক ভঙ্গিতে নাড়ল স্বামীকে উদ্দেশ্য করে।

'এটা দেখেছ, অ্যান্ডি?'

'কী দেখব, মাই লাভ?'

'গ্রেস ব্রুকস্টিন জেল পালিয়েছে।'

চেহারা সাদা হয়ে গেল এন্ড্রু প্রেস্টনের। 'পালিয়েছে? পালিয়েছে মানে কী? এ অসম্ভব।' সে টান মেরে ছিনিয়ে নিল পত্রিকাটি, পড়তে লাগল প্রথম পৃষ্ঠার খবর।

ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির একটি সর্বাধিক নিরাপত্তামূলক কারাগার থেকে পলায়নের পরে প্রতারক গ্রেস ব্রুকস্টিনকে পাকড়াও করার জন্য গতরাতে নিউইয়র্কে বিরাট পুলিশি অভিযান শুরু হয়। আমেরিকার অন্যতম কুখ্যাত নারী এই ব্রুকস্টিনের বিরুদ্ধে ৭০ বিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে যে টাকা সে তার প্রয়াত স্বামী লিওনার্ডের সঙ্গে মিলে সরিয়েছে বলে ধারণা করা হয়...।

'বিশ্বাস হয়?' তাজা কমলার রস বড় একটি গ্লাসে ঢালতে ঢালতে খিকখিক করে হাসল মারিয়া। '*জেল থেকে পলায়ন*। এ যেন *ডেসপারেট হাউজওয়াইভস* সিরিয়ালের মতো ঘটনা। তোমার কি মনে হয় ওরা ওকে ধরতে পারবে?'

এন্ড্রু এমনই হতভম্ব হয়ে গেছে যে কথা জোগাচ্ছে না মুখে। এ এক বিপর্যয়। এক আকস্মিক বিপত্তি। সে যখন মাত্র ভাবতে শুরু করেছে সমস্ত দুঃস্বপ্ন পেছনে ফেলে দিয়েছে, আর ঠিক তখন গ্রেসের এ ঘটনা যেন তার পুরানো স্মৃতি খুচিয়ে তোলা হলো। মারিয়ার কাছে ব্যাপারটা তামাশা মনে হচ্ছে। মনে হবে নাইবা কেন? যে যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে এন্ড্রুকে যেতে হয়েছে সে সম্পর্কে তো তার কোনো ধারণা নেই। সে টাকা খরচ করতে পারলেই খুশি। হংকং-এর এই ভ্রমণে ৪০,০০০ ডলার খরচ হয়ে গেছে, সে সঙ্গে মারিয়া মুক্তোর গহনা কিনেও বড় একটা অংকের টাকা খসিয়েছে। এন্ড্রু যে গত একটা বছর ধরে প্রায় নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছে তাতে তার কী আসে যায়? মারিয়ার কারণেই সে তার বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাকে চোর হতে হয়েছে, ডোনাল্ড অ্যান্থনি লি

ব্রনের মতো ভয়ংকর লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়েছে। তার রাত কাটে লেনি ব্রুকস্টিন আর লি ব্রনকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে। তারপরও সে এসব কথা কিছুই মারিয়াকে বলতে পারেনি। কোনদিন পারবেও না।

সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো চিন্তায় চিন্তায় এন্ড্রুর মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। গত ক্রিসমাস থেকে রাস্তার ঘেয়ো কুকুরের লোম ওঠার মতো তার মাথা থেকে গোছায় গোছায় চুল পড়ে যাচ্ছে। আতংকে অস্থির এন্ড্রু। ভাবছে *আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাব। এ হলো সমাপ্তির শুরু।*

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তাকে নয়, জন মেরিভেলকেই দিনরাত এফবিআই'র সঙ্গে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। এত চাপ সহ্য করতে পারত না এন্ড্রু। জনের বলা কথাগুলো তার মাথায় সারাক্ষণ মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হতে থাকে স্রেফ গল্পটার সঙ্গে লেগে থাকো তাহলেই তোমার আর কোন স-সমস্যা হবে না। আমরা দু'জনেই ভালো থাকব।'

এখন পর্যন্ত। তো দু'জনেই ভালো ছিল। কিন্তু গ্রেসের পলায়ন সবকিছু উল্টোপাল্টা করে দিতে পারে।

'অ্যান্ডি, আমার কথা শুনছ তুমি? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার কি মনে হয় ওরা ওকে ধরতে পারবে?'

'নিশ্চয় ধরতে পারবে?' *ধরতে ওদের হবেই।*

'তারপর ওর ভগ্যে কী আছে?'

'জানি না। বোধহয় ওকে আবার জেলে পুরে দেবে।'

গ্রেস ব্রুকস্টিনের কথা মনে পড়ছে এন্ড্রুর। মিষ্টি, সরল একটি বাচ্চা মেয়ে যাকে সে বহুদিন ধরে চিনত। বেচারী গ্রেস। এসব ঘটনার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই নেই। একদম নিরপরাধ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিরপরাধরাই সব সময় দোষের ভাগীদার হয়। তাদেরকেই সবাই জবাই করে।

চুকচুক করে তৃপ্তি নিয়ে কমলার রস পান করছে মারিয়া। 'চেহারা অমন করুন করে রেখেছ কেন, অ্যান্ডি? তোমাকে দেখলে সবাই ভাববে গ্রেস নয়, তোমার পিছু ধাওয়া করেছে পুলিশ। খবরের কাগজটা একটু দাও দিকিনি। ফ্যাশন পেইজে একটা দারুণ ব্যালেন আয়ানা ড্রেসের বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ভাবছি ওটা কিনব।'

টেলিভিশনে খবরটি দেখল জ্যাক ওয়ার্নার। সে একটি বার-এ আছে তার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার ফ্রেড ফ্যারেলের সঙ্গে, রি-ইলেকশন স্ট্রাটেজি নিয়ে আলোচনা করছে। টিভি পর্দায় গ্রেসের ছবি দেখে গলায় পেস্তা বাদাম আটকে বিষম খেল সে।

'হলি মাদার অব গড। ক্যান ইউ বিলিভ দিস?'

বিশ্বাস করতে পারল না ফ্রেড ফ্রারেল। বেডফোর্ড হিলসের জেলখানা থেকে কয়েদীরা জেল ভেঙে পালাতে পারে না। বাস্তব জীবনে অন্তত: সম্ভব নয়। বিশেষ করে গ্রেস ব্রুকস্টিনের মতো সুন্দরী, স্বর্ণকেশী নরমসরম মেয়েদের পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব।

'তোমাকে একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে।'

ফ্রেড ফ্যারেলের প্রতিভাবান রাজনৈতিক মস্তিষ্ক ইতিমধ্যে ঝড়ের গতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। কোরাম স্ক্যান্ডালের এখন ফিরে এসে তাদেরকে তাড়া করার জন্য এটি মোটেই উপযুক্ত সময় নয়। গ্রেস হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়ে যাবে, কিন্তু ব্রুকস্টিন কেস নিয়ে মিডিয়ার মাতামাতি চলবে কয়েক মাস। এর মধ্যে জ্যাকের জড়িয়ে পড়া মোটেই ঠিক হবে না।

'আমি কিছু একটা লিখে দেবখন। এখন তুমি বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

বাড়ির পথ ধরল জ্যাক। ওয়েস্টচেস্টারে ফেরার দীর্ঘপথে গাড়ি চালাতে চালাতে চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নিল সে। ফ্রেড ফ্যারেল অনেক কিছুই জানে না। সে জানে জ্যাকের জুয়ার ঋণ আছে এবং লেনি ব্রুকস্টিন ধারটা শোধ করবেন না বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু জুয়ো ছাড়াও জ্যাক ওয়ার্নারের বাক্সে আরও কিছু গোপন ব্যাপার রয়ে গেছে সেই বিস্ফোরক বিষয়গুলো জানাজানি হয়ে গেলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, খতম হয়ে যাবে সমস্ত রাজনৈতিক আশা-ভরসা।

লেনি সত্যটা জানতো কিন্তু লেনি মারা গেছে, তার উপযুক্ত স্থান নরকের আগুনে এখন পুড়ছে।

প্রশ্ন হলো, জলের সমাধিতে কি সে তার সমস্ত তথ্য নিয়ে ডুবে মরেছে? নাকি সে যা জানত তা তার প্রিয় স্ত্রীটিকেও জানিয়ে গেছে? গ্রেস যখন কারাগারে ছিল এসব নিয়ে একদমই চিন্তা করেনি জ্যাক। কিন্তু এখন গ্রেস জেলের বাইরে, প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ও একটা আলগা কামান যার হারানোর কিছু নেই।

আমাকে ধ্বংস করার সুযোগ ওই মাগীকে আমি দেব না। কিছুতেই না।

ওকে দেখে ড্রাইভওয়েতে ছুটে এল অনর। তার চোখ লাল এবং ফোলা। নিশ্চয় কান্নাকাটি করেছে। 'ওহ্, জ্যাক। তুমি খবর দেখেছ?'

'অবশ্যই দেখেছি,' স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দরজায় পা বাড়াল জ্যাক। প্রেসের মানুষজন যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। 'ফর গডস শেক, একটু শান্ত হও। কাঁদছ কেন?'

কেন কাঁদছে নিজেও জানে না অনর। সে সবসময় গ্রেসকে ঈর্ষা করে এসেছে। ওর ওপর বিরক্ত হয়েছে। এমনকী ঘৃণাও করেছে। তারপরও ছোট বোনটি যখন জেলে গেল ওর খুব খারাপ লেগেছে। যে মেয়ে ট্যাক্সের কাগজপত্র পূরণ করতে জানে না সে এতগুলো টাকা মেরে দিতে পারে বিশ্বাসই হয়নি অনরের। অন্য যে কারও চেয়ে একথা ভালো জানে সে।

কোর্টে ওর স্বপক্ষে আমি কথা বলতে পারতাম। অন্তত: জেলখানায় গিয়ে দেখে আসতে পারতাম। কিন্তু কিছুই করিনি। জ্যাক যা বলেছে শুধু তা-ই করেছি। জ্যাক আমাকে যা বলে সবসময় তা-ই করি আমি।

'খবরে বলল কেউ ওকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে। পুলিশের চেয়ে পাবলিকের কাছে ওর বিপদ অনেক বেশি।'

'তো?' গ্রেসের সমস্যা নিয়ে আগ্রহ নেই জ্যাকের। সে নিজের সমস্যা নিয়েই অস্থির। 'ফ্রেড আমার জন্য একটি স্টেটমেন্ট লিখছে। ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বাচ্চাদের নিয়ে ঘরেই থাকবে, বেরুবে না। গ্রেসকে নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলবে না। বোঝা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল অনর।

'ও যদি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, সাথে সাথে আমাকে জানাবে। পুলিশকে কিছু বলবে না। আমাকে বলবে।'

'আচ্ছা জ্যাক।'

সিড়ি বাইতে লাগল জ্যাক। পেছন দিয়ে ডাক দিল অনর।

'জ্যাক? ও একাজ কেন করতে গেল বলতে পারো?'

'মানে?'

'মানে ও কেন জেল পালাল? ও কোন বিপদের মধ্যে আছে তা নিশ্চয় জানত। আপিল করার কোন সুযোগও তো আর রইল না। মনে হচ্ছে ও খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। ওর চরিত্রের সঙ্গে ব্যাপারটা একদমই যায় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাক। 'হয়তো ও বদলে গেছে। কারাগার মানুষকে বদলে দেয়, জানোই তো।'

রাজনীতিও একই কাজ করে, মনে মনে বলল অনর। হলওয়ের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল ও। ও নিজেও অনেক বদলে গেছে। চিনতে পারছে না।

উনপঞ্চাশ

'পালিয়ে গেছে? গুড গড।'

মাইকেল গ্রে সারাটা দিন কাটিয়েছে বিবাহ বার্ষিকীতে তার স্ত্রীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া নতুন বোটে। রাতে ডিনারে বসার পরে খবরটা শুনল সে।

'আমি জানি। ওর ভেতরে এত সাহস ছিল ভাবিনি। ডেলিভারি ট্রাকে চেপে পালিয়ে যাওয়া, ভাবো একবার।' বলল কনি।

যন্ত্রণাকাতর দেখাল মাইকেলের চেহারা। 'তোমার কি মনে হয় না... ওকে কোনভাবে আমাদের সাহায্য করা উচিত ছিল?'

বড় বড় হয়ে গেল কনির চোখ। 'ওকে সাহায্য করব? এ কথার মানে কী? আমরা কীভাবে ওকে সাহায্য করব, বরং বলা উচিত ও যে কাণ্ড ঘটিয়েছে তারপর কেন ওকে আমাদের সাহায্য করতে যাওয়া উচিত ছিল?'

মাইকেল গ্রে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে এবং কনি নিজের বোন সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করে তাও সে মেনে নেয়। কিন্তু সবাই মিলে গ্রেসের বিচার চলাকালীন হাত ধুয়ে ফেলে তাকে পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শনের বিষয়টি সে ঠিক মেনে নিতে পারেনি। ওইসময় ব্যাপারটি তার কাছে সঠিক মনে হয়নি। এখন অবশ্য যে কোন কারণেই হোক খুব বেশি বেঠিক মনে হচ্ছে না।

নানটুকেটের ওই ভয়ানক সফরের পরে গত দেড় বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। ওই সময় লেনি এবং গ্রেসের সবকিছু ছিল– একটি চমৎকার বিয়ে, কোটি কোটি টাকা এবং তার ও কনির কিছুই ছিল না। সেই অন্ধকার দিনগুলির কথা ভুলে যায়নি মাইকেল গ্রে। লেহম্যানের চাকরিটা হারানো ছিল বাবা-মাকে হারানোর আঘাতের মতো। লেহম্যান ব্রাদার্স চাকরিদাতাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এটি মাইকেলকে দিয়েছিল তার পরিচয়, আত্মসম্মান। কোম্পানির পতনের সময় মনে হয়েছিল মাইকেল নিজেও বুঝি মারা গেছে। তবে শোক করার সময় ছিল না আর। একটার পর একটা সমস্যা ওকে ঘিরে ধরেছিল। ওর টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যায়, তারপর হাতছাড়া হয়ে যায় বাড়িটি। তবে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার ছিল তার এবং কনির মধ্যে ক্রমশ: একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। মাইকেল গ্রে-র মনে হতো স্ত্রী পাশে থাকলে সে যে কোন বিপদ মোকাবেলা

করতে পারবে। কিন্তু কনি ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল। এমনকী ওই দিনগুলোতে কনি তার দিকে হতাশা এবং বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকাত যেন যা কিছু ঘটছে সবকিছুর জন্য মাইকেলই দায়ী, সমস্ত দুঃখ দুর্দশা মাইকেল ইচ্ছে করেই যেন টেনে এনেছে... সেইসব স্মৃতি মনে পড়লে এখনও তার শরীর থেকে নি:সৃত হয় শীতল ঘাম।

এসবের স্থায়িত্ব মাত্র আঠারো মাস হলেও মনে হয়েছে অনন্তকাল ধরে চলেছে। ওরা একে একে সহ্য করেছে কোরামের পতন, লেনির মৃত্যু, গ্রেসের গ্রেপ্তার, বিচার... সবকিছু যেন পরাবাস্তবের মতো ঘটছিল। গ্রেসের ধন-সম্পদের পাহাড় ধসে পড়েছে তবে অদৃশ্য একটি সুতো যেন মাইকেল এবং কনিকে ওপরের দিকে টেনে তুলছিল, পচা পাব থেকে উজ্জ্বল রোদে ফিরে যাচ্ছিল তারা। মাইকেল একটি বুটিক অ্যাডভাইজরি ফার্মে চাকরি পেয়েছে। বেতন আহামরি কিছু নয় তবে ও নিয়েই সে সন্তুষ্ট। সবচেয়ে জরুরি বিষয় এখন থেকে আবার সকালে তাকে বিছানা ছাড়তে হয়। কনির সঙ্গে তার দূরত্বও কমে এসেছে, দূর হয়েছে হতাশা। সেখানে আশ্রয় নিয়েছে পুরানো দিনের প্রেমময় চাউনি, আস্থা, কামনা ও সম্মানের অপূর্ব সম্মিলন যার সাহায্যে মাইকেল পাহাড়ও নড়িয়ে দিতে পারে। সে কনিকে এতটাই ভালোবাসে।

ও আমার শক্তি এবং দুর্বলতা। আমি ওর জন্য মরতে পারি, ওর জন্য হত্যা করতে পারি। এবং ও এটা জানে।

তবে সেরা ঘটনাটির তখনও বাকি ছিল। বেডফোর্ড হিলসে গ্রেসের সাজা শুরু হওয়ার কিছুদিন পরে কনিকে তার আইনজীবী একটি মিটিংয়ে ডেকে পাঠায়। জানা যায় কনির দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় কনির জন্য তার উইলে কিছু রেখে গেছেন। মাইকেল ভেবেছিল কিছু টাকা পয়সা কিংবা গহনা পাবে কনি।

বদলে পেল ১৫ মিলিয়ন ডলার!

সে রাতে কনি তার স্বামীর সঙ্গে এমন উন্মত্তের মতো প্রেম করল, বিয়ের পরে এরকম আবেগের আর বহি:প্রকাশ ঘটেনি। কনি প্রস্তাব দিল, 'চলো, নতুন একটা বাড়ি কিনি, মাইক। এ বাড়িতে অনেক বেদনাদায়ক স্মৃতি আমাকে পীড়া দিচ্ছে।'

'আরে, এ বাড়িতে তো অনেক সুখের স্মৃতিও আছে, না? এখানে আমাদের বাচ্চাদের জন্ম। তুমি কি সত্যি বাড়িটি ত্যাগ করতে চাও?'

জবাব দিতে মোটেই ইতস্তত: করল না কনি। 'চাই। আমি নতুন করে শুরু করতে চাই। সবার জন্য। আর পেছন ফিরে তাকাল না।'

ওরা বাড়িটি বিক্রি করে দিল।

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তুমি সিরিয়াসলি গ্রেসকে সাহায্য করতে চাইবে। এত ভালোবাসা এল কোত্থেকে?'

ওরা ওদের নতুন শহুরে বাড়িটির গোছানো সিটিং রুমে বসে আছে। ক্রিসমাসের পুরোটা সময় কনি ব্যয় করেছে বাড়ির ডেকোরেশনে। রূপালি-সাদা রঙে সে রঙ করেছে

গৃহ।

'আমি জানি না। বিশেষ কোন কারণ নেই। আমাদের অনেক আছে সে জন্যই আর কী।'

'এবং গ্রেসের কিছু নেই?' তিক্ত হাসি কনির ঠোঁটে।

লেনি কিংবা গ্রেসের প্রসঙ্গ এলেই তার ভেতের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। যেন একটা দানবকে মুক্ত করে দেয়া হয়। 'ওই কোরামের টাকাটা কোথাও আছে এফবিআই নিশ্চিত ছোট্ট গ্রেস জানে কোথায় আছে টাকা। আমরা ভিন্ন সুরে কথা বলতে যাওয়ার কে?'

মাইকেল বলতে চাইছিল 'কারণ আমরা পরিবার।' কিন্তু নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করল। সে কনিকে ভয় পায়।

মাইকেলের চোখে ভীতি দেখে নিজের ভয়টা যেন হ্রাস পেল কনির।

গুড। ও বিষয়টি নিয়ে আর জোরাজুরি করবে না। আমাকে ও অনেক ভালোবাসে।

বোনের পলায়ন-সংবাদ বিস্মিত করেছে কনিকে। যে গ্রেসকে সে চেনে তার তো এরকম দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করার সাহস এবং বুদ্ধি কোনটাই ছিল না। কনি তার মনের গভীরে জানে কোরামের বিলিয়ন ডলার অদৃশ্য হওয়ার পেছনে গ্রেসের কোন হাত নেই।

ও টাকার জন্য জেল পালায়নি। বিষয়টি অন্য কিছু।

সম্ভবত ও সত্যটা জানতে চাইছে।

লেনি ব্রুকস্টিনের সঙ্গে বউয়ের শারীরিক সম্পর্কের কথা মাইক এখনও কিছু জানে না। কনির রহস্যময় উত্তরাধিকার সম্পর্কেও সে কোন প্রশ্ন তোলেনি। *ও খুব সরল। গ্রেসের মতো।*

মাইকেলের গলা জড়িয়ে ধরল কনি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি আমাদেরকে সুখী দেখতে চাই, ডার্লিং। অতীতটাকে পেছনে ফেলে রাখো না।'

'নিশ্চয়, ডার্লিং,' ওকে জোরে জড়িয়ে ধরল মাইকেল।

'গ্রেসকে সাহায্য করা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। ওই চ্যাপ্টারটা আমাদের জীবনে চিরতরের জন্য বন্ধ করে দাও।'

পঞ্চাশ

আবার নিউইয়র্কে এসেছে গ্রেস ব্রুকস্টিন। এ শহরের চেনা চেহারা এবং গন্ধ যেন ওকে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার অনুভূতিতে সিক্ত করল। মহানগরীতে নিরাপদ বোধ করছে ও। অবশ্য এ জন্য নতুন চেহারাটিও ওকে যথেষ্ট সাহায্য করছে: ছোট করে ছাঁটা চকোলেট-বাদামী রঙের চুল, গাঢ় মেকআপ, ঢোলা, পুরুষালি পোশাক। বেডফোর্ডের একটি মেয়ে ওকে বলেছিল হাঁটার ভঙ্গি বদলে ফেললে ব্যক্তিত্বেরও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। গ্রেস ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে লম্বা পদক্ষেপে হাঁটার অভ্যাস তৈরি করেছে। নতুন এ হাঁটার স্টাইলে নারীসুলভ কমনীয়তা ত্যাগ করেছে ও। এখনও টিভি কিংবা খবরের কাগজে নিজের পুরানো চেহারাটা দেখলে গ্রেসের বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। তবে যত দিন যাচ্ছে সে হয়ে উঠছে আত্মবিশ্বাসী। গ্রেসের ধারণা জনাকীর্ণ এ শহরে তার ছদ্মবেশই তাকে রক্ষা করবে।

নিউইয়র্কে আসার দ্বিতীয় দিনেই গ্রেস একটি ইন্টারনেট ক্যাফেতে সাহস করে ঢুকে পড়েছিল। ক্যারেনের দেয়া মেসেজ পাঠিয়েছে একটি হটমেইল ঠিকানায়। ওর কোড ছিল 2000112009W. গ্রেসের ধারণা এর অর্থ প্লিজ, নিউইয়র্কে লিজ্জি উলির নামে জিপ কোড ১১২০৯ তে ২০০০ ডলার পাঠিয়ে দাও।' তবে ওর বারবারই আশংকা হচ্ছিল কোথাও একটা ঝামেলা হবে। ২০০০ ডলার কি খুব কম চাওয়া হয়ে গেল? ক্যারেনের বন্ধুর কত টাকা আছে কিংবা সে কত টাকা পাঠাতে পারবে এ ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই গ্রেসের। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে এ কাজ করার ঝুঁকিও সে নিতে পারবে না। কারণ দেশের অর্ধেক পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

তবে ক্যারেন যেভাবে বলেছিল টাকা তুলতে কোনই সমস্যা হয়নি গ্রেসের। রাস্তার মোড়ে একটি ফার্মেসিতে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের একটি আউটলেট আছে। এক মোটা, নিরানন্দ চেহারার মধ্য চল্লিশের লোক গ্রেসের পরিচয়পত্রে একবার চোখ বুলাল মাত্র, ওকে মুখ তুলে দেখার প্রয়োজনও বোধ করল না, টাকা ভর্তি একটি খাম এবং একটি ছাপা রশিদ তুলে দিল হাতে।

ওর ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম ভেবে ডেভিড বুকোলার সঙ্গে কবে দেখা হবে এ নিয়ে চিন্তা করতে লাগল গ্রেস। সেই ভয়ংকর সাপ্তাহিক ছুটির দিন দুটিতে নানটুকেটে সে এবং লেনি যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের অ্যালিবাই নিয়ে গবেষণা করছিল

ডেভি। গ্রেসের এখনও বিশ্বাস হতে চায় না প্রেস্টন কিংবা মেরিভেল দম্পতি অথবা তার বোনেরা এরকম ভয়ানক কাণ্ড ঘটাতে পারে– সমস্ত টাকা চুরি করে, লেনিকে হত্যা করে, তাকে জেলে ঢুকিয়ে তারপর টাকাটা আত্মসাৎ করে ফেলল। কিন্তু বিশ্বাস না করা ছাড়া কোন উপায় আছে কি? ডেভির গবেষণার কাগজপত্র স্বচক্ষে দেখার পরে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে আসবে। সবকিছুই এখন নির্ভর করছে ওই সাক্ষাতের ওপর।

নিজের ক্ষুদ্র স্টুডিও রুমে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে কতগুলো খবরের কাগজের কাটিং বের করে বিছানার ওপর রাখল গ্রেস। ওদের সবার ছবি আছে : অনর এবং জ্যাক, কনি এবং মাইক, এন্ড্রু এবং মারিয়া এবং অবশ্যই জন ও ক্যারোলিন। এই আটটি মুখের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে প্রকৃত সত্য। এগুলোর পাশে নবম ছবিটি রাখল গ্রেস : ডিটেকটিভ মিচেল কনরস, যার কাজ হলো ওকে পাকড়াও করা। লোকটি খুবই সুদর্শন। গ্রেস ভাবছে এ লোক বিবাহিত কিনা এবং বিবাহিত হলে গ্রেস যেভাবে লেনিকে ভালোবাসে সেরকম সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে কিনা।

এ লোক শেষমেশ ওকে ঠিকই ধরতে পারবে। কারণ গ্রেসের ভাগ্য সারাজীবন সুপ্রসন্ন রইবে না। কিন্তু শেষমেশ নিয়ে ভাবিত নয় গ্রেস। সে ভাবিত পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে।

চোখ বুজে ও লেনির সঙ্গে কথা বলল, তার অর্ধেক প্রতিজ্ঞা, বাকিটুকু প্রার্থনা

আমি এটা করে ছাড়ব, মাই ডার্লিং। আমাদের দু'জনের জন্যেই করব। আমি খুঁজে বের করব কে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল এবং এ জন্য তাকে অবশ্যই মাশুল দিতে হবে, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

ঘুমিয়ে পড়ল গ্রেস।

'আরেকটু চা দিই, ডিটেকটিভ? আমার স্বামী যে কোন মুহূর্তে ফিরবেন।'

অনর ওয়ার্নার খুবই নার্ভাস হয়ে আছে। ট্রে থেকে রূপোলি চায়ের কেতলী তোলার সময় তার হাত কাঁপতে লাগল। সাদা ধবধবে কফি টেবিলের ওপর বাদামী তরলটা গড়িয়ে পড়ল।

'না, ধন্যবাদ, মিসেস ওয়ার্নার। আমি আসলে আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি। পালাবার পর থেকে আপনার বোন কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগের কোন চেষ্টা করেছে?'

'আমার সঙ্গে যোগাযোগ? না। একদমই নয়। আমাকে গ্রেস ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে জানিয়ে দিতাম।'

মাথাটা একটু কাত করে হেসে ফেলল মিচ। 'তাই করতেন কি? কিন্তু কেন?'

এ মহিলাটি তার মনে কৌতূহল জাগিয়েছে। এ গ্রেস ব্রুকস্টিনের বোন। একদা এরা দু'জন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। চেহারাও প্রায় একই রকম।

'মানে? আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'গ্রেস তো আপনার বোন,' ব্যাখ্যা দিল মিচ। 'তাকে সাহায্য করতে চাওয়াটাই বরং

আপনার জন্য স্বাভাবিক। এতে দোষের কিছু নেই।'

এ কথাগুলো একেবারে অপ্রস্তুত করে ফেলল অনরকে। সে ঘরের চারপাশে এমনভাবে তাকাল যেন লুকিয়ে পড়তে চাইছে। নাকি লুকানো মাইক্রোফোন অথবা ক্যামেরা আছে কিনা খুঁজছে? এর কি ধারণা এর ওপর নজর রাখা হচ্ছে?

অবশেষে মুখ খুলল অনর। 'গ্রেসের শত্রুর অভাব নেই, ডিটেকটিভ। জেলখানার চেয়ে সে যে বাইরে আছে তাতে তার বিপদ বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। আমি ওর নিরাপত্তার কথা ভাবছি।'

জোর করে মুখের হাসি ফুটতে দিল না মিচ। *তুমি ছাতা ভাবছ।*

'আপনি তো ট্রায়ালে যান নি।'

'না।'

'কেন? জানতে পারি?'

'আমি... আমার স্বামী... ভেবেছিলাম ট্রায়ালে না যাওয়াই ভালো হবে। জ্যাক বহু কষ্টে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। ফোরামে তার অনেক ভোটার আছে... ওয়েল, বুঝতেই পারছেন কী বলতে চাইছি।'

নিজের বিতৃষ্ণা গোপন করার কোনই চেষ্টা করল না মিচ। সে সব বুঝতে পেরেছে।

ওর মনের কথা পড়তে পেরেই বুঝি আত্মরক্ষার সুরে যোগ করল অনর, 'আমার স্বামী তার কনসটিটিউয়েন্টের জন্য অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন, ডিটেকটিভ। লেনি ব্রুকস্টিনের লোভের কারণে নিজেকে কলংকময় করা কি তার উচিত হতো? গ্রেস যা করেছে নিজের ইচ্ছায় করেছে। আমি তার জন্য উদ্বিগ্ন, তবে...। বাক্য অসমাপ্ত রেখে দিল সে।

সিধে হলো মিচ।

'ধন্যবাদ, মিসেস ওয়ার্নার। আমি এখন তবে যাই।'

কনির কাছ থেকেও একই গল্প শোনা গেল।

'আমার ছোট বোনটি কোনদিন নিজের দায়িত্ব নিতে শেখেনি, ডিটেকটিভ কনরস। গ্রেস বিশ্বাস করে ধন-সম্পত্তি, রূপ, সুখ, স্বাধীনতা সবকিছুই পাওয়া তার অধিকার। এতে অন্যের কী ক্ষতি হলো তাতে তার কিছু আসে যায় না। কাজেই আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি– না, ওর জন্য আমার কোন দুঃখবোধ নেই। আর ওর কাছ থেকে কোন খবরও শুনিনি। শোনার আশাও করি না।'

গ্রেস ব্রুকস্টিনের মতো বন্ধু থাকলে তার শত্রুর কী দরকার?

গ্রেসের আবেগবর্জিত বোনটির সঙ্গে কথা বলে গ্রেসের জন্য মায়াই লাগছিল মিচের। কনির প্রচণ্ড রাগ যেন একটি শরীরী অস্তিত্বের মতোই ঘরের মধ্যে প্রতীয়মান হচ্ছিল, রেডিয়েটরের মতো তার গা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঘরের আবহাওয়া থমথমে।

'অন্য কেউ? অন্য কারও সঙ্গে কি গ্রেস যোগাযোগ করতে পারে? ধরুন স্কুল

জীবনের কোন পুরানো বন্ধুবান্ধব? কিংবা শৈশবের কোন প্রিয়জন?'

রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কনি। 'কেউ না। লেনিকে বিয়ে করার পরে গ্রেস তার স্বামীর পৃথিবীর মধ্যেই পুরোপুরি ডুবে গিয়েছিল।'

'আপনার ভগ্নিপতিকেও বোধহয় আপনি পছন্দ করতেন না, না?'

'লেনি এবং আমি... আমরা খুব একটা ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। গ্রেস এবং তার বিয়েটা আমি কখনও সমর্থন করতে পারিনি। সবসময়ই ওটাকে অসম একটা জুটি বলে মনে হয়েছে আমার। গ্রেসের কোন পুরানো বন্ধু ছিল না। জন মেরিভেল অবশ্য একটা পর্যায়ে ওকে সাপোর্ট দিত। তবে সেটা ক্যারোলিন ওকে না বোঝানো পর্যন্ত। বেচারা জন।'

'বেচারা জন' কেন?'

'ওহ্, কামন, ডিটেকটিভ। আপনি তো ওর সঙ্গে কথা বলেইছেন। ও লেনিকে রীতিমত পুজো করত। বহু বছর সে লেনির ব্যাগ ক্যারিয়ার ছিল।'

'আমরা তো জানি উনি তারচেয়েও বেশি কিছু ছিলেন।'

'জন? আরে না।' নিষ্ঠুর সুরে হেসে উঠল কনি। 'মিডিয়া ওকে ফিন্যান্সিয়াল উইজার্ড জাতীয় কিছু বানিয়েছে। কোরামের বিরাট কিছু। আসলে সব ভুয়া। জন কুড়ি বছর চাকরি করেছে তারপরও পার্টনার পর্যন্ত হতে পারেনি। লেনি ওকে ব্যবহার করত। গ্রেসও এখনও সে কোরামের আবর্জনা পরিষ্কার করছে। এফবিআইতে আপনার সহকর্মীরা ওই টাকাটার কেন আজও সন্ধান পায়নি তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অন্ধ মানুষের সঙ্গে হাতড়ালে কিছুই পাওয়া যায় না।'

একান্ন

প্রেস কনফারেন্সের আচরণ হলো মারমুখী। লোকে জবাব চায় এবং মিচ কনরসের কাছে তাদের প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।

বেডফোর্ড হিলস থেকে গ্রেস ব্রুকস্টিনের নাটকীয় পলায়নের পরে এক সপ্তাহ কেটে গেছে, কাজের উন্নতির রিপোর্ট পাবার জন্য মিচ এবং তার দলের ওপর পাহাড় সমান চাপ পড়ছে। মিডিয়ার মাথায় ঢুকেছে যে NYPD-র কাছে খবর আছে কিন্তু তারা তা চেপে রাখছে। হাসল মিচ। যদি এ কথাটি সত্যি হতো! সত্যি হলো তার কাছে কোন তথ্যই নেই। গ্রেস ব্রুকস্টিন জেল থেকে পালিয়ে জাদুকর ডেভিড ব্লেইনের মতো স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে। সে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেনি, পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধব কারও সঙ্গেই নয়। গতকাল NYPD একটি ঘোষণা দিয়েছে কেউ গ্রেসকে পাকড়াও করার জন্য তথ্য দিতে পারলে তাকে দুই লাখ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। এটা ছিল মস্ত ভুল। দুই ঘণ্টার মধ্যে মিচের দল আটশোর বেশি ফোন কল পেয়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে নোভাস্কটিয়া সব জায়গাতেই নাকি গ্রেস ব্রুকস্টিনকে দেখা গেছে। দু'একটা ফোনের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তদন্ত শেষে দেখা গেছে সব ফক্কা। গ্রেসের বিষয়ে কিছুই মেলেনি। মিচের নিজেকে মনে হয়েছে সেই বাচ্চাটির মতো যে সাবানের বুদ্বুদ ধরার চেষ্টা করছে, জানে না কোনটি ধরা উচিত এবং স্পর্শ করতে গিয়ে সবগুলো বাবল ফাটিয়ে ফেলেছে।

'আজকের মতো এ পর্যন্তই, বন্ধুগণ। ধন্যবাদ।'

অসন্তুষ্ট সাংবাদিকরা অসন্তোষ নিয়ে গজরাতে গজরাতে চলে গেল। লুকিয়ে থাকার জন্য নিজের অফিসে চলে এল মিচ। কিন্তু এখানে এসেও তার নিস্তার নেই। ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন ওর বস ডিটেকটিভ লেফটেনেন্ট হেনরি ডুব্রে।

'কিছু ভালো খবর দাও, মিচ।'

'গতরাতে নিকসরা খেলায় জিতেছে।'

'আমি সিরিয়াস।'

'আমিও। দারুণ খেলা হয়েছে। দেখেন নি?'

হাসল মিচ। কিন্তু ডুব্রে হাসলেন না।'

'সরি, বস। জানি না আপনাকে কী বলব। আমরা কিছুই পাইনি।'

'আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

'জানি।'

চলে গেলেন ডুব্রে। আর কিছু বলার ছিলও না। দু'জনেই জানে বাস্তবতা। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মিচ নিরেট কোন তথ্য হাজির করতে না পারলে তাকে কেস থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। এমনকী ওর চাকরিও খতম হয়ে যেতে পারে। সেলেস্টির কথা চিন্তা না করার চেষ্টা করল মিচ। তার মেয়ে দামী প্রাইভেট স্কুলে পড়ে। ওখানকার সমস্ত খরচ মিচকেই জোগাতে হয়। এ মুহূর্তে গ্রেস ব্রুকস্টিনের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো মিচের।

সে অফিসের দেয়ালের সাদা বোর্ডের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। গ্রেসের ছবিটি মাঝখানে। এছাড়াও ওখানে বেডফোর্ড হিলসের কয়েদী, কর্মচারী, গ্রেসের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের ছবি রয়েছে। আছে কোরামের লোকজনের ছবি। *এত এত সোর্স অথচ এদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া গেল না?'*

ফোন বেজে উঠল।

'এক নম্বর লাইনে আপনার ফোন এসেছে, ডিটেকটিভ কনরস।'

'কে?'

'গ্রেস ব্রুকস্টিন।'

হেসে উঠল মিচ। 'ইয়াহ, থ্যাংকস, স্টেলা। আমি এখন আজেবাজে কোন ফোন ধরতে পারব না।'

সে ফোন রেখে দিল। ত্রিশ সেকেন্ড পরে আবার রিং হলো।

'স্টেলা, তোমাকে তো বললামই আমি অনেক ঝামেলায় আছি–

'গুড মর্নিং, ডিটেকটিভ কনরস। আমি গ্রেস ব্রুকস্টিন বলছি।'

বরফ হয়ে গেল মিচ। গ্রেসের কোর্ট টেস্টিমনির রেকর্ড করা ভাষ্য সে বহুবার শুনেছে, এ মেয়ের গলা যে কোন জায়গায় শুনলেই সে চিনতে পারবে। আউটার অফিসের সহকর্মীদের উদ্দেশে উন্মাদের মতো হাত নাড়ল। ইশারায় মুখ ভঙ্গি করল 'ও ফোন করেছে। ফোনকলটা ট্রেস করো।'

মিচ ঠিক করল ধীরেসুস্থে কথা বলবে। কোনরকম উত্তেজনা প্রদর্শন করবে না। এবং সবচেয়ে জরুরি বিষয় ওকে কথা বলায় ব্যস্ত রাখতে হবে। 'হ্যালো, মিস ব্রুকস্টিন। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমার কথা শুনতে পারেন।'

আদালত কক্ষে রেকর্ড করা সেই একই গলা তবে সুরটা ভিন্ন। এখন আরও কঠিন এবং প্রত্যয়ী।

'আমি শুনছি।'

'আমার স্বামী এবং আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি কোন টাকা চুরি করিনি, লেনিও না।'

বিরতি দিল মিচ, ওকে লাইনের রাখার চেষ্টা করল।

'এসব কথা আপনি আমাকে কেন বলছেন, মিস ব্রুকস্টিন? আমি জুরি নই।

আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে আমি কিছু করতে পারব না।'

'মিসেস ব্রুকস্টিন বলুন। আমি একজন বিধবা, ডিটেকটিভ, ডিভোর্সি নই।'

তুমি একটা বোকা। এই ফোনটি তোমার একদমই করা উচিত হয়নি। স্রেফ কথা বলতে থাকো।

'আপনাকে বলছি কারণ আপনাকে আমার ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছে। একজন সৎ মানুষ।'

প্রশংসা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলো মিচ। 'ধন্যবাদ।'

আমি আসলে তোমাকে আগামী দশ সেকেণ্ড লাইনে ব্যস্ত রাখতে চাই। নয়... আট...

'আপনি জানেন, মিসেস ব্রুকস্টিন, আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আত্মসমর্পণ করা। '*ছয়... পাঁ....*

হাসল গ্রেস। 'প্লিজ, ডিটেকটিভ। আমার বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করবেন না। আমি এখন ছাড়ব।'

'না! দাঁড়ান। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব। আপনি যদি নিরপরাধ হয়ে থাকেন, যেভাবে আপনি নিজেকে দাবি করছেন, অনেক লিগাল চ্যানেল আছে–'

ক্লিক।

কেটে গেছে লাইন। গ্লাসের অপর পাশের লোকদের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল মিচ। কিন্তু তাদের মাথা নাড়া দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল ও।

'আর দুটো সেকেণ্ড সময় পেলেই আমরা ওর ট্রেস বের করে ফেলতে পারতাম।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল মিচ, মাথায় হাত দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল ফোন। স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠল মিচ। 'গ্রেস?'

একটি পুরুষ কণ্ঠ জবাব দিল। 'ডিটেকটিভ কনরস?'

কাটা শিরা থেকে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার মতো মিচের মন থেকে অন্তর্হিত হলো আশা। 'বলছি।'

'ডিটেকটভি আমার নাম জন রডভিল। আমি পুটনাম মেডিকেল সেন্টারের অ্যাডমিশন প্রধান।'

'ও-আচ্ছা,' ক্লান্ত গলায় বলল মিচ। এ নাম সে জীবনেও শোনেনি।

'আমাদের এখানে এক রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে। গত সপ্তাহে সে পিঠে ছুরি খেয়েছিল। আজ সকাল পর্যন্ত সে কোমার মধ্যে ছিল। আমরা ভাবিনি সে বেঁচে উঠবে। তবে বেঁচে গেছে।'

'অতি সুসংবাদ, মি. রডভিল। শুনে খুশি হলাম।'

বিরক্ত মিচ ফোন রাখতে যাবে, লোকটির খুশি খুশি গলার শেষ কথাটি ওর কানে রিসিভার আঠার মতো লাগিয়ে রাখল।

'হ্যাঁ, আমিও ভেবেছিলাম খবরটি শুনে আপনি খুশি হবেন। বিশেষ করে সে যখন বলছে তার হামলাকারীর নাম গ্রেস ব্রুকস্টিন।'

বাহান্ন

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল মিচ।

'ডিটেকটিভ কনরস। টমি বার্নসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' সে স্টাফ নার্সকে তার ব্যাজ দেখাল্

'এই পথে, ডিটেকটিভ।'

হেড অব অ্যাডমিশন ভ্যান ড্রাইভারের গল্প বললেন মিচকে। টমি বার্নসের দাবি, সে একজন ফ্রি ল্যান্সার মালী, গত মঙ্গলবার রাতে বেডফোর্ড থেকে কয়েক মাইল দূরে এক হিচ হাইকারকে নিজের পিকআপে তুলে নেয়। উত্তর দিকে, মাইল চল্লিশ রাস্তা যাওয়ার পরে সে অকস্মাৎ ড্রাইভারের গলায় ছুরি ধরে গাড়ি নিয়ে জঙ্গলে যেতে বাধ্য করে এবং তাকে ছুরিকাঘাত করে তার টাকা-পয়সা নিয়ে প্রায় মৃত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।

'স্থানীয় কয়েকটি বাচ্চা ভ্যান ড্রাইভারকে দেখতে পায়। ওরা ওখানে শিকার করতে গিয়েছিল। আর কয়েক ঘন্টা দেরি হলেই রক্তক্ষরণে মারা যেত লোকটা।'

'এবং তার ধারণা লিজ্জি নামের যে মেয়েটি তাকে হামলা করেছিল সে আসলে গ্রেস ব্রুকস্টিন?'

'সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরে সে টিভি অন করতে বলে। ব্রুকস্টিনের ছবিসহ খবর দেখে সে প্রায় পাগলের মতো হয়ে ওঠে। আমরা তাকে সিডেসিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। সে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় যদিও এখনও খুবই দুর্বল। তার বউ-বাচ্চাদের সঙ্গে এখনও তাকে দেখা করতে দিইনি।'

মিচ ভাবল, *বউ-বাচ্চা। বেচারা তাহলে একজন ফ্যামিলি ম্যান। অবশ্য গ্রেস ব্রুকস্টিন ওসব গ্রাহ্য করেনি। সে লোকটার গাড়িতে উঠেছে, নিজের প্রয়োজন মেটাতে তাকে ব্যবহার করেছে তারপর জঙ্গলের মধ্যে মরণের জন্য ফেলে রেখে চলে গেছে, একা।*

পিতার মৃত্যুর যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যায় মিচের। পিট কনরসের হত্যাকারী হয়তো কোনদিনই ধরা পড়বে না। তবে গ্রেস ব্রুকস্টিনকে ছাড়বে না মিচ। টমি বার্নসের মতো লোকদের ন্যায় বিচার পাওয়া উচিত। ওদেরকে রক্ষা করতে হবে।

পূর্ণ মমতা ও সহানুভূতি নিয়ে টমি বার্নসের বিছানার কাছে গেল মিচ।

কিন্তু পনেরো মিনিট পরে সে যখন হাসপাতাল ছাড়ল তখন ভাবছিল গ্রেস ব্রুকস্টিন

তার অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করে গেলেই ভালো হতো। টমি বার্নস অর্শ রোগের মতো জঘন্য এবং বিশ্রী মিথ্যাবাদী।

'যীশাস, ডিটেকটিভ, আমি আপনাকে যা বলার তো বললামই। আমি একজন উত্তম সামারিটান, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখলে এগিয়ে না গিয়ে পারি না। আমি মেয়েটাকে বিপদে পড়তে দেখে ওর সাহায্যে এগিয়ে গিয়েছিলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে রেডিও শুনছিলাম, পর মুহূর্তে দেখি মাগী আমার গলায় ছুরি ঠেসে ধরেছে। আমি প্রতিরোধ করার কোন সুযোগই পাইনি।'

লোকটার কথা বিশ্বাস করতে চাইছিল মিচ। কারণ এ মুহূর্তে টমি বার্নসই তার একমাত্র সাক্ষী। কিন্তু একে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। লোকটার মধ্যে কোন সমস্যা আছে।

'মেয়েটিকে যখন রাস্তা থেকে তুলে নিলেন সেখান থেকে আবার শুরু করি কেমন, মি. বার্নস? আপনি বললেন মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছিল সে বিপদে পড়েছে।'

'ওর গায়ে জামাকাপড়ও তেমন ছিল না। আর বাইরে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বরফ পড়ছে। মেয়েটির পরনে শুধু পাতলা একটি ব্লাউজ ছিল। সবকিছু দেখা যাচ্ছিল।'

স্মৃতি মনে করে আবছা হাসি ফুটল লোকটার মুখে। ঠিক ওই সময় এক সুন্দরী তরুণী নার্স ঘরে এল জলের বড় জগটি ভরে দিতে। মিচ কনরস লক্ষ করল মেয়েটির দিকে লালসাভরা চোখে তাকিয়ে আছে টমি বার্নস। মিচের মস্তিষ্কে হঠাৎ একটা কথা ঝিলিক দিল।

'ভয়ানক শীতের রাতে মেয়েটি কেন অমন পোশাক পরে আছে জিজ্ঞেস করার কথা মনে হয়নি আপনার?

'নাহ। কেন জিজ্ঞেস করতে যাব? আমার তো দরকার ছিল না।'

'তা বটে। তবু কৌতূহলের বশে...'

'আমার কৌতূহল কম?'

'হুঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

টমি বার্নসের চোখ সরু হয়ে এল। মিচের গলার স্বরে মনে হলো সে যেন ঠাট্টা করছে। 'মানে কী এ কথার?'

'কোন মানে নেই। আপনার কৌতূহল কম এটা মেনে নিলাম আর কী। যেমন ধরুন, আপনার মনে এ প্রশ্নও জাগেনি মেয়েটি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েও কেন করল না?'

উত্তেজিত হয়ে উঠল টমি বার্নস। 'আরে, আপনি মেয়েটি মেয়েটি করছেন কেন? ও ছিল গ্রেস ব্রুকস্টিন। আমি ওকে টিভিতে দেখেছি। আপনি ওকে ধরুন এবং আমার দুই লাখ ডলার পুরস্কার পাবার ব্যবস্থা করুন।'

'বেশ,' বলল মিচ। 'তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি আপনাকে গ্রেস ব্রুকস্টিনই হামলা করেছিল।'

'হ্যাঁ, সে-ই।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে নিজেকে এখনও এই প্রশ্নটিই করতাম: ও আমাকে ছেড়ে দিল কেন? আমাকে হত্যা না করে চলে গেল কেন? দেখুন, আমি খুব কৌতূহলী স্বভাবের মানুষ। তাই এ ধরনের প্রশ্ন আমার মনে আসাটাই স্বাভাবিক। আমরা গোয়েন্দারা এরকমই।

মিচের যুক্তি মেনে নিল টমি। 'আমার মনে হয় ও আমাকে হত্যাই করতে চেয়েছিল। আমরা নির্জন একটি জায়গায় ছিলাম। ও হয়তো ভেবেছে আমি ধুঁকে ধুঁকে মারা যাব।'

টমির জবাব যেন লুফে নিল মিচ। 'তাই নাকি? সে কেন চাইবে আপনি ধুঁকে ধুঁকে মারা যান?'

'কী বললেন?'

'আপনার মতে, ওর উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা। তার একটি রাইড এবং কিছু টাকা-পয়সা দরকার ছিল। সে ক্ষেত্রে ও তো চাইবে আপনি মারা যান। সে কোন সাক্ষী রাখতে চাইবে না, ঠিক?

'ঠিক?'

'কিন্তু কোন্ কারণে ও চাইবে আপনি যন্ত্রণা পেয়ে মারা যান?'

'কোন্ কারণ? আরে, তার আমি কী জানি। ও তো একটা মেয়ে মানুষ। আর মেয়ে মানুষ মানেই মাগী।'

ধীর গতিতে মাথা দোলাল মিচ। 'ঠিক বলেছেন। কোন পুরুষ এ কাজ করলে সে ভ্যান নিয়ে চম্পট দিত, ঠিক কিনা?'

'হাহ?' টমি বার্নসকে বিভ্রান্ত দেখাল।

'পুরুষ হলে সে আপনাকে হত্যা করে ভ্যান নিয়ে পঞ্চাশ-একশো মাইল দূরে চলে যেত এবং সেখানে কোথাও গাড়িটি ফেলে রেখে চম্পট দিত। তাই তো বুদ্ধিমানের কাজ হতো, নাকি?'

'হুম।'

'কিন্তু মহিলাদের ঘটে অত বুদ্ধি নেই, কী বলেন?'

'তাতো বটেই।'

ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে এল মিচ। 'মহিলারা কোন্ কাজের জন্য ভালো আমরা দু'জনেই তা জানি তাই না, টমি?'

বোকার মতো হাসল টমি। ডিটেকটিভটা এখন তার সুরে কথা বলতে শুরু করেছে...

'টমি, তুমি কি নিয়মিত হিচহাইকারদেরকে রাস্তা থেকে তুলে নাও?'

'মাঝে মাঝে।'

'তাদের বেশিরভাগই কি গ্রেস ব্রুকস্টিনের মতো সুন্দরী?'

'না, স্যার। খুব বেশি নয়।'

'নাকি মালগুলো ভালো নয়?'

'না, স্যার।' খ্যাকখ্যাক হাসল টমি বার্নস। 'গ্রেস মালটা ভালোই ছিল।'

কী ভুল করেছে বুঝে উঠতে পাঁচ সেকেণ্ড সময় লাগল টমির। মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। 'আরে, আপনি দেখছি জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করছেন। আমি মানে... আমি এখানে ভিক্টিম,' তোতলাতে লাগল সে। 'আমি গড ড্যাম ভিক্টিম।'

তেপ্পান্ন

সে রাতে মিচ বাড়ি ফিরল দেরি করে। দুই বেডরুমের বাসা ওর। হেলেন ওর মেয়ে সেলেস্টি এবং কুকুর সুপিকে নিয়ে গেছে। সুপি মিচের খুব আদরের কুকুর ছিল।

টমি বার্নসের সঙ্গে কথা বলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় দুটি বিষয় নিশ্চিত করেছে মিচ গ্রেস ব্রুকস্টিনের ওপর সম্ভাব্য যৌন হামলার বিষয়ে সে আর নাক গলাবে না। আর টমিও দুই লাখ ডলার পুরস্কার দাবি করবে না। বরং সে রাতে গ্রেসের ব্যাপারে যা যা মনে আছে কোন তথ্যই লুকাবে না টমি। গ্রেস কী ধরনের ড্রেস পরেছিল, তার আচার-আচরণ কী রকম ছিল, সে এমন কোন কথা বলেছিল কিনা যা দিয়ে গ্রেসের পরবর্তী পরিকল্পনা আঁচ করা যায়। টমির ভ্যান ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা আগে কথা বলেছে মিচ। তারা নতুন প্রমাণের বিষয়ে আশার বাণী শুনিয়েছে।

তাহলে আমি কেন এমন মনমরা হয়ে আছি?

মিচ আজ বিকেলে প্রবল রাগ এবং ঘৃণা নিয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করেছিল। গ্রেস ব্রুকস্টিন একজন ক্রিমিনাল, নির্দয় এক তস্কর এবং হবু খুনী যে এক নিরাপরাধ ফ্যামিলি ম্যানকে হিংস্রভাবে হামলা করেছে। অবশ্য টমি বার্নসকে যদি সত্যি নিরপরাধ ফ্যামিলি ম্যান অভিহিত করা যায়। মাঝ রাত নাগাদ ই-মেইলে আসা টমির রেকর্ড ঘেঁটে জানা গেল গত কুড়ি বছরে এ লোকের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যৌন হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে। দুটি রেপ চার্জ থেকে সে খালাস পেয়েছে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে। এই হলো উত্তম সামারিটানটির চরিত্র!

ওই ভ্যানে কিছু একটা ঘটেছিল। বার্নস এক সেক্সুয়াল প্রিডেটর এবং গ্রেস আত্মরক্ষা করেছিল। তার মানে ভিক্টিম ছিল গ্রেস। মিচ হঠাৎ বুঝতে পারল, *আমি ওকে ভিক্টিম করতে চাই না। আমি ওকে ব্যাড গাই বানাতে চাই।*

মিচের মনের একটা অংশ গ্রেসকে তার অপরাধের জন্য ঘৃণা করে। কিন্তু আরেকটা অংশ তার জন্য করুণা বোধ করে। করুণা বোধ করে টমি বার্নসের মতো লোকের খপ্পরে সে পড়েছিল বলে। মায়া লাগে তার নির্দয়, নিষ্ঠুর বোনদের তার প্রতি মনোভাবের কথা ভেবে।

মিচ চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করল বার্নসের ভ্যানের মধ্যে গ্রেস ব্রুকস্টিনের কেমন লেগেছিল। একা, পালিয়ে বেড়ানো মরিয়া একটি মেয়ে এবং প্রথম যে লোকটিকে সে বিশ্বাস করেছিল সে-ই হয়ে উঠেছিল সাইকোটিক পারভার্ট। বার্নস বিশালদেহী না হলেও

তার গায়ে শক্তিও কম নেই। এরকম একজন লোকের সঙ্গে গ্রেস যে লড়াই করেছে তা কম সাহসের নয়।

ওর পরবর্তী পদক্ষেপ কী ছিল?

ও নিশ্চয় অন্য কোন গাড়িতে উঠবে না। বিশেষ করে বার্নস যদি তাকে ধর্ষণ করে থাকে। সে হেঁটে যাবে। তার মানে সে রাতে ও খুব বেশি দূর যেতে পারেনি। হয়তো কয়েক মাইল। সর্বোচ্চ পাঁচ মাইল।

একটি ম্যাপ টেনে নিল মিচ, বার্নসের ভ্যান যেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল সে জায়গা থেকে পরবর্তী পাঁচ মাইল এলাকা একটি লাল কলম দিয়ে বৃত্তাকারে বাঁধল।

এই বৃত্তের মধ্যে মাত্র একটি শহরই আছে।

প্রাচীন বুড়ো তার জরাগ্রস্ত শীর্ণ হাতজোড়া উত্তেজক ভঙ্গিতে বাতাসে নাড়ছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে খুব হাসি পাচ্ছিল মিচ কনরসের। বহুকষ্টে সে হাসি চেপে রাখল।

'আমি ওদেরকে বলছিলাম ও এইখানে আছে। কিন্তু ওরা আমার কথায় কানই দিল না। ভাবল বুড়ো মানুষ চোখে ভালো দেখি না। কী দেখতে কারে দেইখা ফালাইছি। মেয়েটা গভীর রাতে এসে হাজির। একেবারে মাঝরাত্রিরে। হাতে কোন সুটকেস নেই। আমি ওদেরকে বলেছিলাম ওর কাছে কোন সুটকেস ছিল না। তখনই আমার মনে খটকা লাগে। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনলে তো?'

রিচার্ডসভিলে একটিই মাত্র মোটেল খুঁজে পেয়েছে মিচ। সে আপঅল নাইট মোটেলের মালিককে ফোন করে গ্রেস ব্রুকস্টিনের কথা জিজ্ঞেস করতেই বুড়ো পাগল হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, গ্রেস ব্রুকস্টিন এখানে এসেছিল। সে পুলিশকে গ্রেসের কথা বলেছেও। পুলিশ কি ডিটেকটিভকে কথাটা জানায় নি?

মিচ এখন মোটেলে এসে সরাসরি বুড়ো ইয়োডার সঙ্গে কথা বলছে। বুড়ো ক্ষেপে গিয়ে বলতে লাগল, 'ওই অফিসারের চাকরি আপনে খতম করে দেন। ব্যাটার নাম ম্যাকিনলে।'

মিচ টেকনিশিয়ানের দিকে তাকাল। সে ঘরের সব জায়গায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুঁজেছে। মাথা নাড়ল টেকনিশিয়ান। 'কোথাও কোন ছাপ নেই, বস। স্যরি। ও যদি এখানে থেকেও থাকে, নিজের সমস্ত চিহ্ন সযত্নে মুছে ফেলেছে।'

বুড়ো রাগে চিৎকার করতে লাগল, 'যদি থাইকাও থাকে' মানে? এইখানে কোন যদি টদি নাই। সে এইখানে ছিল। এই ঘরে। এ কথা লোকজনকে আর কতবার বলুম? গ্রেস ব্রুকস্টিন এই ঘরেই ছিল।'

'আমারও ধারণা সে ছিল,' বলল মিচ। কিন্তু এখন নেই। *আরেকটি কানা গলি।*

'আমার পুরস্কারের কী হবে? টিভির খবরে যে দেখলাম দুই লাখ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে?'

'আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগে থাকব।'

থানায় মিচের জন্য মেসেজ অপেক্ষা করছিল।

'আপনার বউ ফোন করেছিলেন,' ডেস্ক সার্জেন্ট বলল ওকে।

'বলো সাবেক বউ,' সার্জেন্টকে শুধরে দিল মিচ।

'সে যাই হোক। আপনার বাচ্চার স্কুলের নাটক না কী নিয়ে যেন চিল্লাচিল্লি করছিলেন।'

গুঙিয়ে উঠল মিচ। এইরে সেলেস্টির স্কুলের নাটকের কথা সে ভুলেই গেছে! আজকেই না নাটকটি হওয়ার কথা? মিচ শপথ করেছিল সে মেয়ের স্কুলে নাটক দেখতে যাবে। কিন্তু গত আটচল্লিশ ঘণ্টার দৌড়াদৌড়িতে ব্যাপারটা ভুলেই গেছে।

আমি পৃথিবীর সবচেয়ে পচা বাবা এবং সবচেয়ে বাজে পুলিশ। এজন্য আমার মেডেল পাওয়া উচিত। অপরাধবোধ থেকে সে তার পুরানো বাড়ির নাম্বারে ফোন করতে যাচ্ছে, বাধা দিল ডেস্ক সার্জেন্ট।

'আরেকটা ব্যাপার, স্যার। এক লোক এসেছিল। বলল গ্রেস ব্রুকস্টিনের বিষয়ে তার কাছে খবর আছে; বলল সে তাকে চেনে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না।

'তুমি ওর ডিটেইলস জেনেছ?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'সে আমাকে কিছু বলে নি। শুধু বলল এই বার-এ আপনার জন্য ছ'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। সে মিচকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল। ওতে হিজিবিজি অক্ষরে একটি ঠিকানা লেখা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিচ। এ বোধহয় আরেকটি ভুয়া জিনিস। আর বারটি মাত্র কয়েক ব্লক দূরে। ঘড়ি দেখল মিচ। দেয়াল ঘড়িতে ছ'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় মিচ যখন বার-এ ঢুকছে ওই সময় কালো চুলের, বাজ পাখির মতো নাকের এক সুদর্শন যুবক ওখান থেকে বেরিয়ে আসছিল। মিচ বারের ভেতরে অন্য কোন খদ্দের না দেখে ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ওই লোকটার সামনে চলে এল।

'হেই, আপনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন? আমি ডিটেকটিভ কনরস।'

কালো চুল তার ঘড়ি দেখল। 'আপনি দেরি করে ফেলেছেন।'

বিরক্ত হলো মিচ। *এ লোকটা নিজেকে কী মনে করে?* 'দেখুন, ফালতু কথা বলার সময় আমার নেই। ঠিক আছে? আপনার কাছে আমার জন্য তথ্য আছে কী নেই বলুন?'

'আমার সঙ্গে মেজাজ দেখাবেন না। আপনি খুব ঝামেলায় আছেন, কনরস, সে আমি জানি। আপনাকে ঝামেলা থেকে আমি উদ্ধারও করতে পারি। কাল দুপুরে গ্রেস ব্রুকস্টিন কোথায় যাবে আমি জানি। আপনি যদি মেজাজ না দেখান- ভদ্র আচরণ করেন- আমি তার কাছে আপনাকে নিয়ে যাবো।'

সেলেস্টি কনরস সে রাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার বাবা তাকে ফোন করেনি।

চুয়ান্ন

খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো নিজের হোটেল রুমে পায়চারি করছে ডেভি বুকোলা। টাইমস স্কোয়ারে প্যারামাউন্ট হোটেলে দামী সুইট ভাড়া করেছে সে। ফ্রেট্টির বিছানার চাদর, আধুনিক ও চকচকে আসবাব, ৫০০ ডলার মূল্যের কাশ্মিরী ব্লাংকেট ঝুলে আছে আর্মচেয়ারে। ডেভি মনে মনে বলল, *কোন মহিলাকে বসানোর জন্য এ একটি আকর্ষণীয় স্থান।*

তবে যাকে সে এ ঘরে বসিয়েছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে কোন মহিলা নয়, পুরুষ। এবং একদল পুলিশ নিয়ে সে এসেছে। আর এদের কারণে নার্ভাস বোধ করছে বুকোলা।

'দয়া করে স্থির হোন, মি. বুকোলা। আপনার ওয়্যার (Wire) চেক করে দেখা দরকার।'

ডেভি তার তৃতীয় সিগারেটটি ধরাল।

'আবার?'

'হ্যাঁ, আবার।' মিচ কনরস খুব বাজে মুডে আছে। 'আপনি ওই দুইশো হাজার ডলার পেতে চান, মি. বুকোলা। কাজেই আমাদেরকে আপনার সহযোগিতা করতে হবে।'

ডেভি ভাবছে, এ লোকও বোধহয় নার্ভাস হয়ে আছে। তাই চাইছে না কোন কিছু ভজকট হোক।

গ্রেস ব্রুকস্টিনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে গিয়ে খারাপই লাগছে ডেভির। মেয়েটিকে সে বেশ পছন্দ করত। সে নিশ্চিত ছিল গ্রেসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি আনা হয়েছে তা ভুয়া। টাকাগুলো গ্রেস মেরে দেয়নি। কিন্তু দুই লাখ ডলারের লোভ সামলাতে পারেনি ডেভি। অবশ্য এজন্য স্বপক্ষে যুক্তি খাড়াও করেছে। ভাবছে গ্রেসকে ধরিয়ে দিলে বরং মেয়েটিকে রক্ষা করাই হবে। সে কনরস কিংবা পুলিশদের কাউকে নিজের গোপন তথ্যগুলোর বিষয়ে কিছু বলেনি। পরে, গ্রেস যখন জেলে নিরাপদে থাকবে, সে গ্রেসের পক্ষে এসব তথ্য হাজির করে লেনির মৃত্যু তদন্তটি আবার চালু করার আবেদন জানাবে। হয় এ কাজটি সে করবে কিংবা তথ্যগুলো বিক্রি করে দেবে। এরকম স্কুপ নিউজের জন্য ভ্যানিটি ফেয়ার তাকে কত টাকা দেবে? ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পুরষ্কারের অংকটি সে দ্বিগুণও করতে পারবে।

তবে মনের গভীরে ডেভি বুকোলা সত্যটি জানে। টাকার জন্য সে নিরপরাধ একটি মেয়ের সঙ্গে গাদ্দারী করছে, যেভাবে সবাই মেয়েটিকে ঠকিয়েছে।

'মি. বুকোলা, আপনি কি আমাদের সঙ্গে আছেন?'

চমক ভাঙল ডেভির। মিচ কনরস তার দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে।

'আমাদের হাতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে। প্ল্যানটা আরেকবার খতিয়ে নিই চলুন।'

গ্রেস তার ডোনাটটি কালো গরম কফিতে চুবিয়ে নিয়ে মস্ত একটি কামড় বসাল।

দারুণ স্বাদ!

তাদের বাড়িতে পৃথিবী সেরা সব শেফ তার এবং লেনির জন্য সবচেয়ে মজাদার খাবার রান্না করত। দিনে-রাতে যখন খুশি, যা খুশি খেতে চাইলেই খানা রেডি হয়ে যেত। কিন্তু গত এক সপ্তাহে এই প্রথম ডানকিন ডোনাটের স্বাদ নিচ্ছে গ্রেস। গত সাতদিন এই মজার খাবারটি কীভাবে যে না খেয়েছিল ও!

গেল সপ্তাহটি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে পার হয়েছে। এ শহরে তার বড় হয়ে ওঠা। তারপরও শহরটিকে তার সম্পূর্ণ নতুন মনে হচ্ছে। এই নিউইয়র্ক, যে নিউইয়র্কে সাধারণ এবং দরিদ্র লোকদের বাস, এটি গ্রেসের কাছে ভিন্ন একটি গ্রহ বলে মনে হয়, এর সাবওয়ে ট্রেন, নোংরা বাস, ডোনাট শপ, শেয়ার করা বাথরুম, টেলিভিশন সেটের ওপর ঝুলে থাকা তারের কোট হ্যাঙ্গার। লেনি সব সময় গ্রেসকে বলতেন গরীব হয়ে বসবাস করা খুব কষ্টের ব্যাপার।

'দারিদ্র্য হলো সবচেয়ে অসম্মানজনক, এটা মানুষের আত্ম ধ্বংস করে দেয়।' কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একমত হতো না গ্রেস। সত্য বটে আগে কোনদিন তাকে দরিদ্র জীবন যাপন করতে হয়নি। তবে লেনিকেও কোনদিন কারাগারে যেতে হয়নি। গ্রেসকে যেতে হয়েছে। 'আত্মা-ধ্বংস করা' কী জিনিস তা ও জানে। উপলব্ধি করেছে অসম্মানিত হতে কেমন লাগে।

কুইন্সে যে হোটেলে উঠেছে গ্রেস তা একেবারেই হতচ্ছাড়া টাইপের। তবে জানালা দিয়ে ভেসে আসা পেঁয়াজ-মসলার গন্ধ এখন উপভোগই করে ও, হোটেলে দম্পতিদের ঝগড়া শুনেও বিরক্ত বোধ করে না। এসব ওর একাকীত্ববোধটাকে অনেকটাই হ্রাস করে দেয়। যেন ও এসবেরই অংশবিশেষ।

আজ সকালে ডেভির সঙ্গে দেখা করার জন্য গ্রেস যখন জামাকাপড় পরছিল তখন মনে মনে বলছিল *এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে আমার খারাপই লাগবে।* কিন্তু এখানে আর থাকাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এর একটি কারণ জায়গাটি নিরাপদ নয়। গ্রেসকে সর্বদা চলার ওপরে থাকতে হবে। তারচেয়েও জরুরি বিষয় হলো এখন অ্যাকশনে নামার সময় হয়েছে। ডেভির কাছ থেকে তথ্য নিয়ে সে অন্তত: তার যাত্রা শুরু করতে পারবে। আজ তার প্রতিশোধের ডানা মেলবে।

খুব সাধারণ পোশাক পরেছে গ্রেস। জিনস, স্নিকার্স, ব্ল্যাক পোলো নেক সুয়েটার এবং জ্যাকেট। নতুন কালো রঙের চুল ঢেকে রেখেছে হ্যাট দিয়ে। জিনস প্যান্ট একটু টাইটই লেগেছে কোমরে। গ্রেসের ওজন বেড়ে যাচ্ছে। কফির তলানিটুকু গলায় ঢেলে ঘড়ির দিকে তাকাল ও। এগারোটা বাজে।

সাবওয়েতে রওনা হয়ে গেল গ্রেস।

প্ল্যানটা সরল। ডেভি ঠিক দুপুর বারোটায় টাইমস স্কোয়ারে টয়েস 'R' আস-এর সামনে গ্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। ওই সময় নানা লোকের, বিভিন্ন পেশার মানুষের ভিড়ে জায়গাটি থাকবে সরগরম। মিচ ডেভির পেছনে, দোকানের সামনে দু'জন লোক লাগিয়ে দিয়েছে, অপর দু'জন থাকবে সাবওয়ের প্রবেশ পথে, বাকি ছ'জন ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইবে। সবাই থাকবে সাদা পোশাকে এবং সশস্ত্র। ও কোন ঝামেলা আশা করছে না, তবে গ্রেস ওই হারামী টমি বার্নসের যে দশা করেছে, মিচ কোন ঝুঁকি নেবে না। ভিড়ের মধ্যে, ডেভি গ্রেসকে দেখামাত্র তার কাছে থাকা লুকানো মাইকে পুলিশদেরকে সতর্ক করে দেবে, তারা ঘিরে ফেলবে মেয়েটিকে। গ্রেস যে মুহূর্তে ডেভির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবে, পুলিশ বাহিনীর জন্য ওটাই হবে সংকেত। তারা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলবে ওকে। *একদম সহজ!*

প্যারামাউন্ট হোটেল থেকে গোটা প্রক্রিয়ার ওপর লক্ষ রাখবে মিচ। টিভিতে বহুবার তার চেহারা দেখিয়েছে। গ্রেস একবার তাকে দেখলেই বুঝে ফেলবে ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

আরেকটি সিগারেট ধরাল ডেভি বুকোলা। পৌনে এগারোটা। নিচে যাওয়ার সময় হলো। পুলিশের এক লোক তার একটি পিস্তল চেক করে নিয়ে জ্যাকেটের নিচে, হোলস্টারে পুরে দিল। অস্বস্তি নিয়ে দৃশ্যটি দেখল ডেভি।

'ওটা আবার কীসের জন্য? ওকে আপনারা নিশ্চয় গুলি করবেন না?'

পুলিশের লোকটা নিতান্তই অবজ্ঞাভরে ডেভির দিকে তাকাল। একে ভালো করেই সব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তবু যদি না বোঝে! এ হলো টিকটিকি, আর টিকটিকিদেরকে পুলিশেরা মোটেই পছন্দ করে না। 'মিসেস ব্রুকস্টিন আপনার উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে নিশ্চয় মোহিত হবেন। আপনি রেডি?'

মাথা ঝাঁকাল ডেভি। *দুই লাখ ডলার।*

'আমি রেডি।'

বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

'ওকে দেখতে পাচ্ছেন?'

খুব শীত পড়েছে। পা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কানের সঙ্গে লাগানো তারে বিড়বিড় করে বল। 'নেগেটিভ। এখনও দেখতে পাচ্ছি না।'

টাইমস স্কোয়ারে আজকে লোকের ভিড় অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি। টয়েস 'R'

আস-এ গিজগিজ করছে মানুষ। নিউইয়র্কের অর্ধেক নাগরিক বেকার অথচ তারা নিজেরা না খেয়ে থাকবে তবু তাদের বাচ্চাদেরকে লেটেস্ট হান্না মন্টানা পুতুল কিংবা স্পেশাল এজেন্ট ওসো ফ্ল্যাশ লাইট কিনে দেয়া চাই-ই। *এ সবের কোন মানে হয়? ভাবছে ডেভি।*

গ্রেসের বিপরীত দিকে বসা মহিলাটি ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল গ্রেসের।

'হে্ই।'

ট্রেন ভর্তি মানুষ তবে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। মহিলার কণ্ঠ ফগহর্নের মতো বিঁধল কানে।

'হেই! আমি আপনাকে বলছি।'

মুখ তুলে চাইল গ্রেস। রক্ত জমা হলো মুখে। *মহিলা আমাকে চিনে ফেলেছে। ওহ গড। এ নিশ্চয় কিছু বলবে। সব্বাই আমার দিকে ফিরে তাকাবে। ওরা আমাকে টেনে ছিড়ে ফেলবে।*

'কাগজ পড়া শেষ হয়েছে?'

কাগজ? নিচে তাকাল গ্রেস। ওর কোলে নিউইয়র্ক পোস্টের একটি কপি। খবরের কাগজটি কোত্থেকে এল কে জানে। নিঃশব্দে কাগজটি মহিলার হাতে তুলে দিল ও।

'ধন্যবাদ।'

হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ট্রেন। দপদপ করে উঠল বাতি। তারপর নিভে গেল। সবাই প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আবার জ্বলল বাতি। ঘড়ি দেখল গ্রেস। বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

'ভুলে যান,' ওর পাশে বসা লোকটি আলাপ জমানোর ঢঙে বলল। 'যেখানেই যেতে চান, ট্রেন পৌঁছাতে দেরি হবে।'

অ্যাড্রেস সিস্টেমে ভেসে এল একটি কণ্ঠ। 'অসুবিধার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য আমাদের ট্রেন ছাড়তে একটু বিলম্ব হবে।'

না! আজ নয়! আজ কেন?

গভীর দম নিল গ্রেস। অস্থির হয়ে উঠে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না ও। তাছাড়া ওরা তো বলল একটু দেরি হবে। ওটুকু সময় অপেক্ষা করতে পারবে ডেভি।

পঞ্চান্ন

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনটাই দমে গেল মিচের।

ও আসছে না।

ও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে। দেয়াল ঘড়িটা যেন ওকে বিদ্রুপ করছিল। বারোটা দশ বাজে। ঝামেলা কী হলো? বুকোলা কি মত বদলে ওকে না আসতে বারণ করে দিয়েছে? নাকি গ্রেস ভেবেছে বুকোলাকে বিশ্বাস করা যায় না? তবে এরচেয়েও খারাপ কিছু হতে পারে। হয়তো গ্রেসের কিছু হয়েছে। দুর্ঘটনা। কেউ ওকে চিনে ফেলে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে আইন।

'আমার মনে হয় ওকে আমি দেখতে পেয়েছি।'

বুকোলার কণ্ঠ মিচের ইয়ারপিসে খড়খড় করে উঠল।

'আপনার মনে হয়? ঠিক জানেন না?'

জবাব দিল না বুকোলা।

'বেশ তো, কোথায়?' উত্তেজনা দমন করতে পারল না মিচ।

'সাবওয়ে থেকে মাত্র বেরিয়ে এল। ভালোভাবে ওর মুখ দেখতে পাইনি। ও না-ও হতে পারে।'

'ডেনি, লুকা। তোমরা কিছু দেখতে পেয়েছ?'

মিচের এই দুই লোক সাবওয়ের ঠিক বাইরে অবস্থান নিয়েছে, যেসব মহিলা বেরিয়ে আসছে তাদের সবাইকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে।

'নাহ।'

'নাথিং।'

যীশাস। 'ওর পরনে কী ছিল, ডেভি?'

'জিনস। ডার্ক কোট। মাথায় খড়ের টুপি... মনে হয়। শিট!'

'কী হলো?'

'ওকে হারিয়ে ফেলেছি।'

'ওকে হারিয়ে ফেলেছেন? ও কি আপনার দিকে আসছিল? আপনাকে দেখেছে?'

'ভুলে যান। মেয়েটা ও ছিল না।'

সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল গ্রেস। দেরি হয়ে গেছে ওর। বড্ড দেরি। ডেভি কি এতক্ষণ ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে? ঈশ্বর, যেন থাকে। লোকটা ওর সঙ্গে

মস্ত ঝুঁকি নিয়ে দেখা করতে এসেছে।

মাথা নিচু করে ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে গ্রেস। স্কোয়ারের ওপাশে বর্ণিল রঙে চিহ্নিত টয়েস ‘R’ আস-এর সাইন বোর্ড ওকে ইশারায় ডাকছে। গ্রেস ওদিকে কদম বাড়াল। ভিড়ের মধ্যে তার বন্ধুর মুখ খুঁজছে।

অফিসার লুকা বনেট্টি বেজায় হতাশ। গ্রেস ব্রুকস্টিন আসেনি। সে নিশ্চয় অন্য কোন পরিকল্পনা ফেঁদেছে।

তবে মেয়েদের ওপর নজর রাখার ব্যাপারটি একেবারে মন্দ নয়। চোখের সুখ তো পাওয়া যায়। সুশ্রী চেহারার এক কৃষ্ণকেশী দ্রুত ওর পাশ কাটাল।

‘হেই, বেব। খবর কী?’

মেয়েটির পাছায় টোকা দিল লুকা। তবে সে ফিরেও তাকাল না।

‘তোমার সমস্যাটা কী, বনেট্টি?’ তার পার্টনার রেগে গেল। ‘আমরা এখানে এসেছি আমেরিকার সবচেয়ে কুখ্যাত নারীটির খোঁজে, পাবলিককে নাজেহাল করতে নয়।’

‘আঃ, চেহারাটা একটু হাসিখুশি রাখো তো, ডেনি। মেয়েটা কিউট ছিল আর তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো লেডি ব্রুকস্টিন আসছে না।’

গ্রেসের বুক ধড়ফড় করছে। *হারামজাদা।*

ওই হারামী ভ্যান ড্রাইভারের কাছে নিগৃহীত হওয়ার পর থেকে কোন পুরুষ যদি ওকে স্পর্শ করে কিংবা লালসার দৃষ্টিতে তাকায়, গ্রেসের ইচ্ছা করে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তবে ওই লোকটা যখন ওর নিতম্বে নোংরা হাতটি রাখল, গ্রেস দাঁড়িয়ে পড়তে পারেনি কিংবা চিৎকারও দিতে পারেনি। কারণ ওকে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে, মিশে যেতে হবে ভিড়ের মধ্যে।

ডেভি গেল কই?

মাত্র ভেবেছে এমন সময় ওকে দেখতে পেল গ্রেস। দোকান থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে হাসতে হাসতে পা বাড়াল গ্রেস। ওর হাসিটা টের পেয়েই হয়তো মুখ তুলে চাইল ডেভি। আর তখন ব্যাপারটা চোখে পড়ল গ্রেসের।

‘ওই যে সে! ওকে দেখতে পাচ্ছি। এগিয়ে আসছে। পরনে জিনস, ডার্ক জ্যাকেট, মাথায় খড়ের টুপি।’

স্কোয়ারে পুলিশদেরকে জিজ্ঞেস করল মিচ, ‘ওকে পেয়েছ?’

‘জী, স্যার। ওকে দেখতে পাচ্ছি। ক্লোজিং ইন।’

গ্রেসের মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

ও বলেছিল ওর সঙ্গে ফাইল থাকবে প্রমাণ। ওটা কেন নিয়ে আসে নি সে?

কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। ঝামেলা ফাইল নিয়ে নয়। ঝামেলা ডেভির মুখ নিয়ে। ওর চেহারাজুড়ে অপরাধবোধের চিহ্ন। ঠিক তখন দুই লোক স্যাঁৎ করে ওর পাশ কাটাল, এগিয়ে যাচ্ছে খেলনার দোকানটির দিকে। সতর্ক হয়ে উঠল গ্রেসের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, মন্থর হলো চলার গতি।

পুলিশ। এটা একটা ফাঁদ।

এখন চিন্তা করার সময় নেই। সহজাত প্রবৃত্তিতে মাথা থেকে খড়ের হ্যাটটি খুলে নিয়ে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল গ্রেস। একদল বিদেশী স্কুল ছাত্র-ছাত্রী বিপরীত দিক থেকে সাবওয়েতে যাচ্ছে। গ্রেস চট করে ভিড়টার সঙ্গী হলো।

লোকগুলো তাদের ইয়ারপিস চেপে ধরল। হোটেল রুম থেকে ঝড়ের মতো চেঁচাচ্ছে মিচ কনরস।

'কোথায় ও? **কোথায় সে?**

'আমি জানি না,' বিভ্রান্ত শোনাল ডেভি বুকোলার কণ্ঠ। 'আমার দিকেই তো এগিয়ে আসছিল তারপর ও...ও অদৃশ্য হয়ে গেল।'

শুধু কাঁদতে বাকি রাখল মিচ।

'ছড়িয়ে পড়ো। তোমরা সবাই। ওকে খুঁজতে থাকো। ও ওই ভিড়ের মধ্যেই আছে।'

আর সহ্য হলো না মিচের। ছুটে বেরিয়ে এল হোটেল কক্ষ থেকে। সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দার নামতে লাগল।

প্যারামাউন্টের ছয়তলা থেকে নিচের স্কোয়ার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল মিচ। এখন রাস্তায় দৌড়াতে দৌড়াতে নাকের সামনে তিন ফুটের বেশি নজর যাচ্ছে না। মানুষ আর মানুষ! ভারী, মোটা শপিং ব্যাগ হাতে বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে হাঁটছে, মিচের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করছে।

জিনস, ডার্ক জ্যাকেট। খড়ের টুপি। ও এখানেই কোথাও আছে। থাকতেই হবে।

মিচ লোকের দঙ্গলে সেঁধিয়ে গেল।

গ্রেস সাবওয়ের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। পাথুরে সিড়িগুলো ওকে ইশারায় ডাকছে, ওর নিরাপত্তা আর পালিয়ে যাওয়ার সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। *আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। আর মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ।*

ডান দিকে আড়চোখে চাইল গ্রেস। ইয়াংকি ক্যাপ পরা এক লোক উন্মত্তের মতো তার চারপাশে তাকাচ্ছে আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। *আরেকজন পুলিশ। এরা সংখ্যায় মোট কতজন?*

লোকটা সোজা গ্রেসের দলটির দিকেই এগিয়ে আসছে। ওদের ট্যুর গাইডকে থামিয়ে দিল। কি যেন জিজ্ঞেস করছে। *আমাকে কাটতে হবে।*

হঠাৎ সেই পুলিশটাকে দেখতে পেল গ্রেস যে ওর পাছায় হাত দিয়েছিল। এখনও সাবওয়ের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে। কাছ থেকে লোকটাকে দেখছে গ্রেস। তরুণ, সুদর্শন এক ইটালিয়ান হারামজাদা। অবশ্য যুবক কোয়াসিমোদার মতো কুৎসিত দেখতে হলেও এ মুহূর্তে গ্রাহ্য করত না ও। সে পুলিশটার দিকে এগিয়ে গেল।

ছাপ্পান্ন

নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে এল মিচের। ওই যে সে! ভিড়টা প্রায় নড়ছেই না অথচ ওকে দেখতে পাচ্ছে মিচ। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মাত্র পনের হাত দূরে। মেয়েটা রোগা পাতলা, বড় জোর পাঁচ ফুট হবে উচ্চতা, পরনে জিনস, ডার্ক কোট, সাবওয়ের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মিচ দিল দৌড়।

একে তাকে মাড়িয়ে, ধাক্কা দিয়ে অন্ধের মতো ছুটল ও। লোকজন ওর বাপ-মা তুলে গালি দিতে লাগল কিন্তু শুনেও শুনল না মিচ। গ্রেস সিঁড়ির ধারে পৌঁছেছে, পেছন থেকে ওর ওপর ঝাঁপ দিল মিচ। ওকে নিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। চিৎকার দিল গ্রেস। উপুর হয়ে পড়েছে সে। ভেঙে গেছে নাক। মিচ ওর হাতে একজোড়া হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিল।

'গ্রেস ব্রুকস্টিন, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। তুমি নিশ্চুপও থাকতে পারো কিংবা তোমার অ্যাটর্নির সঙ্গে কথাও বলতে পারো।' মেয়েটাকে টান মেরে চিৎ করল মিচ, মাথার খড়ের টুপিটা খুলে ফেলল চেহারাটা ভালো করে দেখার জন্য।

'ওহ, যিশাস।'

নাক দিয়ে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে, মিচের দিকে আতংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক স্বর্ণকেশী।

একে জীবনেও দেখেনি মিচ।

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস হচ্ছে না লুকা বনেট্টির।

'হেই, সেক্সি। তুমি ফিরে এসেছ।'

'ফিরে এলাম।' সুন্দরী কৃষ্ণকেশী এসেই ওর গলা জড়িয়ে ধরল, উম, আম করে চুমু খেতে লাগল। লুকাও ওর চুম্বন ফিরিয়ে দিল। সে এবারে কৃষ্ণকেশীর পাছা দু'হাতে খামচে ধরে রেখেছে।

চোখের কোন দিয়ে গ্রেস দেখল ইয়াংকি হ্যাট পরা পুলিশটা এখনও ট্যুর গাইডের সঙ্গে কথা বলছে। *ও বোধহয় আমার চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে।* ও যদি নিজেকে লাভার হিসেবে দেখাতে পারে তাহলে এ যাত্রা পার পেয়ে যাবে। ট্রেনে ওঠার আগ পর্যন্ত এই ব্যাপারটাকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করবে গ্রেস। পরের ষ্টেশনে ট্রেন থামলেই সে চট করে নেমে পড়বে। এ লোক ওকে আর খুঁজে পাবে না।

চুম্বনে বিরতি দিল গ্রেস। লুকার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমার সঙ্গে যাবে?'

মুচকি হাসি লুকার ঠোঁটে। 'তোমার সঙ্গে নরকেও যেতে রাজি আমি।'

'ও ব্যস্ত,' আরেক লোক, বয়সে পৌঢ়, ঠোঁটের ওপর মোটা গোঁফ, ভোজবাজির মতো উদয় হলো। বিষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে গ্রেসের দিকে।

'ও ব্যস্ত।'

আপত্তি জানাল লুকা বনেট্টি। 'না। আমি ব্যস্ত নই। আমাকে একটুক্ষণ রেহাই দাও, ডেনি। দেবে কি?'

'রেহাই দেব?' লোকটা ফিরল গ্রেসের দিকে, 'দেখুন, লেডি, আমরা NYPD এবং আমরা একটা কাজ করছি। এখান থেকে জলদি ভাগুন নইলে আপনাকে সোজা গারদে নিয়ে ঢোকাব।'

গ্রেসের গলা দিয়ে বমি ঠেলে আসতে চাইল। *এ-ও ওদের একজন।* ওর পা কাঁপতে লাগল। ছুট দিল গ্রেস।

নিজেকে সামলে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল মিচের।

এইমাত্র নাক ফাটিয়ে দেয়া মহিলার কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছে এমন সময় ওর পাশ দিয়ে একটি মেয়ে চলে গেল। একেকবারে দুই ধাপ সিঁড়ি নেমে যাচ্ছে। মহিলার দিকে ফিরে মিচ তার হাতকড়া খুলছে, চোখের কোণে ধরা পড়ে গেল দৃশ্যটা : মেয়েটার কোটের পকেট থেকে উঁকিঝুকি দিচ্ছে খড়ের টুপির মাথা।

'স্টপ!' চেঁচিয়ে উঠল মিচ। 'পুলিশ!'

প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে গ্রেস। পেছনে চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেল।

'পুলিশ! আমাকে যেতে দিন।'

ট্রেন ভর্তি মানুষ। একটি বগিতে উঠতে চেষ্টা করল গ্রেস কিন্তু এক লোক ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। 'দেখতে পাচ্ছেন না, লেডি। এখানে জায়গা নেই। নেমে যান।'

'পুলিশ!'

চিৎকারটা ক্রমে কাছিয়ে আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গ্রেস। সেই লোকটা। ডিটেকটিভ কনরস। টিভিতে এর চেহারা বহুবার দেখেছে গ্রেস।

পরের বগিটিও পূর্ণ। লোকে পিছিয়ে আসতে শুরু করেছে, পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। এই ট্রেনটিতে জায়গা নেই। হুশ্‌শ শব্দে বৈদ্যুতিক দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। অনেক দেরি হয়ে গেছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

'গ্রেস ব্রুকস্টিন! যেখানে আছ সেখানেই থাকো। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

ওর নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনল গ্রেস। অন্য সকলেও। হঠাৎ শতশত চোখ প্লাটফর্মে উৎসুক দৃষ্টিতে খুঁজতে লাগল।

গ্রেস ব্রুকস্টিন? কোথায়? এখানে?

মিচ কনরস প্লাটফর্ম ধরে তীরগতিতে ছুটে আসছে। প্রথম বগিটি পার হয়ে গেল। তারপর দ্বিতীয়টি। তৃতীয় বগিতে পৌছাতে ভাগ হয়ে গেল জনতার ভিড়। মুখোমুখি হলো মিচ এবং গ্রেস।

গ্রেস মিচের চোখে তাকাল, মিচও তার চোখে চোখ রাখল। শিকার এবং শিকারী। মুহূর্তের জন্য ওদের মাঝ দিয়ে যেন কিছু একটা বয়ে গেল। পারস্পরিক সম্মান। এমনকী মমতাও। তবে সেটি মাত্র মুহূর্তকালের জন্যেই।

ট্রেনের গতি বাড়ছে। ক্যারিজের উষ্ণতার মধ্যে নিরাপদ গ্রেস জানালা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে মিচ কনরস দেখল টানেলের গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল গ্রেস।

থানায় লেফটেনেন্ট ডুব্রে চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগলেন।

'হোয়াট দ্য ফাক? তুমি ওকে কী করে হারিয়ে ফেলতে পারলে? কীভাবে?'

'জানি না আমি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিচ।

উজ্জ্বল দিকটা দেখার চেষ্টা করছে ও। আটচল্লিশ ঘন্টা আগেও যে তথ্যগুলো ওরা জানত না তা এখন জানে। ওরা জানে গ্রেস এখনও নিউইয়র্কে আছে। জানে ও এখন কৃষ্ণকেশী এবং শরীরের ওজনও বেড়েছে। কাল ওরা মিডিয়ায় গ্রেসের নতুন ছবি পাঠিয়ে দেবে।

লুকা বনেট্রিকেও ধন্যবাদ। NYPD 'র ফালতু সার্ভিলেন্স টিম নতুন একটি তথ্য দিয়েছে।

আমেরিকার সবচেয়ে কুখ্যাত রমনীটি একজন দারুণ কিসার। অসাধারণ চুমু খেতে পারে সে।

সাতান্ন

তিন দিন ধরে আত্মগোপনে রয়েছে গ্রেস। নতুন একটি জায়গা খুঁজে নিয়েছে সে, আরেকটি স্টুডিও রুম, এবারে ব্রুকলিনে। কুইন্সের ঘরটি ঘিঞ্জি হলেও খারাপ লাগত না তবে এ রুমটি একেবারেই বাজে এবং জঘন্য। অবশ্য গ্রেস তাতে কিছু মনে করছে না। সে জানালার পর্দা টেনে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে, গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে বিছানায়। হতাশার ঢেউগুলো ক্রমে আছড়ে পড়ছে তার গায়ে।

এটা জেলখানার চেয়েও খারাপ। এটা একটা নরক।

জেলখানায় ওর সঙ্গে ক্যারেন এবং কোরা ছিল। ছিলেন সিস্টার অ্যাগনেস এবং সেন্টারের বাচ্চারা। ওর সঙ্গে কথা বলতে আসত ডেভি বুকোলা। ডেভি। লোকের বিশ্বাসঘাতকতা এখন সয়ে এলেও ডেভি যা করেছে তাতে মানুষের ওপর থেকে গ্রেসের সমস্ত বিশ্বাস উঠে গেছে। ও সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত ডেভি ওর সঙ্গে আছে। তাছাড়া লেনির খুনীকে খুঁজে বের করতে ডেভিই ছিল মূল ভরসা। *কিন্তু একমাত্র যে মানুষটিকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম তার সঙ্গে তো লোকে বেঈমানি করেছে, তার টাকার জন্য তাকে হত্যা করেছে।*

গ্রেসের এখন মনের যা অবস্থা, নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস হয় না।

ও কাঁদল। কাঁদতে কাঁদতে যখন চোখের সমস্ত জল শুকিয়ে গেল, বিছানা ছেড়ে উঠে জামাকাপড় পরল।

গত তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম সে ঘরের বার হলো।

কাজটা খুব ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে। আর পাগলামি তো বটেই। তবু গ্রাহ্য করছে না গ্রেস।

ব্রুকলিনে সাইপ্রেস হিল সেমেট্রি জ্যামাইকা বে-র দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইহুদি চ্যারিটির সাহায্য সমাধিক্ষেত্রটি চলছে। এখানে লেনির লাশ দাফন করা নিয়ে বেশ হৈ চৈ হয়েছিল।

'ওই কুত্তার বাচ্চা ইহুদি কম্যুনিটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ও আমাদের একজন ভেবে ওকে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। এখন ও আমাদের মধ্যে বিশ্রাম নিতে চায়? প্রশ্নই ওঠে না।'

বেথ ওলোম বেনেভোলেন্ট ফান্ড প্রধান এলি সিলফেন লেনির লাশ দাফন না করার

ব্যাপারে গোঁ ধরেছিলেন। 'লেনি ব্রুকস্টিনের জন্য স্মৃতিসৌধ হবে? সাইপ্রেস হিলসে? পারলে আমার লাশের ওপর স্মৃতিসৌধ বানাও।'

তবে র‍্যাবি গেলার নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়েন নি। মৃদুভাষী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ র‍্যাবি গেলার দীর্ঘদিন ধরে লেনিকে চিনতেন।

'আসলে, এলি, স্মৃতিসৌধটা হবে ওর লাশের ওপর। আমাদের ধর্ম হলো ক্ষমার ধর্ম। দয়ার ধর্ম। আর বিচার তো করবেন ঈশ্বর, মানুষ নয়।'

র‍্যাবির দয়ার কথা কোনদিন ভুলবে না গ্রেস। ইস, এখন যদি উনি এখানে থাকতেন। কবর এবং অ্যাঞ্জেলদের পাথরের মূর্তির মাঝ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ভাবছিল ও। শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাসে নি:শ্বাস প্রায় জমে যাচ্ছে। কবরখানাটি প্রকাণ্ড। হাজার হাজার কবর, যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে রয়েছে সমাধিক্ষেত্র। *আমি ওটা জীবনেও খুঁজে পাব না। কারও সাহায্য ছাড়া খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয়।*

কয়েক গজ দূরে এক গ্রাউণ্ডকীপারকে দেখতে পেল গ্রেস। এগিয়ে গেল তার দিকে।

'এক্সকিউজ মি। আমি এখানে বিখ্যাত মানুষদের কবর দেখতে এসেছিলাম... এরকম কেউ কি আছেন?'

পোকায় খাওয়া দাঁত বের করে হেসে উঠল বুড়ো।

'কেউ আছেন কিনা?' হাতের নিড়ানি দিয়ে শক্ত মাটিতে বাড়ি দিল সে। 'বিখ্যাত আর কুখ্যাত মানুষদের কবরের ছড়াছড়ি এখানে। মে ওয়েস্ট, জ্যাকি রবিনসনের মতো বিখ্যাতদের পাশাপাশি ওয়াইল্ড বিন লভেটের কবরও আছে এখানে। জানেন তিনি কে?'

গ্রেস জানে না।

'সে ছিল এক গ্যাংস্টার। এক খুনী। হোয়াইট হ্যাণ্ড গ্যাং-এর নেতা।'

'দুঃখিত, অপরাধ জগতের মানুষদের সম্পর্কে আমি তেমন খবর রাখি না।'

'তবে এখানে এমন একজন ক্রিমিনালের কবর আছে যার কথা আপনি নিশ্চয় জানেন। লিওনার্ড ব্রুকস্টিন। মি. কোরাম। কি, এর নাম শোনেন নি?'

গালে রক্ত জমল গ্রেসের। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনেছি। ওনার কবরটা কোথায় বলতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব।'

বুড়ো হাঁটা ধরল। গ্রেস তার সঙ্গে মিনিট দশেক হাঁটার পরে একটি পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছাল। ওখানে জমে গেল ও।

দুশো গজ দূরে দুই সশস্ত্র পুলিশ একটি সাধারণ সাদা পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। সাদা পাথরটির গায়ে লাল অক্ষরে কিছু লেখা আছে। এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছে গ্রেস। আবছা বোঝা যায় প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে কেউ দেয়াল লিখনগুলো করেছে। এবং ওই লেখা কেউ মোছেও নি। *আর লেনির সমাধির সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয় আমাকে ধরার জন্য। জানে এখানে আমি আসবার মতো নির্বুদ্ধিতা করতে পারি।*

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল গ্রাউণ্ডকীপার। 'আমরা তো এখনও সমাধিতে পৌঁছাইনি।'

'জানি আমি, আমি... আমি আমার মত বদলে ফেলেছি।' ধড়াশ ধড়াশ করছে গ্রেসের হৃৎপিণ্ড। 'আমার শরীরটা ভাল্লাগছে না। সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

লোকটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল গ্রেসের দিকে, ওকে যেন এই প্রথম লক্ষ করছে। বুড়োকে হতভম্ব করে, তার বেতো হাতে কুড়ি ডলারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গ্রেস। পাহাড় বেয়ে দ্রুত পায়ে নামতে লাগল।

সাবওয়ে পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে এল ও, দম নিতে ঢুকে পড়ল কাছের একটি ক্যাফেতে। লোকে একটি মানুষের কবর এভাবে বিকৃত করে কীভাবে? এ কেমন রুচির লোক? কবরের গায়ের লেখা দূর থেকে খুব ভালো বোঝা যাচ্ছিল না তবে অনেক খারাপ খারাপ কথা যে লেখা ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। গ্রেসের চোখে জল চলে এল। ওরা কেউ লেনিকে চিনত না। কী দারুণ, সহৃদয় একটা মানুষ ছিল তার স্বামী। অথচ লোকে তাকে অসৎ, খারাপ বলে গালি দেয়। এটা সত্য নয়।

তুমি খারাপ এবং অসৎ ছিলে না, আমার ডার্লিং। খারাপ হলো এই দুনিয়া। এ পৃথিবী খারাপ, লোভী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত।

ওই মুহূর্তে গ্রেস বুঝতে পারল ওর সামনে দুটি পথ খোলা আছে। হয় সে মিথ্যাটা মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারে অথবা লড়াই করতে পারে।

র‍্যাবি গেলারের কথাগুলো মনে পড়ে গেল *ঈশ্বর বিচার করবেন, মানুষ নয়।* গ্রেস কি তার শত্রুদেরকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেবে? ওর এবং লেনির প্রতি দুনিয়া যে অন্যায় আচরণগুলো করেছে তার শোধ ঈশ্বর নেবেন?

হয়তো বা নয়।

গ্রেস জানে তার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে।

হোটেল রুমের চাবি খুঁজছে ডেভি বুকোলা। মদ খেয়ে পুরো টাল হয়ে আছে।

গ্রেস তার হাত ফস্কে চলে গেছে সে সঙ্গে টাকাও। ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, গ্রেস এখন তা জানে এবং কাজটা খামোকাই করেছে। প্রচণ্ড হতাশ ডেভি বাড়ি ফিরতে পারেনি, শহরময় চষে বেরিয়েছে, জমানো টাকাগুলো মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে উড়িয়ে দিয়েছে।

আবার চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করল ডেভি। পারল না। আমি বোধহয় ভুল ফ্লোরে চলে এসেছি। সে হলওয়ে ধরে টলতে টলতে এলিভেটরের দিকে এগোল। দেয়ালগুলো তার দিকে লাফিয়ে আসছে, মেঝে ঢেউয়ের মতো উঁচু-নিচু হচ্ছে, যেন সাগরে ঝড়ের কবলে পড়েছে জাহাজ। বমি বমি লাগছে ডেভির। এলিভেটরে ঢুকে একটু স্বস্তি পেল।

'কয় তলা?'

মাতাল হলেও মহিলাকে লক্ষ করল ডেভি। লম্বা লাগছে-বাদামী চুল, গায়ে চকচকে কালো ট্রেঞ্চ কোট। নাকি দুটো কোট?

'কয় তলায় যাবেন?' আবার জিজ্ঞেস করল মহিলা। মনে পড়ছে না ডেভির।

'তিন তলা,' অনুমান করে বলল সে। মহিলা সামনে এসে একটি বোতাম টিপে দিল।

তারপর সে ডেভির পিঠে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ঠেসে ধরল।

'নড়েছ কী মরেছ।'

আটান্ন

নিজের হোটেল রুমে ঢুকে বিছানার এক কোণে বসল ডেভি, প্রস্তরবৎ শান্ত।

'আমি জানি কাজটা ঠিক হয়নি। তবে আমি ব্যাখ্যা দিতে পারব।'

গ্রেস পিস্তলটি সরাসরি ওর মাথায় তাক করল। 'আমি শুনছি।'

অস্ত্র জোগাড় করতে খুব একটা বেগ পোহাতে হয়নি গ্রেসের, ভেবেছিল কাজটি হবে জটিল, বিপজ্জনক একটি প্রক্রিয়া, কিন্তু দেখা গেল এগুলো রাস্তা থেকেই কেনা যায়। এক মাদক ব্যবসায়ীর সঙ্গে গলিপথে সাক্ষাৎ হয় গ্রেসের। সে কিশোরদের কাছে মাদক বিক্রি করছিল। গতকাল বিকেলে গ্রেস লোকটির সঙ্গে সরাসরি কথা বলে।

'আমার একটি আগ্নেয়াস্ত্র দরকার। এ ব্যাপারে কে আমাকে সাহায্য করতে পারবে জানো?'

কামানো মাথার লোকটা গ্রেসের আপাদমস্তক লক্ষ করল। সে ওকে জেল পালানো কয়েদী কিংবা জেলখানা থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কেউ ধরে নিয়েছিল।

'ব্যাপারটা নির্ভর করে তুমি কত টাকা দিতে পারবে তার ওপর।'

ডাবল দামে পিস্তলটি কিনতে হলো গ্রেসকে। সে যখন চলে আসছে, পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল লোকটা 'তুমি পিস্তল চালাতে জানো?'

দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রেস, বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করে মাথা নাড়ল।

'পঞ্চাশ ডলার দাও আমি তোমাকে পিস্তল চালানো শিখিয়ে দেবো। সঙ্গে কিছু গুলিও পাবে।'

'কুড়ি দেব,' বলল গ্রেস।

'পঁচিশ। এর নিচে আমি কাজ করতে পারব না।'

'ঠিক আছে।'

'ওহ গড, গ্রেস, প্লিজ গুলি কোরো না!'

ফুঁপিয়ে কাঁদছে ভীত ডেভি বুকোলা। তার কান্না দেখে এবং জীবন ভিক্ষা চাওয়ার আকুল আবেদনে গ্রেসের বরং বিরক্তিই লাগছে।

'তাহলে ফাইলটা আমাকে দাও।'

'ফাইল?'

'যে তথ্য তুমি আমাকে দেবে বলেছিলে। টাইমস স্কোয়ারে বসে ফাইলটা দেয়ার

কথা ছিল ভুলে গেলে? কিন্তু দুই লাখ ডলারের লোভে পড়ে আমার সঙ্গে বিট্রে করতে তোমার একটুও বাঁধল না।'

'ব্যাপারটা ওরকম নয়, গ্রেস। আমি তোমাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম।

ট্রিগারে গ্রেসের তর্জনী চেপে বসল। 'আবার একটা মিথ্যা কথা বলেছ কী গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।'

ভয়ে কুঁইকুঁই করে উঠল ডেভি। গ্রেস কাজটা করতে পারে জানে সে। বেডফোর্ড হিলসে যে গ্রেসকে সে দেখেছিল এ সেই মেয়ে নয়। এ আমূল বদলে গেছে। শীতল। নির্দয়। নিষ্ঠুর।

'একটা ফাইল তুমি তৈরি করেছ, তাই না, ডেভি? আশা করি প্রাণের মায়া থাকলে এ নিয়ে মিথ্যাচারিতা করবে না।'

'না, না। এটা আছে। এখানেই আছে।'

দুই লাখ ডলার হাত ফস্কে চলে গেলেও ডেভি আশা করেছিল তার গোপনীয় তথ্যের স্বর্ণখনির ভালো কোন ক্রেতা পেয়ে যাবে। যদিও এখন পর্যন্ত কোন পত্রিকার সম্পাদক ওর ফোন ধরেনি তবু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল ও। সে তোশকের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল।

'থামো!' হুকুম দিল গ্রেস।

জায়গায় জমে গেল ডেভি।

'মাথার ওপর হাত রাখো।'

আদেশ পালন করল ডেভি।

'গুড। এখন ঘরের মাঝখানে হেঁটে এসে নিল ডাউন হয়ে বসো।'

ডেভির পেটের ভেতরটা যেন জল হয়ে গেল। *ওহ গড, হত্যা করার সেই চিরন্তন পোজ। ও আমার ঘাড়ের পেছনে গুলি করবে।*

'প্লিজ, গ্রেস...

'চোপ!' ডেভির দিকে পিস্তল তাক করে রেখে গ্রেস ঝুঁকে বিছানার তলায় হাত বাড়াল। বের করে আনল বাদামী একটি ম্যানিলা ফোল্ডার।

'এটা?'

মাথা ঝাঁকাল ডেভি। 'বিশ্বাস করো আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরে আমি এটা একজন আইনজীবীকে দিতে যাচ্ছিলাম।'

প্রেমিকের মতো বুকের মধ্যে ফোল্ডারটি চেপে ধরল গ্রেস। তারপর পিস্তলের সেফটি ক্যাচ রিলিজ করল। 'এটা কাউকে দেখিয়েছ তুমি? পুলিশ কিংবা প্রেসকে?'

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ডেভি। 'কাউকে দেখাইনি। এর কথা শুধু তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানে না।'

ওর কথা বিশ্বাস করল গ্রেস। হাসল। স্বস্তি বোধ করল ডেভি।

ও আমাকে হত্যা করবে না।

বিছানা থেকে একটি বালিশ তুলে নিল গ্রেস। পিস্তলের সামনে বালিশটা ঠেকিয়ে শীতল গলায় বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে গাদ্দারী করেছ। গাদ্দারীর শাস্তি কী জানো, ডেভি?'

ডেভি জবাব দেয়ার আগেই মৃদু দুপ করে গুলির শব্দ হলো। ও টের পেল শরীরের নিম্নাঙ্গ তরল উষ্ণ পদার্থে ভেসে যাচ্ছে।

তারপর আর কিছু মনে নেই ডেভির।

দৃশ্যটি তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল মিচ কনরস। হোটেলের স্থানীয় মেইড ইংরেজি প্রায় বলতেই পারে না, তার ওপর আতংকিত হয়ে চিৎকার করে সে কী বলছিল বুঝতেই পারেনি মিচ। তবে এরকম কিছু দেখবে বলেও আশা করেনি।

তবু ও হাসিতে ফেটে পড়ল।

'এতে হাসির কী হলো!'

ঘরের মাঝখানে, জানালার পর্দার রশি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে ডেভি বুকোলাকে। সে জ্ঞান হারানোর পরে গ্রেস হোটেলের বালিশ থেকে তুলা বের করে ওর সারা গায়ে হেয়ার জেল দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে। কপালে পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে লিখে রেখেছে। 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটি। সেই একই মার্কার ডেভির পাছার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে গ্রেস। মার্কারের অবশিষ্টাংশ পোলট্রি থার্মোমিটারের মতো বেরিয়ে আছে। ডেভিকে আক্ষরিক অর্থেই ফার্মের মুরগির মতো লাগছে দেখতে।

'তোমার এ চেহারা দেখলে কেউ না হেসে পারবে না,' হাসতে হাসতে বলল মিচ। গ্রেসকে ওর দিন দিন পছন্দ হয়ে যাচ্ছে।

জানালার পাশের দেয়ালে বুলেটের ক্ষত। তার নিচে, মেঝেতে পড়ে রয়েছে ডেভির জামাকাপড়। গ্রেস বালিশে গুলি করার সময় ডেভি ভয়ে প্রশ্রাব করে দিয়েছিল।

'ও একটা সাইকো।' ফুঁপিয়ে উঠল ডেভি। 'আমাকে ও মেরে ফেলতে পারত। আমি পুলিশ প্রটেকশন চাই।'

'ওর বাঁধনটা কেউ খুলে দাও,' বলল মিচ। 'ওর এই মুরগি স্টাইল আরও কিছুক্ষণ দেখতে হলে আমি আর জীবনে মুরগি খেতে পারব কিনা সন্দেহ।'

'আগে কয়েকটা ছবি তুলে নিলে ভালো হতো না, বস? ক্রাইম সিনের ডকুমেন্ট?'

'কার জন্য ছবি তুলবে?' আরও জোরে হেসে উঠল মিচ।

'তোমরা ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিচ্ছ না।' গলায় রাগ ফোটানোর চেষ্টা করল ডেভি বুকোলা। কিন্তু উবু হয়ে বসা অবস্থায় কাজটা সহজ হলো না। 'গ্রেস ব্রুকস্টিন আমাকে পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দিয়েছে। সে সশস্ত্র ডাকাতি করেছে। তোমাদের গায়ে লাগছে না?'

'তোমার জন্য, বুকোলা? না, আমি গায়ে লাগাচ্ছি না এবং 'সশস্ত্র ডাকাতি' বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ? ও তোমার কাছ থেকে কী নিয়েছে?'

জবাব দিতে ইতস্তত: করছে ডেভি।

'জবাব দাও নয়তো তোমাকে এভাবেই ফেলে রেখে চলে যাব আমরা।'

'বললে আমাকে পুলিশ প্রটেকশন দেবে?'

মিচ দরজার দিকে হাঁটা দিল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও।' হাউমাউ করে উঠল ডেভি। 'ঠিক আছে। বলছি। একটা ফাইল ছিল। ওর স্বামীর মৃত্যুর বিষয়ে ওতে তথ্য ছিল। আমাদের ধারণা... আমাদের বিশ্বাস লেনি ব্রুকস্টিনকে হত্যা করা হয়েছে।'

'কী?'

'আমি গ্রেসের সঙ্গে কাজ করছিলাম। কেসটির তদন্ত করছিলাম। এ জন্যেই সে বেডফোর্ড জেলখানা থেকে পালিয়েছে। টাকা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। ও শুধু জানতে চায় ওর স্বামীকে কে হত্যা করল। কে ওকে ফাঁসিয়েছে। ও প্রতিশোধ চায়।'

প্রতিশোধ চাইবার মানে জানে মিচ। গ্রেসের কথাগুলো মনে পড়ে গেল। *'আমি কোন টাকা চুরি করিনি, ডিটেকটিভ। আমাকে এবং আমার স্বামীকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে।' এটা সত্যি সম্ভব?*

'তুমি আমাকে এ কথা আগে বলোনি কেন?' হুংকার ছাড়ল মিচ। তবে প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গে জবাবও নিজেই পেয়ে গেল।

'তুমি তথ্য বিক্রি করতে চেয়েছিল, তাই না? হারামজাদা লোভী কোথাকার।'

নিশ্চুপ রইল ডেভি।

'ওকে তাহলে তুমি ফাইলটা দিয়েছ?'

'দিতে বাধ্য হয়েছি। ওর কাছে পিস্তল ছিল...'

'তোমার কাছে কপি আছে না? বলো যে তোমার কাছে কপি আছে।'

মাইল তিনেক দূরে, হোটেল রুমের বাথটাবে শুয়ে এ নিয়ে শতবার ডেভির লেখা ফাইলে চোখ বুলাল গ্রেস।

হঠাৎ ঝট করে উঠে বসল ও। ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আমি জানি লেনিকে কে হত্যা করেছে।

এবারে শুরু হবে ধাওয়া।

ঊনষাট

বুকে চিনচিনে ব্যথা নিয়ে ওয়াল স্ট্রিট ধরে হেঁটে যাচ্ছে এন্ড্রু প্রেস্টন। মারিয়া পরকীয়া করছে। চিহ্নগুলো দেখে এখন সে বুঝতে পারছে। বেডসাইড ড্রয়ার বোঝাই লা পার-লার রশিদে। সে ব্রাজিলিয়ান বিকিনি ওয়াক্স বুকড করেছে ওদের হংকং সফরের পরে, আগে নয়।

আমি যদি ওকে এত বেশি ভালো না বাসতাম তাহলে এসবের কিছুই ঘটত না।

সাড়ে পাঁচটা বাজে, রাস্তা ভরে গেছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী আর সেক্রেটারিয়াল স্টাফদের ভিড়ে। সবার মাঝেই বাড়ি ফেরার তাড়া। Mand A তে নতুন চাকরি নেয়ার পর থেকে এন্ড্রু রাত নটা-দশটা পর্যন্ত অফিস করে। তবে আজ বৃহস্পতিবার। আজ জিমনাশিয়ামে যাওয়ার দিন। এন্ড্রুর ডাক্তার ওকে পইপই করে বলে দিয়েছেন সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন জিমনাশিয়ামে গিয়ে র‍্যাকেটবল খেলতে। তাহলে হৃৎপিণ্ড সচল থাকবে।

এন্ড্রুর দুষ্প্রাপ্য অ্যাশটন মার্টিন DB5 একটি আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে পার্ক করা, ওর অফিস থেকে চার বিল্ডিং পরে। ও এলিভেটরের বদলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল P4-এ, রিমোট টিপে খুলে ফেলল গাড়ির দরজা, লাফ মেরে বসল ড্রাইভারের আসনে।

'হ্যালো, এন্ড্রু।'

এমন চমকে গেল ও যে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। পেছনের সিটে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে গ্রেস ব্রুকস্টিন। হাতে উদ্যত পিস্তল। হাসছে।

'লং টাইম নো সি।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না মিচ কনরস।

'স্যার, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, দিস ইজ বুলশিট। লিওনার্ড ব্রুকস্টিনের মৃত্যুর তদন্ত আমাদের রি-ওপেন করা উচিত। যদি না করি, এবং যদি পরে জানাজানি হয়ে যায় যে আমরা এই প্রমাণ চাপিয়ে রেখেছি...

ডেভি বুকোলাকে বন্ধনমুক্ত করার পরে সে মিচকে একটি USB চিপ দিয়েছিল। এর ভেতরকার তথ্য এতোটাই বিস্ফোরক ছিল যে মিচ তৎক্ষণাৎ ওটা প্রিন্ট আউট করে তার বসের কাছে নিয়ে এসেছে।

'কেউ কিছু চাপিয়ে রাখছে না,' ঠাশ করে ফাইল বন্ধ করলেন লেফটেনেন্ট ডুব্রে।

'সত্যি, মিচ, আমি বুঝতে পারছি না তুমি নতুন একটি তদন্ত শুরু করার জন্য এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন যেখানে বর্তমানেরটাই লেজেগোবরে করে রেখেছ। গ্রেস ব্রুকস্টিন তোমাকে বুদ্ধু বানিয়েছে। গোটা ডিপার্টমেন্টকে সে বোকা বানিয়েছে।'

'আমি জানি, স্যার। কিন্তু ওর স্বামী যদি খুন হয়ে থাকে এবং অনুসন্ধান যদি অসৎ উদ্দেশ্যে আনাড়ির মতো করা হয় তাহলে তো ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে না।'

নাক সিঁটকালেন ডুব্রে। 'ন্যায় বিচার? হাসালে! লেনি ব্রুকস্টিন ছিল একটা অ্যাশহোল, বুঝলে? এক ধনী, লোভী অ্যাশহোল যে এ শহরটাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। কেউ যদি বুড়োটাকে মেরেও থাকে, দুনিয়ার একটা উপকারই সে করেছে। লেনির জন্য কারও দরদ নেই। আমার তো নেই-ই।'

নিরব রইল মিচ। ডুব্রে কি মন থেকে কথাটা বললেন? লেনি ব্রুকস্টিনের মৃত্যুর তদন্তের পুরো বিষয়টিই ছিল ভাওতাবাজি। কারাগার রায় দিয়েছে লেনি আত্মহত্যা করেছেন। লেনিকে সবাই ঘৃণা করে কারণ তিনি একটা চোর, এক লোভী মিথ্যাবাদী যিনি গরীবদেরকে বলাৎকার করেছেন এবং নিজের ফাণ্ডের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

কিন্তু আমেরিকা যদি লেনি এবং গ্রেসের ব্যাপারে ভুল ধারণা করে থাকে?

তদন্তের একদম শুরু থেকেই গ্রেস ব্রুকস্টিনকে নিয়ে দোটানায় ভুগছে মিচ। গোটা আমেরিকার মতো সে-ও গ্রেসকে প্রথমে ঘৃণা করত কিন্তু দ্রুত সে বিরাগ চলে গিয়ে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে করুণা এবং সম্মান। গ্রেস সাহসী, প্রত্যয়ী এবং উদ্যমী, এসব গুণ শুধু পুরুষদের মধ্যেই আছে বলে এতদিন ধারণা ছিল মিচের। তবু টাইমস স্কোয়ারে ট্রেনে যখন গ্রেসকে সে প্রথম মুখোমুখি দেখল ওকে পূর্ণাঙ্গ এক নারী বলেই মনে হয়েছে। পলকা, আবেগী, দয়াবতী। অন্য জীবনে হলে মিচ গ্রেসের প্রেমেই পড়ে যেত। ও জোর করে নিজেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল।

'ধরুন লিওনার্ড ব্রুকস্টিন নিরাপরাধ ছিলেন।'

ডুব্রের চক্ষু বিস্ফারিত হলো। 'কী বললে?'

'বললাম ধরুন উনি নিরপরাধ ছিলেন। ধরুন অন্য কেউ টাকাটা মেরে দিয়েছে

'কে মেরে দিয়েছে শুনি? রূপকথার কোন দৈত্য-দানো?'

'এন্ড্রু প্রেস্টন? আমি অসম্মান করছি না, স্যার, কিন্তু আপনি কি বুকোলার ফাইলটা পড়েছেন? প্রেস্টন বহুদিন ধরে ফান্ডের টাকা আত্মসাৎ করে চলছিল।'

পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন ডুব্রে। 'অল্প কিছু টাকা। তাছাড়া কোরামের সবাইকেই জেলা করা হয়েছে। জানি এফবিআই'র কর্মকর্তারা সবাই খুব বেশি চালাক চতুর নয় তবু তুমি কি মনে করো হ্যারি বেইনের মনে এ সন্দেহটা জাগেনি যে একজন ওই টাকাটা মেরে দিতে পারে? তোমার লোক আসলে ভুল পথে হাঁটছে।'

'হয়তো বা,' বসের যুক্তি মেনে নিল মিচ। 'তবু বুকোলার তথ্য অনুসারে আমরা অন্তত: একটু চেক করে দেখলে ক্ষতি কী? কোরাম কেসে যত নাক গলাচ্ছি ততই ওটা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

'তাহলে নাক গলানো বন্ধ করো। নিজের কাজ করো। গ্রেস ব্রুকস্টিনকে খুঁজে বের করে ওর আসল জায়গা জেলখানায় পাঠিয়ে দাও।'

অফিসে ফিরে ফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন করল মিচ তারপর বন্ধ করে দিল দরজা। গ্রেস ব্রুকস্টিনের আসল জায়গা জেলখানায়? এটা এখন আর ওর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না। চিন্তাভাবনাগুলো গোছানোর চেষ্টা করল ও।

ডুব্রে সত্য জানতে আগ্রহী নন। আগ্রহী নয় ম্যাসাচুসেটস পুলিশ যারা লেনি ব্রুকস্টিনের মৃত্যুর তদন্ত করেছে কিংবা করোনার অথবা মিডিয়া, এমনকী এফবিআই-ও এ দলে। কোরাম প্রতারণা একটি সিক্রেট এবং আমেরিকা ইতিমধ্যে এ ছবির খলনায়কদের নির্বাচন করে ফেলেছে গ্রেস ও লেনি ব্রুকস্টিন। কেউ বিশ্বস্ত সমাপ্তি চায় না।

ডুব্রে ওকে বুকোলার তথ্যের কথা ভুলে যেতে বলেছেন 'ওটা ফেলে দাও, পুড়িয়ে দাও। আমার কিছু যায় আসে না। লেনি ব্রুকস্টিন মৃত এবং তাকে কবর দেয়া হয়েছে।' কিন্তু মিচ জানে বসের নির্দেশ সে পালন করতে পারবে না।

ডেভির তথ্যই তাকে সত্যের কাছে নিয়ে যাবে।

আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে আবার গ্রেস ব্রুকস্টিনের সঙ্গেও তার দেখা হয়ে যেতে পারে।

দাঁতে দাঁত চাপল এন্ড্রু প্রেস্টন। মরতে হলে সাহসের সঙ্গে বরণ করে নেবে মৃত্যু। 'আমি যা করেছি সব কিছুই মারিয়ার জন্য। বিশ্বাস করো, গ্রেস।'

গ্রেস এন্ড্রুর কোমরের রশিটা আরও শক্ত করে বাঁধল। নিউ জার্সির ২৮৭ ফ্রিওয়েতে একটি পরিত্যক্ত গোলাবাড়িতে এসেছে ওরা। বাইরেটা অন্ধকার। বৃষ্টি পড়ছে। গোলাবাড়ির ফুটো ছাদ দিয়ে টপ টপ করে বৃষ্টির শীতল ফোঁটা পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে এন্ড্রুর জামা। একটা খুঁটির সঙ্গে ওকে বেঁধেছে গ্রেস। শক্ত কাঠ পিঠে খুব লাগছে।

'আমি কী বিশ্বাস করব না করব সে সদুপদেশ তোমার কাছ থেকে চাই না। তুমি শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও। তুমি লেনির কাছ থেকে কত টাকা চুরি করেছ?'

'আমি লেনির কাছ থেকে কোন টাকা চুরি করি নি।'

এন্ড্রুর নাকের ব্রিজে পিস্তলের শক্ত বাট দিয়ে দড়াম করে মেরে বসল গ্রেস। ব্যথায় চিৎকার দিল এন্ড্রু।

'আমাকে মিথ্যা কথা বলবে না! আমার কাছে প্রমাণ আছে। আরেকটা মিথ্যা বলেছ কী গুলি করে মাথাটা ছাতু করে দেব। আমার কথা বিশ্বাস হয়?'

মাথা ঝাঁকাল এন্ড্রু প্রেস্টন। ওর কথা বিশ্বাস হয়। এ যদি পুরানো গ্রেস হতো ওর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত সে। কিন্তু পুরানো গ্রেসের মৃত্যু ঘটেছে। এন্ড্রু প্রেস্টনের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে সামনে দাঁড়ানো মহিলাটি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তার মাথায় একটি বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারে।

'কত টাকা?'

'সব মিলিয়ে তিন মিলিয়ন ডলার। বেশ কয়েক বছর ধরে। তবে আমি মিথ্যা বলছি

না। লেনির টাকা আমি চুরি করি নি। কোরাম থেকে টাকাটা সরিয়েছি। নিয়ত ছিল শেষে টাকাটা ফিরিয়ে দেব।'

'কিন্তু দাওনি।'

'দিতে পারিনি। মারিয়ার দেনাগুলো...' সে কান্না জুড়ে দিল।

'ও যথেচ্ছ টাকা খরচ করত। শেষে টাকা ধার করতে দেনার কারবারীদের কাছে যায়। এটা আসলে ওর এক ধরনের অসুস্থতা, গ্রেস। একটা মোহ। নিজেকে ও সামলাতে পারে না। আমার ধারণাই ছিল না পরিস্থিতি কতটা খারাপ হয়েছে। একদিন কয়েকজন লোক আসে আমাদের বাড়িতে। ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষজন। খুনে। নিজের জন্য আমি ভাবি না কিন্তু ওরা মারিয়াকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল। ওরা আমাকে ছবি দেখায়।' শিউরে উঠল এন্ড্রু। 'ওইসব ছবির কথা জীবনে ভুলব না আমি।'

মর্গের স্ল্যাবে পড়ে থাকা লেনির মুণ্ডুহীন, ফেঁপে ফোলা লাশটির ছবি ভেসে ওঠে গ্রেসের মানসপটে।

'তাহলে তুমি ফাণ্ড থেকে টাকা চুরি করছিলে এবং লেনি তা জেনে ফেলে?'

নুয়ে এল এন্ড্রুর মাথা। 'হ্যাঁ। আমার ধারণা আমি আমার চিহ্নগুলো মুছতে পেরেছি। SEC তদন্ত করছিল কিন্তু ধরতে পারেনি। লেনি ওদের সবার চেয়ে চতুর ছিল।'

'এবং এ জন্য ওকে তুমি মেরে ফেললে? যাতে টাকা চুরি করতে পারো এবং গ্যাংস্টারদের দেনা শোধ করতে পারো।'

প্রকৃত বিস্ময় নিয়ে গ্রেসের দিকে মুখ তুলে চাইল এন্ড্রু।

'ওকে মেরে ফেলেছি? ওকে হত্যা করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি কোরাম থেকে টাকা চুরি করে অপরাধ করেছিলাম। কিন্তু কোনদিন লেনিকে আঘাত করিনি। ও আমার ভালো বন্ধু ছিল।'

'প্লিজ।' বাঁকা হাসল গ্রেস। 'লেনি জানত তুমি কী করেছ। সে এবং জন এটা নিয়ে নানটুকেটে কথা বলছিল। তুমি ভয় পেয়েছিলে ও তোমার চাকরি খেয়ে ফেলবে নতুবা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে, তাই তুমি ওকে খুন করেছ।' পিস্তলের সেফটিক্যাচ রিলিজ করল ও। হাত কাঁপছে। 'আমি বিশ্বাস করি না তুমি শুধু তিন মিলিয়ন ডলার চুরি করেছ। তুমি পুরোটাই মেরে দিয়েছ। তুমি কোটি কোটি ডলার আত্মসাৎ করে ঘটনা এমনভাবে সাজিয়েছিলে যাতে দোষটা পড়ে লেনির কাঁধে।'

'তুমি ঠিক বলছ না।'

'তুমি ওকে হত্যা করেছ। আমি জানি তুমিই সেই খুনী।'

চিৎকার করতে লাগল গ্রেস।

চোখ বুজল এন্ড্রু প্রেস্টন। তবু সান্ত্বনা মৃত্যুটা তড়িৎগতিতে হবে।

কিন্তু মারিয়া কি আমাকে মিস করবে?

ষাট

মিচ কনরস শুয়ে শুয়ে ডেভি বুকোলার ফাইল পড়ছে। বেশ পরিশ্রম করে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তবে অনেক তথ্যই নেয়া হয়েছে জনশ্রুতি থেকে, কিছু আছে করোনারের অফিস স্টাফ এবং নানটুকেট কোস্ট গার্ডদের আনঅফিসিয়াল সাক্ষাৎকার। এর অর্ধেক অবৈধ প্রমাণও আদালতে দাঁড়াতে পারবে না। তবে সব মিলে ছবিটি চমৎকার আঁকা হয়েছে, প্রকাশ হয়েছে ভয়ংকর দৃশ্য।

মিচ কল্পনা করল গ্রেসও এ ফাইল পড়ছে। এসব তথ্য পড়ে ওর নিজেরই যদি অসুস্থ লাগে তাহলে গ্রেসের কেমন লাগছে? তবে সমস্যা হলো ফাইল পড়ে মনে হচ্ছে বহু লোকেরই লেনি ব্রুকস্টিনকে হত্যা করে তার অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য ছিল। *গ্রেস আমার মতোই এ তথ্য অনুসরণ করে এগোবে। প্রশ্ন হলো প্রথমে সে কোথায় যাবে?*

চোখ খুলল এন্ড্রু প্রেস্টন। গ্রেস ওকে গুলি করবে এ অপেক্ষাতেই ছিল কিন্তু কেন গুলি করেনি বুঝতে পারছে না। চোখ মেলে দেখে কাঁদছে গ্রেস। যারপরনাই অবাক হলো এন্ড্রু।

'তুমি স্বীকার করো,' কাঁদতে কাঁদতে বলল গ্রেস। 'বলো যে তুমি সরি।'

'গ্রেস, আমি যা করেছি তার জন্য আমি খুবই সরি। কিন্তু আমি লেনিকে হত্যা করিনি এবং এটাই সত্যি কথা। ওর মৃত্যুর সময় আমি নিউইয়র্কে ছিলাম। মনে আছে তোমার?'

'মনে আছে। এবং আমি জানি তুমি ওখানে কী করছিলে। একজন হিটম্যানকে টাকা দিচ্ছিলে।' গ্রেস একটি রুকস্যাক থেকে একটি ছবি বের করল। 'জেরাল্ড অ্যান্থনি লু ব্রন। বলো না যে ওকে তুমি চেন না।'

এন্ড্রুর মুখ থেকে রক্ত সরে গেল।

'না। আমি একে চিনি। এবং তুমি ঠিকই বলেছ এ একজন হিটম্যান। সে DDP নামে একটি ডমিনিকাল দলে কাজ করে। এর পুরো মানে হলো ডমিনিকানস ডোন্ট প্লে। এবং হ্যাঁ, আমি লি ব্রনকে ভাড়া করেছিলাম। তবে লেনিকে হত্যা করতে নয়।'

ইতস্তত: গলায় বলল গ্রেস। 'বলে যাও।'

'ওরা বলেছিল ওরা ধারের টাকা সংগ্রহ করে। নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল বৈধ ব্যবসায়ী বলে। ওরা আমার বাড়ি এসে ধর্ষিতা এবং নির্যাতিতা নারীদের ভয়ানক সব ছবি দেখিয়েছিল। বলেছিল এর পরে মারিয়ার পালা। কোরাম বল-এর মাসখানেক আগে

ওদের একজন এসেছিল অফিসে। কিচেন টাওয়েল মোড়ানো একটি বিচ্ছিন্ন আঙুল ছিল তার কাছে।' স্মৃতিটা মনে পড়ে যেতে চোখ বুজল এন্ড্রু। 'মারিয়া ওদের কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছিল তা আমি শোধ করে দিয়েছিলাম। ওরা আরও টাকা চাইতে এসেছিল। সুদ চাইছিল। লাখ লাখ ডলার। এর কোন শেষ ছিল না। পুলিশের কাছে যেতে পারিনি পাছে ওরা জেনে যায় আমি কোরাম থেকে টাকা চুরি করেছি। তখন আমি লি ব্রনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। সে তার দলবল নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।'

এন্ড্রুর টাকা আত্মসাৎ বিষয়ক ফাইল পড়ার সময় গ্রেস নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল সে-ই আসল খুনী। ও-ই কোটি কোটি ডলার চুরি করেছে তারপর লেনিকে চোর সাজানোর সমস্ত ব্যবস্থা শেষে ভাড়া করা হিটম্যান দিয়ে লেনিকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এবং ও-ই গ্রেসের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়েছে। কিন্তু এখন এন্ড্রুর কথা শুনে, মারিয়াকে গুপ্ত দলের হুমকির কথা স্মরণ করে তার চোখে মুখে যে অকৃত্রিম ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল তাতে গ্রেস বুঝতে পারছে এ লোক সত্যি কথাই বলছে।

লেনির খুনী নয় এন্ড্রু প্রেস্টন।

আর এ উপলব্ধি প্রবল একটা ধাক্কা দিল গ্রেসকে।

'লেনি আমার কাছে বাবার মতো ছিল, গ্রেস। আর আমি তার সঙ্গে বেঈমানি করেছি। এ অপরাধবোধ আমৃত্যু আমি বয়ে বেড়াব। আমি কোনদিন চাইনি ও মারা যাক। কিন্তু জ্যাক ওয়ার্নার ওর মৃত্যু কামনা করত।'

ডেভির ফাইলে জ্যাকের কথাও লিখেছে। জ্যাকের জুয়োর দেনা এবং দেনা পরিশোধে লেনির অসম্মতির কথা জানে গ্রেস। তবে এজন্য কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে না। তাছাড়া জ্যাকের অ্যালিবাই ছিল পাথরের মতো নিরেট। লেনির বোট যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় তার থেকে বহু দূরে জ্যাককে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ডরা।

'লেনির ওপর জ্যাকের অনেক রাগ ছিল জানি আমি।'

'রাগ?' বিস্মিত দেখাল এন্ড্রুকে। 'ও লেনিকে ঘৃণা করত, গ্রেস। লেনি ওর সমস্ত নোংরা গোপন কথাগুলো জানত। সিনেটের সবাই জানত জ্যাক ওয়ার্নার কোরামের একটি পুতুল। লেনি জ্যাককে ভেজা তোয়ালের মতো মোচড়াত। লোকটা শ্বাসও নিতে পারত না।'

অবিশ্বাস ফুটল গ্রেসের চেহারায়। 'না, ওরকম কোন ব্যাপার ছিল না। লেনি কক্ষনো জ্যাককে ব্ল্যাকমেইল করত না ও কোনদিন কাউকে ব্ল্যাকমেইল করে নি।'

হাসল এন্ড্রু। ক্ষণিকের জন্য সে পুরানো গ্রেসকে দেখতে পেয়েছে। লেনির নামে পাগল। গ্রেসের লেনি কোনদিন ভুল করতে পারে না, কখনও অন্যায় করতে পারে না। অবশ্য এ জন্য গ্রেসকে সে দোষও দেয় না। কেউ কাউকে পাগলের মতো ভালোবাসলে ভালোবাসার মানুষের কোন দোষক্রটি তার চোখে পড়ে না এবং মেনেও নিতে চায় না।

'গ্রেস,' মৃদু গলায় বলল সে, 'লেনির জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন, ঘটেছিল সাগরে এবং সেদিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। জ্যাকও সেদিন সাগরে ছিল ভুলে গেলে?'

ভুলে যায়নি গ্রেস। মাইকেল গ্রে-র মতো জ্যাক ওয়ার্নারও একজন দক্ষ নাবিক। *এতটাই দক্ষ যে লেনির বোটে চড়ে তাকে হত্যা করেছে তারপর লাশটা সাগরে ফেলে দিয়েছে যাতে সবাই ভাবে ওটা দুর্ঘটনা ছিল? এরকম ঘটনা অসম্ভ নয়।*

'জেসমিন নামে এক মহিলাকে খুঁজে বের করো,' বলল এন্ড্রু। 'তার সঙ্গে কথা বললে অনেক অজানা কথা জানতে পারবে তুমি।'

মিচ প্রেস্টনদের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিল এ আশায় যে এন্ড্রুকে কোরামের অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করবে। বদলে বাসায় পেল উন্মাদিনী মারিয়াকে। প্রায় মাঝ রাত এবং এন্ড্রু তখনও বাড়ি ফেরেনি। ফোনও করেনি। বিকেল পাঁচটার সময় সে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে। তারপর থেকে সে লাপাত্তা। পুলিশকে ফোন করেছিল মারিয়া। তারা ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেয়নি। মিচ বলল, 'আসুন, মিসেস প্রেস্টন, আপনাকে একটা ব্রান্ডি দিই?'

গ্রেস কি নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে? সে তো এখন জানে এন্ড্রু লেনির টাকা চুরি করেছে। গ্রেস কি ওকে অপহরণ করেছে? নাকি তারচেয়েও খারাপ কিছু ঘটেছে? গ্রেসের মাথায় যদি এ চিন্তা ঢুকে যায় লেনির মৃত্যুর জন্য এন্ড্রুই দায়ী তাহলে সে যা কিছু করতে পারে।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে এন্ড্রু প্রেস্টন যখন ভেতরে প্রবেশ করল, তাকে দেখে মারিয়ার মতোই স্বস্তি বোধ করল মিচ। এন্ড্রুর শার্টে রক্ত, নাকে মারাত্মক ক্ষত। তবে তাকে দেখে শান্তই মনে হলো। তার স্ত্রী নাটকীয় ভঙ্গিতে ছুটে গিয়ে বাহুর মধ্যে সেঁধুলো।

'ওহ্, এন্ডি, এন্ডি! কী হয়েছে? আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তুমি কোথায় ছিলে?'

'হাসপাতালে। আমি ঠিক আছি, মারিয়া। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, ব্যস।'

'কী অ্যাক্সিডেন্ট?'

'বৃষ্টিতে পিছলা খেয়ে ফুটপাতের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে ফোন করতে পারতাম। কিন্তু ইমার্জেন্সি রুমে থাকার জন্য কোন খবর দিতে পারিনি। হাসপাতালগুলো কী রকম হয় জানোই তো। আমি তোমাকে চিন্তায় ফেলতে চাইনি, ডার্লিং।

'তুমি আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। পুলিশ এসেছে।'

মারিয়া ইঙ্গিতে দেখাল মিচকে। টিভিতে একে দেখেছে এন্ড্রু। গ্রেসকে পাকড়াও করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এর ওপর। গলার সুরে নির্লিপ্তভাব ফোটাল সে। 'আমি কি কোন ঝামেলা করেছি, ডিটেকটিভ?'

'একদমই না, মি. প্রেস্টন। আমি আসলে অন্য আরেকটি বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। তবে পরে কথা বললেও চলবে। আপনি নিরাপদে বাড়ি ফিরেছেন বলে খুশি হলাম। যদিও হাস্যকর শোনাতে পারে প্রশ্নটি তবু জিজ্ঞেস করছি গ্রেস ব্রুকস্টিন কি আপনার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল? গত

আটচল্লিশ ঘণ্টায়?'

হতভম্ব দেখাল এন্ড্রুকে। 'গ্রেস? আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে? নাতো! সে কেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাবে?'

'না, এমনি জানতে চাইলাম আর কী,' বলল মিচ। 'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি।'

পরে, বিছানায় শুয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীকে দেখছিল এন্ড্রু। *তোমাকে আমি অনেক অনেক ভালোবাসি, আমার অ্যাঞ্জেল।* বাড়ি ফেরার পরে মারিয়া ওর জন্য যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখিয়েছে তাতে মন ভরে গেছে এন্ড্রুর। আশা করি ওদের মধ্যেকার সমস্ত সমস্যার অবসান ঘটবে।

এন্ড্রু একবার ভাবছিল ডিটেকটিভ কনরসকে বিকেলের ঘটনাটা বলে দেবে। পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছে চিন্তাটা। গ্রেস ওর জীবন ভিক্ষা দিয়েছে এবং ওর পাপ ক্ষমা করেছে। সে গ্রেসের সঙ্গে বেঈমানি করতে পারবে না।

লেনি যদি সত্যি খুন হয়ে গিয়ে থাকে এন্ড্রু মনে প্রাণে চাইল গ্রেস যেন তার হত্যাকারীকে খুঁজে পায়। বিশ্ববাসী যা-ই ভাবুক, লেনি ব্রুকস্টিন একজন ভালো মানুষ ছিল। মারিয়ার দিকে হাত বাড়াল এন্ড্রু, ওকে টেনে নিল কাছে। মারিয়ার গা থেকে আফটার শেভের গন্ধ ওর চোখে জল এনে দিল।

এন্ড্রু প্রেস্টন কখনও আফটার শেভ লোশন ব্যবহার করে না।

একষট্টি

জেসমিন ডেলিভনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নগ্ন দেহবল্লরী সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে। তার বয়স চব্বিশ, ক্রিমের মতো গায়ের রঙ, মসৃণ ত্বকে যেন আলো পিছলায়, লম্বা, সুঠাম একজোড়া পা, সিলিকন করা পারফেক্ট দুটি বুক। তার এক শক্তিশালী ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে পেয়েছে সিলিকন ব্রেস্ট। ভরাট, গোল বুকজোড়া হাতের মুঠোয় চেপে ধরে জেসমিন মনে মনে বলল, *না, ও ক্লায়েন্টের চেয়েও বেশি। ও আমার লাভ। আমি তাকে খুব পছন্দ করি।*

এমন নয় যে যারা জেসমিনের টাকা দিয়ে বিছানায় যায় তাদের সকলের প্রতিই সে আকর্ষণ বোধ করে। এক ফরাসী ব্যবসায়ী এবং পারস্য দেশীয় রাজকুমারীর একমাত্র কন্যা জেসমিন ডেলিভনির বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থ উপার্জনের কোন প্রয়োজন নেই। সে কাজটা করে স্রেফ রোমাঞ্চের কারণে। ধনী, প্রভাবশালী পুরুষগুলো, যাদের সুন্দরী স্ত্রী আছে, যাদের রক্ষিতারা আরও বেশি আকর্ষণীয়া, তারা যখন জেসমিনের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে, ভীষণ উত্তেজক ভাবে এবং তাকে বিছানায় পাওয়ার জন্য যে কোন উচ্চমূল্য দিতে তারা এক পায়ে খাড়া, এ ভাবনাটিই জেসমিনকে দারুণ সুখ দেয়, পুলকিত করে তোলে। জেসমিন তার নিখুঁত শরীরটি বিকিয়ে বিনিময়ে ফিফথ এভিন্যুতে আলিশান অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে, সে একটি অতি দামী এমজি কনভার্টিবলের মালিক, তার ওয়াড্রোব ভরা থাকে ফ্যাশনেবল সব ড্রেস এবং হাজার ডলার দামের জুতোয়। লোকে তাকে বেশ্যা বলে। যেমন তার বাবা, যিনি জেসমিনের মা'র জন্য মুক্তহস্তে খরচ করেন কিন্তু মেয়ে যে বাবাকে খুশি করতে চাইছে সেদিকে ফিরেও তাকান না। অবশ্য বাবা কিংবা অন্যরা কে কী ভাবল তাতে জেসমিনের কিছুই আসে যায় না।

আমি একজন ফেমিনিস্ট। যাকে আমার পছন্দ হবে, যখন পছন্দ হবে তার সঙ্গে আমি বিছানায় যাব। আমি কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।

ড্রেসিং রুমে ঢুকল জেসমিন। আন্ডারওয়্যার তুলে নিল। চকোলেট বাদামী রঙের সিল্কের লা পার্লা প্যান্টি এবং তার সঙ্গে ম্যাচ করা ক্যামিসোল। *ও এটা খুব পছন্দ করবে।* অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা হবে ভেবে খুব উত্তেজিত জেসমিন। তার সকল ক্লায়েন্টই সুদর্শন, সফল মানুষ এবং বিছানায় পাকা খেলুড়ে। জেসমিন নিজেকে সবার সেরা ভাবে এবং সে কেবল সেরাদের সঙ্গেই কাজ করে। তবে তার মতো কেউ ওকে

সুখ দিতে পারে না।

বাযার বেজে উঠল।

ও আজ তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। আমার মতো ও-ও বিছানায় যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।

রাজকুমারীর ঢঙে দরজা খুলল জেসমিন। 'হ্যালো ডার্লিং।'

সে ওর গলা চেপে ধরল। 'তোমার জামাকাপড় খুলে ফেলো। এক্ষুনি।'

জেসমিনের চোখের তারা ঝিকিয়ে উঠল। 'তোমাকে আমি সাংঘাতিক মিস করছিলাম।'

'প্লিজ! না!'

গ্রেস ব্রুকস্টিনের কব্জিতে আরও শক্ত করে রশি বাঁধল গেভিন উইলিয়ামস। তারপর হাতের ছড়ি দিয়ে ওর পায়ের পেছনে সপাং করে বাড়ি। আগের লাল দাগ দুটোর সঙ্গে নতুন একটি লাল দগদগে চিহ্ন যোগ হলো। হাসল গেভিন।

'তোমাকে আবারও জিজ্ঞেস করছি, গ্রেস। টাকাটা কোথায়?'

গ্রেস কাঁদছে, দয়া ভিক্ষা চাইছে। লেনি ব্রুকস্টিনের স্ত্রী, তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এখন করুণা চাইছে গেভিনের কাছে। কিন্তু গেভিন উইলিয়ামস কোন দয়া বা করুণা দেখাবে না।

পাপীরা জমিনে পচে মরুক এবং পৃথিবী দুষ্টচক্র মুক্ত হোক।

যৌন উত্তেজনা বোধ করল গেভিন। আবার তুলল ছড়ি।

'এক্সকিউজ মি, স্যার? আপনি ঠিক আছেন তো?'

গেভিন উইলিয়ামসের ফ্যান্টাসি উবে গেল। মেডিসন এভিন্যুর SIBL বা সায়েন্স, ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড বিজনেস লাইব্রেরিতে ফিরে এল সে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লাইব্রেরিয়ান। *হারামজাদী তুই নিজের চরকায় তেল দে। আমাকে কেন বিরক্ত করতে এসেছিস?*

'আমি ঠিক আছি।'

'ঠিক তো? আপনাকে কেমন অসুস্থ লাগছে। চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। আমি কি জানালাটা খুলে দেব? একটু হাওয়া বাতাস আসুক।'

'না,' খেঁকিয়ে উঠল গেভিন। বৃদ্ধা আর কিছু না বলে ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

পাবলিক লাইব্রিরতে বসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজ করছে গেভিন। হ্যারি বেইন ওকে কোরাম টাস্ক ফোর্স থেকে বাদ দিয়েছে, ওকে ছুটি নেয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল

'তুমি আসলে অনেক খাটাখাটনি করেছ, এজেন্ট উইলিয়ামস। এখন তোমার একটু বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। এরকম ক্লান্তি আমাদের সবাইকেই পেয়ে বসে।'

এরকম ক্লান্তি তোর মতো দুর্বল ইডিয়টদেরকে পেয়ে বসে, আমাকে নয়।

'আমি ঠিক আছি। আমি কাজের জন্য প্রস্তুত।'

'ছুটিটা নিয়ে নাও, গেভিন। ঠিকাছে? তোমাকে কয়েক মাসের মধ্যেই আবার ডাকব।'

কয়েক মাস? গেভিন জানে কী ঘটছে। জন মেরিভেল তার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে। বিষ ঢালছে বসের কানে। *ওরা সবাই ভাবে আমি পাগল। গ্রেসকে নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছি। কিন্তু আমি ওদেরকে দেখিয়ে দেব। গ্রেস ব্রুকস্টিন যখন আমাকে টাকাগুলোর কাছে নিয়ে যাবে ওরা তখন হাত কামড়াবে। আমি গ্রেসের কাছাকাছি চলে এসেছি। টের পাচ্ছি।*

গেভিন উইলিয়ামস ব্রিফকেস খুলে অ্যান্টিসেপটিকের একটি বোতল বের করল। লাইব্রেরিয়ানের আঙুল ডেস্কের যে জায়গাটা স্পর্শ করেছিল সেখানটায় তরল পদার্থটা ছড়িয়ে দিয়ে ঘষে ঘষে মুছতে লাগল। তারপর সে চোখ বুজল। ফিরে যেতে চাইল ফ্যান্টাসিতে হাত-পা বাঁধা গ্রেস ব্রুকস্টিন, কাতর স্বরে ওর কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছে।

কিন্তু লাভ হলো না। ফ্যান্টাসিতে আর ফিরল না গ্রেস।

'স্যার, এটা একটু দেখুন।'

মিচ তরুণ ডিটেকটিভের কম্পিউটার পর্দায় ঝুঁকল।

'আপনি সিনেটর ওয়ার্নারের ব্যাপারে তথ্য জোগাড় করতে বলেছিলেন। এই ই-মেইলটি মাত্রই ভাইস স্কোয়াড থেকে এসেছে।'

ই-মেইলটি পড়ল মিচ।

'মেয়েটার ঠিকানা জানো?'

'জী, স্যার।' আরেকটি উইন্ডো ক্লিক করল ডিটেকটিভ। 'আমরা কি আগে কোন মহিলা অফিসারকে ওখানে পাঠাবো? আমরা মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না।'

লিমুজিনের পেছনে বসে আছে জ্যাক ওয়ার্নার। শিরায় শিরায় এখনও যেন প্রবাহিত হয়ে চলেছে বিদ্যুৎ। জেসমিনের সঙ্গে যতক্ষণ সে থাকে, ওকে স্পর্শ করে, ওর নরম শরীরটা দলিত মথিত করে... দারুণ লাগে জ্যাকের। তার এ রক্ষিতাটির কথা পৃথিবীর কেউ জানে না। ফ্রেড ফ্যারেল তার জুয়ার দেনা এবং পরকীয়া প্রেমগুলোর কথা জানলেও জেসমিন সম্পর্কে কিছুই খবর রাখে না। শুধু একজন লোক জেসমিন সম্পর্কে জানত।

আর সে লোকটি এখন পচা-গলা একটি লাশ, যাকে সবাই চিনত লেনি ব্রুকস্টিন নামে।

বাষট্টি

একটি সিলভার পট থেকে দুটি পোর্সেলিনের কাপে চা ঢালল জেসমিন ডেলিভনি। একটি কাপ এগিয়ে দিল পুলিশওয়ালীর দিকে।

পুলিশ অফিসারটি গায়ের রঙ ময়লা, বিষণ্ন চেহারা, মাথায় ছোট ছোট কালো চুল, চোখে ভারী প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা। সে চারপাশে মুখ ঘুরিয়ে দেখছে।

'চিনি?'

'ওহ্, না, ধন্যবাদ। আপনার বাড়িটি খুব সুন্দর।'

'ধন্যবাদ। আমি বাসা গোছগাছ করতে অনেক সময় দিয়েছি।'

জেসমিন ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি র‍্যালফ লরেনের কাউচে হেলান দিয়ে লম্বা পা জোড়া একটার ওপর আরেকটা গাম্ভীর্য নিয়ে তুলে দিল। 'আপনি তাহলে সিনেটর ওয়ার্নারের ব্যাপারে জানতে চান?'

মহিলা পুলিশটি যখন আকস্মিক হাজির হয়ে তাকে জ্যাক এবং লিওনার্ড ব্রুকস্টিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে জেরা শুরু করেছিল, প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল জেসমিন। তার দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া ছিল বিশ্বস্ততা। জেসমিন জ্যাককে ভালোবাসে। তার সঙ্গে সে বেঈমানি করতে পারবে না। তবে তৃতীয় প্রতিক্রিয়া ছিল নিজের স্বার্থ এবং সেটাই শেষতক অন্যগুলোকে ছাপিয়ে ওঠে। জ্যাককে তার স্ত্রীর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চাপ দেয়ার এটাই সুযোগ। শুধুমাত্র নিজের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের প্রয়োজনে সে অনরের সঙ্গে বাস করছে। এই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলোর যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে তার বিয়েরও অপমৃত্যু ঘটবে।

'আপনারা দু'জন একে অপরকে কতদিন ধরে চেনেন?'

চায়ের কাপে চুমুক দিল জেসমিন। 'সামাজিকভাবে পাঁচ বছর। লাভার হিসেবে তিন বছর। বিস্কিট নেবেন?'

'না, ধন্যবাদ। আপনি বলছেন 'লাভার?'

'ঠিকই বলেছি। বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার। সিনেটর ওয়ার্নার আমার একজন ক্লায়েন্ট। সে আমার সার্ভিসের জন্য টাকা দেয়।' নির্লজ্জের মতো কথাটি বলল জেসমিন।

'তবু আমি আমাদের সম্পর্কটি লাভম্যাচ হিসেবে অভিহিত করব। কারণ আমরা

পরস্পরকে পছন্দ করি।'

'আই সি। সিনেটর ওয়ার্নার তাহলে আপনাকে বিশ্বাস করেন?'

'পুরোপুরি।'

'তিনি কি লেনি ব্রুকস্টিনকে নিয়ে আপনার সঙ্গে কখনও কথা বলেছেন?'

'বলেছে। লেনি আমাদের কথা জানত। একমাত্র সে-ই আমাদের কথা জানত।'

'জ্যাক ওকে বলেছিলেন?'

'আরে না! সে কীভাবে যেন ব্যাপারটা জেনে গিয়েছিল। লেনি ব্রুকস্টিন ব্ল্যাকমেইল করছিল জ্যাককে। লোকটা খুবই খারাপ ছিল। জ্যাকের জীবনটা একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। যখন শুনলাম সে আত্মহত্যা করেছে খুবই খুশি হয়েছিলাম। ভালো লোক হলে অমনভাবে তাকে মরতে হতো না।'

জেসমিনের কাঠখোট্টা কথায় পুলিশওয়ালী যেন একটা ঝাঁকি খেল। জেসমিন তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল।

'আমি দুঃখিত,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আমি মিথ্যা বলতে পারতাম কিন্তু তাতে কারও লাভ-ক্ষতি হতো না। আমি লেনি ব্রুকস্টিনকে ঘৃণা করতাম। জ্যাক এবং আমি দু'জনেই। লোকটা ছিল ম্যানিপুলেটর এবং ভুয়া।'

'মিস ডেলিভনি, আপনার কথা ধরেই বলছি, সিনেটর ওয়ার্নার কি লেনি ব্রুকস্টিনকে এতোটাই ঘৃণা করতেন যে তাকে খুন করার ইচ্ছেও তার জেগেছিল?'

হাসল জেসমিন। পুলিশওয়ালী ভাবল ওর দাঁতগুলোও কী সুন্দর!

'জ্যাক কি লেনিকে এতোটাই ঘৃণা করত? হ্যাঁ, প্রবল ঘৃণা করত। লেনি জ্যাকের সমস্ত অর্জন ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি দিত। সে জ্যাককে কোরামের জন্য সুইং ভোট দিতে বাধ্য করত। সে জ্যাককে নিংড়ে পিষে ছোবড়া বানিয়ে ফেলেছিল।' ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জেসমিন। 'লেনি ব্রুকস্টিনকে ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণ ছিল জ্যাকের। তবে সে ওকে হত্যা করে নি।'

'আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি যেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত।'

'আমি নিশ্চিতই বটে! ওই দিন জ্যাকের বোট নিয়ে সাগরে যাওয়ার কথা ছিল। সেই যে ঝড়ের রাতে লেনি ব্রুকস্টিন যেদিন নিখোঁজ হলো।'

পুলিশওয়ালী তার নোটবুকের দিকে তাকিয়ে সায় দিল। 'হ্যাঁ, উনি সেইলিং-এ গিয়েছিলেন। নানটুকেট কোস্ট গার্ড তাঁকে স্যাকোটি হেড থেকে ছয় মাইল দূরে উদ্ধার করে। তিনি সে রাতে আনুমানিক ছয়টার দিকে ব্রুকস্টিন এস্টেটে ফিরে আসেন।'

'কোস্ট গার্ড জ্যাককে উদ্ধার করেনি। মানে আপনি যেভাবে বলছেন সেভাবে নয়।'

'মানে?' পুলিশওয়ালী কপালের রেখা কুঞ্চিত হলো। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'জ্যাক সেদিন বোট নিয়েই বের হয়নি। ও সারাদিন আমার সঙ্গে ছিল, সিয়াসকনসেটে একটি বীচ সাইড কটেজে। কোস্টগার্ড মিথ্যা কথা বলেছে।'

'কোস্টগার্ড সিনেটর ওয়ার্নারের জন্য ভুয়া অ্যালিবাই দিয়েছিল?'

হেসে উঠল জেসমিন, হাসির দমকে ওর সারা শরীর আন্দোলিত হলো। 'এতে এত শকড হওয়ার কিছু নেই। এরকম হামেশাই ঘটছে। সিনেটর ওয়ার্নার একজন প্রভাবশালী মানুষ। লোকে তার পিঠ চুলকে দেয়, সে-ও লোকের পিঠ চুলকায়। আমি ভেবেছিলাম আপনার মতো পেশার লোকজন এ ধরনের ঘটনা শুনে অভ্যস্ত।'

জেসমিন পুলিশ কর্মকর্তাটিকে দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিল। যাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ তাহলে ভাবছে লেনি ব্রুকস্টিন খুন হয়েছে? আমি কেসটির খোঁজ-খবর রাখছি তবে খুন-খারাবীর কথা তো শুনি নি।'

'এ সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবছি।'

'আপনার কি মনে হয় এর ফলে আমার এবং জ্যাকের সম্পর্কের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ হতে পারে?' একদিকে মাথা কাত করল জেসমিন। পুলিশওয়ালী ভাবছে, *তাহলে ব্যাপার এই। এ মেয়ে চায় লোকে ঘটনাটা জানুক। সে আশা করছে সিনেটরকে চাপ দেবে যাতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেন।*

'আমি ঠিক বলতে পারব না, মিস ডেলিভনি।'

ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে এল জেসমিন। 'আপনি কি জানেন লেনিরও রক্ষিতা ছিল?'

হাসল পুলিশওয়ালী। 'আপনি ভুল করছেন, মিস ডেলিভনি। মি. ব্রুকস্টিনের কোন রক্ষিতা ছিল না।'

'আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। তার রক্ষিতার নাম কনি গ্রে, তার বউ গ্রেসের বড় বোন। দু'জনে চুটিয়ে প্রেম করত। পরে লেনি কনিকে ছেড়ে দিয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়।'

তেষট্টি

'পুলিশ! দরজা খুলুন, মিস ডেলিভনি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জেসমিন। *আবার! এবারে ওরা কী চায়?*

ও দরজা খুলে দিল।

'হেই, আমি আপনাকে চিনি, না?'

নিচতলায়, লবিতে লেডিস রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল গ্রেস। কালো পরচুলা এবং চশমা খুলে পুলিশের উর্দি থেকে মুক্ত করল নিজেকে। ওটা সুন্দরভাবে ভাঁজ করে টয়লেট সিস্টার্নে রাখল। সিস্টার্নের ঢাকনা খুলে, নিজের জামাকাপড় বের করে পরে নিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল ও। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

না। লেনি নয়। আমার লেনি নয়।

আমার আপন বোনের সঙ্গে?

ও কী করে পারল?

লেনির সঙ্গে কনির বরাবরই ঘনিষ্ঠতা ছিল। দু'জনেই কঠিন এবং উচ্চাভিলাষী। *আমার বিপরীত।* কোরাম বলে দু'জনে জড়াজড়ি করে নৃত্য দৃশ্যটির কথা মনে পড়ে গেল গ্রেসের। ফিসফিস করে ওরা কথা বলছিল। নানটুকেটের সৈকতে কনি ঝগড়া করছিল লেনির সঙ্গে, কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল। *আমি ভেবেছিলাম মাইকেলকে নিয়ে দু'জনের ঝগড়া হচ্ছে। টাকা-পয়সা খুইয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল বলে কনির মাথার ঠিক ছিল না মনে করেছিলাম আমি। আমি এমন অন্ধ হলাম কী করে?*

কনির প্রতি গ্রেসের কোন ভালোবাসা নেই। তার দুই বোনই তার কাছে এখন মৃত। কিন্তু লেনি! ওদের বিয়ের স্মৃতি, ওর জন্য লেনির প্রেম, লেনি ওকে ভালবাসত এ বিশ্বাস নিয়েই এতদিন বেঁচে আছে গ্রেস। লেনির ভালোবাসা ছাড়া জগৎটা তো অর্থহীন। এখন সে প্রেমেই গলদ দেখতে পাচ্ছে গ্রেস। এত ব্যথা ও কী করে সইবে?

'ওহ, লেনি। বলো এ কথা সত্য নয়।' ওপরের দিকে মুখ তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলল গ্রেস।

কিন্তু কেউ ওর কথার জবাব দিল না। নৈশব্দের মাঝে শুধু নিজের উচ্চারিত শব্দগুলোই প্রতিধ্বনিত হলো।

সোনালি চুলের বিশালদেহী পুলিশটির দিকে তাকিয়ে হাসল জেসমিন। সে শুধু ধনবান ব্যক্তিদের পছন্দ করে। তবে মিচ কনরসের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম সে করতেই পারে।

'সিনেটর ওয়ার্নারের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলতে এসেছি আমি।'

'নিশ্চয়। তবে নতুন করে বলার তো কিছু নেই। আপনার কলিগকে ইতিমধ্যে যা বলার বলে দিয়েছি।'

ভুরুতে ভাঁজ ফেলল মিচ। 'আমার কলিগ।'

'হ্যাঁ। মহিলা কিছুক্ষণ আগেই এখানে ছিলেন।'

মহিলা?

'জ্যাকের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করলেন। লেনি ব্রুকস্টিন অদৃশ্য হওয়ার দিনে নানটুকেটে কী ঘটেছিল বিস্তারিত জানতে চাইলেন। কেন, আপনারা ওকে পাঠান নি?'

মিচের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটল এলিভেটরের দিকে। কলবাটনে ঘুসি মারতে লাগল। লিফট উঠে আসতে অনেক সময় লাগছে।

আমি কি অপেক্ষা করব নাকি সিঁড়ি ব্যবহার করব?

মিচ ইমার্জেন্সি এক্সিট ডোর খুলে সিড়িতে পা বাড়াল। একেবারে তিন ধাপ করে নামছে। লবিতে এসে চারপাশে তাকাল। খালি। ছুটে গেল রাস্তায়। ডানে বামে উন্মত্তের মতো চাইল। ফিফথ এভিন্যু ব্যস্ত। বিকেলের জ্যাম লেগেছে রাস্তায়, ফুটপাত ভর্তি লোক। নিজের ব্যাজটাকে কবচের মতো সামনে ধরে ভিড় ঠেলে এগোতে লাগল ও, প্রতিটি সুন্দরী মহিলাকে ভালো লক্ষ করল।

কিন্তু কোনই লাভ হলো না।

চলে গেছে গ্রেস ব্রুকস্টিন।

চৌষট্টি

গ্রেস ওকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে জেসমিনের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল মিচ। 'আপনি ওকে কী বলেছেন? আমি সবকথা জানতে চাই। কিছু বাদ দেবেন না।'

লেনি ব্রুকস্টিন এক প্রতারক এবং কাপুরুষ শুনে শুনে কান পচে গেছে মিচের। মিডিয়া তাঁকে গালাগাল করে রাখেনি কিন্তু কেউ কোনদিন তাঁর পরকীয়া প্রেম বা এরকম কিছু নিয়ে ফিসফিস করেনি পর্যন্ত। তাও কিনা তিনি নিজের বউয়ের আপন বোনের সঙ্গে পরকীয় করতেন? এ সত্যি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে যায় না।

পুলিশওয়ালী তড়িঘড়ি করে কেন চলে গিয়েছিল তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

গ্রেসের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে চিন্তা করার চেষ্টা করল মিচ। তার মন বলছে গ্রেস সোজা কনির বাড়িতে যাবে তাকে তুলোধুনা করতে। অবশ্য বোনের বাড়ি যাওয়াটা মস্ত পাগলামি হয়ে যাবে। কারণ ঝুঁকিটা প্রচণ্ড। অবশ্য গ্রেস বুকোলাকে পিস্তল দেখিয়ে ওর কাছ থেকে ফাইল কেড়ে নিতে ভয় পায়নি। ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা মেয়েটির মধ্যে দিনদিন বেড়েই চলেছে।

বেডফোর্ড থেকে গ্রেস পালিয়ে যাওয়ার পরপরই তার দুই বোনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে মিচ। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা ছিল রুটিন কাজ, যদি সাসপেক্ট এদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। মনে পড়ল অনর এবং কনি দু'জনেই লেডি ম্যাকবেথের মতো গ্রেসের ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছিল। তার প্রয়োজনের সময় তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে। সুসময়ের বন্ধুরা সবসময়ই খারাপ হয় কিন্তু গ্রেসের পরিবারের মানুষই শেষতক সুসময়ের বন্ধু হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

লেনির মতো একজন মানুষ গ্রেসের মতো সহজসরল মেয়েকে ভুলে গিয়ে বরফশীতল কনি গ্রে'র সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন মাথায় আসে না মিচের। লেনির বোধহয় মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। টাইমস স্কোয়ারের সাবওয়েতে গ্রেসের সঙ্গে দেখা হওয়ার দৃশ্যটি মনে পড়ছে মিচের। সেদিন গ্রেস প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল। তবে ওকে পাকড়াও করতে পারেনি বলে মিচের যে খুব একটা আফসোস হয়েছে তাও নয়। গ্রেসের চাউনিটা খুব মনে পড়ছে। শক্তি এবং দুর্বলতার মিশেল দেয়া সেই আশ্চর্য চাউনি। পরনের সস্তা, ঢোলা পোশাকেও গ্রেসের চেহারার আভিজাত্য মোটেই ম্লান হয়নি। ওকে দেখে হেলেনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল মিচের। সেই আগের হেলেন,

বিয়ের সময়কার প্রথম দিকের সুখের দিনগুলোর হেলেন। দুই নারীর মধ্যেই রয়েছে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য, এক সহজাত নারীত্ব যা পুরুষকে তাদের প্রতি আগুনের কাছে পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট করে। কিন্তু কনি গ্রে একদমই বিপরীত। কনির চেহারা ভালো, ফিগার সুন্দর, কিন্তু তার মধ্যে নারীসুলভ কমনীয়তা কম, অনেকটা মহিলা কুস্তিগীরদের মতো। কে জানে লেনির হয়তো এরকম নারীই পছন্দ ছিল।

দরজা খুলে দিল মাইকেল গ্রে।

'আরি, ডিটেকটিভ যে! কী আশ্চর্য!!

লোকটিকে দেখলে মিচেরও একই অনুভূতি হয়। আশ্চর্য লাগে ভেবে সহজ-সরল, পুরানো আদব-কেতাব এই ভালো মানুষটি কী করে এইসব লোকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে।

'গ্রেসের কোন খবর আছে?'

'তেমন কোন খবর নেই। আমরা নতুনভাবে তদন্ত শুরু করেছি। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কি আবার একটু কথা বলা যাবে?'

'নিশ্চয়। বসুন আপনি। আমি ওকে খবর দিচ্ছি।'

একটু পরেই দোরগোড়ায় আবির্ভুত হলো কনি গ্রে। পরনে ফুল-লতাপাতা আঁকা ড্রেস, সোনালি চুলগুলো ছড়িয়ে আছে পিঠে, আগের চেয়েও সুন্দর লাগছে দেখতে। সে মিচকে স্টাডিরুমে নিয়ে এল। এখানে বসে নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।

এ ঘরের বুকশেলফে স্টেইনবেকের দুটি বই দেখতে পেল মিচ। প্রথম সংস্করণ। ওয়ালনাট প্যাডেলের দেয়ালে ক্যান্ডিসকির আগের আঁকা ছবি শোভা পাচ্ছে। গ্রে-দের অর্থনৈতিক সমস্যা বোধহয় গত হয়েছে।

কনি লক্ষ করল মিচ সপ্রশংস দৃষ্টিতে পেইন্টিংটি দেখছে।

'এটা একজনের উপহার।'

'খুব সুন্দর উপহার।'

'জী,' মিষ্টি করে হাসল কনি তবে হাসিটি ধরে রাখল না ঠোঁটে। 'আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি, ডিটেকটিভ?'

মিচ ঠিক করল ভনিতা না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে আসবে।

'আপনি এবং লেনি ব্রুকস্টিন কতদিন ধরে লাভার ছিলেন?'

রক্ত জমল কনির মুখে, পরক্ষণে রক্ত সরে গিয়ে ছাইবর্ণ ধারণ করল চেহারা। পরকীয়া সম্পর্কের কথা অস্বীকার করতে গিয়েও করল না। এ নিশ্চয় ভালোভাবে খোঁজ-খবর নিয়েই এসেছে। মিথ্যা বললে রেগে যাবে।

'বেশিদিন না। কয়েক মাস। নানটুকেটে যাওয়ার আগেই আমাদের সম্পর্ক চুকেবুকে যায়। ও মারা যাওয়ার আগে।'

'কে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল?'

কনি সিল্কের একটি কুশন তুলে নিয়ে তাতে নখ বসিয়ে দিল। 'ও।'

'আপনি নিশ্চয় আপসেট হয়ে গিয়েছিলেন?'

কনির কপালের একটি শিরা দপদপ করে উঠল। 'কিছুটা। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ডিটেকটিভ, জীবনের এ অধ্যায়টি নিয়ে আমার গর্ব করার কিছু ছিল না। এ সম্পর্কের কথা মাইকেল কিছু জানত না। গ্রেসও না।'

গ্রেস এখন জানে।

'আপনি পুলিশের কাছে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে মিথ্যা কথা বলেছিলেন।'

'আমি মিথ্যা বলিনি। শুধু চেপে গিয়েছিলাম। বেদনা খুঁড়ে জাগাতে কে ভালোবাসে? আমি এখনও চাইনা।'

সাগরতল থেকে তুলে আনা লেনির বিকৃত লাশের কথা ভাবল মিচ। লেনির মৃত্যুতে কি কনির হাত ছিল? অবশ্য সেই ঝড়ের দিনে তিন নোয়েল বোনকেই অনেকেই ক্লিফসাইড বীচ ক্লাবে একসঙ্গে গল্প করতে দেখেছে। এটি কনির জন্য লৌহকঠিন 'অ্যালিবাই'। কিন্তু সে পর্দার আড়ালেও তো কলকাঠি নেড়ে থাকতে পারে।

'আপনি ঠিক কী নিয়ে গর্বিত ছিলেন না? পরকীয়া সম্পর্কটি নিয়ে? নাকি লেনি আপনাকে ছ্যাঁকা দিয়ে গ্রেসের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন সেই ব্যাপারটি নিয়ে?' মিচ কনির স্নায়ুতে আঘাত হানতে চাইছে। সে যদি কনির রানিসুলভ আত্মনিয়ন্ত্রণে বড়সড় একটা ঝাঁকি দিতে পারে, এ মহিলার পিছলেও যেতে পারে। 'আপনার ছোট বোনের কারণে প্রত্যাশিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয় অবমাননাকর ছিল?'

'অবমাননাকর কী ছিল আপনাকে বলব, ডিটেকটিভ। গ্রেসের জন্য লেনির হাস্যকর অবসেশন আমার কাছে অবমাননাকর মনে হতো। তার মতো একজন বুদ্ধিমান, ডাইনামিক মানুষের ওই বোকা, নির্বোধ শিশু স্ত্রীর কাছে ভেড়া হয়ে থাকা লজ্জাকর ব্যাপার নয় কী? শুধু লজ্জাকর নয় হাস্যকরও বটে। এবং খুব দুঃখজনক।' কনির জিভ থেকে বিষের মতো ঝরে পড়ছে রাগ।

'শুধু আমি একা নই, সবাই এ কথা ভাবত। অবশ্য আমরা ওপরে ওপরে সকলেই ওদের প্রতি ভালোবাসা দেখাতাম। তবে ওদের বিয়েটা ছিল সবার কাছেই মস্ত একটি ঠাট্টার বিষয়।'

'আপনি লেনিকে ভালোবাসতেন না?'

'না।'

'আপনি ওকে ভালোবাসতেন কিন্তু তিনি আপনার বোনকে ভালোবাসতেন।'

'সে আমার বোনের ব্যাপারে অবসেশড ছিল। ওটা ভিন্ন জিনিস।'

'মিথ্যা কথা। গ্রেস ছিল তাঁর জীবনের প্রেম। আপনি এজন্য ওদের কাউকেই ক্ষমা করতে পারেননি, তাই না, কনি?'

পার্সে হাত বাড়াল কনি, একটা সিগারেট বের করে ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলি, ডিটেকটিভ। লেনি ব্রুকস্টিন শুধু নিজেকেই

ভালোবাসত। আপনি যদি এ কথা না জানেন তাহলে লোকটাকে একদমই চেনেন না।'

'কিন্তু আপনি তো ওকে চিনতেন। আপনি নিজেকে নীচে নামিয়েছেন, তাঁর আনন্দের জন্য বেশ্যাদের মতো দেহ দিয়েছেন তারপর তিনি আপনাকে ব্যবহৃত কাঁথার মতো ছুড়ে ফেলেছেন।'

'আপনি ভুল বলছেন।'

'কথাটা স্বীকার করুন। আপনি ওই লোকের পায়ে গিয়ে পড়েছিলেন।'

কনির চোয়ালের পেশী শক্ত হলো। এক মুহূর্তের জন্য মিচের মনে হলো এই বুঝি সে রাগে ফেটে পড়বে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল কনি। হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি লেনি ব্রুকস্টিনকে ঘৃণা করতাম।'

'এ জন্যেই কি তাঁকে হত্যা করেছিলেন?'

হাসিতে ফেটে পড়ল কনি। 'ওহ, ডিয়ার। এজন্যেই এতসব ঘ্যানঘ্যান?' হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল। 'আপনি লেনির সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন, আমাকে ছ্যাঁকা খাওয়া প্রেমিকা বানালেন, এখন আবার হত্যার দায়ও চাপিয়ে দিতে চাইছেন? একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?'

ক্ষেপে গেল মিচ। 'মোটেই বাড়াবাড়ি হচ্ছে না। আমার ধারণা আপনি ওই উইকএন্ডে ওখানে গিয়েছিলেন শুধু প্রতিশোধ নিতে।'

'ঠিকই বলেছেন। এবং আমি শোধ নিয়েছিও।' সিধে হলো কনি, মিচের প্রশংসা করা ছবিটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেয়াল থেকে ওটা খুলে নিয়ে মিচের হাতে দিল। 'আমার প্রিন বোনজামাইয়ের পক্ষ থেকে উপহার। এটা একটা নকল ছবি। ওর মতোই। তবে ছবিটি ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে এই যা। আমি এটা চেয়েছিলাম এবং লেনিকে দিতে বাধ্যও করেছিলাম। লেনিকে অনেক কিছুই দিতে আমি বাধ্য করেছি।'

'আপনি ওনাকে ব্ল্যাকমেইল করছিলেন? হুমকি দিচ্ছিলেন গ্রেসকে আপনাদের সম্পর্কের কথা বলে দেবেন?'

'ওকে ব্ল্যাকমেইল করছিলাম? একদমই না।' মিচের মন্তব্য শুনে কনি অবাক হয়েছে। 'আমার পাওনা আমি নিয়ে নিয়েছি।' ঘরে হাঁটতে হাঁটতে দুষ্প্রাপ্য বই এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে আপন মনেই সন্তুষ্টির সুরে বলতে লাগল ও। 'মাইকেলের ধারণা এ বাড়িটি আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া টাকা দিয়ে কিনেছি। ও সত্যি বিশ্বাস করে আমার এক ধনী, বৃদ্ধা খালা আমাকে পনেরো মিলিয়ন ডলার দিয়ে গেছেন।'

'লেনি আপনাকে টাকা দিয়েছেন?'

'তাছাড়া আর কে দেবে? সে মারা যাওয়ার দুইদিন আগে আমাকে চেক লিখে দিয়েছিল। থ্যাংক গড সঙ্গে সঙ্গে আমি চেকটি ক্যাশ করে ফেলি। আরও কয়েকটা দিন দেরী করলে কোরামের অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা ওই টাকাটা বাজেয়াপ্ত করে ফেলত।'

একটুক্ষণ বিরতি দিল কনি। তারপর যোগ করল, 'আমি বুকে হাত দিয়ে বলছি, ডিটেকটিভ, লেনি ব্রুকস্টিনের মৃত্যু আমার জন্য নিদারুণ একটা আঘাত ছিল।'

সে রাতে বিছানায় শুয়ে কনি আর গ্রেসের কথাই ভাবছিল মিচ। ভাবছিল সেই লোকটির কথা যাকে দুই নারীই ভালোবাসত। লেনি ব্রুকস্টিন এক প্রহেলিকা। তিনি পরস্পরবিরোধী একটা চরিত্র। উদার এবং অসৎ। বিশ্বস্ত এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত আবার একই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক। ব্যবসায়ী হিসেবে ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু বুঝতে পারেন না কে বন্ধু আর কে শত্রু।

লেনি ব্রুকস্টিন কি সত্যি টাকাটা চুরি করেছিলেন?'

চুরি করার সামর্থ তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি কি সত্য কাজটা করেছেন?

করলেও টাকাটা খরচ করার আনন্দ উপভোগ করে যেতে পারেননি কেউ ওটা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এমন কেউ যাকে লেনি চিনতেন এবং বিশ্বাস করতেন।

বুকোলার ফাইলে কিছু চিত্তাকর্ষক লিড রয়েছে কিন্তু সবগুলোই শেষতক কানাগলিতে গিয়ে মিশেছেঃ এন্ড্রু প্রেস্টন, জ্যাক ওয়ার্নার কনি গ্রে। এখন আরেকবার জন মেরিভেলের সঙ্গে কথা বলবে মিচ।

পঁয়ষট্টি

বমি বমি ভাবটা একের পর এক ঢেউয়ের মতো আসছে।

শুরুতে ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করতে চেয়েছে গ্রেস। ও খুব মানসিক চাপে আছে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়াও করছে না। জেসমিন ডেলিভনি তাকে কনি এবং লেনির সম্পর্কের কথা বলার পরে সে তার ঘরে ফিরে আসে এবং টানা দুই দিন বিছানায় শুয়ে ছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও বাইরে যায়নি। ডেভি বুকোলার বেঈমানির চেয়েও খারাপ ছিল এটা, বেডফোর্ডের জেলখানা কিংবা ধর্ষিতা হওয়ার অভিজ্ঞতার চেয়েও কুৎসিত লেগেছে গ্রেসের। তারপর থেকে ঘনঘন বমি হতে শুরু করে ওর। অসুস্থ বোধ করতে থাকে।

এটা সম্ভবত কোন ভাইরাস। আমি হতাশায় ভুগছি। আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসছে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা অসহ্য বমি সহ্য করার পরে গ্রেস অবশেষে নিজের শরীরটা টেনে হিঁচড়ে রাস্তার মোড়ের ওষুধের দোকানে চলে এল। চোখের ওপর টেনে রেখেছে বেসবল ক্যাপ, মাফলারে আধ ঢাকা মুখ, ফার্মাসিস্টকে বিড়বিড় করে নিজের লক্ষণগুলোর কথা বলল গ্রেস।

'আ-আহ। আপনার শেষ কবে মাসিক হয়েছে?'

প্রশ্নটি শুনে আশ্চর্যান্বিত হলো গ্রেস। 'আমার মাসিক?'

'আপনি প্রেগন্যান্টও হতে পারেন।'

গ্রেসের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ভ্যান ড্রাইভারের নিষ্ঠুর মুখ আর নির্দয় চোখ। তার কণ্ঠ যেন কানের ওপর আছড়ে পড়ল *চিন্তা কোরো না, জিজি। আমাদের সামনে সারা রাত পড়ে আছে।*

'না।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'ঠিক জানি। কোন চান্সই নেই।'

তবু গ্রেস প্রেগন্যান্সি পরীক্ষা করার ক্ষুদে যন্ত্রটি কিনে নিয়ে এল।

দশ মিনিট পরে ভাঙা টয়লেটের ওপর বসল ও। এখানকার আরও তিন বাসিন্দার সঙ্গে টয়লেটটি ভাগাভাগি করতে হয় ওকে। গ্রেস প্রেগন্যান্সি টেস্ট করার স্টিকের ওপর পাঁচ সেকেন্ড মূত্র ত্যাগ করল, মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করল কেন পনেরো ডলার

খরচ করে এ জিনিসটি সে কিনল।

ফলাফলের জায়গায় দুটো গোলাপি রেখা ফুটে উঠল। গ্রেসের হাতের তালু ঘামতে লাগল। *এ টেস্টটা নিশ্চয় ঠিক রেজাল্ট দেখাচ্ছে না।* সে ফার্মেসিতে ছুটে গিয়ে আবারও পনেরো ডলার নষ্ট করল। তারপর আরো একবার। প্রতিবারই সাদা প্লাস্টিকের কাঠিটা যেন ওকে বিদ্রুত করল, গোলাপি লাইনগুলো ওর চোখের সামনে 'ডাম্বো' ছবির হাতির শুঁড়ের মতো নাচতে থাকল।

পজিটিভ। পজিটিভ। পজিটিভ।

অভিনন্দন! তুমি মা হতে চলেছ।

মাথা ঘুরতে লাগল গ্রেসের। সে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল। বুজে রইল চোখ। গত তিন সপ্তাহ সে ধর্ষণের কথাটা মনেই করেনি। যেন জানত ওই ঘটনার কথা স্মরণ করলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন আর লুকানো যাবে না। ওটা এখানে, তার শরীরের ভেতরে, অবাঞ্চিত এলিয়েনের মতো জীবন্ত এবং বেড়ে উঠছে, একটা প্যারাসাইট ভেতর থেকে ওকে খেয়ে ফেলছে।

এটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। এক্ষুনি।'

ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। গ্রেস ইতিমধ্যে ক্যারেনের দেয়া ভুয়া ড্রাইভার লাইসেন্সের তিন নম্বর পরিচয় পত্রটি ব্যবহার শুরু করেছে। এ সপ্তাহে গ্রেসের পরিচয় সে লিন্ডা রেনল্ডস, ইলিনয় থেকে আসা ওয়েট্রেস। সেলস সহকারী কিংবা হোটেল ডেস্ক ক্লার্কদেরকে পরিচয়পত্র দেখালেও বিপদ নেই। এরা মাত্র এক সেকেন্ড পরিচয়পত্র চোখ বুলায়। কিন্তু ডাক্তারের সহকারী হয়তো ওকে ভালোভাবে লক্ষ করবে।

যা করার আমার নিজেরই করতে হবে।

কারাগারের মেয়েরা ভীতিকর সব গর্ভপাতের গল্প বলত। অনেক মেয়েই নাকি কোট হ্যাঙ্গার ব্যবহার করে অ্যাবরশন করে। এতে ভয়ানক হেমোরেজের শিকার হয়ে মারাও গেছে অনেকে। গল্পগুলোর কথা মনে করে শিউরে উঠল গ্রেস।

ওরে বাবা ওভাবে আমি গর্ভপাত ঘটাতে পারব না।

অন্য কোন রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে।

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির নির্জন এক কোনে কম্পিউটার নিয়ে বসেছে গ্রেস। গুগলে সার্চ দিতেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে গেল। কয়েক ব্লক দূরে একটি হেলথ ফুড স্টোর আছে। ওখানে ভেষজ বিক্রি করা হয়। গ্রেস ওই দোকানে পা বাড়াল।

'রোমানরা এ জিনিস ব্যবহার করত,' স্টোরের দোকানদার আড্ডা জমাবার ভঙ্গিতে বলল। 'রান্না করার জন্য সাধারণত এই ভেষজ ব্যবহার করা হতো। তবে এ জিনিস দিয়ে আপনি যেন আবার রান্না করতে যাবেন না?' সে বুড়ো আঙুল সাইজের একটি বোতল এগিয়ে দিল গ্রেসকে। 'তাহলে কিন্তু মরবেন। শুধু গোসল করার সময় ব্যবহার

করবেন। শরীরের সমস্ত ব্যথা বেদনা দূর হয়ে যাবে।'

'কত দিতে হবে?' জিজ্ঞেস করল গ্রেস।

'পনের ডলার কুড়ি সেন্ট,' কাগজের একটি ব্যাগে বোতলটি ঢুকিয়ে গ্রেসকে দিল দোকানদার। অকস্মাৎ তার মুখের ভাব বদলে গেল।

'আপনাকে কেমন চেনা চেনা লাগছে। কোথাও দেখেছি এর আগে?'

গ্রেস দোকানদারকে কুড়ি ডলারের একটি নোট দিল। 'আমার মনে হয় না।'

'উহুঁ, আপনাকে কোথাও নিশ্চয় দেখেছি। মানুষের মুখ আমি কখনও ভুলি না।'

'খুচরোটা রাখুন।'

গ্রেস ব্যাগটা নিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। দোকানদার তাকে যেতে দেখল। এ শহরের মানুষজন সবসময়ই তাড়ার মধ্যে থাকে। তবে এ মেয়েটিকে দেখে বেশ ভালোই মনে হয়েছে তার। আশা করি তেলটা ওর কাজে লাগবে।

কিন্তু আমি নিশ্চিত আমি ওকে আগে কোথাও দেখেছি।

ছেষট্টি

ম্যানহাটানের মিডটাউনে একটি রেস্টুরেন্টে জন মেরিভেলের সঙ্গে লাঞ্চের সময় দেখা করল মিচ কনরস।

'আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্য ধন্যবাদ।'

জন মেরিভেল মুখে সদয় হাসি ফুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটা ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। তার সবকিছুই কেমন নিস্তেজ এবং ম্যাড়মেড়ে। মানুষ নয় যেন একটা কংকাল দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'ধ-ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই, ডিটেকটিভ। যদি সাহায্য করতে পারি তাহলেই আমি খুশি হবো। বিষয়টি নিশ্চয় গ্রে-গ্রেসকে নিয়ে?'

'না, লেনিকে নিয়ে।'

মুখ থেকে সদয় হাসিটি মুছে গেল্ 'ওহ্?'

'ওনার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম ছিল জানা দরকার আমার।'

'আমার সম্পর্ক? লেনির সঙ্গে আমার স-সম্পর্ক জানতে চাওয়ার কো-কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'গ্রেস জেলে যাওয়ার আগে ব্রুকস্টিন দম্পতির জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা একটি পরিষ্কার চিত্র তৈরি করতে চাইছি যাতে এর সাহায্যে ওর পরবর্তী মুভমেন্টের বিষয়ে ভবিষ্যৎদ্বানী করা সহজ হয়।'

'আই সি,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল জন।

'অর্ডার দিই?'

স্টেক আর সালাদের অর্ডার দিল মিচ।

জন quichi-র অর্ডার দেয়ার আগে অনেকক্ষণ চিন্তা করল।

'আপনি ব্রুকস্টিন দম্পতিদের তো খুব ভালো চিনতেন,' শুরু করল মিচ। 'ট্রায়ালের সময় গ্রেস আপনাদের বাসায় থাকত শুনেছি।'

'জী।'

'আপনি ওর মামলার উকিলও ভাড়া করেছিলেন।'

অপ্রস্তুত দেখাল মেরিভেলকে। 'করেছিলাম। লেনি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। সে বেঁচে থাকলে এটাই চাইত।'

'কিন্তু আপনি গ্রেসকে দেখতে কোনদিন জেলখানায় যান নি। বলা উচিত কখনও

যোগাযোগই করেন নি। কেন?'

'বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন, ডিটেকটিভ। গ্রেসকে আমি বিশ্বাস করতাম। যেভাবে বিশ্বাস করতাম লে-লেনিকে। কিন্তু একটা সময় আমাকে সত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ওরা দু'জনেই আমাকে ডু-ডুবিয়েছে। কোরামের পতনের কারণে আমি সবকিছু খুইয়েছি। আমার সু-সুনাম, টাকা-পয়সা, আমার জী-জীবিকা। জানি আমার চেয়েও অনেকে সাফার করেছে। এখন আমি সেই ভু-ভুক্তভোগীদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।'

'এফবিআই তদন্তের কথা বলছেন?'

'জী,' মাথা ঝাঁকাল জন।

খাবার চলে এল। মিচ ক্ষুধার্তের মতো স্টেকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লক্ষ করল মেরিভেল তার quiche lorreu পাখির মতো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। খাওয়া শেষ হলে মিচ প্রসঙ্গ বদল করল। 'আপনাকে অনুমান করতে বলছি গ্রেস কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'অনুমান করতে পারছি না।'

'লেনি হয়তো আপনাকে এমন কোন জায়গার কথা বলেছেন যেখানে তিনি গ্রেসকে নিয়ে যেতেন।'

'কখনোই বলেন নি।'

'কোন রোমান্টিক স্থান, যেখানে দম্পতিরা বেড়াতে যায়...'

আপনাকে তো বললামই,' কাঠখোট্টা শোনাল জনের কণ্ঠ। 'লেনি ওসব নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলত না।'

'তাই?' বিস্ময়ের ভান করল মিচ। 'কিন্তু আপনি না বললেন তিনি আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলেন?'

'ছিল।'

'আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড কখনও তার বিয়ে নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতেন না? তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে?'

'লেনির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রেস ছিল না,' খেকিয়ে উঠল জন, 'আমি ছিলাম।' মিচের চেহারা লক্ষ করে লজ্জা পেল সে, সাফাই গাইতে শুরু করল, 'মানে ব্য-ব্যক্তিগতভাবে নয়। কোরাম। আমরা একসঙ্গে কা-কাজ করতাম। লেনির কাছে কাজটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। ভাবছে মিচ। এ লোক কনি গ্রে-র মতো কথা বলছে। হিংসুকে প্রেমিকের মতো। কব্জির লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল ওর।

'মি. মেরিভেল, নানটুকেটে ঝড়ের দিন আপনি কোথায় ছিলেন? যেদিন লেনি ব্রুকস্টিন নিখোঁজ হন?'

বার দুই চোখ পিটপিট করল জন। 'বোস্টনে গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে। ওটা পূর্ব

নির্ধারিত ট্রিপ ছিল। খুব ভোরে আমি চলে যাই। সারাদিন বোস্টনেই ছিলাম। আমার সমস্ত স্টেটমেন্ট ফাইলে লেখা আছে। চাইলে চেক করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল মিচ। 'দেখব আমি।'

পরে, খাবারের বিল দেয়ার সময়, ততক্ষণে চলে গেছে জন মেরিভেল, ব্যাপারটা মাথায় খেলে গেল মিচের।

জন তোতলায়নি।

আমি যখন ওকে সেদিনের অ্যালিবাই সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, ও একবারের জন্যও তো তো করেনি।

তেলের ছোট বোতলটি হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল গ্রেস। বোতলের গায়ে লেখা, WARNING TOXIC. DO NOT INGEST.

যে হারামজাদা ওকে ধর্ষণ করেছিল তার কথা ভাবছিল ও।

ভাবছিল পেটের মধ্যে যে নিষ্পাপ জীবনটি বেড়ে উঠছে তার কথা।

ভাবছিল লেনির কথা। চোখ বুজল গ্রেস। কানে ভেসে এল লেনির কণ্ঠ।

আমরা কি বাচ্চাকাচ্চা নেব না? তুমি নিশ্চয় মা হতে চাও? এবং নিজের গলা। না, চাই না। আমরা যেমন আছি তেমনই থাকতে চাই।

গ্রেস বুঝতে পারছে সে লেনির জন্য নিজের মাতৃত্ব বিসর্জন দিয়েছে। ওর জন্য সে সবকিছু স্যাক্রিফাইস করেছে, ওদের প্রেমের জন্য। এবং এখনও সে স্যাক্রিফাইস করেই চলেছে। কিন্তু লেনি কী করে জনির সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে তার সঙ্গে এমন বেঈমানি করতে পারল? কীভাবে? প্রচণ্ড রাগ লাগছে গ্রেসের, নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে হচ্ছে। ও লেনিকে ঘৃণা করতে চাইছে, ওর স্মৃতি ভুলে যেতে চাইছে কিন্তু পারছে না।

কোন লাভ হবে না। আমি এখনও ওকে ভালোবাসি। সবসময় বাসব।

বোতল খুলে তিক্ত নির্যাসটুকু পান করল গ্রেস।

'আপনি ঠিক আছেন তো?'

সুপার গ্রেসের দরজায় কড়া নাড়ছে।

'ডাক্তার ডাকব?'

গ্রেস সুপারের কথা শুনতে পাচ্ছে না। ব্যথার ধারালো মস্ত একটা ব্লেড ওর শরীরটাকে চিরে ফেলছে, টুকরো টুকরো করছে ওর মাংস, স্নায়ু। চিৎকার দিল গ্রেস। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বেদম কাঁপছে, ঝাঁকি খাচ্ছে, সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে গোটা শরীর, খিঁচুনি উঠে গেছে হাত-পায়ে।

দরজা খুলে ফেলল সুপার। 'যীশাস ক্রাইস্ট। আমি অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিচ্ছি!'

গ্রেস তার কথা শুনতে পেল না। নিজের গলা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা ভয়াবহ আর্তনাদ ওর কান বধির করে দিয়েছে।

ও মানুষের গলার স্বর শুনছে।

'লিন্ডা? লিন্ডা!'

'কোন সাড়া নেই। শি ইজ ফ্ল্যাটলাইনিং।'

'আবার শক দাও।'

গ্রেস ভাবছে, লিন্ডাটা কে? পাঁজরের ওপর প্যাডেলের চাপ অনুভ করল ও, তারপর অবর্ণনীয় ব্যথা, যেন জ্বলন্ত শিক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে কলজেয়।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলল গ্রেস।

ধূসর সিলিং আর ম্লান সবুজ দেয়ালের একটি ঘরে জ্ঞান ফিরে পেল ও। হাতে সুই গাঁথা। কে যেন কথা বলল ওর সঙ্গে। একজন নার্স।

'লিন্ডা?'

মনে পড়ে গেল গ্রেসের। লিজ্জি উলির পরিচয় ত্যাগ করে নতুন আরেকটি ভুয়া পরিচয় নিয়েছে ও। *আমি লিন্ডা রেনলস। বয়স তেইশ। শিকাগো থেকে আসা এক ওয়েট্রেস।*

'ওয়েলকাম ব্যাক,' হাসল নার্স। 'তুমি কোথায় আছ জানো, লিন্ডা?'

'হাসপাতালে,' গ্রেসের গলা শুকিয়ে কাঠ আর এমন ব্যথা শব্দটি খুব কষ্ট করে বেরুল। 'পানি।'

'দিচ্ছি,' নার্স একটি কল বাটনে চাপ দিল। 'একটু অপেক্ষা করো। ডাক্তার বলতে পারবেন তোমার এখন পানি খাওয়া ঠিক হবে কিনা। তিনি আসছেন। তোমার কাউকে ফোন করতে হবে। হানি? কোন আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব?'

মাথা নাড়ল গ্রেস। কাউকে ফোন করতে হবে না।

ও ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন গড়াতে লাগল। ডাক্তার এবং মনোবিজ্ঞানীরা আসলেন এবং গেলেন। DIY অ্যাবরশন অনেকেই করে তবে লিন্ডা রেনল্ডসের বিষয়টি অন্যরকম। সে যে ভেষজটি পান করেছে ওটি অত্যন্ত বিষাক্ত। মধ্যযুগে মহিলারা গর্ভপাতের জন্য এটি ব্যবহার

করত। তবে জিনিসটি খুবই ভয়ংকর। এতে রেনাল ফেইলিওর হয়, ইউরেনাইল হেমারেজ ঘটে, প্রবল খিঁচুনি হয়।

ডাক্তাররা গ্রেসকে বললেন ও যে প্রাণে বেঁচে গেছে সেটাই নাকি অলৌকিক ঘটনা। পেনিয়াল ভেষজটা ওর গর্ভস্থ সন্তানকে শুধু হত্যাই করেনি, ওর লিভার চিরদিনের জন্য দুর্বল করে দিয়েছে। গ্রেসের এতে যেন কিছুই আসে যায় না। ও মৃত শিশুটির জন্য কাঁদার চেষ্টা করল, মন খারাপ করার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর কান্নাও পেল না, মন খারাপও হলো না। ও জানে পেছন ফিরে তাকালে ও গুটিয়ে যাবে। ও বেঁচে আছে, সুস্থ হয়ে উঠছে এবং ভেতরে ভেতরে শক্তিশালী হয়ে উঠছে এটাই হলো আসল ব্যাপার। ও শরীরের ভেতরে শক্তিটি টের পাচ্ছে। শীঘ্রি সে এখান থেকে চলে যেতে পারবে। তার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

হাসপাতালের করিডোরে হুয়ান বেনিটেজ তার বন্ধু হোসে গাল্লোকে ফিসফিস করে বলল, *`Es ella. Estoy seguro.'*

হোসে গ্রেসের ঘরের দিকে তাকাল। 'আরে না!'

হুয়ান এবং হোসে দু'জনেই জ্যানিটর। ঘরদোর পরিষ্কার করে। হাসপাতালের দেয়াল মোছে। তাদের কর্মজীবনে এরকম উত্তেজনাকর ঘটনা আর ঘটেনি।

`Ella es horrible,'* বলল হোসে। 'গ্রেস ব্রুকস্টিন *era hemosa'* গোঁ ধরে আছে হুয়ান। *`les digo que, es ella. quieres que la recompesa o na?

বিষয়টি নিয়ে ভাবছে হোসে। পুরস্কারটি সে চায়। দারুণভাবেই তার টাকাটা দরকার। কিন্তু সে এবং তার পরিবার আমেরিকায় অবৈধভাবে বসবাস করছে। সে অবশ্য আন্দাজে কিছু করতে চায় না। রোগিনীর দিকে আবার তাকাল হোসে। সোনালি চুল, ব্যথাতুর মুখমণ্ডল, শীতল, অনুভূতিহীন চক্ষু ইত্যাদির সঙ্গে টিভিতে দেখা অপূর্ব সুন্দরী তরুণীটির সঙ্গে মেলানো খুবই মুশকিল। তবু এর সঙ্গে সেই মেয়েটির কোথায় যেন একটা মিল আছে...

ডাক্তাররা বলেছেন গ্রেস যদি মনে করে ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে পারবে তাহলে সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে। তার বাহু থেকে ইলেকট্রোলাইট ড্রিপ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। নি:শব্দে মেঝেয় পা রাখল গ্রেস। টানা সাতদিন বিছানায় শুয়ে থাকার কারণে পায়ে ও প্রায় কোন সাড়াই পাচ্ছে না। খুব দুর্বল লাগছে। ভেষজটা ওর অনেক ক্ষতি করেছে, গোড়ালির একটা পেশী ছিড়ে গেছে খিঁচুনির চোটে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে জানালার কাছে গেল গ্রেস।

নিচের পার্কিং লটে এক অল্প বয়েসী দম্পতি তাদের নবজাতক শিশুকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। শিশুর বাবা গাড়ির সিটে বসে আছে, ভীষণ উদ্বিগ্ন চেহারা। কিন্তু তার স্ত্রীর মুখখানা প্রশান্ত, উৎকণ্ঠার ছিটেফোঁটা চিহ্ন নেই সেখানে। হাতে বাচ্চাকে নিয়ে দোল দিচ্ছে। করুণ হাসি ফুটল গ্রেসের ওষ্ঠে।

কী সুন্দর স্বাভাবিক একটি পরিবার। ওরকম একটি পরিবার আমার কোনদিন হবে না।

তবে আফসোস করার বেশি সময় পেল না ও। কারণ দেখতে পেয়েছে পার্কিং লটে একটার পর একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামতে শুরু করেছে। ভবনটাকে উঁইপোকার ঝাঁকের মতো নিমিষে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে লাগল তারা। ধক করে উঠল গ্রেসের কলজে। *ওরা কি আমার খোঁজে এসেছে?*

একটি স্কোয়াড কার থেকে সোনালি চুলের একজন অফিসার নামল। ওপরে মুখ তুলে চাইবার আগেই তার ফুটবলারের মত শক্তপোক্ত দেহকাঠামো দেখেই তাকে চিনে ফেলল গ্রেস। মিচ কনরস।

ওরা তাহলে আমাকেই ধরতে এখানে এসেছে। শিরায় রক্ত প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। *ভাগো! বেরুবার রাস্তা নিশ্চয় আছে।*

এলিভেটরে ঢুকল মিচ কনরস। টেনশনের চোটে দম নিতেও পারছে না।

'সবগুলো এক্সিট এবং এন্ট্রাস বন্ধ করে দাও। ইমার্জেন্সি সিঁড়ি, কিচেন, লন্ড্রি সব জায়গায় তোমরা ছড়িয়ে পড়ো।'

'এক্সকিউজ মি!' এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই ক্রোধান্বিত চিফ রেসিডেন্ট ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর বয়স বাহান্ন-তেপ্পান্ন, খাটো ধূসর চুল, চেহারায় কাউকে পাত্তা না দেয়ার প্রবল কাঠিন্য। তিনি মিচকে লক্ষ্য করে খেঁকিয়ে উঠলেন।

'এসব কী হচ্ছে? এটা একটা হাসপাতাল। আপনাদেরকে এখানে হুট করে ঢুকে পড়ার অনুমতি কে দিল?'

ভদ্রমহিলাকে নিজের ব্যাজ দেখাল মিচ, একই সঙ্গে ছয় তলার বোতাম টিপে দিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সময় পায়নি ও। 'সরি, লেডি। আমাদের কাছে জোর তথ্য আছে গ্রেস ব্রুকস্টিন এ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আপনি যদি এখন একটু ক্ষমা করেন...'

'আমি ক্ষমা করব না! এলভিস প্রিসলিও এ বিল্ডিংয়ে থাকলে আমার কিছু আসে যায় না। আমার কাজ মানুষের জীবন রক্ষা করা। আপনাদের কোনো অধিকার নেই... অ্যাই। ওখান থেকে বেরিয়ে যাও বলছি।' ঘাড় ঘোরাতেই চিফ রেসিডেন্ট দেখতে পেয়েছেন উর্দিধারী চার পুলিশ অপারেশন রুমের সুইং ডোর খুলছে। মহিলাকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুযোগটা কাজে লাগাল মিচ। সে চিফ রেসিডেন্টকে ধাক্কা মেরে এলিভেটর থেকে বের করে দিল। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মিচ দেখতে পেল কার্টুন ছবির ভিলেনের মতো মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে ধরে ওর দিকে ছুটে আসছেন নারী ডাক্তারটি।

গ্রেস যেন ওখানে থাকে, মনে মনে প্রার্থনা করল মিচ। নইলে ওর কপালে খারাবী আছে।

আটষট্টি

'লিন্ডা রেনল্ডস। কোন রুমে আছে সে?'

ডেস্কে বসা স্টাফ নার্স জবাব দিতে ইতস্তত: করল, 'আমরা সাধারণত পেশেন্টদের রুম নাম্বার দিই না। আপনি কি কোন ফ্যামিলি মেম্বার?'

মিচ ওর ব্যাজ দেখাল। 'হ্যাঁ। আমি ওর চাচ্চু মিচেল। কোথায় ও?'

'৬০৫ নাম্বার রুমে,' বলল নার্স। 'আপনার ডানে, হলওয়ের শেষ মাথায়।'

মিচ পুরোটা শোনার আগেই ছুট দিয়েছে। হাতে পিস্তল বাগিয়ে ঝড়ের গতিতে ঢুকে পড়ল ঘরটিতে। 'পুলিশ! ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!'

এক ভীত আর্দালি দুই হাত শূন্যে তুলল।

'যীশাস! আমি আবার কী করলাম?'

'ও কোথায়? গ্রেস।' লোকটার মুখ ভোঁতা হয়ে থাকল। শুধরে নিল মিচ। 'মানে লিন্ডা। রোগিনী। ও কোথায় গেল?'

'বাথরুমে,' বিড়বিড় করল আর্দালী। 'ওই যে ওদিকে। এক্ষুনি ফিরে আসবে।'

ভেন্টিলেশন জ্যাকেট ঢেকে রাখা ঝাঁঝরির দিকে তাকাল গ্রেস। দুই ফুট চওড়া। *জেল থেকে যে বাক্সে ঢুকে আমি পালিয়েছিলাম সেটার মতো আয়তন।*

টয়লেট সিটে উঠে পড়ল ও, তারপর সিস্টার্নে, ব্যথায় চোখে জল এসে গেল। বাম পায়ের ছেড়া গোড়ালিটা ভয়ানক ব্যথা করছে। সজোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে উদগত চিৎকারটি থামাল ও, হাত জোড়া সামনে বাড়িয়ে দিল। ঝাঁঝরি খুলে ফেলতে কোন সমস্যাই হলো না। তবে ঝাঁঝরি এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রাখতে গিয়ে একরাশ ধুলো এসে ঢুকল চোখে। ওকে সাময়িকভাবে অন্ধ করে দিল।

এখন পানি দিয়ে চোখের ধুলো পরিষ্কার করার সময় নেই। সিলিংয়ে আঙুল ঢুকিয়ে দিল গ্রেস, নিজেকে টেনে তুলল ওপরে, ভেন্টিলেশন শ্যাফটির গর্তে ছোট দেহটি চেপেচুপে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর সাবধানে ঝাঁঝরিটি আবার আগের জায়গায় রেখে দিল। ধুলোতে ভীষণ কড়কড় করছে চোখ, তবে তাতে কোন সমস্যা নেই। কারণ গ্রেসের সামনে আঁধার ছাড়া কিছু নেই। সে ইঞ্চি ইঞ্চি করে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলল নি:সীম আঁধারে।

লেডিস রুমে চলে এল মিচ। তিনটে কিউবিকল। সবগুলো খালি। ও চলে যেতে পা

বাড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে পড়ল। মাঝখানের কিউবিকলে ঢুকল। টয়লেট সিটের ওপর হাত বুলাল। ধুলো জমে আছে। ওপরে মুখ তুলে চাইল মিচ। *অত সরু ফাটল দিয়ে কি কোন মানুষের পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব?*

করিডোরে ফিরে এল মিচ। রেডিওতে বলল, 'ভেন্টিলেশন সিস্টেমের প্ল্যানটা দেখতে চাই আমি। ব্লুপ্রিন্ট। 'ওই টানেলগুলো কোথায় গেছে?'

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এলেন চিফ রেসিডেন্ট। মিচের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। ওই যে সে! নীল শার্ট!' তিন ষণ্ডা সিকিউরিটি গার্ড ছুটে গেল মিচের দিকে। ওকে টেনে হিচড়ে ইমার্জেন্সি সিড়ির দিকে নিয়ে যেতে লাগল তারা। চিফ রেসিডেন্ট বুকে হাত বেঁধে তৃপ্তি নিয়ে দৃশ্যটি উপভোগ করলেন।

'ফর গডস শেক! আমি একজন পুলিশ অফিসার। তোমরা যা করছ এ জন্য আমি তোমাদের কী করতে পারি, জানো? আমাকে ছেড়ে দাও।'

সবচেয়ে বিশালদেহী গার্ডটি বিড়বিড় করে বলল, 'ফাজলামি করেন, মিয়া? আপনাকে ছেড়ে দিলে উনি আমাদের কী দশা করবেন তা জানেন?'

গ্রেসের দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার হয়ে আসছে। সে আলো দেখতে পেল, প্রথমে আবছা, পরে বৃদ্ধি পেল জ্যোতি। টানেলটি ডানে এবং বামে দুটি বাহু নিয়ে বেঁকে গেছে। বাম দিকের বাহুটি থেকে আলো আসছে।

ওদিকে এগোল গ্রেস।

'ঈশ্বরের দিব্যি, আপনার ওইসব হাবিজাবি কাগজপত্রের কারণে ওকে যদি আমাদের হারাতে হয় আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখব যাতে আপনার এ হাসপাতালে আর একটি রোগীও আসতে না পারে।'

মিচের বস লেফটেনেন্ট ডুব্রে প্রয়োজনীয় সার্চ ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র হাসপাতালে ফ্যাক্স করে পাঠানোর পরেই কেবল চিফ রেসিডেন্ট তাঁর লোকদের মিচকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পনেরোটি মূল্যবান মিনিট নষ্ট হয়েছে।

'আমাকে ভয় দেখাবেননা, ডিটেকটিভ,' হেসে উঠলেন রেসিডেন্ট। 'আজকের মতো কি আপনার যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি?'

তেতেমেতে কিছু বলতে যাচ্ছিল মিচ, বাধা পেল তার অধস্তন এক কর্মকর্তার আগমনে।

'ব্লুপ্রিন্ট,' ডেস্কের ওপর কাগজের রোল মেলে ধরতে ধরতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

লোহার বেষ্টনী বা গ্রিল দিয়ে নিচে তাকাল গ্রেস। ঘরটি খালি। এবারে ভেন্টিলেশন প্যানেলটি খুলতে ওর বেশ পরিশ্রম হলো। ও গ্রিল খুলে সহজেই নেমে এল নিচের ঘরটিতে। এত উজ্জ্বল আলো, ধাঁধিয়ে যায় চোখ। আলো সয়ে নেয়ার পরে চারপাশে তাকাল ও।

আমি একটি এক্স-রে রুমে এসে পড়েছি।

বাইরে মানুষের গলা শুনতে পেল গ্রেস। দু'জন লোক কথা বলছে। তাদের ছায়া দীর্ঘতর হতে দেখল ও। ওর ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে।

ব্লু প্রিন্টে চোখ বুলাল মিচ। ছয় তলায় ভেন্টিলেশন শ্যাফট গ্রিলের সংখ্যা নয়টি, এবং প্রতিটির রয়েছে একটি এক্সিট। প্রতিটি এক্সিটে একজন করে লোক পাঠিয়ে দিল ও। দু:সংবাদ হলো ও পনেরো মিনিট হারিয়েছে। সুসংবাদ হলো এ ভবন থেকে বেরুবার কোন রাস্তা নেই।

'লেডিস রুম থেকে সবচেয়ে কাছের এক্সিটটি কোথায়?'

অফিসার আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল টানেল।

'ওটা... এখানে। এক্স-রে এবং এমআরআই রুম।'

মিচ দৌড় দিল।

এক্স-রে রুমের সিলিংয়ের গ্রিল এখনও খোলা। বন্ধ করার সময় পায়নি গ্রেস। জানে হাতে একদমই সময় নেই।

'বুঝতে পারছি না,' বলল টেকনিশিয়ান, 'আমি এখনে সারাক্ষণই ছিলাম। বড়জোর ত্রিশ সেকেণ্ডের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। আমি চলে যাওয়ার পরে ও যদি এখানে ঢুকে থাকে, তাহলে আমাদের রিসেপশন ডেস্ক ওকে পার হতে হয়েছে। লিজা নিশ্চয় ওকে দেখতে পেত।'

'হুমম। আমার লোকেরাও,' বলল মিচ। মাথা চুলকাচ্ছে।

'এখান থেকে বেরুবার অন্য কোন রাস্তা আছে?'

'না।'

'কোন সার্ভিস এলিভেটর? ফায়ার স্টেয়ার্স? কোন জানালা?'

'না। চারপাশে নিজেই একবার তাকিয়ে দেখুন, ডিটেকটিভ। এখানে লুকানোর কোন জায়গাও নেই।'

চারপাশে তাকাল মিচ। টেকনিশিয়ান ঠিকই বলেছে। রুমটি একটি বাক্সের মতো। খালি। শব্দ বলতে এক্স-রে মেশিনের গুঞ্জন আর আছে একটি বৃত্তাকার এমআরআই টিউব। *এখান থেকে পালাবার পথ নেই। লুকানোরও জায়গা নেই।*

এমন সময় ও ওটা দেখতে পেল, ঘরের কিনারে একটি লন্ড্রি বক্স। ব্যবহৃত কাপড়ে বোঝাই।

ধড়ফড় কলজে নিয়ে বাক্সটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মিচ। আবর্জনার ড্রাম থেকে ক্ষুধার্ত মানুষের খাবার সংগ্রহের মতো সেও বাক্স থেকে হালুম হুলুম করে কাপড় চোপড় টেনে সরাতে লাগল। সেকেন্ডের মধ্যে মেঝে ভরে গেল নীল হাসপাতাল গাউন আর নকল মুখোশে। কিন্তু গ্রেসের কোন চিহ্ন নেই।

গলার স্বরে হতাশা গোপন করার চেষ্টা করল মিচ।

'ঠিক আছে। ও তাহলে নির্ঘাত ওই শ্যাফটে ফিরে গেছে। পরবর্তী এক্সিটটি কোথায়?'

ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল গ্রেস। তারপর এমআর আই টিউবের ওপর লটকে রাখা হাত আর পাগুলো আলগা করল, গড়িয়ে পড়ল মেশিনের ওপর। পাঁজরে ভয়ানক ব্যথা পেল। মিচ কনরসকে এখনকার মতো ফাঁকি দেয়া গেছে। কিন্তু এতে কতটুকু সময় ও পেল? এক মিনিট? তিন মিনিট? পাঁচ মিনিট? মরিয়া হয়ে উঠল গ্রেস।

গোটা হাসপাতাল ঘিরে ফেলা হয়েছে। আমি এখান থেকে জীবনেও বেরুতে পারব না।

ও হাল ছেড়ে দেয়ার কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিল। কনি এবং লেনির বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানার আগে কখনও নিজেকে প্রশ্ন করেনি কেন ও ছুটে পালাচ্ছে, কেন লড়াই করছে। সবকিছুই ও করছিল লেনির জন্য। ওর নাম কলংকমুক্ত করার জন্য। কিন্তু এই প্রথম গ্রেসের মনে হচ্ছে এ কারণটি এখন আর যথেষ্ট নয়। অন্য কারণে সে পালাচ্ছে, লড়াই করছে। ওর নিজের জন্য ওকে লড়াই করতে হবে। ওর নিজের জীবন বাঁচাতে হবে।

মেশিন থেকে নেমে এল গ্রেস। সিধে হলো।

আমি হাল ছাড়ব না।

মেঝে থেকে একটি নীল গাউন তুলে নিয়ে গায়ে চড়াল ও।

ফায়ার এক্সিটের সিঁড়ির দিকে মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল গ্রেস। না খোড়ানোর চেষ্টা করছে। *এই ফ্লোর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে। গ্রাউণ্ড লেভেলে নেমে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।*

এক্স-রে বিভাগের রিসেপশনিস্ট ওকে চলে যেতে দেখল তবে বলল না কিছুই। মাথায় নীল পেপার হ্যাট, মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক, ও যে কেউ হতে পারে। রিসেপশনের পরে, সুইং ডোরের ধারে দুই পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। কলজেটা মুখে নিয়ে গ্রেস অপেক্ষা করল ওদের কেউ এক্ষুনি বুঝি ওর পরিচয়পত্র দেখতে চায়। কিন্তু ওরাও ওকে কোন প্রশ্ন করল না। ইমার্জেন্সি এক্সিট ডোরের কাছাকাছ এসে পড়েছে গ্রেস। আর মাত্র কয়েক কদম।

'হেই। অ্যাই যে তুমি! নীল গাউন।'

গ্রেস হাঁটতেই লাগল।

'অ্যাই।' কণ্ঠটি উচ্চকিত হলো। 'থামো!'

চলতে থাকো। পেছন ফিরে তাকিয়ো না।

'ওদিক দিয়ে যেতে পারবে না। ওটা...'

গ্রেস দরজা খুলল।

...অ্যালার্ম দেয়া।

তারস্বরে বেজে উঠল সাইরেন। গ্রেসের কান যেন বধির করে দিল। এক মুহূর্তের জন্য আতংকে জমে গেল ও। কয়েক সেকেন্ডর মধ্যে সিড়ি ভরে উঠবে পুলিশে। *আমি জীবনেও ছয়তলা দিয়ে নামতে পারব না। সময় পাবো না।*

ও ওপরের দিকে তাকাল এবং দৌড়াতে লাগল।

মিচের রেডিও খড়খড় করে উঠল। 'সে পূর্ব ফায়ার এক্সিটের সিড়িতে। ছয় তলায়।'

লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। 'প্রতিটি এক্সিটে পাহারা বসাও।'

'পাহারা বসিয়ে দিয়েছি, স্যার।'

'সকল ইউনিটকে বলে দাও তোমরা অস্ত্র বের করতে পারবে তবে গুলি করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ? কোন গোলাগুলি চলবে না।

'জী, স্যার।'

বিল্ডিং থেকে বেরুবার কোন রাস্তা নেই। হাসপাতালের বাইরে মিডিয়া ইতিমধ্যে ভিড় করতে শুরু করেছে। মিচ জানে ওর নিজের লোকদের কেউ গল্পটা ফাঁস করেনি তবে নিউইয়র্ক সিটি হাসপাতালের মতো একটি বড় চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রে শত শত পুলিশের আগমনে লোকের কৌতূহল তো হবেই। টিভি ক্রুরা তাদের যন্ত্রপাতি বসাতে ব্যস্ত, নাটক ডানা মেললেই ক্যামেরাবন্দি করবে। তারা হয়তো ভাবছে গোলাগুলি হবে। কিন্তু মিচ চায় না গ্রেস গুলি খেয়ে মরুক। সে ওকে রক্ষা করতে চায়। ও ছাদের দিকে এগোল।

নিজের চারপাশে তাকাল গ্রেস। *এখানেই তাহলে রাস্তার শেষ।* এটা স্পাইডার ম্যান ছবি হলে আকাশ ছোঁয়া ভবনগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকত। দুটি বিল্ডিংয়ের মাঝখানের ফাঁকটুকু একলাফে অনায়াসেই পার হওয়া যেত। কিন্তু বাস্তবতা হলো আটতলা হাসপাতালটি দুটি কুড়িতলা টাওয়ারের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে আছে। ছাদ থেকে নামার একটাই রাস্তা– ফায়ার এক্সিটের সিড়ি যেখান থেকে একটু আগে উঠে এসেছে গ্রেস।

এছাড়া আরেকটা রাস্তা আছে– নিচে লাফিয়ে পড়া।

দুই ফায়ার ডোরের ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের কিনারায় চলে এল গ্রেস। উঁকি দিল। ছবিতে যেমনটি দেখা যায় লাফ দেয়ার সময় নিচে আঁস্তাকুড়ের স্তূপ থাকে। যার ওপর পড়লেও গায়ে বিশেষ ব্যথা লাগে না কিংবা ঘটনাক্রমে পালকের বালিশ বোঝাই কোন ট্রাক এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রাফিক জ্যামে। কিন্তু গ্রেসকে ভাগ্য সেরকম কোন সহায়তা করছে না।

পুব দিকের ফায়ার এক্সিটের দরজায় খচমচ শব্দ শুনতে পেল ও। কয়েক সেকেন্ড পরে অপর দরজাটিতেও। ওরা আসছে। জলে ভরে গেল গ্রেসের চোখ। ওরা ওকে ধরে ফেলবে। পাঠিয়ে দেবে জেলখানায়। সত্যটি আর কোনদিন জানা হবে না ওর।

দরজায় খচরমচর শব্দ বৃদ্ধি পেল।

ওর আর বেঁচে থেকে কী লাভ?

প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে গেল দরজা, ছিটকে গেল ছিটকিনি। কামানের গোলার মতো ছাদে যেন উৎক্ষিপ্ত হলো মিচ। সে এক ঝলকের জন্য দেখতে পেল ছাদের কিনারা থেকে নীল রঙের একটি কাপড় অদৃশ্য হয়ে গেল।

'গ্রেস! না!'

কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গেছে।

ঊনসত্তর

মুখে হাত চাপা দিল মিচ। বিল্ডিংয়ের নিচের লোকজন আঁতকে উঠল, তারপর চিৎকার শোনা গেল।

আমি এইমাত্র নিরপরাধ একটি মেয়েকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলাম।

গ্রেস কেন অপেক্ষা করল না? মিচ যদি একটু সময় পেত ওর সঙ্গে কথা বলার। ওকে বলত ও গ্রেসকে বিশ্বাস করে। জানে লেনি আত্মহত্যা করেন নি। জানে গ্রেস নিরপরাধ। বলত ও গ্রেসের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।

ও নিচে তাকানোর সাহস পেল না। যদিও জানে তাকাতেই হবে। ওর পেছনে একদল পুলিশ ছাদে চলে এসেছে, হাতে উদ্যত অস্ত্র। যেখানে নীল পোশাকের ঝলকটা দেখেছিল ওদিকে ধীর পদক্ষেপে এগোল মিচ। কুঁজো হলো, বুক ভরে একটা দম নিয়ে তাকাল নিচে, প্রস্তুত হয়েছে গ্রেসের রক্তাক্ত, ভাঙাচোরা লাশটি দেখার জন্য।

কিন্তু নিচের রাস্তা খালি।

'আরে একি...'

হাসপাতাল ভবনের বাইরের দেয়াল ছাড়িয়ে ছাদটার দুই ফুট সামনে বিস্তৃতি ঘটেছে। উপুড় হয়ে সংকীর্ণ তাকের দিকে হাত বাড়াল মিচ। বাতাস ছাড়া আর কিছুই পরশ পেল না আঙুল। সাপের মতো আরেক ইঞ্চি সামনে বাড়ল ও, ওর শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বিপজ্জনকভাবে বিল্ডিংয়ের কিনারে ঝুলে আছে। নিচে মানুষজন আবার আঁতকে উঠল। হঠাৎ ছোট, ঠাণ্ডা একটি হাতের স্পর্শ পেল নিজের হাতে।

জানালার পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা আট ইঞ্চি প্রশস্ত একটি তাকের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে গ্রেস। মিচের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন, পরাজিত হাসি হাসল সে।

'ডিটেকটিভ কনরস, এভাবে আমাদের আর দেখা না হওয়াই ভালো।'

গ্রেস ব্রুকস্টিনের ধরা পড়ার বিখ্যাত দৃশ্য গোটা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। রাতারাতি জাতীয় নায়কে পরিণত হলো মিচ কনরস। সবার মনে এখন নানান প্রশ্ন আমেরিকার সবচেয়ে অবাঞ্ছিত পলাতকা গ্রেসকে কি বেডফোর্ড হিলসে আবার পাঠিয়ে দেয়া হবে নাকি কোন গোপন এবং আরও নিরাপদ কোন কারাগারে বন্দি করে রাখা হবে? ওর কি আবার বিচার হবে? গ্রেস ব্রুকস্টিনকে পাকড়াও করতে মার্কিন করদাতাদের লক্ষ লক্ষ

ডলার দিতে হয়েছে। নিশ্চয় গ্রেসের শাস্তির মাত্রা আরও কঠোর করা হবে?

তবে পর্দার অন্তরালে একটি অভ্যন্তরীণ লড়াই ঘোঁট পাকিয়ে উঠছিল। সবাই গ্রেসকে চায়। কিন্তু মিচ কনরস, গ্রেসকে এফবিআই'র হাতে তুলে দিতে রাজি নয়। সে বলল, 'আমরা ওকে পাকড়াও করেছি এবং ওকে জেরা না করা পর্যন্ত এফবিআই কিংবা অন্য কারও হাতে তুলে দেব না।'

এফবিআইতে হ্যারি বেইন কেবল নয়, মিচের সমস্যা দেখা দিল পুলিশ বিভাগে নিজের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে। তাঁরা গ্রেসের ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব হাত ধুয়ে ফেলতে চান। ডিটেকটিভ লেফটেনেন্ট ডুব্রেও তাঁর কর্তাদের সঙ্গে একমত।

'মেয়েটি আর এখন আমাদের জন্য কোন মাথাব্যথা নয়।'

মিচ গোঁ ধরে রইল। 'ওকে আমার আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার রয়েছে।'

'তোমার 'অধিকার' নিয়ে আমাকে লেকচার দিতে এসো না, কনরস। আর এত অর্বাচীনের মতো আচরণ কোরো না। এ কেসটা একটি পলিটিকাল ডিনামাইট এবং তুমি তা জানো। গ্রেস ব্রুকস্টিনকে এদেশের সবাই ভুলে যেতে চায়। একদম শীর্ষস্থানেও ওকে নিয়ে আলোচনা চলে গেছে। প্রেসিডেন্ট নিজে তাঁর উপদেষ্টারকে বলেছেন সংবাদে গ্রেসের মুখ ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ এবং ব্রান্ড আমেরিকার জন্য অমঙ্গল।'

'ব্রান্ড আমেরিকা?' কামঅন, স্যার।'

মিচ লড়াই করছে কিন্তু জানে তার সময় ফুরিয়ে আসছে।

গ্রেসকে শীঘ্রি তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ওকে সাহায্য করার সুযোগ আর থাকবে না। গ্রেসের জন্য ওর অনুভূতি যা-ই থাকুক না কেন সেগুলো এখন একপাশে সরিয়ে রেখেছে। ওর কাছে এখন প্রধান হলো সত্যটি জানা।

আমার ওপর ওর আস্থা জন্মাতেই হবে।

তীক্ষ্ণ চোখে মিচকে দেখছে গ্রেস। এ লোকটিকে জেনুইন মনে হচ্ছে।

'আপনি তাহলে আমাকে সাহায্য করতে চান?'

'হ্যাঁ। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। একমাত্র আমিই তোমাকে সাহায্য করতে চাই, গ্রেস। কিন্তু তুমি কথা না বললে তো সাহায্য করতে পারব না।'

গ্রেস সন্দেহের চোখে ওর দিকে তাকাল।

'আমি বুকোলার ফাইল পড়েছি,' বলল মিচ। 'আমার বিশ্বাস লেনিকে খুন করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস তোমাদের দু'জনকেই ফাঁসানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি প্রমাণ করতে হলে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন।'

'আপনি যদি জানেনেই লেনি খুন হয়েছে তাহলে ওর মৃত্যু তদন্ত নতুন করে শুরু করেননি কেন?'

'চেষ্টা করেছিলাম। আমাকে বাধা দেয়া হয়েছে। আমার কর্তারা কোরামের সত্য

জানার চেয়ে তোমাকে পাকড়াও করতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন।'

'কিন্তু আপনি আলাদা। আমাকে তো এ কথাটাই বিশ্বাস করাতে চাইছেন, ঠিক? বলতে চাইছেন আপনি সত্যের সন্ধানে এক একাকী যোদ্ধা।'

'দ্যাখো, আমাকে অবিশ্বাস করার জন্য আমি তোমাকে দোষ দেব না। কিন্তু তোমাকে বোঝানোর সময় আমার নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওরা তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। আর কোনদিন একসঙ্গে কথা বলার সুযোগ নাও পেতে পারি। এটা আমাদের শেষ সুযোগ, তোমার শেষ সুযোগ। তুমি কী জানো আমাকে বলো।'

'আমি কী জানি?' কর্কশ সুরে হেসে উঠল গ্রেস। 'আমি আর কিছুই জানি না। আমি যা জানতাম বলে ভাবতাম তা হঠাৎ করেই মিথ্যায় রূপান্তর ঘটেছে। ভাবতাম আমি ধনী কিন্তু দেখা গেল আমার কিছুই নেই। ভাবতাম আদালত নিরপরাধীদেরকে রক্ষা করে, কিন্তু ওরা আমাকে জেলে পাঠাল। ভাবতাম আমার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার আমাকে ভালোবাসে কিন্তু দেখলাম ওরা একঝাঁক শকুন ছাড়া কিছু নয়। ভাবতাম লেনি দুর্ঘটনায় মারা গেছে, ভাবতাম ও একজন বিশ্বস্ত স্বামী। ভাবতাম... ভাবতাম ও আমাকে ভালোবাসে।'

গ্রেসের গাল বেয়ে ঝরল অশ্রুধারা। কিছু না ভেবেই মিচ ইন্টারভিউ টেবিল ঘুরে কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। মেয়েটির শরীর এত ছোট, এত পলকা। ভীষণ মায়া লাগল মিচের। ওকে নিরাপত্তা দিতে, রক্ষা করতে তীব্র ইচ্ছে জাগল মনে।

'আমি শিওর লেনি তোমাকে ভালোবাসত,' ফিসফিস করে বলল মিচ, ওর সাদা-সোনালি চুলে আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'লোকে পরকীয়া করে। তারা দুর্বল। তারা ভুল করে।'

মিচ জানালো জেসমিন ডেলিভনির অ্যাপার্টমেন্টে সে কীভাবে ওকে প্রায় পাকড়াও করে ফেলেছিল।

'এজন্যেই কি তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে? কনি এবং লেনির কারণে?'

'না!' উত্তপ্ত গলায় বলল গ্রেস। 'আর আমি আত্মহত্যা করতে চাইনি। আমি-' ও থেমে গেল। গর্ভপাত এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত কথা মিচকে বলতে ইচ্ছা করছিল ওর কিন্তু বলল না।

মিচ বলল, 'কনির সঙ্গে উনি সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন তুমি তা জানো। তোমার বোন ব্ল্যাকমেইল করছিল লেনিকে, তাদের সম্পর্কের কথা তোমাকে জানিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছিল। তিনি কনিকে পনেরো মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন কিন্তু আরও টাকার জন্য কনি তাঁকে চাপ দিচ্ছিল।'

'তাই নাকি? আপনি কী করে জানলেন?'

'ও নিজেই আমাকে বলেছে। তবে কথা হলো, লেনি তোমাকে আঘাত করতে চাননি, গ্রেস। তোমাকে হারাতে চান নি। যা ঘটেছে তার জন্য তিনি অনুতাপ করেছেন।'

চোখ বুজল গ্রেস, মিচ ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে খুব ভালো লাগছে। বহুদিন পরে

কোন মানুষের এতটা কাছে এল ও।

দরজায় কেউ নক করল। ঢুকল একজন পুলিশ অফিসার।

'সরি, বস,' ইতস্তত: গলায় বলল সে। মিচকে সে পছন্দ করে এবং দুসংবাদটি দিতে তার খারাপই লাগছে। 'ডুব্রে বলে দিয়েছেন আপনি আর পাঁচ মিনিট সময় পাবেন। ওয়াশিংটন থেকে অর্ডার এসেছে। কয়েদীকে স্টেটের বাইরে পাঠানো হবে।'

অফিসার চলে গেলে গ্রেসের হাত চেপে ধরল মিচ। ওদের মধ্যে যেন হৃদয়ের একটা যোগাযোগ ঘটল। গ্রেসও যে ব্যাপারটা টের পেয়েছে বুঝতে পারল মিচ। 'কথা বলো।'

গ্রেস যা জানে সব কথা খুলে বলল ওকে। ওর কথা শেষ হলে মিচ বলল, 'আর কে বাকি রয়েছে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ? এন্ড্রু প্রেস্টন, জ্যাক ওয়ার্নার এবং তোমার বোন কনি যদি নিরপরাধ হয়ে থাকে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রেস। 'জন মেরিভেল। কিন্তু সে এ কাজ করেনি।'

'তুমি যেন নিশ্চিত!'

'শুরুতে জনকে আমার সন্দেহ হয়েছিল। জানি ট্রায়ালে ও আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে এবং কে জানে, ও-ই হয়তো টাকাটা মেরে দিয়েছে। কিন্তু ও লেনিকে খুন করতে পারে না।'

'কেন পারে না?'

'লেনি বোট নিয়ে সাগরে যাওয়ার দিন ও বোস্টন ছিল। ডেভি ওর অ্যালিবাই পরীক্ষা করেছে।'

'আমিও করেছি,' চিন্তিত দেখাল মিচকে। জন মেরিভেলের সঙ্গে তার লাঞ্চের কথা মনে পড়ল, সে যখন লেনি ব্রুকস্টিনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দিনটির কথা বলছিল তখন একদমই তোতলাচ্ছিল না। 'তবু। ওই লোকটার মধ্যে মনে হয় গোলমাল আছে।'

গ্রেস শূন্য দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকাল। মিচ ভাবল *ও কোন কিছুই আর গ্রাহ্য করছে না। ও আশা ছেড়ে দিয়েছে।* যখন কথা বলল, ওর কণ্ঠে ভয় বা কৌতূহল কিছুই ফুটল না। 'আপনি কি জানেন ওরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

'না। তবে খুঁজে বের করব,' আবার ওকে রক্ষা করার ব্যাকুলতা অনুভব করল মিচ। এ মহিলার মধ্যে কী আছে যার জন্য সে সবকিছু করতে পারার তাগিদ অনুভব করছে? 'তোমাকে সাহায্য করার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, গ্রেস। তোমার জন্য ভালো একজন উকিল ঠিক করব, আপিলের আবেদন করব।'

'তার দরকার নেই।'

'কিন্তু দরকার আছে...

মিচের চোখে চোখ রাখল গ্রেস। 'আমাকে যদি তুমি সত্যি সাহায্য করতে চাও তাহলে খুঁজে বের করো কে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। মনে হয় না কোরাম প্রতারণার দায় থেকে তুমি কোনদিন তার নামটি নিষ্কলঙ্ক করতে পারবে। তবে আমি

লোককে জানাতে চাই লেনি কাপুরুষ ছিল না। তাই সে আত্মহত্যা করে নি।'

'চেষ্টা করব। কিন্তু, গ্রেস, আমি যদি সফল হইও, লেনি তো মারা গেছেন। তুমি বেঁচে আছ। তোমার সামনে তোমার গোটা জীবন পড়ে রয়েছে। তোমার অবশ্যই নতুন একজন ল'ইয়ার দরকার হবে। তোমাকে অবশ্যই আপিল করতে হবে।'

আবার হাজির হলো অফিসার, সঙ্গে আরও দু'জন সশস্ত্র অফিসার এবং সুট পরা, কঠোর চেহারার এক লোক। *সিআইএ? এফবিআই?* 'যাওয়ার সময় হলো।'

সিধে হলো গ্রেস। হঠাৎ চুম্বন করল মিচের গালে।

'আমাকে ভুলে যাও।'

মিচ দেখছে লোকগুলো ওকে নিয়ে যাচ্ছে। ও চলে যাওয়ার পরে শূন্য সাক্ষাৎকার কক্ষে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মিচ।

তোমাকে ভুলে যাব?

কোনদিনই তা পারব না।

সত্তর

মারিয়া প্রেস্টন তার লম্বা কেশরের মতো চেস্টনাট রঙের চুলগুলো পেছনে ঠেলে সরিয়ে রিয়ারভিউ মিররে নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ করল মুগ্ধ নয়নে। তার গায়ের ত্বক তার চেয়ে বয়সে দশ বছরের ছোট মেয়েদের মতো, ক্রিম-সাদা চামড়া যেন দুপুরের রোদে ঝলকাচ্ছে। ঘণ্টা তিনেক আগে লাভারের সঙ্গে বিছানায় কাটিয়ে এসেছে সে। তৃপ্তিতে ভরে আছে দেহ-মন। এই লোকটির সঙ্গে মিলনে যে কী সুখ! লোকটি তাকে খুবই পছন্দ করে মারিয়া বহু পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে, বেশিরভাগই তার বর্তমান প্রেমিকের চেয়ে লাভ মেকিংয়ের টেকনিকে দক্ষ এবং তারা সকলেই এ লোকের চেয়ে অনেক বেশি শারীরিকভাবে আকর্ষণীয়। তবে মহিলারা শুধু সিক্স প্যাক অ্যাবসের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারে না। ওর জীবনে এমন একটা সময় এসেছে যখন ওর আরও কিছু ক্ষমতা দরকার। *ক্ষমতা।* মারিয়া প্রেস্টনের প্রেমিক একজন ক্ষমতাবান মানুষ, প্রভাবশালী। সে এন্ড্রুর মতো নয়।

বেচারা এন্ড্রু। স্বামী হিসেবে মন্দ নয়। গত কয়েক বছর ধরে সে অবশ্য মারিয়ার প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা-পয়সা আয় করে চলছে। মারিয়া যে জীবনে অভ্যস্ত সেভাবে সে যাপন করতে পারছে। মারিয়া টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ খুব ভালোবাসে। কিন্তু এসব কিছুই যখন হাতের নাগালে চলে এল, একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হলো সে। এন্ড্রুকে ওর একঘেয়ে মনে হয়। সেক্সুয়ালি, ইনটেকচুয়ালি, সব দিক থেকেই। মারিয়া এখন বুঝতে পারছে যত টাকাই কামাক না কেন এন্ড্রু, সে সব সময় অ্যাকাউনটেন্টই থেকে যাবে। আর সে যতদিন ওর সঙ্গে থাকবে ততদিন লোকে ওকে অ্যাকাউনটেন্টের বউ বলবে। *মারিয়া কারমিন! একজন অ্যাকাউনটেন্টের বউ!* মারিয়ার মতো মুক্ত বিহঙ্গ এরকম গতানুগতিক বিয়ের ফাঁদে আটকে পড়ে থাকতে পারে না।

ঠোঁটে টকটকে লাল ডিওর লিপস্টিক ঘষতে ঘষতে সে মনে মনে বলল *আমি জন্মেছি কোন বিখ্যাত লোকের বউ হওয়ার জন্য। এটাই আমার নিয়তি।*

এখন সে তাই হবে।

কীভাবে হবে তাও পরিকল্পনা করে ফেলেছে। ও এন্ড্রুকে ত্যাগ করে নতুন জীবন শুরু করবে। ওর প্রেমিক গত সপ্তাহে বিছানায় অসহ্য সুখে গোঙাতে গোঙাতে মারিয়াকে

তার প্ল্যানটা বলেছে। আজও মিলনের সময় সে মহা উত্তেজিত ছিল এবং এমন আবেগ নিয়ে মারিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে যা সচরাচর তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে।

মারিয়া রিয়ারভিউ মিররে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। 'তুমি স্রেফ একটি সুন্দর মুখ নও!'

স্যাগ হার্বার থেকে শহরে ফিরছে মারিয়া। ওখানে ট্রাফিক বিহীন দিনে যেতে সময় লাগে দুই ঘণ্টা, জ্যামে পড়লে তিন ঘণ্টা। মারিয়ার প্রেমিক তার সঙ্গে ম্যানহাটানে দেখা করার ঝুঁকি নেয়নি। অবশ্য স্যাগ হার্বারের হোটেলটি খুব দামী ছিল। সময়টা সবদিক থেকেই উপভোগ করেছে মারিয়া।

স্কাটল হোল রোডে মোড় নিল মারিয়া। সামনেই ন্যান্সির কেক শপ। ওর প্রিয় খাবারের দোকান। দোকানের জানালায় নানা রঙের এবং স্বাদের কাপ কেক সাজানো থাকে। দীর্ঘ সময় সেক্স করার পরে এখন ক্ষিদেও পেয়েছে মারিয়ার।

দোকানের সামনে এসে গাড়ি থামাল মারিয়া, গুনগুন করতে করতে ড্রাইভারের সাইড ডোরটি খুলে ফেলল।

ন্যান্সি রবার্টসন কিচেনে ছিল এমন সময় সে বিস্ফোরণের আওয়াজটা শুনল। ধড়ফড় বক্ষে ছুটে গেল দোকানে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দোকানে কেউ নেই। তবে রুমটার একেবারে বারোটা বেজে গেছে। একটি জানালার কাচও আস্ত নেই, দেয়ালে ভাঙা কাচের টুকরোসহ বাটারক্রিম লেপ্টে আছে। বাইরে, রাস্তায়, মারিয়া প্রেস্টনের বেন্টলি গাড়িটির ধ্বংসাবশেষ দাউদাউ করে জ্বলছে।

মিচ কনরস মাঠে বসে তার মেয়ে সেলেস্টির সঙ্গে খেলা করছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম শনিবার সে কাজ করে নি। হেলেন তার মেয়ের সঙ্গে মিচের দেখা করতেই দিতে চায়নি।

'তুমি তোমার ইচ্ছে মতো ওর জীবনে সাঁতার কাটতে পারো না, মিচ। তুমি জানো স্কুলের নাটক দেখতে যাওনি বলে ও কীরকম হতাশ হয়েছে? ওকে ফোন করে না আসার কারণটা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করনি।'

অপরাধবোধ ক্ষিপ্ত করে তুলল মিচকে। 'কী ব্যাখ্যা করব? আমি কাজ করছি, হেলেন। তোমাদের মাথার ওপরের আশ্রয়ের টাকাটা আসে আমার এ কাজ থেকে। তাছাড়া, ওকে দেখার জন্য তোমার অনুমতিরও আমার দরকার নেই। কারণ আজ ছুটির দিন।'

এখন, সেলেস্টিকে দোলনায় দোল দিতে দিতে মিচ ভাবছে ও মেজাজ না হারালেই পারত। হেলেনকে সে আর ভালোবাসে না। তবে অস্বীকার করার জো নেই মা হিসেবে ও খুব ভালো। আর বাবা হিসেবে মিচ ততটাই খারাপ। সে নিজেকে বোঝাতে চায় মেয়েকে যতটুকু সময় দেয়া দরকার তা সে দিচ্ছে। কিন্তু নিজেও জানে কথাটা মিথ্যা। সেলেস্টিকে ভালোবাসে মিচ, কিন্তু সত্য এটাই মেয়ের সম্পর্কে সে প্রায় কিছুই জানে

না। এবং এখন, বেশ কিছুদিন পরে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে অথচ মাথা থেকে কাজের চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। ভাবছে গ্রেস ব্রুকস্টিনের কথা: ওকে কোথায় আটকে রেখেছে এবং ওকে দেয়া প্রতিশ্রুতি সে কীভাবে রক্ষা করবে। লেনি ব্রুকস্টিনকে যে হত্যা করা হয়েছে সে কথাই কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। বরং তার বস তাকে কড়াভাবে বলে দিয়েছে গ্রেসকে নিয়ে যেন সে আর চিন্তা না করে।

গ্রেসও বলে গেছে তাকে ভুলে যেতে।

মিচের সেলফোন বেজে উঠল। কার্ল, ওর সহকর্মী।

'লং আইল্যান্ডে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। মনে হচ্ছে মাফিয়ার কাণ্ড। ভিক্টিম কোরামের এক লোকের স্ত্রী। প্রেস্টন।'

দোলনায় দোল দেয়া বন্ধ করল মিচ।

'মারিয়া প্রেস্টন?'

'ড্যাডি! আমাকে ঠেলা দাও!'

'ও মারা গেছে?'

'একদম। শরীরের কিছুই অবশিষ্ট নেই।'

'ড্যাডিইইইই।'

'টিভিতে দেখাচ্ছে সব।'

মিচ ফোন বন্ধ করে গাড়ির দিকে ছুটল। ওর এক্ষুনি কোন টিভি দেখা দরকার।'

এক মহিলা ছুটে এল ওর পেছন পেছন। 'স্যার? এক্সকিউজ মি, স্যার?'

ঘুরল মিচ।

মহিলা সেলেস্টির দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাচ্ছে। মেয়েটা উঁচু দোলনায় বসে আছে। নামতে পারছে না। ওর কথা একদমই ভুলে গিয়েছিল মিচ।

জন মেরিভেলের দেরি হয়ে গেছে। সে কোথাও যেতে দেরি করতে মোটেই পছন্দ করে না। দ্রুত অফিসে ঢুকল জন, চেয়ারে বসে ড্রয়ার খুলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খুঁজতে লাগল।

'তুমি ঠিক আছ তো, জন?' দরজায় উঁকি দিল হ্যারি ব্লেইন।

'ভা-ভালো আছি। ধন্যবাদ। সরি, দেরিতে হয়ে গেল। মারিয়া প্রেস্টনের ব্যাপারে স্টেটমেন্ট দিতে প্রেস খুব জ্বালাতন করছে।'

'বেচারী। খুবই ভয়ানক ঘটনা। গাড়ি বোমার বিস্ফোরণ বেইরুট কিংবা গাজায় ঘটা স্বাভাবিক, স্যাগ হার্বারে নয়। উনি তোমার বান্ধবী ছিলেন, তাই না?'

বিব্রত দেখাল জনকে। 'না, ঠিক তা নয়। ওর স্বামী আমার ক-কলিগ ছিল।'

'তুমি কি মুস্টিক যাবেই ঠিক করেছ?'

'অবশ্যই।'

টাস্ক ফোর্স আবিষ্কার করেছে গুয়েনেয়রনসিতে, লেনির একটি ফ্যামিলি ট্রাস্ট

ব্রুকস্টিন ডিপেনডেন্টস জ্যাকব রিজ নামে এক পুঁজিপতিকে অনেকগুলো টাকা দিয়েছিল। এ টাকাগুলোর কী হলো জানতে আগ্রহী এফবিআই। তবে নিউইয়র্কে মি. রিজের বিজনেস ম্যানেজার এখন পর্যন্ত সহায়তা করতে রাজি হয়নি বলে জন মেরিভেল ঠিক করেছে সে বিখ্যাত ব্যবসায়ীটির মুস্টিক এস্টেটে স্বয়ং হাজির হয়ে তাঁকে চমকে দেবে। জেক রিজের সৈকত সংলগ্ন প্রাসাদ লেনির নিজের বাড়ি (এখন বাজেয়াপ্ত) থেকে এক মাইলেরও কম দূরত্বে। ওরা দু'জন প্রায়ই একসঙ্গে ছুটি কাটাতে ওখানে যেতেন।

'তুমি কতদিনের জন্য যাবে?'

'এক বা দুইদিন। তবে জেক যদি সহযোগিতা করতে না চান তাহলে আরও দেরি হতে পারে।'

'কোন সাহায্যের দরকার হলে আমাকে জানিয়ো।' নিজের অফিসে ফিরে গেল হ্যারি বেইন। স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলল জন মেরিভেল।

সবকিছু এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসছে। গ্রেসকে আবার জেলে ঢোকানো হয়েছে। গুজব শোনা যায় এফবিআই কোরা তদন্তের পেছনে অর্থ ঢেলে ঢেলে বেজায় ক্লান্ত। হয়তো শীঘ্রি তারা টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম বন্ধ করে দেবে। আর কয়েকদিন পরে উড়াল দেবে জন।

মারিয়া প্রেস্টন মার্ডার কেসের ভার দেয়া হয়েছে মিচের নিজের থানার এক পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বীকে। পঞ্চাশোর্ধ বিশালদেহী লোকটার নাম ডোনাল্ড ফালকে। সাদা চুল মোড়ানো মাথা, ইয়া ভুঁড়ি, মুখভর্তি দাড়ি, ফোর্সে ডিটেকটিভ ফালকেকে সবাই ডাকে সান্তা বলে। সে মব কিলিং বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলে নিজেকে দাবি করে।

সে মিচকে বলল, 'মিডিয়া একে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য উঠে পড়ে গেছে। যত্তোসব ফালতু। এটা যদি সন্ত্রাসী হামলা হয়ে থাকে তাহলে আমি ডলি পার্টন, ওটা আল-কায়েদা ছিল না, ছিল আল কাপু। পুরো ঘটনায় দগদগ করছে মাফিয়ার চিহ্ন।'

'তুমি কী করে বুঝলে?'

চোখ সরু হয়ে এল ডন ফালকের। 'অভিজ্ঞতা। এ ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন, কনরস? এটা তো তোমার কেস না।'

'যদি এটা মব হিট হয়ে না থাকে? যদি এমন হয় মারিয়া প্রেস্টন কিছু জানত? কোরাম সম্পর্কে জেনে ফেলেছিল, এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু যে কারণে কেউ ওকে হত্যা করেছে।'

'আমরা তাও খতিয়ে দেখেছি,' মিচের বক্তব্য খারিজ করে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ফালকে। 'এর সঙ্গে কোরামের কোন সম্পর্ক নেই, বুঝলে? কেউ ওকে হত্যা করেনি। এটা ছিল একটা সফিসটিকেটেড কার বম্ব, কোন ছুরিছোরা কিংবা বন্দুক নয়। এটি একটি ক্লাসিক কোসা নোসত্রা মার্ডার অপারেশন।'

'কার বম্ব কে আবিষ্কার করেছিল জানো, ডন?'

চোখের মনি ঘোরাল ফালকে। 'ইতিহাসের গপ্পো শোনার সময় আমার নেই, কনরস। আমাকে একটি হত্যা রহস্য সমাধান করতে হবে। এখন আমি যাব...'

'বুডা নামে এক লোক ১৯২০ সালে গাড়ি বোমা আবিষ্কার করে। মারিও বুডা। সে ছিল এক ইটালিয়ান আর্কিটেক্ট।'

'আমাকে এ ইতিহাস শোনাচ্ছ কেন, কনরস?'

'গাড়ি বোমাটি যে আবিষ্কার করেছিল সে এ বোমা ওয়াল স্ট্রিটের ধনী ব্যাংকারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। ১৯২২ সালে। এতে দুশো মানুষ আহত হয়। চল্লিশ জন মারা যায়। তবে যাকে টার্গেট করা হয়েছিল সেই বুড়ো জে.পি ওই সময় স্কটল্যাণ্ডে থাকার কারণে প্রাণে বেঁচে যান।'

'তো?'

'এটি একশো বছর আগের ঘটনা কিন্তু আচরণনীতি এখনও একইরকম রয়ে গেছে। এটা মাফিয়া হতে যাবে কেন? যে কোন নির্বোধ ওই গাড়িতে কিছুটা সেমটেক্স রেখে আসতেই পারত। আমার বিশ্বাস মারিয়া কোরাম কিংবা লেনি ব্রুকস্টিন সম্পর্কে এমন কোন গোপন তথ্য জানতে পেরেছিল যে তাকে কেউ বাঁচিয়ে রাখা সমীচীন মনে করেনি।'

হেসে উঠল ডন ফালকে। 'ডুব্রে ঠিকই বলেছেন। ওই মেয়েটা তোমাকে সম্মোহন করেছে। এ ঘটনার সঙ্গে লেনি ব্রুকস্টিনের কোন সম্পর্ক নেই, বুঝেছ? তুমি বরং বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকো।'

'আমি এড্রু প্রেস্টনের ইন্টারভ্যু নিতে চাই।'

মেজাজ হারাল ডন ফ্যালকে। 'তাহলে আমার লাশ ডিঙোতে হবে। শোনো, কনরস, আমার কেস থেকে দূরে থাকো। আমি সিরিয়াস।

'কেন, ডন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ ভেবে আমি কোন অপ্রীতিকর জিনিস আবিষ্কার করে ফেলতে পারি?'

'আমি যদি শুনি তোমাকে এড্রু প্রেস্টনের দশ মাইলের মধ্যেও দেখা গেছে, সোজা ডুব্রের কাছে যাব এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তোমার চাকরি খেয়ে নেবেন।'

মিচ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ফ্যালকের গনগনে চেহারার দিকে। তারপর একটিও কথা না বলে বেরিয়ে পড়ল ওর অফিস থেকে। পা বাড়াল নিজের গাড়িতে।

প্রেস্টনদের মিডটাউনে অ্যাপার্টমেন্টে মাসখানেক আগে একবার গিয়েছিল মিচ। বেশ দামী বাড়ি, পাঁচটি বড়বড় বেডরুম। মারিয়া প্রেস্টনকে ওর মোটেই ভালো লাগেনি। বড্ড কৃত্রিম মনে হয়েছে।

প্রেস্টনদের ব্লকে মোড় নিয়ে গাড়ির গতি কমাল ও। ইউনিফর্ম পরা বিট পুলিশের

দল রাস্তা ঘেরাও করে রেখেছে। দুটো অ্যাম্বুলেন্স আর কয়েকটি স্কোয়াড কারের পাশে নিজের গাড়িটি থামাল মিচ।

'এখানে হচ্ছেটা কী?' নিজের ব্যাজ দেখাল ও।

'মারিয়া প্রেস্টনের স্বামী, স্যার।'

'হ্যাঁ, সে কী করেছে?'

'গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ঘণ্টাখানেক আগে। রশি কেটে এখন নামানো হচ্ছে লাশ।'

একাত্তর

ওপর তলায়, ডাক্তাররা ঝুঁকে আছে এন্ড্রু প্রেস্টনের দেহের ওপর। বুক পাম্প করছে। মিচ দেখেই বুঝতে পারল বেহুদাই কাজটা করা হচ্ছে। আর কোন আশা নেই।

'ক্রাইম সিনের লোকজন এখনও আসেনি?'

একজন ডাক্তার মাথা তুলে চাইল। 'আপনিই সবার আগে এসেছেন, ডিটেকটিভ ফ্যালকে রওনা হয়েছেন।'

'কোন চিঠি?'

'জী, আছে একটা। ওখানে।'

লিভিংরুমে হাত তুলে দেখাল ডাক্তার। জানালা খোলা। একজোড়া লাল দামী চেয়ারের মাঝখানে, সুদৃশ্য কফি টেবিলের ওপর, কাচের ভারী অ্যাশট্রে দিয়ে চেপে রাখা হয়েছে এক টুকরো কাগজ, বাতাসে পতপত করে উড়ছে। গ্লাভস না পরেই মিচ অ্যাশট্রে সরিয়ে কাগজের টুকরোটি তুলে নিল। পরিষ্কার, গোটা গোটা হস্তাক্ষরে সাতটি শব্দ লিখে রেখে গেছে এন্ড্রু প্রেস্টন।

এ আমারই দোষ। আমাকে ক্ষমা করো, মারিয়া

তুমি এখানে কোন **বাল করছ?**

লাফিয়ে উঠল মিচ, হাত থেকে পড়ে গেল চিরকুট। ক্রুদ্ধ দানবের মতো দেয়ালে বাড়ি খেল ডিটেকটিভ লেফটেনেন্ট ডুব্রের কণ্ঠ।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

ব্যাখা করার জন্য মুখ খুলেও আবার বুজে ফেলল মিচ। সে কী বলবে? জানে ওর এখানে আসা উচিত হয়নি। কারণ আরেকজন গোয়েন্দার কাজে অর্বাচীনের মতো নাক গলাচ্ছে সে। ডুব্রের মুখ লাল হয়ে গেছে রাগে।

'ওটা এভিডেন্স টেম্পারিং হচ্ছে! তুমি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কত সিরিয়াস? তোমাকে আমি ফোর্স থেকে বের করে দিতে পারতাম। তোমাকে ফোর্স থেকে বের করে দেয়াই উচিত ছিল।'

'আমি দুঃখিত। এন্ড্রু প্রেস্টনের সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার ছিল।'

'সেজন্য তুমি দেরি করে ফেলেছ।'

'জী। তাই দেখতে পাচ্ছি। দেখুন, স্যার, আমি ফ্যালকের জন্য অপেক্ষা করতে পারতাম কিন্তু জানি ও বাধা দেবে। ও আমাকে চিরকুট পর্যন্ত দেখতে দিত না।'

'অবশ্যই দেখতে দিত না। এবং দেবেই বা কেন? এটা তো তোমার কেস নয়, মিচ।'

'কিন্তু, স্যার ও সঠিক প্রশ্নগুলো পর্যন্ত করছে না। যেমন স্যাগ হার্বারে মারিয়া প্রেস্টন কী করছিল। এবং কে জানত ও সেখানে গিয়েছিল।'

'আধঘণ্টা আগে আমাকে ফোন করেছিল ডন। বলেছে তুমি ওর কাজে নাক গলাচ্ছ, লেনি ব্রুকস্টিন নামে ফালতু লোকটাকে নিয়ে আজাইরা কথা বলছ। ওর ধারণা লেনি আর গ্রেস তোমার মাথাটাই খারাপ করে দিয়েছে।'

'কী যে বলেন, স্যার। আপনি তো জানেনই ডন ফ্যালকে সবসময় আমার পিছু লেগে আছে।'

'আমারও ধারণা তোমার মাথাটা গেছে। আমি দুঃখিত, মিচ। তবে এবারে বড্ড বেশি নাক গলিয়ে ফেলেছ তুমি। পরবর্তী নোটিশ না দেয়া পর্যন্ত তোমাকে সাসপেন্ড করা হলো।'

'স্যার!'

'ধরে নাও অনির্দিষ্টকালের জন্য তোমাকে ছুটি দেয়া হলো। আমার দিকে ওভাবে কটমট করে তাকিও না। তোমার ভাগ্য ভালো তোমাকে চাকরিচ্যুত করা হয়নি। তোমার উপার্জনের ওপর হেলেন এবং সেলেস্টি পুরোপুরি নির্ভরশীল জানি বলেই তোমার চাকরিটা থাকল। এখন এখান থেকে ভাগো।'

বাড়ি ফেরার পথে বার-এ ঢুকল মিচ। ডেভি বুকোলার সঙ্গে এ বারেই ওর প্রথম সাক্ষাৎ। সে বারম্যানকে স্কচের অর্ডার দিয়ে বলল, 'একটার পর একটা স্কচ দিতে থাকুন।'

ও ভাবছিল ডেভি বুকোলার সঙ্গে দেখা করাই উচিত হয়নি। লেনি ব্রুকস্টিনের মৃত্যুরহস্য নিয়ে ডেভির পেছনে যদি এভাবে লেগে না থাকত মিচ, তাহলে এসবের কিছুই ঘটত না। মিচ গ্রেসকে গ্রেপ্তার করতে পারত এবং এর সমাপ্তি এখানেই ঘটত। ও পরবর্তী কেস নিয়ে কাজ শুরু করে দিত। এমনকী ক্যাপ্টেনও হয়ে যেতে পারত।

বদলে ডিউটি থেকে সাসপেন্ড হয়ে একা এখানে বসে আছে। সবকিছুই ঘটেছে বুকোলার ফাইল এবং গ্রেসকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কারণে। *গ্রেস।* মিচ ভাবছে কোথায় আছে ও। কেউ ওকে কিছু বলেনি। বলবেও না। মিচ কল্পনা করল গ্রেসকে জেরা করা হচ্ছে, নির্জন কোন জেলে আটকে রাখা হয়েছে, ওকে ঘুমাতে দিচ্ছে না। গ্রেসের বিষণ্ন চোখ, সাহস, বিস্ময়কর রসবোধের কথা মনে পড়ছে মিচের। আশা করল মেয়েটির শক্তি ভেঙে পড়েনি।

হুইস্কির নেশার মধ্যে গ্রেসের কথাগুলো ভেসে এল ওর কাছে।

আমাকে ভুলে যাও।

এখন আর ওকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। গত দু'মাসে হেলেনের কথা প্রায় মনেই পড়েনি মিচের। গ্রেস তার অবচেতনে এবং স্বপ্নে জায়গা করে নিয়েছে। এখন সে গ্রেসের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তার বিশ্বাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে, যেমন আচরণ সে করেছে হেলেন এবং সেলেস্টির সঙ্গে। যেভাবে সে তার বাপের কাছে ব্যর্থ হয়েছে। *আমি যাদেরকে ভালোবাসতাম তাদের সবাইকেই হতাশ করেছি। আমি কারও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি।*

গোল্লায় যাক সাময়িক বরখাস্ত। জাহান্নামে যাক হতাশা।

কালকের ফ্লাইটেই মিচ নানটুকেট আইল্যান্ডে যাবে।

সত্য উদঘাটনের জন্য আর অপেক্ষা করা যায় না।

বাহাত্তর

বিষয়টি মাথায় ঢুকছে না মিচের।

পৃথিবীর সমস্ত টাকা তোমার কাছে আছে। তুমি মিয়ামি বীচ, বারবাদোস, হাওয়াই, প্যারিস– যেখানে খুশি যেতে পারো। সেই তুমি কেন এরকম একটা আঁস্তাকুড়ের মধ্যে বাড়ি কিনেছ?

বোঝাই যায়, লেনি ব্রুকস্টিন পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিমান মানুষটি ছিলেন না। তাঁর অপূর্ব সুন্দরী একটি স্ত্রী ছিল যে তাঁকে ভালোবাসত, কিন্তু তিনি সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এমন এক কূট নারীর সঙ্গে যে তাঁকে ঘৃণা করত। তার তথাকথিত বন্ধুদের বিশ্বস্ততা ব্যবহৃত গাড়ি বিক্রেতাদের সঙ্গেই কেবল তুলনা করা যায়। আর নানটুকেট জায়গাটি দেখেই তো মিচের মেজাজ গেছে খারাপ হয়ে। ধূসর রঙের ক্ল্যাপবোর্ড বাড়ি, বৃষ্টিতে ধোয়া, হতশ্রী চেহারার সমুদ্র সৈকত, এরকম জায়গা দেখলে মানুষের মনে এমনিতেই জেগে ওঠে হতাশা।

'এখানকার লোকজন করে কী?' মেইন স্ট্রিটের কংডনের এক ওষুধ বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করল মিচ। অফ সিজনে যেসব দোকান খোলা থাকে এটি তারই একটি।

'কেউ ছবি আঁকে, কেউ লেখালেখি করে।'

কী লেখে? সুইসাইড নোট? লিওনার্ড কোহেনের লিরিকস?

'কিছু লোক মাছ ধরে। মার্চ মাসে এ জায়গাটি খুব নীরব থাকে।'

কথা সত্য বটে। ইউনিয়ন স্ট্রিটের যে গেস্টহাউজটিতে উঠেছে মিচ এটি কবরের মতোই নীরব। রাতের বেলা শব্দ বলতে কেবল পার্লারে গ্রাণ্ডফাদার ক্লকের টিকটিক টিকটিক আওয়াজ। এখানে আরও কয়েকটা দিন থাকলে মিচের অবস্থা শেষ পর্যন্ত *দ্য শাইনিং* ছবির জ্যাক নিকলসনের মতোই হবে।

তবে বেশিদিন থাকার প্রয়োজন হলো না। মিচ এ দ্বীপে পৌঁছার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চাউর হয়ে গেল শহরে এক অদ্ভুত লোক এসেছে যে লিওনার্ড ব্রুকস্টিন সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। ঘটনা কী জানতে সবারই আগ্রহ হলো।

ফেলোসিয়া টোরেজ, ক্লিফরোড এস্টেটে গ্রেস এবং লেনির রাঁধুনী ছিল যে মহিলা সে এখন কোম্পানি অব দ্য কলড্রনে কাজ করে। এটি একটি রেস্টুরেন্ট। মিচ তার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

'২০০৯ সালের গ্রীষ্মের এক ঝড়ের দিনের ঘটনার বিষয়ে আমি একটি পরিষ্কার ছবি পেতে চাইছি। আপনি ওই সময় ব্রুকস্টিনদের বাড়িতে বাস করতেন, না?'

নিরুত্তর।

'আপনি কতদিন ওদের সঙ্গে কাজ করেছেন?'

এবারেও সাড়া নেই।

'দেখুন ম্যাম, এটা কোন অফিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন নয়, ঠিক আছে? আপনার নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই। বিশেষ ওই ছুটির দিনটিতে বাড়ির অতিথিদের মধ্যে কোন উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করেছিলেন কি?'

মিচ ভেবেছিল মহিলা ভালো ইংরেজি বলতে পারে না বলে চুপ করে আছে। তারপর ভাবল এ বোধহয় বোবা কিংবা কালা। কিন্তু ফেলিসিয়া নীরবতাকে আঁকড়ে ধরে রইল সুপার গ্লু'র মতো। মিচ হাউসকীপার, মেইড, মালী সবার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু সকলের কাছ থেকে একই জবাব পেল।

'আমার মনে নেই।'

'আমি কিছু দেখি নি।'

'আমি আমার কাজ সেরে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।'

কাল মিচ হার্বারে গিয়ে জেলেদের সঙ্গে কথা বলবে। এদের কেউ না কেউ নিশ্চয় ওইদিন নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। কিন্তু এখানেও কোন আশার বাণী শোনা গেল না। এরা যেন সবাই একটি গোপন ক্লাবের সদস্য, মুখ না খোলার পণ করেছে। কিন্তু এর কোন মানে খুঁজে পেল না মিচ। লেনি ব্রুকস্টিন তো মারাই গেছেন। তাহলে ওরা কাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে?

হান্না কফিন তার স্বামীকে ডাকল।

'ট্রিস্টাম! এদিকে একবার এসো!'

'আসছি।'

কফিন দম্পতি ওয়াইউইনেট হোটেলে কাজ করে। দ্বীপের কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত, সবচেয়ে নির্জন অংশে হোটেলটির অবস্থান। বড় বড় হোটেলগুলোর মতো এটিও বসন্ত কালে বন্ধ থাকে তবে অল্প কিছু কর্মচারী রেখে দেয় মেইনটেনান্স এবং রিপেয়ারের কাজে। হান্না এবং তার স্বামী কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করছে। কাজ বলতে তেমন কিছুই নেই। ফলে ট্রিস্টাম কফিনের সময় কাটে তার ডুকাটি মোটরবাইক নিয়ে খুটুর খুটুর মেরামতিতে আর হান্না দিনের বেলার টিভি প্রোগ্রাম দেখে সময় কাটায়।

'ট্রিস্টাম!'

'আমি ব্যস্ত, হানি।'

'ব্যাপারটা জরুরী। এক্ষুনি আসো।'

বিরক্ত হয়ে হাতের রেঞ্চটি রেখে ওদের নিচতলার অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রুমে

ঢুকল ট্রিস্টাম। যথারীতি টিভি চলছে।

'এ লোকটাকে তোমার মনে আছে?'

টিভি পর্দায় ইংগিত করল হান্না। মারিয়া প্রেস্টনের মার্ডার কেস বিষয়ে এক লোকের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে। গল্পটি দিন দিন রসালো হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে স্বামীই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে, স্ত্রী পরকীয়া প্রেমে আসক্ত সন্দেহে তার স্বামী এক গুণ্ডা ভাড়া করে তাকে মেরে ফেলেছে। মার্ডার কেসটির বিষয়টিতে হান্না কফিন বিশেষ আগ্রহী কারণ মারিয়া প্রেস্টন একবার ওয়াইউইনেট হোটেলে উঠেছিল।

ট্রিস্টাম লোকটির চেহারা দেখল খুঁটিয়ে।

'চেনা চেনা লাগছে।'

'ও অবশ্যই চেনা লোক।'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল হান্না 'আচ্ছা, ওই পুলিশটা উঠেছে কোথায়? লেনি ব্রুকস্টিনকে নিয়ে যে নানান প্রশ্ন করছে?'

'ইউনিয়ন স্ট্রিটে। কেন?'

'আমি ওকে ফোন করব তাই।'

বেজার দেখাল ট্রিস্টামকে। 'কামন, হানি। এর মধ্যে তুমি জড়িয়ো না।'

'অবশ্যই জড়াবো,' কাউচ থেকে দুশো পাউণ্ড ওজনের শরীরটা টেনে তুলল হান্না, যেন গড়িয়ে গেল ফোনের দিকে। 'আমার মনে আছে ওই লোকটাকে আমি আগে কোথায় দেখেছি এবং কখন।'

'আপনি শিওর?'

নিজেকে চিমটি কাটতে ইচ্ছে করছে মিচের। শিরদাঁড়া ভেঙে যেতে পারে এ ভয় না থাকলে সে এতক্ষণে হান্নাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেত।

'একশো ভাগ নিশ্চিত। ওরা দু'জন একসঙ্গে হোটেলে উঠেছিল। সেদিন খুব ঝড় ছিল। সে এবং মারিয়া প্রেস্টন।

'এবং ওরা...

'একসঙ্গে সমস্ত বিকেলটা থেকেছে। অথচ টিভিতে ইন্টারভ্যু দেয়ার সময় এমন ভান করছিল যেন মারিয়াকে চেনেই না। কিন্তু দু'জনকে আমি খুব ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছি। বুঝতেই পারছেন কী বলতে চাইছি।'

বুঝতে পারছে মিচ মহিলা কী বলতে চাইছে। আধঘণ্টা পরে ওর জেটিতে যাওয়ার কথা, সে মত বদলে ফেলল। চলল এয়ারপোর্টে।

নানটুকেট এয়ারপোর্টটি খুবই ছোট। ইংরেজি 'L' অক্ষরের আকৃতি, আলকাতরা মাখানো ছাদ। অর্ধেক অংশে লেখা 'Departures' বাকি অর্ধেকে 'Arrivals'। এক এবং দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট সেসনা প্লেনগুলো অবতরণ করছে, প্যাসেঞ্জাররা নেমে আসছে,

টারমাকে লাগেজ আনলোড করতে সাহায্য করছে পাইলটকে। ডিপারচার লাউঞ্জে 'সিকিউরিটি' বলতে ধূসর, রঙের দাড়িঅলা এক বুড়ো, জো নাম, সে স্থানীয়দের ব্যাগে একবার চোখ বুলিয়ে তাদেরকে হেসে বিদায় দিচ্ছে।

মিচ কেপ এয়ারের ডেস্কে চলে এল।

'আপনাদের প্যাসেঞ্জার রেকর্ডগুলো একবার দেখতে চাই, প্লিজ। ২০০৯ সালের ১২ জুনে যেসব ফ্লাইট দ্বীপে এসেছে সেগুলো শুধু দেখান।'

ডেস্কে বলা মেয়েটি চোখ পাকাল। 'কে আপনি?'

'পুলিশ।'

'ডারলিন?' ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়ল মেয়েটি। 'আরেকজন পুলিশ এসেছে। ইনিও ১২ জুনের রেকর্ড দেখতে চাইছেন। ওনাকে একটু নিয়ে যাবে?'

টুইড স্কার্ট পরা এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন অফিস থেকে। বরফ সাদা চুল সুন্দর করে বাঁধা চুলের পেছনে, নাকের ডগায় ঝুলছে চশমা, দেখতে লিটল রেড রাইডিং হুডের দাদীমার মতো।

অবাক মিচ। 'আরেকজন? আপনাদের প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখতে আরও কেউ এসেছিল নাকি?'

'হুঁ। আমি ডারলিন উইন্টার।' সরু, ভাঁজ পড়া হাত দিয়ে মিচের প্রকাণ্ড, ভল্লুকের মতো হাত নাড়িয়ে দিলেন বৃদ্ধা। 'আপনারা পুলিশের লোকেরা হলেন বাসের মতো। প্রয়োজনের সময় একটিকেও পাওয়া যায় না, তারপর হুড়মুড়িয়ে সবাই এসে হাজির হয়। আসুন আমার সঙ্গে।'

ডারলিন মিচকে নিয়ে আরেকটি অফিসে ঢুকলেন। এ অফিসটি তাঁর মতোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক কিনারে একটি কম্পিউটার। তবে তিনি ঘরের অপর প্রান্তে, একটি ডেস্কে নিয়ে গেলেন মিচকে। ওখানে চামড়ায় বাঁধানো একটি বড় খাতা খোলা। দেখলে মনে হয় অ্যান্টিক বাইবেল কিংবা কোন মধ্যযুগীয় স্কটিশ প্রাসাদের প্রকাণ্ড ভিজিটর্স বুক।

'আমাদের সকল রেকর্ড কম্পিউটারাইজড, অবশ্যই,' মিচকে বললেন ডারলিন। 'এটাই আইন। তবে এখানে আমরা পুরানো কায়দা কানুনও অনুসরণ করে চলি। আমরা আমাদের ফ্লাইটগুলোর প্রতিদিনকার লগবুক হাতে লিখে রাখি। আমি ধারণা করতে পারছি আপনি কী খুঁজতে এসেছেন।'

তিনি পরিচিত একটি নাম দেখালেন, কালো কালিতে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা।

'ইনি ৬-১০ এর ফ্লাইটে বোস্টন যান, সঙ্গে আরও পাঁচজন যাত্রী ছিলেন। ৬-৫৮ মিনিটে প্লেন ল্যান্ড করে। তবে তিনি বোধহয় মত পাল্টে ফেলেছিলেন তাই আবার ৭-২৫ মিনিটে আট আসন বিশিষ্ট একটি প্লেনে চড়ে দ্বীপে ফিরে আসেন। এ হলো তার ল্যান্ডিং রেকর্ড। জুন ১২, সকাল ৮-০৫। লোগান থেকে আসা ফ্লাইট ২৭। জন এইচ. মেরিভেল।'

মিচ কাগজটিতে হাত বুলাল।

হান্না কফিন তাহলে মিথ্যা বলেনি। জন মেরিভেল সেদিন সত্যি ওই হোটেলে ছিল মারিয়া প্রেস্টনের সঙ্গে।

হান্না বলেছে, ওরা দু'জন দুপুরের দিকে হোটেলে আসে। পাঁচ ঘণ্টা পরে জন ফিরে যায় দ্বীপে। লেনি ব্রুকস্টিনের বোটে গিয়ে তাকে হত্যা করার যথেষ্ট সময় সে পেয়েছিল।

'আপনি আরেকজন পুলিশের কথা বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ। এফবিআই, মনে পড়ে সে নিজের পরিচয়ে এটাই বলেছিল। তবে দেখে মনে হচ্ছিল সামরিক বাহিনীর লোক। খুবই রূঢ় স্বভাব, আর্মিদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল ছিল মাথায়।'

'ওর্ নাম মনে নেই?'

ভুরু কোঁচকালেন বৃদ্ধা। 'উইলিয়াম,' অবশেষে বললেন তিনি। 'উইলিয়াম কী যেন। সরাসরি এ পৃষ্ঠাটিই দেখছিল সে। ১২ জুন। জন মেরিভেল। এই মি. মেরিভেল কি কোন বিপদে আছেন?'

এখনও নেই, মনে মনে বলল মিচ। তারপর ভাবল *এই উইলিয়ামটা কে?*

তেহাত্তর

কাদামাখা সেডান এবং তার একমাত্র যাত্রীর দিকে তাকাল গার্ড। সে কনভয় কিংবা আর্মারড কোন কার আশা করেছিল। নোংরা ফ্যামিলি গাড়িতে বসা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষকে নয়।

ভার্জিনিয়া গ্রামাঞ্চল ডিলউইনের বাইরে এ ক্যাম্পটি একটি সর্বোচ্চ গোপনীয় OGA ফ্যাসিলিটি। OGA মানে 'Other Government Agency' এ আসলে সিআইএ-র আরেক রূপ বলা যায়, যদিও ডিলউইন ক্যাম্পে বেসামরিক কয়েদী, যারা অতিশয় বিপজ্জনক বলে মূল ধারার সংশোধন কারাগারে ফেরত পাঠানো হয় না, তাদের জন্য এটি সাময়িক 'বাড়ি' বলে বিবেচিত। এদের মধ্যে কিছু আছে সন্ত্রাসবাদী। অন্যরা গুপ্তচর। অল্প কয়েকজনকে 'রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল' মনে করা হয়। তবে ডিলউইনের যে কয়েদীটিকে দেখতে এসেছে সেডানের লোকটি, তার কাছে ওই কয়েদীর মতো সংবেদনশীল অন্য কেউ হতে পারে না। এই কয়েদীকে এফবিআই-এর ফেয়ারফ্যাক্স সেলে পাঠানো হচ্ছে। দৃশ্যতঃ একটি সেডানে করে।

'কাগজপত্র, প্লিজ।'

ধূসরচুলো লোকটি তার প্রমাণপত্রগুলো দেখাল। গার্ড কাগজে চোখ বুলাচ্ছে, সেডানের যাত্রী আড়ষ্ট হয়ে রইল। যদিও সবকিছু ঠিক আছে বলেই সে জানে।

'ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। ওরা আপনাকে আশা করছে।'

গ্রেস তার ছয় ফুট বাই আট ফুট কারা প্রকোষ্ঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে, শরীরের দু'দিকে হাত প্রসারিত করল ও, বুক ভরে দম নিতে নিতে লাফ মারল সামনে।

ডিলউইনে দু'সপ্তাহ হলো সে এসেছে, জানালাবিহীন এই বাক্সটিতে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বন্দি। এখানে কথা বলার কেউ নেই, কোন মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয় না, এ অবস্থায় যোগ ব্যায়ামই তার একমাত্র ভরসা। শরীর এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করতে সে ব্যায়াম করে।

আমি বেঁচে আছি। আমি শক্তিশালী। আমি সারাজীবন এখানে থাকব না।

কথাটা কি সত্যি? ঘণ্টা, দিন এবং রাতগুলো ইতিমধ্যে একটি দীর্ঘ, বিরতিহীন শূন্যতার মাঝে মিশে গেছে। গ্রেসের সেলের বাতি সারাক্ষণ টিমটিম করে জ্বলে। প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর দরজার ফাঁক দিয়ে একটি ট্রেতে করে ওকে খাবার দেয়া হয়, তবে কোনটা সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার কিংবা নৈশাহার কিছুই বোঝার জো নেই।

ওরা আমাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। আমাকে পাগল বানাতে চাইছে যাতে আমাকে কোন পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দেয়া যায়।

তবে গ্রেস মে.টেই ভেঙে পড়েনি। যোগ ব্যায়ামের ফাঁকে সে নিজের খাটিয়ায় শুয়ে চোখ বুজে লেনির ছবি মনে করার চেষ্টা করে। ওঁর জন্যেই ও আসলে বেঁচে আছে, লড়াই করছে। কিন্তু এখানে লেনির ছবিটি ক্রমে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। লেনির গলার স্বর কীরকম ছিল মনে পড়ছে না গ্রেসের, ভুলে গেছে প্রেম করার সময় তিনি ওর দিকে কীভাবে তাকাতেন। লেনি ক্রমে পিছনে সরে যাচ্ছেন। গ্রেস এ কথা ভেবে শিউরে ওঠে একবার লেনির স্মৃতি চিরতরে মুছে গেলে তার নিজের সুস্থ বিচারবুদ্ধিও হারিয়ে যাবে।

তবে গ্রেস একজন মানুষের কথা খুব মনে করতে পারছে। সে হলো মিচ কনরস। কয়েক দিন আগে, বহু মাস বাদে এই প্রথম একটি যৌন উত্তেজক স্বপ্ন দেখেছিল গ্রেস। স্বপ্নের নায়ক ছিল মিচ। ঘুম ভাঙার পরে খুবই বিব্রতবোধ করেছে ও। অপরাধবোধেও ভুগেছে। তবে এ নিয়ে মনে মনে নিজের সঙ্গে কথাও বলেছে ও।

ঘুমের মধ্যে তুমি যা দেখেছ তাতে তোমার কোন হাত ছিল না। তাছাড়া এতে অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ হলো আমি বেঁচে আছি। আমি এখনও নারী, এখনও একজন মানুষ।

কারাপ্রকোষ্ঠের দরজা খুলে গেল। চমকে উঠল গ্রেস। ওর প্রতিদিনকার এক্সারসাইজের সময় এখন নয়। গার্ড রুক্ষ স্বরে বলল, 'আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে ট্রান্সফার করা হবে।'

গত এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম তার সঙ্গে কেউ কথা বলল। নিজের কণ্ঠ খুঁজে পেতে এক মুহূর্ত সময় লাগল গ্রেসের।

'কোথায়?'

এই তো আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। জানতাম ওরা আমাকে চিরজীবন এখানে আটকে রাখতে পারবে না।

ওর রিলিজের ব্যাপারে মিচ কনরসের কোন হাত আছে কিনা ভাবল গ্রেস। ওকে কোথায় নিয়ে যাবে ভেবে কৌতূহলও জাগছে। যেখানেই নিয়ে যাক এখানকার চেয়ে বাজে জায়গা নিশ্চয় হবে না। গার্ড ভারী ধাতব দরজাটির গায়ে সাত সংখ্যার একটি কোড টিপতেই ওটা ঘড়ঘড় শব্দে খুলে গেল। গার্ডের পেছন পেছন একটি উঠোনে বেরিয়ে এল গ্রেস।

'আবার দেখা হলো, গ্রেস,' হাসল গেভিন উইলিয়ামস। 'আমাদেরকে অনেকটা পথ

যেতে হবে। চলো, রওনা হই?'

কান্ট্রি রোড খুবই বন্ধুর এবং ভাঙাচোরা। প্রতিটি ঝাঁকি গ্রেসের নার্ভে ছুরির ফলা চালিয়ে দিচ্ছে। উইলিয়ামস একটা উন্মাদ। শেষ যে দু'বার এ লোকটার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, মনে পড়ে গেল– একবার মর্গে, সে জানোয়ারের মতো চেপে ধরেছিল গ্রেসকে– দ্বিতীয়বার বেডফোর্ডের ইনফারমারিতে। সেবার তো গ্রেসের মনে হয়েছিল লোকটা বুঝি তার ওপর ঝাঁপিয়েই পড়বে। কী যে ঘৃণা জ্বলজ্বল করছিল তার চোখে... জীবনেও ভুলবে না গ্রেস। যদিও তখন সিডেটিভ দিয়ে রাখা হয়েছিল ওকে।

'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

রাস্তায় চোখ রেখেই স্টিয়ারিং হুইল থেকে ডান হাত তুলে গ্রেসের গালে সপাটে চড় কষাল গেভিন।

'আমি অনুমতি না দিলে কোন কথা বলবে না।'

থাপ্পর খেয়ে হতভম্ব গ্রেস মুক্ত হাতটি দিয়ে জ্বলতে থাকা গাল চেপে ধরল। তার ডান হাত প্যাসেঞ্জার ডোরের সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে বাঁধা। কব্জিতে খুব লাগছে হাতকড়া। ও যথাসম্ভব স্থির হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করছে যাতে গাড়ির ঝাঁকুনিতে হ্যান্ডকাফের সঙ্গে হাতটা বাড়ি না খায়।

গেভিন প্রলাপ বকার মতো আপনমনে কথা বলতে লাগল।

'ভেবেছিলাম এফবিআইতে সবকিছু অন্যরকম হবে। কিন্তু ওরা মোটেই অন্যরকম ছিল না। ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে: অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা। এজন্যই প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে বুদ্ধি এবং জ্ঞান দিয়েছেন। কাজ করার সাহস দিয়েছেন।'

গ্রেসের হার্টবিট বেড়ে গেল। *এখান থেকে আমাকে বেরুতে হবে।* ডিলউইন থেকে বেরুবার পরে ওরা জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার গভীর থেকে গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। এটি একটি অশুভ ল্যাণ্ডস্কেপ। ভাঙ্গা রাস্তার দু'পাশেই শুমাক গাছের ঘন সারি। গাছগুলো থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে। মাঝে মাঝে দু'একটা কালো ওয়ালনাট গাছ চেহারা দেখিয়ে সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে। ঘনিয়ে আসছে আঁধার।

'বেইন ওকেই বিশ্বাস করেছিল। সবাই তাই করেছে। ও বেইনের চেয়ে অনেক চালাক। ব্রুকস্টিনের চেয়েও। তবে আমার চেয়ে চতুর অবশ্যই নয়।'

ওকে আমার ব্যস্ত রাখতে হবে। কী করব উপায় না পাওয়া পর্যন্ত ওকে আপনমনে কথা বলায় ব্যস্ত রাখব।

'কে তোমার চেয়ে বেশি চতুর নয়?' আরেকটা চড় খাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হলো গ্রেস। তবে উইলিয়ামসকে এখন কথার নেশায় পেয়েছে।

'মেরিভেল ছাড়া আর কে?' ঘৃণাভরে থুতু ছুড়ল গেভিন। 'ও আমাকে অপমান করার চেষ্টা করেছিল। জেনেভায়। ওখানে সে আগেও একবার লেনির সঙ্গে গিয়েছে। আমাকে

টাস্ক ফোর্স থেকে বাদ দিতে রাজি করিয়েছে বেনকে। কিন্তু আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমি ওর গোপন ব্যাপারটা জেনে ফেলেছি।' হাসল সে। উন্মাদনায় চকচক করছে চোখ।

'কী গোপন কথা?'

অট্টহাস্য করল গেভিন। 'ও তোমার স্বামীকে খুন করেছে, মাই ডিয়ার। তুমি জানো না?'

চুয়াত্তর

নিরবে বসে রইল গ্রেস। কথা বলে যেতে লাগল উইলিয়ামসন।

'ঝড়ের দিনে জন বোস্টন গিয়েছিল প্লেনে। তবে অলস পুলিশ কেপ এয়ার রেকর্ডস চেক করে দেখেনি। আমি দেখেছি। মেরিভেল বোস্টন পৌঁছার পরপরই পরের প্লেনে আবার ফিরে আসে। হেলিকপ্টারে চড়ে লেনির বোটে যায়। এবং এ সবই সে করেছে ঝড় শুরু হওয়ার আগে। ওরা একসঙ্গে মদ্যপান করেছে– তোমার স্বামীর মদে নিশ্চয় ড্রাগস মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল– তারপর জন শালা তার কাজ সমাধা করেছে। সে লেনির শিরচ্ছেদও করেছিল। যদিও ঠিকমতো মুণ্ডু কাটতে পারেনি। যেন করাত দিয়ে গাছের গুঁড়ি কেটেছে। তোমার গোয়েন্দা বয়ফ্রেন্ডটি তোমাকে এসব কথা বলেনি?' গ্রেসকে খোঁচাচ্ছে গেভিন, যেন হত্যা করার আগে ইঁদুর ছানাকে নিয়ে খেলা করছে বেড়াল। গ্রেসের চোখেমুখে ফুটে ওঠা ভীতি সে খুব উপভোগ করছে।

গ্রেসের মাথা ঝিমঝিম করছে।

'জনই টাকাটা মেরে দেয়, কোরাম থেকে সমস্ত টাকা সে সরিয়ে ফেলে। বুড়োকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার পরে তোমাকে সে ফাঁসিয়ে দেয়– এ কাজটা করা তার জন্য খুবই সহজ ছিল– তারপর গর্দভ হ্যারি বেইনের সঙ্গে দোস্তী করে।' গেভিন হ্যারির জলদগম্ভীর স্বর ভেংচে বলল, 'এই তদন্তে জন আমাদের প্রধান ভরসা। ওকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করবে না, গেভিন।' ছাগল আর কাকে বলে! সত্যটা ওর নাকের ডগায় ঝুলে ছিল, তোমার স্বামীর লাশের মতো গন্ধ ছড়াচ্ছিল। অথচ হ্যারি বেইন তা লক্ষই করেনি!'

গেভিন উইলিয়ামসের এইমাত্র বলা কথাগুলো হজম করার চেষ্টা করল গ্রেস। লোকটা মানসিকভাবে অসুস্থ কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রেস জানে জন সম্পর্কে এ যা বলল তা সবই সত্যি। গেভিন ফ্লাইট রেকর্ডগুলো চেক করেছে, জনই টাকা চুরি করেছে, জনই লেনিকে হত্যা করেছে, জনই ট্রায়ালে গ্রেসকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে এবং তদন্তও সে স্যাবোটাজ করেছে। গ্রেসের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো যা বলছিল শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটল। ও কেন ওর ইন্সটিংক্টের ওপর ভরসা রাখেনি?

তবে সুখবর হলো এই যে, উইলিয়ামস যদি জনের বিষয়ে সত্যি কথাটা জেনেই যায়, তাহলে সে এ-ও নিশ্চয় জানে গ্রেস নিরপরাধ। সে এবং লেনি কিছু চুরি করেনি। ওরা স্রেফ ভিক্টিম ছিল। *গেভিন আমাকে অপহরণ করছে না। আমাকে রক্ষা করছে।*

গেভিনকে ধন্যবাদ দিতে সে মুখ খুলল কিন্তু সে সুযোগ মোটেই পেল না।

সামনে ঝুঁকে গেভিন উইলিয়ামস এত জোরে ঘুসি মারল যে গ্রেস সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

ওর গা ভেজা। ভিজে সপসপে। গেভিন উইলিয়ামস এক বোতল বরফ ঠাণ্ডা জল ঢালছে ওর মাথায়। এখনও গাড়ির মধ্যে রয়েছে গ্রেস। এয়ারকুলার চলছে পুরোদমে। ঠাণ্ডায় শিউরে উঠল ও।

উইলিয়ামস গ্রেসের সিট যতদূর পারল পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে ওর ওপর চড়ে বসল। চিৎকার দিল গ্রেস, ধস্তাধস্তি করল, অপেক্ষা করল অনিবার্য ঘটনাটির জন্য। কিন্তু ওকে ধর্ষণ করল না গেভিন। বদলে ওর পা দুটো এত জোরে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল যে একদমই নড়াচড়া করতে পারল না গ্রেস। চোখ বুঝে বাইবেলের মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করল গেভিন।

'আমি দোষী নই,' আকুতি করল গ্রেস। 'তুমি তা জানো।'

'তুমি দোষী।' ওকে থুতু দিল গেভিন। ঘৃণা আর উন্মাদনায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। 'তোমরা সবাই তুমি, তোমার হারামজাদা স্বামী, মেরিভেল। তোমরা সকলেই সমান, তোমরা ধনী প্যারাসাইট আর ব্যাংকাররা শুধু নিজেদের কথা ভাবো। আমাদের কথা একটুও চিন্তা করো না। তোমরা সমাজের জন্য অনিষ্টকর জীবন। তবে হতাশ হয়ো না। আমাকে পাঠানো হয়েছে তোমাদেরকে পরিষ্কার করার জন্য।' ড্রাইভারের আসনে হাত বাড়িয়ে আরেকটি জলের বোতল তুলে নিল সে। খালি করল গ্রেসের মাথায়।

'তোমাকে আমি অনুতাপ করার জন্য পানি দিয়ে ব্যাপ্টাইজ করছি।' জলটা ভীষণ ঠাণ্ডা। চোখ বুজল গ্রেস, মুখ দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ বেরুল। চোখ তুলে দেখে প্লাস্টিকের একটি গ্যাসের ক্যান খুলছে গেভিন। সে ভয়ঙ্কর তরল পদার্থটি গ্রেসের কাপড় এবং চুলে ঢেলে দিল। 'তবে দ্বিতীয় ব্যাপ্টিজম এখনই শুরু হবে। আর এটি করা হবে আগুন দিয়ে।' গেভিনের গলার স্বর ক্রমে চড়া হয়ে উঠল। সে গ্রেসের শরীরের ওপর থেকে উঠে গেল। প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। গ্রেসের হাত এখনও দরজার সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফে বাঁধা। দরজা খুলে যেতে ব্যথায় ককিয়ে উঠল ও, কাঁধের জয়েন্ট থেকে হাতটা যেন ছিড়ে যাবে। গেভিন আবারও বাইবেলের শ্লোক আবৃতি শুরু করেছে। তারপর পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্স বের করল।

গ্রেস কোন চিন্তা করল না। স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি থেকে সে ঝট করে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল সামনে, গেভিনের কুঁচকিতে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল। ভয়ানক ব্যথায়

হাউমাউ করে উঠল গেভিন, হাত থেকে পড়ে গেছে দেশলাই।

'তবেরে মাগী!' ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মতো ছুটে এল সে, ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির মধ্যে, থাবা মারল গ্রেসের মুখে। ওর নখ ঢুকে গেল চামড়ায়, কেটে গিয়ে রক্ত বেরুল। গ্রেস ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দিল। কাউমাউ করে এক মুহূর্তের জন্য ওকে ছেড়ে দিল গেভিন। তবে ব্যথার চেয়ে ক্রোধটাই ওকে আচ্ছন্ন করেছে বেশি। *ওকে আমি ধ্বংস করবই। আমেরিকাকে এসব ক্যান্সারের কবল থেকে রক্ষা করতেই হবে। নইলে এরা আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।*

'অনুতাপ করো।' গ্রেসের গাল খিমচে দিল গেভিন। আঙুল ঢুকিয়ে দিতে চাইছে চোখে। গ্রেসের খুলি ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। কাঁধের অবর্ণনীয় ব্যথাটা যে ওকে এখনও অজ্ঞান করে ফেলেনি ভেবে অবাকই লাগছিল গ্রেসের। 'অনুতাপ করো, ইভের নষ্টা মেয়ে।'

'তুই অনুতাপ কর, কুত্তার বাচ্চা!'

শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু জড়ো করে মুক্ত হাতটা দিয়ে গেভিন উইলিয়ামসের ঘাড়ে প্রচণ্ড কারাতে চপ বসিয়ে দিল গ্রেস। মট করে একটা শব্দ হলো, যেন ভেঙে গেছে শুকনো ডাল। গেভিনের হাত শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল, যেন খেলনা রোবটের ব্যাটারি এই মাত্র ফুরিয়ে গেল। গাড়ির মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল সে, বুক এবং মাথা অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে ঝুলে আছে, যেন ভাঙা ডাঁটার মাথার ফুল। তার চোখ জোড়া এখনও খোলা, তবে সেখানে ঘৃণা নয়, ফুটে আছে অপরিসীম বিস্ময়।

খালি হাতটা দিয়ে গেভিনের জ্যাকেটের ম্যাপেল ধরল গ্রেস, ঝুলে পড়া লাশটা টেনে আনল নিজের দিকে। তারপর ওর জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে বের করে নিল হাতকড়ার চাবি।

হ্যান্ডকাফ খোলা গেল সহজেই তবে হাত নাড়ালে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যাচ্ছে শরীরে। গাড়ি থেকে ধস্তাধস্তি করে নামল গ্রেস, ফোঁপাচ্ছে ব্যথায়, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, গালের রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অশ্রু। জিমন্যাস্টিকস শেখার সময় গ্রেস লক্ষ করেছে মেয়েরা তাদের ডিসলোকেট হওয়া কাঁধের হাড় আবার কীভাবে জোড়া লাগায়। মাটিতে বসে পড়ল ও, গাড়ির গায়ে হেলান দিল। তারপর দাঁতে দাঁত চাপল।

এক, দুই... তিন

ব্যথাটা অবিশ্বাস্য। তবে স্থানচ্যুত হাড় আবার যথাস্থানে জোড়া লেগে যাওয়ার শান্তিও অতুলনীয়। আনন্দে হাসতে লাগল গ্রেস। কিছুক্ষণ পরে শরীরের শক্তি ফিরে পেতে সে উইলিয়ামসের লাশের কাছে ফিরে গেল, ওর ওয়ালেট খুলে মূল্যবান যা কিছু পেল সব নিজের পকেটে ঢোকাল। তারপর সিধে হলো ও। ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে

সেডানের মধ্যে ছুড়ে ফেলল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করছে উইলিয়ামসের লাশ। আগুনের তাপে শরীর গরম করতে লাগল গ্রেস। বেশ ভালো লাগছে।

ও বেঁচে আছে।

ও এখন মুক্ত।

তবে ওর কাজ এখনও শেষ হয়নি।

পঁচাত্তর

ক্যারোলিন মেরিভেল তার ড্রেসিং টেবিলে বসে আছে, কাঁধের পেছনে চুল টেনে নিয়ে ক্রিম ডি লা মার ময়েশ্চারাইজার মাখল মুখে। বয়স চল্লিশ হলেও শরীরের ত্বক কুড়ি বসন্তের তরুণীদের জেল্লা দিচ্ছে। আর চকচকে এ চামড়া বিশেষ আনন্দিত করে ক্যারোলিনকে। গ্রেস ক্রুকস্টিনদের তুলনায় তাকে ক্ল্যাসিক সুন্দরী অভিধায় হয়তো অভিহিত করা যাবে না তবে তার আছে স্টাইল এবং নিজেকে উপস্থাপনা করার কলা কৌশল। সে দামী বস্ত্র পরিধান করে এবং জানে কীভাবে নিজের যত্ন নিতে হয়।

ক্যারোলিন ভাবছে সারাটা দিন কী করবে। জন সকাল সকাল এয়ারপোর্ট চলে গেছে। হ্যারি বেইন তাকে মুস্টিক পাঠাচ্ছে কোরাম ধাঁধার আরেক টুকরোর সন্ধানে। তবে তার আগে জনকে ওর সঙ্গে সেক্স করতে বাধ্য করেছে ক্যারোলিন, নানান উল্টোপাল্টা পোজের ছবি তুলেছে। এসব ছবি জনের জন্য রীতিমত অবমাননাকর হলেও ওর ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে বেশ মজাই লাগছিল ক্যারোলিনের। আর আজ আরও বেশি মজা পাচ্ছিল। তবে গত কয়েক দিন ধরে গোবেচারা, সাত চড়ে রা না করা স্বামীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাসের ছায়া দেখে রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ও। জন সকাল বেলা বেশ উত্তেজিত হয়ে কাজে বেরোয়। তবে ক্যারোলিন ঠিক করেছে জনের উৎসাহের বেলুনটা ফাটিয়ে দেবে। মুস্টিক থেকে বাড়ি ফিরলে বলবে এফবিআই'র ভেড়ুয়া সেজে অনেকগুলো দিন নষ্ট করেছে জন। এবারে কাজে ফিরতে হবে ওকে। নিজের ফাণ্ড গঠন করে বেশি বেশি টাকা আয় করতে হবে। ইস্ট হাম্পটনে বিলি জোয়েলের বাড়িটা বিক্রি হবে। ওই বাড়িটির দিকে বহুদিন ধরে নজর ক্যারোলিনের।

'মিসেস ক্যারোলিন।' সেসিলিয়া, মেরিভেলদের হাউসকীপার, সন্ত্রস্ত টোকা দিল তার মনিবীনীর ঘরের দরজায়।' এক ভদ্দরলোক নিচে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

ক্যারোলিন কটমটে চোখে ঘুরে তাকাল। কোমর থেকে ওপরের অংশ নগ্ন, মুখে ক্রিমের ঘন আস্তরণ, তাকে উল্কিবিহীন মাওরি যোদ্ধাদের মতো লাগছে। 'আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে গেস্টদের স্বাগত জানাতে রেডি হয়ে আছি?'

খেঁকিয়ে উঠল সে।

মনিবীনীর গাঢ় বাদামী রঙের বড় বড় স্তনজোড়ার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়ার

চেষ্টা করল সেসিলিয়া। দেখতে লাগছে পচা মাশরুমের মতো। 'মি. জনকে খুঁজছে সে। বলছে পুলিশ। বলছে অপেক্ষা করবে।'

এদিকে নিচে মেরিভেলদের জাঁকালো লিভিংরুমের চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে মিচ। এ ঘরের সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো জিনিসটি বোধহয় ম্যান্টেলের ওপর রাখা খাঁটি সোনার তৈরি পঞ্চদশ লুইয়ের ক্যারিজ ক্লকটি। জিনিসটা কুৎসিতদর্শন এবং বিকট। তবে নিশ্চয় অনেক দামী। অবশ্য এ ঘরের সবকিছুই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কেনা হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়। ভারী সিল্কের পর্দা, অ্যান্টিক ফরাসী ফার্নিচার, পার্শিয়ান কার্পেট, মিং ডাইনাস্টির ফুলদানি। কোরাম প্রতারণার পরে কি এসব জিনিস এদের কাছে রয়ে গেছে? তাহলে ঘটনার আগে কত ছিল?

অবশ্য এসবে এখন কিছু আসে যায় না। হান্না কফিনের সাক্ষ্য, এয়ারলাইন রেকর্ডসের একটি কপি, লেনির লাশ নিয়ে ফাউল প্লে করার বিষয়ে বুকোলার এভিডেন্স, সবকিছুই জন মেরিভেলকে গ্রেপ্তার করার জন্য যথেষ্ট। তবে শুধু লোকটার একটি স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। জনকে আর কেউ আইনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। ডুব্রেকে যখন এসব কথা ও বলবে তখন কল্পনায় তার চেহারা দেখতে পেল মিচ। ওর বস ওর কাছে ক্ষমতা তো চাইবেনই, ওকে ক্যাপ্টেন পদে প্রমোশনও দিতে পারেন। আর গ্রেসও বা কত খুশি হবে, কৃতজ্ঞ হবে। বলবে *মিচ, তুমি সত্যি অবিশ্বাস্য। আমি কী করে তোমার এ ঋণ শোধ করব?* মিচ ওর জন্য একজন আইনজীবী নিযুক্ত করবে। গ্রেস আপিল করবে এবং–

'নিশ্চয় খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আপনি আসেননি।'

ধূসর রঙের ঝলমলে কিমোনো গায়ে, বব কাট চুলগুলো কাঁধের পেছনে, মেকআপশূন্য মুখ, ক্যারোলিন মেরিভেলের চেহারা বরাবরের চেয়ে কঠোর লাগল।

'সকাল সাড়ে আটটায় কোন অনাহুত অতিথির আগমন আমি পছন্দ করি না।'

'আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। জরুরি।'

'সে বাড়িতে নেই। কথা শেষ হয়েছে?'

ক্রাইস্ট, মহিলা মানুষকে কী রকম তাচ্ছিল্য করতে পারে! মিচের শরীর শক্ত হলো। 'না, কথা শেষ হয়নি। আমি জানতে চাই সে কোথায়। বললাম না খুব জরুরি।'

হাই তুলল ক্যারোলিন, 'জানি না কোথায়। জনের সেক্রেটারি গ্রেচেন বোধহয় জানে। সে এখানে দশটায় আসবে। নাকি এগারোটায়? সে যাকগে, আপনি এখন আসতে পারেন।'

ক্যারোলিন ঘুরে দাঁড়াল।

'আর এক পা এগিয়েছেন কী আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করব।'

মিচ খপ করে ক্যারোলিনের কব্জি চেপে ধরল। পাঁই করে ঘুরল ক্যারোলিন। হাসছে।

'গ্রেপ্তার করবেন? কেন? আমার হাত ছাড়ুন। গর্দভ কোথাকার।'

'আপনার স্বামী কোথায় গেছেন না বলা পর্যন্ত ছাড়ব না।'

ঝাঁকি মেরে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল ক্যারোলিন কিন্তু মিচের মুঠি আরও শক্ত হলো। লক্ষ করল ক্যারোলিন থুতনিটা উঁচু করে রেখেছে, চোখের তারা প্রসারিত হচ্ছে। মিচ মনে মনে বলল, *'ও যৌন উত্তেজনা বোধ করছে। ও পাওয়ার গেম পছন্দ করে।* শারীরিকভাবে মহিলার প্রতি বিকর্ষণ বোধ করলেও ওকে টান মেরে নিজের কাছে নিয়ে এল মিচ, ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে ব্যথা দিতে চাই না। শেষ সুযোগ দিচ্ছি। বলুন জন কোথায়?'

মিচের পেশীবহুল শরীরের ওপর লোভাতুর দৃষ্টি বুলাল ক্যারোলিন। খসখসে গলায় জবাব দিল, 'ও নিউআর্ক এয়ারপোর্ট গেছে। মুস্টিকে যাবে।'

উন্মাদের মতো গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্ট চলে এল মিচ। ডিপারচারের বাইরে গাড়ি থামিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ না করেই লাফিয়ে নামল। এক অফিসার ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল।

'অ্যাই, অ্যাই। ওখানে গাড়ি রাখা যাবে না।'

লোকটাকে অগ্রাহ্য করে ছুটতে থাকল মিচ, চলে এল ডেল্টা ডেস্কে।

'সেন্ট লুসিয়াগামী ফ্লাইট ৬৪,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও।

'সরি, স্যার। বোর্ডিং কমপ্লিট।'

'ওয়েল, রিওপেন ইট,' মিচ পুলিশের ব্যাজটি মেলে ধরল ডেস্কের ওপর।

'আমি আমার সুপারভাইজারের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

পেছনের অফিস থেকে উদয় হলেন কালো ফ্রেমের চশমা পরা এক পৌঢ়া। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'ফ্লাইট ৬৪তে জে. মেরিভেল নামে একজন যাত্রী আছে। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওকে প্লেন থেকে নামিয়ে আনুন।'

'দুঃখিত, স্যার। ফ্লাইট ৬৪ চলে গেছে। দুই মিনিট আগে।'

গুঙিয়ে উঠল মিচ। মাথায় হাত দিল।

'তবু একবার প্যাসেঞ্জার লিস্টটা দেখছি। যাত্রীর নাম কী বললেন?'

'মেরিভেল, জন।'

কম্পিউটারে কী যেন টাইপ করলেন মহিলা। 'প্রয়োজনে আমরা কেবিন ক্রু এবং গ্রাউন্ড স্টাফদেরকে সতর্ক করে দেব। ওরা তাকে—'

থেমে গেলেন তিনি।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল মিচ।

'আপনি শিওর আপনার লোক এ ফ্লাইটে উঠেছে? যাত্রী তালিকায় জে. মেরিভেল নামে কেউ নেই।' কম্পিউটারের স্ক্রিন মিচের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন তিনি যাতে ও দেখতে পায়।

অশুভ আশংকায় কেঁপে উঠল মিচ।

ছিয়াত্তর

'ও মারা গেছে বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?'

এফবিআই-এর ডিরেক্টর মেজাজ হারালেন। "আমি কী বোঝাচ্ছি" বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ? ও মারা গেছে। 'মারা যাওয়া' শব্দের অর্থ তুমি বোঝো না, হ্যারি।'

হ্যারি বেইনের কানে যেন বজ্রপাত হলো। সে রিসিভারটা একটু সরিয়ে নিয়ে আবার কানে ঠেকাল। 'কিন্তু স্যার, গেভিন উইলিয়ামস তো ছুটিতে আছে। এক মাস ধরে ছুটিতে।'

'ডিলউইনের লোকদেরকে কিন্তু সে ছুটিতে থাকার কথা বলেনি। বলেছে গ্রেস ব্রুকস্টিনকে আমাদের ফেয়ারফ্যাক্স ফ্যাসিলিটিতে ট্রান্সফার করার জন্য তাকে ব্যক্তিগত অনুমতি দেয়া হয়েছে। ওরা আমাকে ডকুমেন্টগুলো ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছে, হ্যারি। তোমার দস্তখতের দিকে এ মুহূর্তে আমি তাকিয়ে আছি।'

'অসম্ভব! আমি কাউকে কোন অনুমতি দিই নি। গ্রেস ব্রুকস্টিনকে নিয়ে অবসেশড হয়ে পড়েছিল উইলিয়ামস। এ জন্যেই ওকে আমরা বাদ দিয়ে দিই।'

'যীশাস ক্রাইস্ট!' হুংকার ছাড়লেন ডিরেক্টর। 'তোমার কোন আইডিয়া আছে কী বিশ্রী ঝামেলার মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়েছি?'

আইডিয়া আছে হ্যারি বেইনের। OGA কারাগারের স্টাফরা গত রাতে গেভিন উইলিয়ামসের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয় গ্রেস ব্রুকস্টিনকে। দু'জনকে ডিলউইনে গাড়িতে শেষ দেখা যায় বিকেল পাঁচটার সময়। আর আজ সকাল পাঁচটায় ভার্জিনিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে উইলিয়ামসের পোড়া গাড়ির কংকাল আবিষ্কৃত হয় ভেতরে গেভিনের বেগুনপোড়া লাশসহ। গ্রেস ব্রুকস্টিন অদৃশ্য।

'সার্চের কী অবস্থা? আমার লোকেরা কোন সাহায্য করতে পারিবে?'

'আমরা হেলিকপ্টার, কুকুর সব পাঠিয়েছি। কিন্তু গতবারের ঘটনার পর আর জোর দিয়ে বলতে পারছি না যে ও পালিয়ে বেশি দূর যেতে পারবে না।'

'আশা করি মিডিয়া এ ব্যাপারে এখনও কিছু জানে না?'

'কেউ কিছু জানে না। এবং ব্যাপারটা আমরা গোপন রাখব। ভাগ্যিস কেউ জানত না ওকে ডিলউইনে পাঠানো হয়েছে।'

শুধু গেভিন উইলিয়ামস জানত, ভাবল হ্যারি বেইন। নাছোড়বান্দা একজন

সাংবাদিকের আসল কথাটা জানতে কতদিন লাগবে? গ্রেসকে খুঁজে বের করতে কি তাদের অনেক সময় লাগবে?

ফোন রেখে দিল হ্যারি। তার মাথাটা চট করে ধরেছে। ডেস্কের ড্রয়ারে অ্যাসপিরিন খুঁজছে, আলুথালু সোনালি চুলের এক লোক ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল অফিসে। হ্যারি তার আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল।

'ইজি,' শূন্যে হাত তুলল মিচ। 'আমরা সেম সাইডে আছি, মনে আছে?'

মনে নেই হ্যারি বেইনের। গ্রেস পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে NYPD তাদের কাজে কেবলই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এমনকী পাকড়াও করার পরেও মিচ কনরস তাদেরকে গ্রেসের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয়নি।

'তুমি কী চাও, কনরস?'

সরাসরি কাজের কথায় চলে এল মিচ। 'জন মেরিভেল আজ সকালে সেন্ট লুসিয়ার প্লেনে ওঠেনি।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করেছি।'

শ্রাগ করল হ্যারি বেইন। 'ও বোধহয় ফ্লাইট মিস করেছে।'

'না। আপনি বুঝতে পারছেন না। ওই প্লেনে উঠবার নিয়তই ছিল না ওর। ও মুস্টিক যাচ্ছে না।'

'তোমার এরকম ধারণার কারণ?'

'কারণ আমার বিশ্বাস, হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার কবল থেকে রেহাই পেতে ও দেশ ত্যাগ করেছে।'

'হত্যা?' ওদের কথোপকথন কেমন পরাবাস্তবের মতো লাগছে হ্যারির কাছে। 'কার হত্যা?'

'লিওনার্ড ব্রুকস্টিন।'

হেসে উঠল হ্যারি বেইন, তারপর থেমে গেল। কনরসকে খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছে।

'আমার ধারণা কোরাম হেজ ফান্ডের বিলিয়ন ডলার আত্মসাতের জন্য জন মেরিভেলই দায়ী। আমার বিশ্বাস ও জানে টাকাটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আমার বিশ্বাস ও এখন টাকাটা তুলে নিতে যাচ্ছে।'

হ্যারি বেইন তার বিপরীতের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বসো, কনরস। তোমাকে পনেরো মিনিট সময় দিলাম। তোমার 'ধারণা' এবং 'বিশ্বাসগুলো' আমি কেন বিশ্বাস করব তা বোঝাও।'

মিচ এক নি:শ্বাসে সব কথা বলে গেল। শুরু করল ডেভি বুকোলার তথ্য দিয়ে, লেনি ব্রুকস্টিনের বোট যেদিন নিখোঁজ হয় সেদিন কী কী ঘটার সম্ভাবনা ছিল সবকিছু ব্যাখ্যা করল ও হ্যারি বেইনকে। লেনির জ্যাঠাইসের সঙ্গে তার পরকীয়া সম্পর্কের কথাও বাদ

দিল না, লেনির তথাকথিত বন্ধুরা তাকে কেন মৃত দেখতে চাইত সেসব মোটিভের কথা বলল। জানালো এন্ড্রু প্রেস্টন তার ব্যভিচারিনী স্ত্রীর জন্য টাকা ধার করত, বেশ্যার সঙ্গে জ্যাক ওয়ার্নারের সম্পর্ক, লেনিকে কীভাবে ব্ল্যাকমেইল করত কনি গ্রে বিস্তারিত বলল মিচ। সবশেষে জন মেরিভেলের প্রসঙ্গ টানল। গ্রেসের সন্দেহ জন তার ট্রায়াল স্যাবোটাজ করেছে; জন পুলিশকে মিথ্যা কথা বলেছে; তার ভুয়া অ্যালিবাই, মারিয়া প্রেস্টনের সঙ্গে তার সম্পর্ক। অথচ এ মহিলার সঙ্গে তার নাকি কালেভদ্রে কথা হতো, বলত জন।

পনের মিনিট চলে গেল, তারপর কুড়ি মিনিট, আরও ত্রিশ মিনিট পার হলো। হ্যারি কেবল শুনে গেল, কোন মন্তব্য করল না। মিচের কথা শেষ হলে কেবল একটি প্রশ্ন করল।

'এসবের কতটুকু গ্রেস ব্রুকস্টিন জানে?'

'মেরিভেলের ব্যাপারটা ছাড়া সবকিছুই,' জবাব দিল মিচ। 'মেরিভেলের ঘটনা আমিই জেনেছি আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে।'

হ্যারি বেইনকে সে জানালো গ্রেস কীভাবে টাইম স্কোয়ারে ওকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, বুকোলা কীভাবে ওর সঙ্গে বেঈমানি করেছিল, কীভাবে ও ধর্ষিতা হয়েছিল এবং পরে গর্ভপাত ঘটিয়েছিল এবং যেকোন মূল্যে কীভাবে সে তার স্বামীর নামের ওপর আরোপিত কলংক মুছে ফেলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 'গ্রেস ব্রুকস্টিন খুব স্মার্ট, সাহসী এবং রিসোর্সফুল।'

'শুনে মনে হচ্ছে তুমি ওকে খুব পছন্দ কর।'

'হ্যাঁ, করি,' হাসল মিচ। 'আসল গ্রেস টিভিতে দেখানো দানবী নয়। তবে ও যে এই মুহূর্তে লকআপে আছে তা ভেবে আমি অনেকটাই নিশ্চিন্ত।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল হ্যারি বেইন। এখানে আসতে দারুণ ঝুঁকি নিয়েছে মিচ কনরস, এসেছে এক প্রতিদ্বন্দ্বী এজেন্সির কাছে যে এজেন্সি জন মেরিভেলকে সাপোর্ট করে। তবে এ লোকটি প্রচলিত মতামতের ধার ধারে না। সে তথ্য সংগ্রহের জন্য বইয়ে লিখিত সমস্ত আইন কানুন ভঙ্গ করেছে। একে তার নিজের ডিপার্টমেন্টই সাময়িক বরখাস্ত করেছে। *এ লোককে কি আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারব?*

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেইন। 'তোমার একটা কথা জানা দরকার।'

হাঁ হয়ে গেল মিচের মুখ। *এও কি সম্ভব? গ্রেস পালিয়েছে? একজন লোককে হত্যা করেছে?* সবকিছু ছাপিয়ে গ্রেসের নিরাপত্তা ভাবনাটাই মাথায় বনবন করে ঘুরতে লাগল। ওই হেলিকপ্টারগুলো ওর খোঁজ পেলে আগে গুলি করবে তারপর প্রশ্ন করবে। গ্রেস ব্রুকস্টিনের সবকিছুই লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হয়েছে, মৃত্যুর খবরও গোপন থাকবে না কেন? খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো কল্পনায় দেখতে পেল মিচ। গ্রেস বাথরুমে গোসল করতে গিয়ে পা পিছলে মাথা ফেটে মরেছে। গ্রেস একটি দুর্লভ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। কে আসল কথা জানবে? আর কেইবা ওর মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাবে?'

'মৃত লোকটা, যে অথরাইজেশন পেপারে আপনার সই নকল করেছে তার নাম কী বললেন?'

'উইলিয়ামস। গেভিন উইলিয়ামস।'

মিচের মস্তিষ্কে যেন সতর্কতার ঘণ্টি বেজে উঠল। নানটুকেট। এয়ারপোর্টের সেই মহিলা। *উইলিয়ামস, না কী যেন বলেছিল তার নাম... মাথায় আর্মিদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল... সে একই কাগজ দেখেছে, ১২ জুন, জন মেরিভেল...'*

'তার মাথার চুল কী রকম ছিল?'

হতভম্ব দেখাল বেইনকে।

'গেভিন উইলিয়ামস। ওর চুল। চুলগুলো কি লম্বা, কালো, হালকা ছিল নাকি সে টাক মাথা ছিল?'

'ধূসর রঙের চুল ছিল তার মাথায়। সবসময় ক্রুকাট করে রাখত। ওর চুলের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?'

স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠল মিচ। 'ও জানত। জন মেরিভেলের কথা ও জানত! ও-ই নানটুকেটে গিয়ে লোকজনকে জেরা করেছে, আমার আগের দিন গিয়েছিল। গেভিন উইলিয়ামস জানত দ্বীপে ফিরে যায় জন এবং নিজের অ্যালিবাই নিয়ে মিথ্যা কথা বলেছে। জন যে লেনির মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত গেভিন নিশ্চয় সন্দেহ করেছিল।'

'তোমার কি ধারণা গেভিন জনের কথা গ্রেসকে বলেছে?'

'জানি না,' বলল মিচ। 'তবে সে যদি কথাটা বলে থাকে এবং আপনার হেলিকপ্টার যেহেতু খুঁজে পায়নি গ্রেসকে, কাজেই আমরা বুঝতে পারছি ও কোথায় রওনা হয়েছে।'

'বুঝতে পারছি কি?'

'নিশ্চয়। জন মেরিভেলকে খুঁজে পেলেই গ্রেস ব্রুকস্টিনের পাত্তা মিলবে। গ্রেস ওকে খুন করতে যাচ্ছে।'

সাতাত্তর

প্লেনে চড়তে মোটেই পছন্দ করে না জন মেরিভেল। জানালার শেড টেনে দিয়ে সে জেট বিমানটির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা দেখতে লাগল। ভুলে যেতে চাইল আটলান্টিক মহাসাগরের ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে এ মুহূর্তে ডানাঅলা ধাতব বাক্সটি উড়ছে।

নরম চামড়ার কাউচ, কাশ্মিরী কুশন আর নকশা করা ওয়ালনাট কাঠের টেবিলের ওপর রূপোর বাটি বোঝাই ক্যাভিয়ার, এসব দেখে সে মনে মনে বলল, বেহুদা পয়সা নষ্ট। তবে মজার ব্যাপার জন মেরিভেল কিন্তু কিপটে নয়। টাকা-পয়সার প্রতি তার মোহও তেমন নেই। কোনকালে ছিলও না। বৈষয়িক কোন সম্পত্তির প্রতিও তার লোভ নেই। দামী সুট, স্পোর্টস কার, প্রাইভেট প্লেন, ইয়ট, প্রাসাদ এসব নিয়ে সে কখনও মাথা ঘামায় না। মহিলাদেরই শুধু এসবের প্রতি লোভ। যেমন ক্যারোলিন। মারিয়াও তেমন ছিল। দামী কিছু দেখলেই তা পাবার জন্য চোখ চকচক করত।

বেচারী মারিয়া। ওকে হত্যা করার ইচ্ছে জনের ছিল না। কিন্তু মহিলা ওকে অসম্ভব একটি পরিস্থিতির মধ্যে ফে'ল দিয়েছিল। হুমকি দিচ্ছিল এন্ড্রুকে সে তাদের সম্পর্কের কথা জানিয়ে দেবে। তাই ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না জনের।

গত দু'বছর ধরে জন এবং এন্ড্রু প্রেস্টন পরস্পরের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে, ভারসাম্য রক্ষা করে চলছিল। লেনি কোরামের মাথা মগজ এবং নার্ভসেন্টার হয়ে থাকলে এন্ড্রু এবং জন ছিল ফান্ডের বাম এবং ডান হাত। জন টাকা নিয়ে আসত। এন্ড্রু তা বিনিয়োগকারীদেরকে দিত। প্রথমে SEC এবং পরে এফবিআই, দুটি প্রতিষ্ঠানকেই ওরা দু'জনে সহজেই অন্ধকারে রেখেছে একে অন্যকে কাভার দিয়ে।

এন্ড্রুকে জন কাভার দিত বলে সে জনকে কৃতজ্ঞ সুরে বলত, 'তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না, জন।' বদলে জন বিনয়ের অবতার সেজে বলত, 'আরে, এ-এসব কিছুই না, এন্ড্রু।'

কিন্তু এন্ড্রু ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি তার নষ্টা বউয়ের সঙ্গে জনের শারীরিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মারিয়া একদিন সবকিছু নষ্ট করে দেয়। বলে, 'আমি এন্ড্রুকে আমাদের সম্পর্কের কথা বলে দেব। তাহলে আমরা অবশেষে একত্রিত হতে পারব, ডার্লিং। ও বাড়াবাড়ি করলে বলব পুলিশের কাছে গিয়ে ওর সমস্ত কুকীর্তি ফাঁস করে দেব। ও কোরাম থেকে বহুদিন ধরে টাকা চুরি করছে, জানো?'

ক্যারোলিনের কাছে পদে পদে অপমানিত জনের কাছে মারিয়া হয়ে উঠেছিল জীবনদাত্রী। নিজেকে যৌন সক্ষম ব্যক্তি বলেও ভাবতে শুরু করেছিল জন। নিজেকে শক্তিশালীও মনে হতো তার। মারিয়া যদি মুখটা কেবল বন্ধ রেখে পা জোড়া ফাঁক করে রাখত তাহলে আর জনকে ওই ভয়ংকর অ্যাকশনে যেতে হতো না। কিন্তু মারিয়া ওর জন্য কোন উপায় রাখেনি। এন্ড্রু যদি একবার জানত জন তার সঙ্গে বিট্রে করেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে এফবিআইকে সব কথা বলে দিত। মারিয়া ছাড়া তার কাছে জীবন ছিল অর্থহীন।

বোকা মেয়ে। ও কি সত্যি ভাবত আমি ওকে বিয়ে করব? একসঙ্গে পালাব?'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বর্গে অবতরণ করবে জন মেরিভেল। তার জীবনের ভালোবাসার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে।

শেষের দিকে তাড়াহুড়ো করার কোন খায়েশ ছিল না জনের। আসল প্ল্যান ছিল কোরামের ব্যাপারে লোকের আগ্রহ ফিকে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে। তারপর আলগোছে কেটে পড়বে। কিন্তু অবাঞ্ছিত কিছু ঘটনা তার পরিকল্পনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে। প্রথমে এল গ্রেসের পলায়ন আবার তার ধরা পড়া, দুটোই কোরামকে খবরের কাগজে আবার প্রধান সংবাদে পরিণত করেছে। তারপর মারিয়ার ব্যাপারটিতে তো সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরেই চলে গেল। মারিয়ার মৃত্যু মিডিয়ায় যে এরকম ঝড় তুলবে কল্পনাই করেনি জন। সাংবাদিকরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে তার দিকে যেভাবে এগিয়ে আসছিল তাতে ভয়ই পেয়েছে সে। আর এন্ড্রুর আত্মহত্যা পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে ফেলেছে। মারিয়ার মৃত্যু অবশ্য বেচারী এন্ড্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। প্রচণ্ড শোকে এ ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী করেছিল সে। মনে করেছে মারিয়াকে সে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। আজ হোক বা কাল কেউ– হয়তো এফবিআইর কোন চালাক ছোকরা কিংবা সত্যান্বেষী কোন সাংবাদিক– দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে শুরু করবে। ওই সাইকোপ্যাথ গেভিন উইলিয়ামস তো বিপজ্জনকভাবে সত্যের কাছাকাছিই এসে গিয়েছিল। ওটাকে আপাতত: দমন করা গেছে তবে লোকজন তো আরও আছে। কাজেই কেটে পড়ার সময় হয়েছে।

ছোট রূপার চামচে একটু ক্যাভিয়ার নিয়ে গিলে ফেলল জন। বিশ্রী স্বাদ। জীবনের একমাত্র বিলাস হলো স্বাধীনতা। ছেলেবেলায় জন দেখতে কুৎসিত ছিল বলে তার বাবা-মা তাকে অবহেলা করত। আর বড় হওয়ার পরে, বিয়ে করার পরে তার শয়তানী, ধর্ষকামী বউটা তাকে কত না নিগ্রহ করেছে। জীবনে এই প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ নিতে যাচ্ছে জন মেরিভেল, পাশে থাকবে তার ভালোবাসা।

চোখ বুজল সে, সামনে যে সুখ অপেক্ষা করছে সে ভাবনায় বিভোর হলো।

আটাত্তর

তিন সপ্তাহ পরে

জেলে নৌকার রেইলিং খামচে ধরল গ্রেস, এ নিয়ে সপ্তমবার আকাশে উৎক্ষিপ্ত হতে চলেছে। শরীর আর সইবে কিনা ভেবে উদ্বিগ্ন সে।

কেনিয়ার মোম্বাসার উপকূলের ঢেউগুলো যেমন বিরাট তেমনি ভয়ানক। দূর থেকে প্রত্যেকটাকে দানবের মতো লাগে দেখতে, যেন ফনা তোলা গোক্ষুর, হাঁ করে আছে মুখ, ছোবল দিতে প্রস্তুত। কাছে আসলে পরিণত হয় জলের দেয়ালে। ধূসর জলের দেয়ার। ক্রুদ্ধ এবং ধ্বংসাত্মক। নির্দয়ভাবে আছড়ে পড়ে দুর্বল কাঠের নৌকার গায়ে। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল গ্রেস জানে বাঁচবে কিনা ভেবে। পরে সি সিকনেস আক্রান্ত হয়ে কাঠের বাংকে শুয়ে ভাবছিল ও হয়তো মারা না-ও যেতে পারে।

অবশেষে শান্ত হলো সাগর। ডেকে এসে দাঁড়াল গ্রেস। মেঘশূন্য ঝকঝকে নীল আকাশে আফ্রিকান সূর্য ঝলমল করছে। দৃশ্যটি অপার্থিব। তিন তরুণ কেনিয়ান জাল ফেলছে জলে। ওদের মাছ ধরার মধ্যে একটা সরল সৌন্দর্য রয়েছে। সমুদ্র পথে ভ্রমণের জন্য এদেরকে আটহাজার শিলিং, অর্থাৎ প্রায় এক হাজার ডলার দিতে হয়েছে গ্রেসকে। ভেবেছিল দ্রুত পার হবে সাগর। বমি বমি ভাবটা না থাকলে সাগর পথের এই যাত্রাটি ও উপভোগ করতে পারত।

গ্রেসের মনে হচ্ছিল তাকে বুঝি অবিরাম পালিয়েই বেড়াতে হবে। গেভিন উইলিয়ামসকে নরকে পাঠিয়ে সে ভার্জিনিয়ার পোর্টসমাউথে চলে গিয়েছিল। জানত উইলিয়ামসের ওয়ালেটের টাকা দিয়ে বেশিদিন চলতে পারবে না। তাই সে ঝুঁকি নিয়ে ক্যারেনের বন্ধুকে একটি আনকোডেড ই-মেইল পাঠায়। তাকে কিছু নতুন সাপ্লাই, টাকা এবং নকল একটি আইডি দিতে বলে যাতে নরফোক বিমানবন্দরের লোকজনকে ধোঁকা দেয়া যায়। মোটেলে তিনদিন লুকিয়ে ছিল গ্রেস, প্রার্থনা করছিল যেন প্যাকেজটা চলে আসে আর উদ্বেগ নিয়ে টিভি চ্যানেলগুলো দেখছিল তার পলায়ন কিংবা গেভিন উইলিয়ামসের হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোন খবর থাকে কিনা। কোন খবরই ছিল না। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় আশা করছিল গ্রেস তাদেরকে আরও বিব্রত করার আগেই তাকে পুনরায় পাকড়াও করতে পারবে। তৃতীয় দিনের শেষে সে যখন হতাশ হতে শুরু করেছে তার ই-ইমেল বোধ করি আসল লোকের কাছে পৌঁছায়নি, তার আগেই ওটা ধরা খেয়ে গেছে, এমন

সময় মোটেল মালিক তাকে জানাল একটি Fedex খাম এসেছে। 'লিন্ডা রেনলস, আপনিই তো, না?'

গ্রেসের বুক দুলে উঠল। একদিন, যখন সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে, সে ক্যারেনের রহস্যময় বন্ধুটির সমস্ত দেনা শোধ করে দেবে। এই অচেনা লোকটি তাকে সাহায্য করার জন্য অনেক ঝুঁকি নিচ্ছে। এ মুহূর্তে নিজের কাজগুলো করতে হবে গ্রেসকে। সে প্রথমেই মিচ কনরসকে ফোন করল।

'গ্রেস! থ্যাংক গড তুমি বেঁচে আছ। উইলিয়ামস তোমার গায়ে হাত তোলেনি তো? তুমি কোথায়?'

'ওর গলার স্বর হাসি ফোটাল গ্রেসের মুখে।

'সরি। কোথায় আছি বলতে পারব না। তবে ভালোই আছি।'

'শোনো, গ্রেস, আমি জন মেরিভেল সম্পর্কে সব কথা জেনে ফেলেছি।'

'কথাটা তাহলে সত্যি? জনই লেনিকে হত্যা করেছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিচ। 'অবস্থাদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে। আমাদের ধারণা প্রতারণার পেছনেও সে-ই ছিল। সে এফবিআইকে সারাটা সময় ধরে আহাম্মক বানিয়েছে। তবে ঈশ্বরের দোহাই, বোকার মতো কিছু করে বসো না যেন, কেমন? সবাই এখন ব্যাপারটা জানে– এফবিআই, সিআইএ। জনকে ধরতে পারলেই ওর সাজা হয়ে যাবে।'

'ধরতে পারলে মানে? ও নিখোঁজ নাকি?'

নিশ্চুপ হয়ে গেল মিচ। তারপর বলল, 'গ্রেস, হানি, আমি তোমার পক্ষে আছি। তুমি তো জানোই।'

ব্লাশ করল গ্রেস। লেনি ওকে প্রায়ই 'হানি' বলতেন। মিচের 'হানি' সম্বোধন ও পছন্দ করবে নাকি রাগ করবে বুঝে উঠতে পারল না।

'তবে আইনের হাতে তোমাকে সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে। তুমি আত্মসমর্পণ করো। পুলিশ মেরিভেলের ব্যাপারটা দেখবে। গ্রেস... গ্রেস?'

ফোন ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ মোটেলের বিছানায় বসে রইল গ্রেস। ভাবছে।

জন তাহলে এখন পালাচ্ছে। ওর মতো পলাতক।

মিচ বলল সবাই জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে লেনিকে সে হত্যা করেছে বলে নয়। ও নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। কারণ সবার ধারণা জন টাকাটা চুরি করেছে। এফবিআই-র কাছে এটাই মুখ্য বিষয়।

চোখ বুজল গ্রেস। ভাবতে চেষ্টা করল জন পালিয়ে কোথায় যেতে পারে?

গোটা দুনিয়া যখন আমাকে খুঁজছে তখন আমি কোথায় পালাব?

এক মিনিট পরে জবাবটা পেয়ে গেল গ্রেস। ও এখন জানে জন কোথায় যেতে পারে। আফ্রিকার মাদাগাস্কারে। বিয়ের পর ওখানে আলতানানারিভো নামে একটি দ্বীপে গ্রেসে আর লেনি বেড়াতে গিয়েছিল। নির্জন দ্বীপ। খুব সুন্দর। ছোট একটি প্রাসাদে উঠেছিল দু'জনে। পরে ওই বাড়িটি কিনে ফেলেন লেনি। বাড়ির নাম রেখেছিলেন লো

কাকুন বা দ্য ককুন। প্ল্যান করেছিলেন বুড়ো বয়সে দু'জনে এ দ্বীপেই কাটিয়ে দেবেন। ওরা দেশে ফেরার পরে দেখে জন মেরিভেল খুব অসুস্থ। ডাক্তার পুরো এক মাস বিশ্রাম নিতে বলেছেন। লেনি তখন জোর করে জনকে মাদাগাস্কার পাঠিয়ে দেন। দেড় মাস পরে যখন জন নিউইয়র্কে ফিরে আসে তখন সে একদম নতুন মানুষ। সে লো কোকুন কিনে ফেলার জন্য গোপনে প্রস্তাবও দিয়েছিল লেনিকে। কিন্তু লেনি রাজি হন নি।

পালিয়ে থাকার জন্য ওই দ্বীপটির চেয়ে নিরাপদ আর কিছু হয় না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল গ্রেস– আফ্রিকা যাবে। ও ফোন তুলে নিল। 'আমাকে এক্ষুনি একটি ক্যাব পাঠিয়ে দিন। নরফোক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যাব।'

গ্রেস জেলেদেরকে বলল, *'Combien de temps enose?' Environ deux heures. Trois Pent-etre, Vous allez bien.*

তবে সুস্থবোধ করছে না গ্রেস। অবশ্য গন্তব্যে পৌঁছার পরে সে সুস্থবোধ করবে। ন্যাপস্যাকে হাত ঢুকিয়ে গেভিন উইলিয়ামসের পিস্তলে আদর করে হাত বোলাতে লাগল। দ্বীপে পৌঁছার পরে জনকে খুঁজে বের করতে কত সময় লাগবে জানে না ও। কোরামের দেনা মেটাতে লো কোকুন বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। জ্যান বিয়ারেন্স নামে এক ডাচ ইন্টারনেট ব্যবসায়ী বাড়িটি কিনে নিয়েছেন।

আমি ওঁকে দিয়ে শুরু করব।

উনআশি

মিচ কনরসের দিকে ফিরল হ্যারি বেইন। 'আই হেইট দিস শিটহোল।'

'ঠিকই বলেছেন। আমরা সবাই এটাকে ঘৃণা করি।'

শিটহোলটির নাম মোম্বাসা। গরম, নোংরা এবং নিষ্প্রাণ। হামিং বার্ড সাইজের একেকটা মশার কামড় খেয়ে অতিষ্ঠ মিচ এবং হ্যারি। মশার কামড়ের চুলকানির সঙ্গে যোগ হয়েছে গরম। রাতে ঘুমানোর জো নেই। ওরা জন মেরিভেলের খোঁজে কেনিয়া পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু এখানে আসার পরে হারিয়ে ফেলেছে ট্রেস। এমন অবস্থায় ওদেরকে এ দেশে কতদিন থাকতে হবে কে জানে।

মিচ এবং হ্যারি গ্রেসের আগে জন মেরিভেলের সন্ধান না পেলে লোকটার কপালে খারাবী আছে। গ্রেস ওকে ঠিক মেরে ফেলবে। সে সিস্টেমের ওপর সমস্ত বিশ্বাস এবং আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য জন দু চোখের মাঝখানে গুলি খেয়ে মারা গেলে কিছুই আসবে যাবে না মিচের। কিন্তু ওর চিন্তা গ্রেসকে নিয়ে। তাহলে তো ওর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হবে। ওকে আর সাহায্য করতে পারবে না মিচ।

হোটেল রুমের দরজায় নক হলো। হ্যারির দিকে তাকাল মিচ। যেন বলতে চাইল, এ অসময়ে কে এল? এখন মাঝরাত। দু'জনেই অস্ত্র বের করল।

'কে?'

'জী, আমি, জোনাস। আজ সকালে এয়ারপোর্টে আমাদের দেখা হয়েছিল। প্লিজ, একটু ভেতরে আসতে দিন।'

জোনাস নদিয়ে একজন পাইলট। মেরিভেল ভাড়া করা ছোট একটি প্লেনে চেপে তানজানিয়া গেছে শোনার পরে ওরা এ লোকের সঙ্গে কথা বলেছিল। কিন্তু জোনাস মেরিভেলের ছবি দেখেও চিনতে পারেনি। তাহলে এখন কেন এসেছে সে?

দরজা খুলে দিল মিচ।

জোনাস নদিয়ের বয়স ত্রিশ যদিও দেখায় অনেক কম। তার চেহারায় বালকসুলভ দুষ্টু একটা ভাব আছে, মাথায় পশ্চিমাদের মতো জেল মাখানো খাড়া খাড়া চুল, গজালের মতো উঁচিয়ে আছে।

'এত রাতে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

'ঠিক আছে,' বলল হ্যারি বেইন। 'আমরা ঘুমাইনি। তোমার জন্য কী করতে পারি, জোনাস?'

'আমিই বরং প্রশ্নটি আপনাদেরকে করতে চাই– আপনাদের জন্য কী করতে পারি, আপনারা আজ চলে যাওয়ার পরে ওই ছবি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম আমার জানা কিছু তথ্য দিলে আপনারা বিনিময়ে কিছু টাকাকড়ি হয়তো আমাকে দেবেন।' দাঁত বের করে হাসল জোনাস। যেন ঘুষ চাইবার মতো সহজ কাজ পৃথিবীতে নেই। 'আমি এত রাতে এসেছি বাণিজ্য করতে, সত্যি বলছি! আমার স্মৃতি এখন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।'

বেডসাইড ড্রয়ার খুলে রাবার ব্যান্ড বাঁধা কুড়ি ডলারের একটি তাড়া বের করল হ্যারি বেইন। কেনিয়ায় ঘুষ ছাড়া কোন কাজ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। জোনাস নদিয়ের চক্ষু বিস্ফারিত হলো। টাকাটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু মাথা নাড়ল বেইন।

'তুমি কী জানো?'

'ছবির ওই লোকটি আমার প্লেনে ভ্রমণ করছিলেন। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। দুই সপ্তাহ আগে তিনি এসেছিলেন।'

'তুমি ওনাকে তানজানিয়া নিয়ে গিয়েছিলে?'

'না।' আবার হাত বাড়াল জোনাস। তাড়া থেকে পাঁচটি নোট খসিয়ে টাকাটা ওকে দিল হ্যারি।

'কোথায়?'

'ভদ্রলোক মাদাগাস্কার যেতে চাইছিলেন। আমি তাকে আনতানানারিভো বিমানবন্দরে পৌঁছে দিই। তিনি ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে কথা বলছিলেন। ওখানে সাফারিতে যাবেন, ছবি তুলবেন, সমুদ্রে ঝাঁপাবেন। এখন সব কথা মনে পড়ছে। ছবির ভদ্রলোকটি আমুদে ছিলেন, বেশ আমুদে।'

মিচ জিজ্ঞেস করল, 'সে কি বলেছিল সে কোথায় যাবে, কিংবা ওই দ্বীপে কতদিন থাকবে?'

হ্যারির দিকে তাকিয়ে প্রত্যাশা নিয়ে হাসল জোনাস। আরও কিছু ডলার খসল।

'না, বলেন নি।'

'অ্যাই, আমার ওই একশো ডলার ফেরত দাও, হারামজাদা।'

জোনাসকে আহত দেখাল। 'প্লিজ, স্যার, এত উত্তেজিত হবেন না। ভদ্রলোক আমাকে তাঁর প্ল্যান নিয়ে কিছু বলেন নি। দেখার মতো কোন কোন জায়গা আছে শুধু তাই জানতে চেয়েছেন।'

'আর?'

আরেকটি তেলতেলে হাসি। হ্যারি বেইনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

'ডোন্ট পুশ ইট, কিড।'

বেডসাইড টেবিলে রাখা নিজের আগ্নেয়াস্ত্রটির দিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকাল মিচ। পাইলট বলল, 'উনি ডাইভিংয়ের কথা জানতে চাইছিলেন। আর ডাইভিংয়ের জন্য একটি জায়গাই আছে– নোজি টানিকলি।'

'নোজি কী? কী ওটা? সমুদ্র সৈকত?'

'একটা দ্বীপ,' মৃদু গলায় ব্যাখ্যা করল জোনাস। 'সাগরের বুনো জীবনের জন্য একটি অভয়ারণ্য।'

'মেরিন রিজার্ভ?'

'ওখানেই ডাইভাররা যায়। আপনাদের বন্ধু, ওই ভদ্রলোক, ডাইভিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে ভ্রমণ করছিলেন।'

হ্যারি বেইন মিচের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ধন্যবাদ, জোনাস। অনেক সাহায্য করলে তুমি।'

'আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত। এখন পথ খরচার জন্য কিছু টাকা দিন। আপনাদের সঙ্গে আমার বাণিজ্য বোধকরি এখানেই শেষ।'

লো কোকুনের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গ্রেস। ও আবেগী হয়ে উঠবে বুঝতে পারেনি। ওর জীবনে একটার পর একটা যে ঝড় ঝঞ্ঝা গেছে তারপর আবেগ জিনিসটি আর থাকার কথা নয়। কিন্তু নুড়ি বেছানো বালু পথটির ওপর দাঁড়িয়ে পাথরের মোটা প্রাচীর, যেটি ওর সুরক্ষার জন্য একদা তৈরি করা হয়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে অশ্রুসজল হয়ে উঠল গ্রেসের চোখ।

মি. বিয়ারেন্স বাড়িতে আছেন শুনে ও বিস্মিত হয়েছে। ভেবেছিল লেনির মতো এ ভদ্রলোকও খেয়ালের বশে বাড়িটি কিনেছেন, তাঁর ছুটি কাটানোর একটি নিবাস হবে, যেখানে তিনি কালেভদ্রে আসবেন। ও নিজের পরিচয় দিয়েছে শালট লো ক্লার্ক বলে। বিয়ারেন্স নিজেই ওকে অভ্যর্থনা জানাতে এলে ও আরও বেশি অবাক হয়েছে।

'আপনাকে ড্রিংক দেব, মিস লো ক্লার্ক?'

জ্যান বিয়ারেন্স মধ্যবয়স্ক, মোটাসোটা, অমায়িক, মাথায় পাতলা হয়ে আসা লালচে সোনালি চুল, হাসবার সময় বাদামী চোখ জোড়া ঝিকিয়ে ওঠে।

'ধন্যবাদ। এক গ্লাস পানি খাবো।' নিজের আবেগ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে গ্রেস। বাড়ির ভেতরকার সাজসজ্জার কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি। লেনির কেনা আসবাব এবং ছবিগুলো সব আগের মতোই আছে। গ্লাসগুলো পর্যন্ত চিনতে পারল গ্রেস, প্যারিস থেকে অর্ডার দিয়ে ক্রিস্টালের টাম্বলারগুলো এনেছিল ও।

ডিলউইনে থাকাকালীন গ্রেসের চুলের দৈর্ঘ্য একটু বৃদ্ধি পেয়েছিল। পালিয়ে আসার পরেও আর চুল কাটা হয়নি। মোম্বাসা বসে সে চুলে ববকাট দিয়েছে, উজ্জ্বল মেহগনি বাদামী রঙ করেছে। লাইব্রেরির আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ও মনে মনে বলল, *এ বাড়ির মধ্যে শুধু নিজেকেই আমি চিনতে পারছি না।*

'লো কোকুন আসার উদ্দেশ্যটি কী আপনার? ছুটি কাটানো?'

'অনেকটা। আমি এখানে এক সময় ছিলাম। বছরখানেক আগে।'

'ব্রুকস্টিনদের অতিথি ছিলেন?'

'আমার বন্ধু ছিল। আমার বন্ধুটি ইদানিং খুব কঠিন সময়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে।'

সহানুভূতিশীল দেখাল জ্যান বিয়ারেন্সকে। 'শুনে দুঃখিত হলাম।'

'ধন্যবাদ। সে কয়েক সপ্তাহ আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর থেকে তার আর কোন খোঁজ-খবর নেই। শুনেছি ও মাদাগাস্কার এসেছে। কে জানে নষ্টালজিয়ার কারণে হয়তো এ বাড়িতেও একবার ঢুঁ মেরে থাকতে পারে।' গ্রেস একটি ছবি বের করল। 'একে কি আপনি দেখেছেন?'

বিয়ারেন্স অনেকক্ষণ ছবিটি দেখলেন। গ্রেসের আশা আগুন ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে ছবিটি ওকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'দুঃখিত। আমি ওকে অন্য কোথাও হয়তো দেখে থাকতে পারি। তবে এখানে ইনি আসেননি।'

'আপনি শিওর?'

'জী। গত এক বছরে আপনিই এখানকার প্রথম দর্শনার্থী। বাড়িটি বিক্রি করে দেয়ার অন্যতম কারণ এ জায়গাটি বড্ড বেশি নির্জন। দ্বীপ এবং বাড়ি দুটিই আমার সমান পছন্দ কিন্তু এত নীরবতায় আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এখানে এসেছি আসলে কাগজপত্রে সই করতে। এবং নিজেকে বিদায় জানাতে। আপনার ভাগ্য ভালো তাই আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'ওহ।' গ্রেস জানে না কেন, তবে সদাশয় এই মানুষটি লো কোকুন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন জেনে ওর মন খারাপ লাগছে।

'যদি কিছু মনে না করেন জানতে পারি কি নতুন মালিকটি কে?'

'সত্যি বলতে কী, পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময়। নিউ ইয়র্কে এক লইয়ার এসেছিলেন আমার কাছে, তিনিই সবকিছু সামাল দিয়েছেন। তবে নিজের ক্লায়েন্টের নামটি কখনও প্রকাশ করেননি। তবে তিনি যে-ই হোন, এ বাড়িটি সম্পর্কে নিশ্চয় ভালো জানেন। এই আইনজীবীটি কিছু বিশেষ আসবাব, কার্পেট ইত্যাদির কথা বলেছেন যেগুলো এ বাড়ির সঙ্গে তাঁর ক্লায়েন্ট কিনতে চান। ক্লায়েন্টটা নাকি সোমবারে এখানে আসবেন শুনলাম।'

গ্রেসের নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল। হাতের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। *এ বাড়িটা সম্পর্কে নিশ্চয় ভালো জানেন।*

ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন জ্যান বিয়ারেন্স। 'লেনি ব্রুকস্টিন একটা প্রতারক হলেও সে ইন্টেরিয়র ডিজাইনার হিসেবে দারুণ ছিল। খুব সুন্দর সাজিয়েছে ঘরদোর। এ বাড়িটি আমি মিস করব। আর আপনার বন্ধুর ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।'

পৌঢ়ের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল গ্রেস। 'আপনি আমাকে যথেষ্টই সাহায্য করেছেন, মি. বিয়ারেন্স। গুডবাই অ্যান্ড গুড লাক।'

আশি

হ্যারি বেইন এবং মিচ কনরস ঠিক করেছে ওরা আলাদা হয়ে যাবে। মাদাগাস্কার আয়তনে টেক্সাসের সমান, জোনাস নদিয়ে ওদেরকে যা বলেছে, সে অনুসারে এগোতে হবে।

হ্যারি বলল, 'আমি আনতানানাভিয়োতে থাকব। এয়ারপোর্টের স্টাফ টাক্সি ড্রাইভার. রিয়েল এস্টেট ব্রোকার এদের সঙ্গে কথা বলব। স্থানীয় সব ভালো হোটেলের ম্যানেজারদের কাছে খোঁজ-খবর নেব। ও এখানে এসে থাকলে কেউ না কেউ ওকে নিশ্চয় চিনতে পারবে, বিশেষ করে তোতলামোর স্বভাবের কারণে।'

মিচ ছোট একটি প্লেনে দ্বীপের উত্তরে চলে এল। মাদাগাস্কারের উত্তর পশ্চিম উপকূলের বিস্তৃত দ্বীপপুঞ্জের মাঝে একটি বলয় প্রবাল-প্রাচীর নোজি টানিকলি। উপহ্রদটি ডাইভারদের স্বর্গ, সৈকত আর সাগর ছাড়া কিছু নেই। মাথার ওপরে ছাদের জন্য ডাইভার এবং সাইটসিয়াররা কাছের নোজি বিতে যায়। মিচ জেনে মজাই পেল নজিবি'র রাজধানীর নাম 'হেলভিল,' অথচ স্বর্গের প্রকৃত ফ্যান্টাসি কেউ দেখতে চাইলে, এখানে এলেই তা পাবে। সাদা বালুর সৈকত আর টলটলে পান্না সবুজ জল দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মার্কিন কর্তৃপক্ষের ধাওয়া থেকে রক্ষা পেতে জীবনের বাকি অংশ লুকিয়ে কাটাতে এর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হয় না।

মিচ দ্বীপের প্রতিটি পাঁচ তারকা হোটেলে গেল। ঢুঁ মারল প্রতিটি সুপার মার্কেট, ওষুধের দোকান, বার এবং কার রেন্টাল অফিসে।

'এ লোকটিকে কোথাও দেখেছেন?'

'দেখেন নি? ভালো করে লক্ষ্য করুন। এর সন্ধান দিতে পারলে ভালো পুরস্কার পাবেন।'

না, কেউ জন মেরিভেলকে দেখেনি। ডাইভাররা কেউ দেখলেও বলতে চাইছে না। কারণ এরা একটা কম্যুনিটির মতো। যে কোন ডাইভারকে তারা নিজেদের লোক মনে করে এবং পুলিশের কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। তিন দিন চলে গেল, মিচের রোদে পোড়া চামড়া আরও রোদে পুড়ল কিন্তু জন কিংবা গ্রেস কারোই পাত্তা মিলল না।

ফোন করল হ্যারি বেইন, 'কোন খবর আছে?'

'নাহ। আপনার?'

'সামান্য। মিথ্যা বলেনি জোনাস। দু'জন লোক নিশ্চিত করে বলল জনের মতো

চেহারার একজনকে তারা এয়ারপোর্টে দেখেছে। হোটেল সাকামাংগায় সে দুইরাত কাটিয়েছে। তারপর চলে গেছে। সে ডাইভিং-এর ব্যাপারে কথা বলছিল। বলছিল 'এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে।'

'আমি এখানে সোমবার পর্যন্ত আছি,' জানালো মিচ।

হ্যারি বেইন আর পরের অনিবার্য প্রশ্নটি করল না তারপর কী?

শীঘ্রি ওদেরকে নিউইয়র্কে ফিরতে হবে। মিরাকলই বলতে হবে গ্রেসের পলায়ন কিংবা জন মেরিভেলের উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা মিডিয়ায় প্রকাশ হয়নি। তবে এক সময় না এক সময় স্টেটমেন্ট দিতেই হবে। মিচ NYPD তে হয়তো আগের পদে আবার বহাল হবে কিন্তু হ্যারি বেইন জানে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরলে তার ক্যারিয়ার এখানেই খতম।

'যোগাযোগ রেখো,' বলে লাইন কেটে দিল সে।

গ্রেসের হৃদস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল।

একটা মুদি দোকান থেকে বের হয়ে আসার সময় রাস্তার ওপরে তাকে দেখতে পেয়েছে সে। *এফবিআই'র সেই লোকটা! গেভিন উইলিয়ামসের বস, জনের সঙ্গে যে কাজ করত।* ও ও আবার ঢুকে পড়ল দোকানের ভেতর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

চলে গেছে লোকটা।

তোমাকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। শুধু এই ক'টা দিন। সোমবারের পরে আর কাউকে গ্রাহ্য করব না আমি। ওই লোক আমাকে তখন পায়ে লোহার বেড়ি বেঁধে যে কোন জেলখানায় নিয়ে যেতে পারে, আপত্তি করব না।

হ্যারি বেইন হোটেলে ফিরে এক অচেনা লোকের চিরকুট পেল।

আপনি যে লোককে খুঁজছেন সে আর এ এলাকায় নেই, আছে টোলিয়ারাতে। ইসালো ন্যাশনাল পার্কের রেঞ্জারদের সঙ্গে কথা বলুন।

হ্যারি মিচের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। কিন্তু তার মোবাইল বন্ধ।

আমি কাল যাব।

রোববার সকালে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল মিচের, হুইস্কি গেলার কারণেই হয়তো এমন হয়েছে। সে বাথরুমে গেল। ফ্রেশ হওয়ার পরে একটু ভালো লাগল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বেডরুমের সাদা কাচের জানালা খুলে দিল। তীব্র আলো এসে প্রবেশ করল ঘরে। চোখ কুঁচকে জানালা বন্ধ করে দিল ও। আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়।

দ্বীপপুঞ্জে আজই ওর শেষ দিন। ঘুম থেকে উঠে সে আবার পাত্তা লাগাবে। যদিও জানে কোন লাভ হবে না। একদম অদৃশ্য হয়ে গেছে জন মেরিভেল।

ঘুমিয়ে পড়ল মিচ। তবে দুঃস্বপ্ন দেখে কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে গেল। হ্যারির বলা কথাটা মনে পড়ছে। 'সে দুই রাত ছিল হোটেল সাকামাংগায়। বলেছে এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছে।

বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুমের চটকা পুরোপুরি কেটে গেল মিচের। ফোন তুলে নিল সে। 'হ্যারি বেইন, প্লিজ। রুম নম্বর ষোল।'

লাইনের অপরপ্রান্তে, ক্ষণিক বিরতি। 'মি. বেইন আজ সকালে হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। মঙ্গলবারে ফিরবেন, একই কক্ষে থাকবেন। আপনার কোন মেসেজ দিতে হবে?'

ওর মাথায় আবার ঢংঢং শব্দ শুরু হলো। তবে গত রাতের চার্চ বেলের শব্দ না। এটা অ্যালার্ম বেলের আওয়াজ।

আমাকে শহরে ফিরতে হবে।

অ্যালার্মের শব্দে জেগে গেল গ্রেস।

ভোর চারটা।

সস্তা হোটেল রুমের জানালার পর্দা টেনে দিয়ে নিচের জনশূন্য রাস্তায় তাকাল গ্রেস। আর দশ মিনিটের মধ্যে সকাল হবে। এখন বাইরেটা অন্ধকার। ভবনগুলো যেন গায়ে আলকাতরা মেখে আছে।

দ্রুত জামাকাপড়র পরে নিল গ্রেস। ব্যাকপ্যাকটি হাল্কা তবে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্রই এতে আছে। আয়নায় তাকাল ও।

তোমার জন্য, লেনি, মাই ডার্লিং।

যা করছি সবকিছুই তোমার জন্য।

নিরবে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল ও, মিলিয়ে গেল আঁধারে।

একাশি

জনশূন্য রাস্তা। ঘুমাচ্ছে আনতানানরিভো। আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে, শুকনো ঋতু শুরু হবে, শীতল পাহাড়ি বাতাস এসে মুঠোয় পুরে নেবে শহর। তবে আজ রাতে সুপের মতো ঘন বাতাস, বৃষ্টিসহ বজ্রপাত হওয়ার আশংকায় ভারী হয়ে আছে। শূন্য নগরীতে ছায়ামূর্তির মতো চলেছে গ্রেস, ভাইরাসের মতো নীরব এবং ভয়ংকর।

গতকাল ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। *সে যদি ওখানে না থাকে? যদি ওটা এই রহস্যময় ক্রেতা না হয়? যদি এটা জন না হয়?*

তবে আজ পাহাড় বেয়ে লো কোকুনের দিকে এগোচ্ছে ও, এপ্রিলের থমথমে আকাশ ভেদ করে ভোরের প্রথম আলোর রেখায় ওর সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হলো। ও এখানে আছে। জন মেরিভেল এখানেই আছে। গ্রেস যেন ওর গন্ধ পাচ্ছে, তার উপস্থিতি টের পেয়ে নিজের শরীরটা জ্যান্ত উঠল, যেন ভূতের ওঝা ভৌতিক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করছে।

জ্যাকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের স্পর্শ নিল ও।

সময় হয়েছে।

'আমি দুঃখিত স্যার। আনতানারিভোর ভোর বেলার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।'

চেক-ইন ডেস্কের মেয়েটি পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে শ্রাগ করল, যেন বলছে 'আপনি আমার কী করতে পারবেন?' মিচের ইচ্ছে করল ডেস্কের ওপর দিয়ে লাফ মেরে মেয়েটার গলা টিপে ধরে। দাঁতে দাঁত ঘষল ও।

'নেক্সট ফ্লাইট কখন?'

'ন'টার সময়। তবে সবকিছু নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর।' ঝড় চলতে থাকলে ওরা এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দিতে পারে।' এ জন্য তোমার দাঁত ঘষা করার কোন প্রয়োজন দেখছি না।

জন মেরিভেল কেন মাদাগাস্কার আসবে? মিচ এবং হ্যারির ধারণা এর কারণ এ দ্বীপটির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন আনুষ্ঠানিক চুক্তি নেই। সে ফেডারেল আইনের লম্বা হাত থেকে এখানে মুক্ত থাকবে। তবে এটাই যদি একমাত্র কারণ না হয়? সে তার হোটেল ম্যানেজারকে বলেছিল এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে। এবং এই বন্ধুটি কে? মিচের প্রথমেই গ্রেসের নাম মনে এসেছে। গ্রেস কি জনের সঙ্গে কোনভাবে যোগাযোগ করেছে এবং তাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্ররোচিত করেছে। মার্কিনী আইনের

কবল থেকে পলায়নপর দুই অপরাধী ওরা, হয়তো গ্রেস জনকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছে যা গেছে, গেছে। এখন সে সখ্য করতে চায়। যদি তাই হয়, মিচ নিশ্চিত গ্রেস ওকে মৃত্যুফাঁদে ফেলতে যাচ্ছে।

মিচ ক্যারোলিন মেরিভেলকে ফোন করেছিল। ওকে ঘুম থেকে তুলেছে। 'জন কি কখনও মাদাগাস্কার গিয়েছিল? ওখানে ওর পরিচিত কেউ কি আছে?'

ক্যারোলিনের জবাব মিচের সন্দেহ দৃঢ় করেছে। হ্যাঁ, জন একবার অসুস্থতার জন্য মাদাগাস্কারের আনতানানারিভো দ্বীপে গিয়েছিল। মিচ বুঝতে পেরেছিল জন এখন কোথায় আছে। ও জানে গ্রেস কোথায় রওনা হয়েছে। কিন্তু অনিবার্যতাকে বাধা দেয়ার সময় কি সে পাবে?

'আমি ন'টার ফ্লাইটে একটা টিকেট চাই, প্লিজ।'

মেয়েটা আবার কম্পিউটার পর্দায় তাকাল, 'এই রে, এ ফ্লাইটের সমস্ত সিট বুকড হয়ে গেছে। আপনি কি স্ট্যান্ডবাই থাকতে পারবেন?'

বহু কষ্টে রাগ দমন করল মিচ। পাঁচ থেকে এক পর্যন্ত গুনে বলল, 'পারব।'

মিচ আবার হ্যারির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল।

হ্যারি বেইনের স্লিপিং ব্যাগের পাশে রাখা সেল ফোন নিঃশব্দে ভাইব্রেট করছে। ইসালো ন্যাশনাল পার্ক ক্যাম্পসাইটে আছে ও। সকাল পাঁচটা বাজে। বাইরে হাইকাররা ক্যাম্পফায়ার জ্বালিয়ে গরম গরম কফি পান করে তাদের ক্যামেরা চেক করে দেখছে। একটু পরেই তারা ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়বে। ইসালোর সেরা আকর্ষণ এখনকার পক্ষী জীবন। খুব ভোরে উঠতে না পারলে পাখিদের ভালোভাবে দেখা যায় না।

তবে পক্ষীদর্শনের কোনই আগ্রহ নেই হ্যারির। সে টোলিয়ারা এসেছে জন মেরিভেলের খোঁজে। কিন্তু এখানেও দেখা যাচ্ছে বুড়ো হাঁসের পেছনে ছোটা[illegible]র। যে তাকে ওই চিরকুটটি লিখেছে সে ইচ্ছে করেই ওর সঙ্গে এই খেলাটা খেলছে। ইসালোর রেঞ্জারদের কেউ জনের টিকিটিও দেখেনি।

গত রাতে আনতানানারিভোতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল হ্যারির। কিন্তু সময় কুলিয়ে উঠতে পারেনি। শেষে রাতে পার্কেই শুয়ে পড়েছে।

ওর ফোন পাঁচ ছ'বার বেজে নিরব হয়ে গেল। কানে ফোনের ইয়ারপ্লাগ গোঁজা হ্যারি টেরই পেল না ফোন বাজছে। সে নাক ডেকে ঘুমাতে লাগল।

পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক নামাল গ্রেস। ভেতরে বেশ লম্বা একটি রশি, প্লায়ার্স, চক, এক টুকরো কালো কাপড় আর ডিকটাফোন টেপ রেকর্ডার।

রশির একপ্রান্তে সহজ একটি ফাঁস তৈরি করে ওটা লো কোকুনের দুর্গ আকৃতির বাইরের দেয়াল লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। কয়েকবারের চেষ্টায় রশিটি আটকে গেল একটি বাথরুমের জানালার নিচ থেকে বেরিয়ে আসা ধাতব একটি রডে। ভোর হয়ে আসছে। হাতে চক ঘষে নিয়ে রশি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল গ্রেস। দেয়ালটা সদ্য কামানো

চামড়ার মতো মসৃণ এবং ভেজা বাতাসের কারণে পিচ্ছিল। বারবারই ও পিছলে যাচ্ছিল। অর্ধেকটা দেয়াল বাইবার পরে মনে হলো আর বুঝি উঠতেই পারবে না। তালু ভিজে গেছে ঘামে, রশির ঘষায় ছিলে গেছে চামড়া।

ও হঠাৎ করে পিছলে যেতে শুরু করল। দ্রুত গতিতে পিছলে নেমে যাচ্ছে রাস্তায়। মুখ তুলে চাইল গ্রেস। আর পনেরো ফুট উচ্চতায় দেয়ালের মাথা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওর শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চাপল ও। রশিটা দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে পতন থামাল। তালু ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। কিন্তু পাত্তা দিল না গ্রেস। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ও আবার দেয়াল বাইতে শুরু করল। নিজেকে রক্ষার জন্য নয়। জন মেরিভেলকে ধ্বংস করার জন্য।

দেয়ালের ওপাশে রয়েছে সেই লোকটা যে লেনিকে হত্যা করেছে। যে তোমার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। সে তোমার বাড়িতে বাস করছে, তোমার অভয়ারণ্যে আশ্রয় নিয়েছে, তোমার টাকা খরচ করছে।

প্রচণ্ড রাগ যেন দেয়ালের ওপর টেনে তুলতে লাগল গ্রেসকে। হাতের রক্ত আর শরীরের ঘাম মিলেমিশে এক হয়ে গেছে, ওর চামড়ায় রশি সৃষ্টি করছে ক্ষতের কিন্তু কোন ব্যথা অনুভব করছে না গ্রেস। সে দেয়ালের মাথা দেখতে পাচ্ছে। এইবার ওটাকে স্পর্শ করল। তারপর দেয়ালের অপরপ্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসল। পেছন থেকে রশিটা টেনে তুলে নিল। তারপর লো কোকুনের উঠোনের বাগানে নেমে পড়ল ও।

প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মিচ। ঘন, ধূসর মেঘ ছাড়া কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ও গ্রেস কিংবা জন মেরিভেলের কথা না ভাবার চেষ্টা করছে। ভাবছে হ্যারি বেইনের কথা। লোকটার কী হয়েছে? প্রয়োজনের সময় সে কোথায়?

লো কোকুন প্রকাণ্ড বাড়ি, অসংখ্য করিডোর, বেডরুম, ছোট ছোট লুকানো বাগান আর টেরাস নিয়ে এক ধাঁধা। বাড়ির ভেতরটা সার্চ করবে গ্রেস তবে সবার আগে সিকিউরিটি অ্যালার্ম, ক্যামেরা এবং ফোন লাইন অকেজো করে দিতে হবে।

লো কোকুনের প্রাচীন সিকিউরিটি সিস্টেম দেখে লেনি অনুযোগের সুরে বলতেন, 'কত তারফার দেখেছ? দেখে মনে হয় সত্তর দশকের কোন ফালতু সাই-ফাই মুভি।' তবে তিনি সিস্টেমটির পরিবর্তন করেননি। গ্রেস আশা করল জ্যান বিয়ারেন্সও এ বাড়ির নিরাপত্তা সিস্টেম নিয়ে মাথা ঘামান নি।

পেছনের কিচেন ডোরে এগিয়ে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রেস। জ্যান সাহেবও কোন কিছুতে হাত দেননি। যেমন ছিল সব তেমনই আছে। লেনি এবং তার সময়কালের বেতোরোগীদের মতো ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরাটি সেই আগের পুরানো ফিউজ বক্সের দিকেই মুখ করে আছে। ক্যামেরার পেছনে চলে এল ও সঙ্গে আনা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর প্লায়ার্স বের করে ফিউজ বক্সে পা বাড়াল।'

ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ ঘষছে হ্যারি বেইন। মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারল না কোথায় আছে। তারপর মনে পড়ে গেল। সে ফোনের দিকে হাত বাড়াল। লাল মেসেজ বাতিটি দপদপ করে জ্বলছে। ফোন খুলে ভয়েস মেইলের চাবি টিপল হ্যারি।

'তোমার জন্য... সাতটি মেসেজ আছে।'

সাতটি?

ও ধড়মড় করে উঠে বসল। শুনতে লাগল মেসেজ।

কিচেন ডোরে ধাক্কা দিতেই ওটা খুলে গেল।

জন নিশ্চয় এখানে নিজেকে নিরাপদ ভাবছে। যেরকম আমরা ভাবতাম।

পৃথিবীতে মাত্র দুটো জায়গা আছে যেখানকার ঘরের দরজা কখনও বন্ধ করত না গ্রেস এবং লেনি। মাদাগাস্কার ও নানটুকেট। জন দুটো জায়গার স্মৃতিই নষ্ট করে দিয়েছে, বিষাক্ত করেছে যেভাবে সে যা স্পর্শ করেছে তা-ই বিষাক্ত হয়ে গেছে। সিকিউরিটি ব্ল্যাংকেটের মতো প্রবল ঘৃণা যেন জড়িয়ে ধরল গ্রেসকে, সে অন্ধকার কক্ষটি পার হলো। কেমন গা ছমছমে। মাথার ওপর পরিত্যক্ত পুতুলের মতো নানান বাসন কোসন ঝুলছে। ওর সামনে তিনঠেঙ্গা প্রকাণ্ড স্টোভ। প্রাচীন। ওতে কারও হাতের স্পর্শ লাগেনি। ওটার পাশে, কাউন্টার টপের ওপরে একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন। নতুন ওভেন। বাক্সটি কিনারে পড়ে রয়েছে। জন এটা ব্যবহার করছে কি না কে জানে।

কিচেনের ভেতরের দরজা খুলতেই উদ্ভাসিত হলো একটি ছোট পাথুরে প্যান্ট্রি। ভাঁড়ার ঘরটির পাশে সিঁড়ি। এ সিঁড়ি মূলত গৃহভৃত্যদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হতো। বাড়ির পশ্চিম দিকে সেলার থেকে চিলেকোঠা যেতে এ সিঁড়ি ব্যবহার করত তারা। গ্রেস পিস্তল বের করল– এটা গেভিন উইলিয়ামসের হলেও এখন নিজের জিনিস বলেই ভাবে ও– সিঁড়ি বাইতে লাগল।

বাড়িটি ভীষণ নীরব। নিজের নিঃশ্বাস, হাঁটার সময় কাপড়ের খসখস, পানির পাইপের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ নেই। মাত্র ক'দিন আগেও গ্রেস এ বাড়িতে বসে সদাশয় জ্যান বিয়ারেন্স সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু তিনি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছেন। খালি খালি লাগছে ঘর। জন যে কোন আসবাব নিয়ে আসেনি বোঝাই যায়। বাড়িটিকে মনে হচ্ছে মৃত। জনের উপস্থিতিই যেন এটার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

হঠাৎ একটা দরজা দড়াম শব্দে বাড়ি খেল। শব্দটা এমন বিকট এবং অপ্রত্যাশিত, গ্রেস আরেকটু হলেই চিৎকার দিয়ে ফেলছিল। শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। ও প্রায় দোতলায় চলে এসেছে, কিন্তু শব্দটা হয়েছে নিচ তলা থেকে। নিঃশব্দে ঘুরল গ্রেস।

ওই ফ্লোরে, ভৃত্যদের ব্যবহৃত সিঁড়ির দরজার ওপাশেই মার্বেল পাথরের তৈরি বৃহদায়তন একটি আট্রিয়াম। পেন্টাগন আকৃতির, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত পাঁচটি খিলান মিলেছে নানান রিসেপশন রুমে। ভেতর দিকের লাইব্রেরি এবং স্টাডিরুম লো কোকুনের ছোট্ট মূল উঠোনের দিকে মুখ করে আছে, তবে ডাইনিং এবং লিভিং রুমগুলো

মূল বাগানের দিকে মুখ করা। প্রতিটিতে রয়েছে ফ্রেঞ্চ ডোর। গ্রেস সাবধানে আট্রিয়ামে প্রবেশ করল, চারপাশে তাকাল, দ্বিতীয় শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। মুখে মৃদু বাতাস ছুঁয়ে গেল। ড্রইংরুমের দরজাগুলো বাগানের দিকে খোলা। গ্রেস এক কদম এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওই যে সে।

ওকে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছে গ্রেস, হেঁটে বাগানে ঢুকছে, পরনে পাজামা এবং বাথরোব। একহাতে কফি মগ, অপর হাতে বই, ছুটি কাটাতে আসা ট্যুরিস্টদের মতো লাগছে দেখতে। ওর লাল চুলগুলো আউলা ঝাউলা। ওকে খুবই হালকা পাতলা এবং ক্ষুদ্রাকৃতির দেখাচ্ছে। এবং খুব স্বাভাবিক। কোন ভয়ংকর নির্দয় খুনীর সঙ্গে এই মধ্য বয়স্ক লোকটাকে মনের ছবিতে মেলানো যায় না।

বিচারের পরে জনকে এই প্রথম সামনাসামনি দেখছে গ্রেস। জেলখানার প্রথম দিককার আতংকের দিনগুলো মনে পড়ে গেল ওর। কোরা বাডস পিটিয়ে ওকে প্রায় মেরে ফেলছিল। তখনও গ্রেস বিশ্বাস করত জন মেরিভেল ওকে এই নরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। জন ছিল তার বন্ধু। একমাত্র বন্ধু।

পিস্তলের সেফটিক্যাচ রিলিজ করল ও।

'জন।'

ওর ডাক শুনতে পায় নি জন। গ্রেস সামনে পা বাড়াল, দ্রুত কদমে হাঁটছে, তারপর দৌড় দিল।

'জন!'

ঘুরে দাঁড়াল জন। পিস্তলটা দেখামাত্র তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। হাত থেকে পিছলে গেল কফি মগ, টেরাসের পাথুরে পেভমেন্টে পড়ে ভেঙে ছত্রখান হলো। সহজাত প্রবৃত্তিতে সে একপাশে ঝটিতে সরে গেল, মাথা ঢাকল দু'হাত দিয়ে। আর তখনই গ্রেস দেখতে পেল সে একা নয়।

ওর পেছনে, লন চেয়ারে আরেকজন লোক বসে আছে। প্রথমে শুধু তার মাথার ওপরের অংশ এবং পায়ের ওপর পা তুলে থাকার কারণে একটা চপ্পল দেখতে পেল। তবু একে কেমন চেনা চেনা লাগল গ্রেসের। তার শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। চেয়ারে বসা মানুষটার নড়াচড়া, শরীরের ভাষা বড্ড চেনা ওর।

প্রস্তরমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রেস, লোকটা মন্থর গতিতে ঘুরছে। তার মুখটা দেখার আগেই ও বুঝে গেছে সে কে। তার ভঙ্গি ধীরস্থির এবং নিরুদ্বেগ, পেছনের হট্টগোল, জন মেরিভেলের আতংক, কোন কিছুই তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। অমন আত্মবিশ্বাস শুধু একটি মানুষের মধ্যেই দেখেছে গ্রেস। বিপদের মুখে অমন মানসিক স্থৈর্য এবং অবিচলচিত্ততা আর কারও মধ্যে লক্ষ করেনি সে।

'হ্যালো, গ্রেস,' হাসলেন লেনি ব্রুকস্টিন। 'আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

বিরাশি

গ্রেসের চোখের সামনে ওর গোটা জীবন ঝিলিক দিয়ে উঠল। ও কি স্বপ্ন দেখছে? নাকি দু:স্বপ্ন? ওর মনের একটা অংশ লেনিকে স্পর্শ করতে চাইছে, দেখতে চাইছে সে সত্যি কিনা। কিন্তু কেন জানি ইতস্তত:বোধ করছে।

'আমি তোমাকে দেখেছি! তোমার লাশ দেখেছি,' কাঁপছে গ্রেস। 'আমি মর্গে গিয়েছিলাম, ফর গডস শেক।'

'পিস্তলটা নামিয়ে রাখো না?' মসৃণ কণ্ঠ লেনির। সম্মোহক। 'আমরা কথা বলি।'

লেনির কথা মেনে নিয়ে গ্রেস পিস্তল নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, এমন সময় জন মেরিভেল ওর দিকে এক কদম এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে অস্ত্রটি ঘোরাল গ্রেস, পিছিয়ে গেল, ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল। 'ডোন্ট মুভ।' খেঁকিয়ে উঠল ও।

পিছিয়ে গেল জন।

'ওই চেয়ারে বসো। মাথার ওপর হাত তুলে রাখো।'

নির্দেশ পালন করল জন, লেনির পাশের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল।

লেনির দিকে তাকাল গ্রেস। 'তুমিও।'

লেনির একটা ভুরু ওপরে উঠল, যেন ভয়ানক বিস্মিত হয়েছেন। তিনি কোলের ওপর হাত জোড়া রাখলেন। দু'জনের মাঝখানে পিস্তল ধরে রেখে গ্রেস তার ব্যাকপ্যাক খুলে ডিকটাফোন বের করল। রেকর্ড বাটনে চাপ দিয়ে ওদের মাঝখানে ওটা রাখল।

'কথা বলো,' হুকুম করল ও।

লেনি গ্রেসের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছেন না। কী সুন্দর মুখশ্রী! কিন্তু ও অনেক বদলে গেছে। অবশ্য বদলাতে হয়েছে ওকে। না হলে সেই মিষ্টি, ছোট্ট মেয়েটি টিকে থাকতে পারত না।

'তুমি কী জানতে চাও?'

'সবকিছু। আমি সবকিছু জানতে চাই, লেনি। আমি সত্য জানতে চাই।'

কথা বলতে শুরু করলেন লেনি ব্রুকস্টিন।

তিরাশি

'এর শুরু অনেক আগে, গ্রেস। আমি যখন কোরাম প্রতিষ্ঠা করি তখন তুমি খুবই ছোট। চার/পাঁচ বছর বয়স হবে হয়তো। এর আগে কয়েকটি ফাণ্ড আমি গঠন করেছিলাম, কিছু টাকাও পেয়েছিলাম, তবে সবসময়ই জানতাম কোরাম হবে আলাদা। আমি পৃথিবী শাসন করার অভিযানে নেমে পড়েছিলাম এবং আমি তা করেছি।'

জন মেরিভেলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন লেনি। জনও হাসিটি ফিরিয়ে দিল, তার চোখেমুখে অন্ধ ভালোবাসা। পুরানো সেই দিনের মতো। *ও ওকে ভালোবাসে। জন সবসময়ই লেনিকে ভালোবাসত। আমি সে কথা ভুলে গেলাম কী করে?*

লেনি বলে চললেন, 'ফান্ডের প্রথম দিককার দিনগুলোতে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তখন নব্বুই দশকের শুরু, অর্থনীতির অবস্থা খুবই খারাপ, লোকজন তাদের চাকরি হারাচ্ছিল, গৃহহীন হয়ে পড়ছিল। কেউ বিনিয়োগ করতে চাচ্ছিল না। আমি প্রতিটি সেন্ট বাজি ধরি কোরামের পেছনে। কোরামের পতন হলে আমি তলায় চলে যেতাম আবার গরীব হয়ে পড়তাম, ফিরে যেতে হতো সেই চল্লিশের দশকে। কপর্দকশূন্য অবস্থায়।' লেনির মুখে অন্ধকার ঘনাল। 'তুমি সে ভয়টা বুঝতে পারবে না, গ্রেসি। যেখান থেকে এসেছি আবার সেই নরকেই ফিরে যাওয়া– কী ভীতিকর সেই ভাবনা! ফিরে যেতে হতো সেই নোংরা আবর্জনা, ভায়োলেন্স আর ক্ষিদের রাজ্যে। না, অমনটি আমার জীবনে ঘটতে পারে না। আমি ঘটতে দেব না।' ক্রুদ্ধ কণ্ঠ লেনির যেন গ্রেসই তাঁকে টেনে নামানোর চেষ্টা করছিল। 'এবং জনকে ধন্যবাদ ওর কারণেই সেটা ঘটেনি।'

লজ্জায় রাঙা হলো জন মেরিভেল যেন কোন কিশোরী মেয়েকে হাইস্কুলের কোয়ার্টারব্যাক তার রূপের প্রশংসা করছে। নিরবে শুনে যাচ্ছে গ্রেস।

'আমার কাছে চমৎকার একটি মডেল ছিল। ফুলপ্রুফ। আর আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে জন নামের এই অসম্ভব বুদ্ধিমান মানুষটি। শুরুর দিকে ইন্সটিটিউশনাল ইনভেস্টরদের কাঁধে আমরা সওয়ার হই। তবে আমাদেরকে বড়লোক করে দেয় ছোটখাট বিনিয়োগকারীরা। মম অ্যান্ড পপ স্টোর, ছোট ছোট চ্যারিটি এরা আমাদেরকে তাদের টাকা দিয়েছে। ম্যাডঅফ এবং স্যান্ডফোর্ডদের কথা তো জানোই। সবক'টা স্নব।

এরা বড়লোক ছাড়া টাকা ধার দিত না, তুমি ধনী না হলে তোমার টাকা তারা বিনিয়োগ করবে না। সাধারণ মানুষ সমৃদ্ধ জীবনের স্বাদ উপভোগ করতে পারবে না এ কথা বলার তারা কে? আমেরিকান স্বপ্ন দেখার এখতিয়ার কি শুধু তাদের? কোরাম ওরকম ছিল না। আমরা ক্ষুদ্র মানুষদের ভালোবাসতাম, তাদেরকে বড়লোক বানিয়ে দিতাম, তারা আমাদেরকে ধনী বানাত। দীর্ঘ, দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়া চলেছে। লোকে সর্বদা এ অংশের অংশীদার ছিল।'

'ওই লোকগুলো,' গ্রেস তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে শব্দগুলো ফিরিয়ে দিল লেনির দিকে, তার তখনও মনে হচ্ছে সে একটা ভূতের সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু রাগটা সামলাতে পারল না। 'ছোটখাট বিনিয়োগকারীরা, তারা কোরামের কারণে সবকিছু হারিয়েছে। সবকিছু। পরিবারগুলো নিঃস্ব হয়েছে কারণ তুমি তাদেরকে নিঃস্ব বানিয়েছ। চ্যারিটিগুলো বন্ধ করে দিয়েছে তাদের দরজা। পরিবারের তরুণ ছেলেগুলো আত্মহত্যা করেছে কারণ–'

'কাপুরুষ,' ঘৃণাভরে মাথা নাড়লেন লেনি। 'টাকা মার যাওয়ার জন্য তুমি আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারো? দ্যাটস নট ট্রাজিক। ইটস প্যাথেটিক। কথাটা বলতে আমি বাধ্য হলাম, গ্রেস। তুমি যখন বিনিয়োগ করছ তখন ঝুঁকি নিচ্ছ। আমাকে টাকা দেয়ার জন্য কেউ তো ওদেরকে জোর জবরদস্তি করেনি।'

এই লোকটাকে গুলি করার জন্য হাত নিশপিশ করছে গ্রেসের। ট্রিগারে একটা চাপ দিলেই ওর বুলি কপচানো এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে।

যে লেনিকে সে বিশ্বাস করত, ভালোবাসত এ সে নয়। এর কথাগুলো হজম করতে কষ্ট হলেও শুনে যাচ্ছে গ্রেস। ওকে তো সত্যটা জানতে হবে।

'সে যাকগে,' বলে চললেন তিনি, 'কয়েক বছর ধরে ভালোই চলছিল সবকিছু। তারপর ২০০০ সাল নাগাদ উল্টে গেল গণেশ। শুরু হলো টেকনিকাল বুম, ইন্টারনেটের উত্থান এবং ওটা ছিল এক উন্মাদ সময়। স্রেফ উন্মাদনা। রাতারাতি, প্রতিটি বিজনেস মডেল, তোমার জানা প্রতিটি ইনভেস্টমেন্ট স্ট্রাটেজি যেন বিগড়ে দিল মাথা। বাচ্চা বাচ্চা পোলাপান, কেউ কেউ তখনও কলেজে পড়ে, ব্যবসা করছিল কিন্তু লাভের মুখ দেখছিল না একপয়সাও, তারা ঘুরে দাঁড়াল এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারে নিজেদেরকে বিক্রি করতে লাগল। যেদিকে তাকাও সবাই রকেট বানাচ্ছিল এবং একে অন্যের লেজ ধরে টানাটানি করছিল। আমার মতো পুরানো ডাইনোসাররাও এ জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।' স্মৃতি মনে পড়তে উত্তেজনায় ঝিকমিক করতে লাগল লেনির চোখ। 'ওই সময় তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়, হানি। আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। আমি তোমাকে সবসময় ভালোবাসতাম, তুমি জানো।' গ্রেসের দিকে তাকালেন তিনি অশ্রুসজল চোখে।

গ্রেস মনে মনে বলল, ও আসলে একটা পাগল। আমার এত বড় ক্ষতি করার পরে আবার কী করে ও ভালোবাসার কথা বলে? মুখে বলল, 'বলে যাও।'

কাঁধ ঝাঁকালেন লেনি। 'এরপরে শুধু সামনে এগিয়ে চলা। আমি প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম ইন্টারনেট ব্যবসায়, বেশ কিছু ফটকা ব্যবসা কিনে নিই এবং ধরা

খাই। ২০০১ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে আমি লস করেছি–' সটিক তথ্যের জন্য জন মেরিভেলের দিকে তাকালেন–।... নির্দিষ্ট সংখ্যাটা মনে নেই। অনেক টাকা। দশ বিলিয়ন তো হবেই।'

'কমপক্ষে,' বলল জন।

'এটা কী করে হলো?' জিজ্ঞেস করল গ্রেস।

'কী করে হলো? তুমি একটা বাজি ধরেছ এবং তাতে হেরে গেছ। ব্যস ওভাবেই হলো। তবে আমাদের বাজির পরিমাণটা ছিল অনেক বড়।'

'এর কথা কেউ জানত না?'

'জানতা না কারণ আমি তাদেরকে বলিনি,' বললেন লেনি। 'আমি বোকা নাকি যে বলে দেব? আমি সাবধানী ছিলাম গ্রেসি। আমি আমার চিহ্ন মুছে ফেলেছিলাম। কোরামের মতো জটিল এবং নানামুখী ব্যবসায় তুমি একে এর প্রকৃত আয়তনের চেয়ে অনেক বড় করে দেখাতে পারো এবং তোমার লায়াবিলিটিজও লুকিয়ে রাখতে পারো। আমরা কিছু কাগজপত্র এবং কম্পিউটার রেকর্ড ধ্বংস করে ফেলি, বাণিজ্য বন্ধ করে দিই। আমাদের ফাণ্ড ক্রমাগত সরিয়ে ফেলতে শুরু করি, এক জুরিসডিকশন থেকে আরেক জায়গায়। ২০০৩ এবং ২০০৫ সালে SEC গন্ধ পেয়েছিল বটে তবে কখনও অফিশিয়াল তদন্তে যায়নি।'

'তার মানে তুমি মিথ্যা কথা বলেছিলে। তুমি তোমার ছোটখাট বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা বলেছ যারা তোমাকে বিশ্বাস করেছিল। যেভাবে তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছ।'

'আমি ওদেরকে প্রটেক্ট করছিলাম। এবং তোমাকেও।' চেঁচিয়ে উঠলেন লেনি।

'আমাকে প্রটেক্ট করছিলে?' বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে রাখল গ্রেস।

'অবশ্যই। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না? ওরা যদি আতংকিত হয়ে না উঠত, আমার ওপর হামলে না পড়ত, আমি ওদের টাকা ফেরত দিতে পারতাম। আমি তা শুরুও করেছিলাম, গ্রেস। এটাই সবচেয়ে পরিহাস যে যে নিঃস্ব পরিবারগুলোর জন্য তুমি আমাকে চোখের পানি ফেলতে বলছ তারাই আমাদের সবাইকে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, আমি নই। সবাই যদি একসঙ্গে টাকা ফেরত না চাইত আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু সে সুযোগই আমি পাইনি। প্রথমে বিয়ার গেল, তারপর লেহ্ম্যান, ওটা ছিল একটা চরম হাঙ্গামা। ওই হারামজাদারা আমার সমস্ত অর্জন ধ্বংস করে দিয়েছে। ওরা আমার জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। আমি বাধা দিতে পারি নি। শুধু একটি ব্যাপার নিশ্চিত করেছি ওদের সঙ্গে ডুবে যাইনি। আমাকে সারভাইভ করতে হয়েছে, গ্রেস। আই হ্যাড টু সারভাইভ।'

'বোটের আইডিয়াটি জনের। সিদ্ধান্ত নিই কাজটা আমরা নানটুকেটে বসে করব, সুইসাইডের মতো দেখাতে হবে ব্যাপারটা। একবার ভেবেছিলাম স্রেফ অদৃশ্য হয়ে যাব। তবে কোন ঝুঁকির মধ্যে যেতে চাইনি। কোরামের ওপর ঝড় আছড়ে পড়ার ইঙ্গিত

পেয়ে চাইনি কোন পাহারাদার আমাকে খুঁজতে থাকুক। আমাদের শুধু একটা লাশের দরকার ছিল।'

কেঁপে উঠল গ্রেস। *মর্গের সেই বিকৃত লাশ। ডেভি বুকোলার ছবি। খণ্ডিত মস্তক...*

'তার মানে... তার মানে তুমি কাউকে হত্যা করেছ?'

'ওকে কেউ চিনত না। দ্বীপের গৃহহীন, ছন্নছাড়া এক মাতাল। মদ খেয়ে লিভারের যে দশা করেছিল তাতে আরও কিছুদিন লোকটা বাঁচত কিনা সন্দেহ। আমি ওকে বোটে নিয়ে আসি, হাতে ধরিয়ে দিই বুরবনের একটা বোতল এবং ওকে মদ পান করার সুযোগ দিয়ে চলে আসি। মদ খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পরে আমি আমার কর্তব্য পালন করি।'

মুখে হাত চাপা দিল গ্রেস। টের পেল বমি আসছে।

'ইয়াহ। কাজটা মোটেই সুখকর ছিল না,' ঘেন্নায় মুখ কোঁচকালেন লেনি। 'কিন্তু কাজটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম যাতে পুলিশ ভাবে লাশটা আমার। তাই ওটার চেহারা সুরত আমাকে পাল্টে দিতে হয়েছে। সবচেয়ে কঠিন ছিল আমার বিয়ের আংটি ওর আঙুলে পরানো। লাশটা ততক্ষণে শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। আর আঙুল ছিল মোটা মোটা। সে সঙ্গে প্রবল ঝড়ের তোড়ে কাজটা প্রায় দু:সাধ্য হয়ে পড়ে। কয়েকবার তো দমকা হাওয়ার ঠেলায় রেইলিং টপকে পড়েই যাচ্ছিলাম। তবে ওই সময় গর্ডন চলে আসে। ওকে দেখতে পেয়ে জীবনেও অত খুশি হইনি আমি।'

গর্ডন ওয়াকার। গ্রেস এবং লেনির হেলিকপ্টার পাইলট। চুপচাপ স্বভাবের, মিতবাক মানুষ। লেনির অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন কর্মচারী।

'গর্ডন আমাকে মেইনল্যান্ডের একটি নির্জন এয়ারস্ট্রিপে নিয়ে যায়। দেস ওখানে জেট বিমান নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সে সোজা আমাকে এখানে নিয়ে আসে।' দেসমণ্ড মন্টালবানো, ওদের C-5-এর পাইলট, তরুণ, উচ্চাভিলাষী এক সাবেক ফাইটার বিমান চালক। খুবই দু:সাহসী। 'জানতাম গ্রেডন মুখ বন্ধ রাখবে তবে দেসের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলাম না।'

'আঁতকে উঠল গ্রেস। 'ওকেও মেরে ফেলেছ তুমি?'

'মেরে ফেলেছি? অবশ্যই না।' কথাটা শুনে লেনি যেন অপমানিত বোধ করেছেন। 'ওকে প্রচুর টাকা দিয়েছি আমি। সারাজীবন বসে খেতে পারবে। তবে টাকাটা কীভাবে হস্তান্তর হয়েছে কেউ জানে না।' গর্ব ফুটল তার কণ্ঠে।

'তোমার টাকা হস্তান্তরের কথা তো কেউই জানে না,' তিক্ত গলায় বলল গ্রেস। 'বাকি টাকা কে লুকিয়ে রেখেছে? তুমি নাকি, জন?'

হাসলেন লেনি। 'ডার্লিং, গ্রেস। তুমি এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারনি? 'বাকি টাকা' বলে কিছু নেই।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল গ্রেস। 'মানে?'

'কাল্পনিক সত্তর বিলিয়ন ডলারের কথা বলছি যার জন্য সবাই হেঁদিয়ে মরছে। এর

কোন অস্তিত্ব নেই। কোন কালে ছিলও না।'

ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করছে গ্রেস।

'কোরাম টাকা বানাচ্ছিল এ কথা ঠিক। আমরা ব্যবসা করছিলাম। ইন্টারনেটে লস খাওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যবসা ভালোই চলছিল। আমাদের সোনালি সময়ে কুড়ি বিলিয়ন ডলারের মতো লাভ করেছিলাম। তবে সত্তর কভি নেহী। ২০০৪ সালে পুরো টাকাটাই চলে যায়।'

'সব টাকা?'

'কয়েকশো মিলিয়ন ডলার ছিল মাত্র। ওই টাকা দিয়ে আমি ঋণের সুদ দিচ্ছিলাম এবং আকস্মিক কোন অর্থনৈতিক ঝামেলায় পড়লে তা মেটাচ্ছিলাম। আর আমাদের লাইফস্টাইল মেইনটেইন করে চলছিলাম। তোমাকে আমি সবসময় সেরাটা দিতে চেয়েছি, গ্রেস।'

গত দুই বছরের দু:স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায় গ্রেস। বিড়বিড় করে বলে, 'তুমি আমাকে সবসময় সেরাটা দিতে চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। লোকে মনে করে ধনদৌলত দিয়ে সাফল্য নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তা নয়। আমেরিকায় অন্তত নয়। এটি নিরূপণ হয় সম্পদের উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে। লোকে যদি উপলব্ধি করে বা ভাবে যে আমি ধনবান এবং সফল, তারা আমাকে ক্রমাগত লোন দিয়ে যাবে এবং তারা তা করেছে। অন্তত: লেহম্যানের পতনের আগ পর্যন্ত। তারপর সবাই আঁতকে উঠেছিল। তারা অংক কষতে শুরু করেছিল এবং আমি জানতাম একটি এক্সিট স্ট্রাটেজি তৈরি করতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে।

'আমি জন এবং আমার জন্য কিছু টাকা সরিয়ে রেখেছি। আমাদের অবশ্য খুব বেশি টাকার দরকারও ছিল না। আমরা সবসময়ই সাধারণ জীবন যাপনের চিন্তা করেছি। তাই নয় কি?' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জন। 'মাদাগাস্কার একটি সাধারণ দ্বীপ, গ্রেস, তুমি তো জানোই। এ জন্যেই তুমি এবং আমি এ দ্বীপটিকে খুব ভালোবাসতাম। তুমি জানো, ডার্লিং, আমি এখানে এলে খুব শান্তি পাই মনে, 'লেনি উঠে দাঁড়ালেন, দু'হাত শরীরের দু'পাশে ছড়িয়ে দিলেন যেন আশা করছেন গ্রেস তাঁকে আলিঙ্গন করবে। 'সেই পুরানো দিনের মতো, আমরা তিনজন আবার একত্রে। তোমাকে আমি খুব মিস করেছি, গ্রেসি, তুমি ভালো করেই তা জানো। পিস্তলটা নামিয়ে রাখো। এসো, অতীতের কথা সব ভুলে যাই।'

চুরাশি

হেসে উঠল গ্রেস তবে উচ্চকিত হাসিটা নিস্প্রাণ একটা গর্জনের মতো শোনাল। হাসির দমকে ওর শরীর কাঁপতে লাগল, চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জল। তারপর সিধে হলো ও, পিস্তলটা তাক করল লেনির দুই ভুরুর মাঝখানে।

'ভুলে যাব? অতীতের সব কথা ভুলে যাব? তোমার মাথার ঠিক আছে তো? তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলেছ। তুমি টাকা চুরি করেছ, মানুষ খুন করেছ, মিথ্যা বলেছ, প্রতারণা করেছ এবং সমস্ত দোষের ভাগীদার করেছ আমাকে। আমি মর্গে গিয়েছিলাম, লেনি। ওই লাশটাকে দেখেছি। পচে ফুলেফেঁপে ওঠা সেই বেচারার লাশ যাকে তুমি হত্যা করেছ। আমি কেঁদেছিলাম। কেঁদেছিলাম কারণ ভেবেছিলাম ওটা তুমি। তোমাকে আমি ভালোবাসতাম।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসতাম, গ্রেস।'

'স্টপ ইট! অমন কথা মুখেও এনো না। তুমি আমাকে মৃত্যুর জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিলে। জনকে দিয়ে আমার ট্রায়ালে চাতুরী করিয়েছ। ওরা আমাকে জেলে পুরে দিয়েছিল এবং তুমিই এটা ঘটতে দিয়েছিলে। তুমি এটা ঘটিয়েছ। মাই গড, আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, লেনি। ভেবেছিলাম তুমি নির্দোষ।' মাথা নাড়ল গ্রেস। 'সমস্তটা সময়, আমাকে যেসবের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, সবকিছু তোমার জন্য আমি করেছিলাম। তোমার স্মৃতির জন্য। যে স্মৃতিতে তোমাকেই শুধু ভেবেছি আমি। তুমি কি জানো আজ আমি কেন এখানে এসেছি?'

মাথা নাড়লেন লেনি।

'জনকে খুন করার জন্য। হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি ওকে গুলি করতে যাচ্ছিলাম কারণ ভেবেছিলাম ও তোমাকে হত্যা করেছে। ভেবেছি ও টাকাটা চুরি করে তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

'জন? ও করবে আমার সঙ্গে বেঈমানি?' কথাটায় যেন খুব মজা পেলেন লেনি। 'মাই ডিয়ার গার্ল, গোটা পৃথিবী আমার সঙ্গে গাদ্দারী করেছে আর তুমি দায়ী করছ সেই একটি মাত্র মানুষকে যার বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনদিন প্রশ্ন তুলিনি আমি? ও অমূল্য।'

'আর আমার বিশ্বস্ততার মূল্য, লেনি? আমার ভালোবাসা? আমি তোমার জন্য সবকিছু দিতে পারতাম, যে কোন ঝুঁকি নিতে পারতাম, যে কোন কষ্ট সহ্য করতে পারতাম। তুমি আমাকে কেন বিশ্বাস করলে না? কোরামে ঝামেলা শুরু হওয়ার পরে

তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতে।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম? ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে? কী যে বলো না তুমি, গ্রেস! জীবনে কোনদিন কোন জিনিসের প্রাইস ট্যাগের ওপর তুমি চোখ বুলিয়েছ?'

কথা সত্য। সত্যি গ্রেস কোনদিন কোন জিনিসের কী দাম তাও দেখেনি। এজন্য ওর এখন লজ্জা লাগল।

'শোনো, তোমাকে বোধহয় আমার বিশ্বাস করাই উচিত ছিল, গ্রেসি। বোধহয় উচিত ছিল,' এই প্রথম লেনির চেহারায় অপরাধবোধের ছাপ ফুটে উঠতে দেখল গ্রেস। 'তোমাকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু বললামও তো আমাকে টিকে থাকতে হয়েছে। মানুষ নিজেদের নিবুর্দ্ধিতার জন্য কাউকে না কাউকে বলির পাঠা হিসেবে ব্যবহার করে। সে তুমি বা আমি যে কেউ হতে পারি, ডার্লিং।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

'এবং তুমি আমাকে সেই বলির পাঁঠা বানিয়েছ,' ট্রিগারে আঙুল বুলাল গ্রেস। 'হারামী।'

ভয়ে কুঁইকুঁই করে উঠল জন মেরিভেল। 'প-প্লিজ, গ্রেস।'

লেনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাকে কী বলতে বলো, গ্রেস। বলব যে আমি দুঃখিত?'

গ্রেসি একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি চাই তুমি বলবে তুমি দুঃখিত, লেনি। যে গরীব মানুষটাকে তুমি হত্যা করেছ তার জন্য দুঃখিত বলবে। দুঃখিত বলবে লাখ লাখ সেই মানুষগুলোর জন্য যাদের জীবন তুমি ধ্বংস করে দিয়েছ। দুঃখিত বলবে আমার জন্য, আমার যে দশা করেছ সে জন্য। বলো দুঃখিত। **বলো!**'

হিস্টিরিয়া রোগীর মতো ও এখন চিৎকার করছে। চিড়িয়াখানায় লম্ফঝম্প করতে থাকা জানোয়ারের দিকে মানুষ যেভাবে তাকায়, গ্রেসের দিকেও সেরকম বিরক্তি এবং অবজ্ঞা নিয়ে চাইলেন লেনি।

'না, আমি বলব না। কেন বলব? কারণ আমি মোটেই দুঃখিত নই, গ্রেস। এবং এ কাজ আবার করার সুযোগ পেলে একইরকম পুনরাবৃত্তি ঘটাব।' লেনির চোখ ধকধক করে জ্বলছে। আমি একজন সারভাইভর, গ্রেস। আমার বাবা হলোকাস্টে টিকে গিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকা এসেছিলেন একদম খালি হাতে। তবে গরীব বলে তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তবু তিনি টিকে যান। তিনি আমাকে একটি জীবন দিয়ে গেছেন। আমি সে জীবন দারিদ্র থেকে রক্ষা পাবার জন্য উৎসর্গ করেছিলাম। বাবা যে ভুলগুলো করেছেন তা আমি করতে চাইনি। আমি একজন ইহুদির সন্তান হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকতে চাইনি। চাইনি কান্ট্রি ক্লাবে ভিক্ষা করতে। সেই কান্ট্রি ক্লাবের মালিকও আমি হয়েছি। আমি বড়লোকের দুলালীকেও বিয়ে করেছি।'

গ্রেসের কপালে ভাঁজ পড়ল। *আমি তোমার কাছে তবে কেবল স্ট্যাটাস সিম্বল ছিলাম? এজন্যেই তুমি কুপার নোয়েলসের মেয়েকে বিয়ে করেছিলে?*

'সারভাইভ করার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা চাইতে বলছ? কক্ষনো তা চাইব না।

আমি একদম শূন্য থেকে উঠে এসেছি, গ্রেস। ধুলো থেকে তৈরি করেছি কোরাম।' রাগে হাত নাড়লেন তিনি।

'পরিশ্রমের তুমি কী বোঝো? প্রেজুডিস? দারিদ্র্য? কষ্ট?'

বেডফোর্ড হিলসের ভয়ংকর দিনগুলোর কথা ভাবল গ্রেস। দিন আনি দিন খাই অবস্থা ছিল ওর, আইনের কবল থেকে পালিয়ে বেরিয়েছে ও, গোটা পৃথিবী ওর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। ভাবল ধর্ষণকারীর সঙ্গে লড়াইয়ের কথা, গর্ভপাত করতে গিয়ে প্রায় মরতে বসার স্মৃতি, ক্রুচ দিয়ে নিজের কব্জি কেটে ফেলার কথা। *আমি কষ্ট সম্পর্কে কী জানি? শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে।*

লেনি বলে চললেন, 'তুমি তো আমেরিকান প্রিন্সেস। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ। যা চেয়েছ জীবন একটি তস্তরিতে করে তোমার কাছে সব তুলে দিয়েছে। এসব পাওয়া তোমার জন্মগত অধিকার ভেবে সেগুলো গ্রহণ করেছ। কোনদিন জিজ্ঞেস করনি এসব কোত্থেকে এল। ও নিয়ে তোমার মাথাব্যথাই তো ছিল না। কাজেই এখানে দাঁড়িয়ে বড় বড় নীতিবাক্য শোনাতে এসো না আমাকে। আমি দুঃখিত কারণ তোমাকে ভুগতে হয়েছে, গ্রেস। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো সাফার করতেই হতো। হয়তো তোমার কপালে তা-ই লেখা ছিল।'

'আমার কপালে তা-ই লেখা ছিল?'

'হ্যাঁ। অমন অবাক হয়ো না, ডার্লিং। তুমি তো পরিস্থিতি সামাল দিয়েছ, তাই না, শিখেছ কীভাবে টিকে থাকতে হয়। তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে। তুমি এখানে আছ, মুক্ত একজন মানুষ। আমরা সকলেই তাই। তুমি সত্য জানতে চেয়েছিলে এখন তো জানলে। আর কী চাও?'

গ্রেস ঠিক তখন বুঝতে পারল সে কী চায়।

'প্রতিশোধ, লেনি। আমি প্রতিশোধ চাই।'

গুলি হলো, শব্দটা উঁচু পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল। বুকে হাত দিলেন লেনি। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসে তার সাদা লিনেন শার্ট রঞ্জিত করে তুলল। গ্রেসের দিকে পরম বিস্ময় নিয়ে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। চিৎকার করে উঠল জন মেরিভেল, 'না!'

আরেকটা গুলি হলো, তারপর আরেকবার।

'গ্রেস!'

ঘুরল গ্রেস। ড্রইংরুম ধরে বাগানের দিকে ছুটে আসছে মিচ কনরস, সোনালি চুল ঘামে লেপ্টে রয়েছে কপালে। হাতে উদ্যত অস্ত্র। 'থামো!' কিন্তু ও থামল না। জন মেরিভেল বাড়ির দিকে দৌড় দিয়েছে। পাঁই করে ঘুরল গ্রেস লেনিকে দেখার জন্য। কিন্তু তিনিও নেই। না! আছেন! ওই তো হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছেন সামারহাউজের দিকে, পেছনে রেখে যাচ্ছেন রক্তের মোটা রেখা। আবার লক্ষ্য স্থির করল গ্রেস। হাত উঁচু করল গুলি করার জন্য কিন্তু তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল মিচ। গ্রেসি এবং লেনির মাঝখানে

মানব বর্মের ভূমিকা নিয়েছে।

'ইটস ওভার, সুইটহার্ট। থামো, প্লিজ। পিস্তল নামাও।'

চিৎকার দিল গ্রেস। 'সামনে থেকে সরে যাও, মিচ। **মুভ!'**

'না, তুমি ঠিক কাজ করছ না। জানি তুমি ন্যায়বিচার চাও কিন্তু এটা সে রাস্তা নয়।'

লেনি পালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রেস আর সহ্য করতে পারল না।

'সরো, মিচ। ঈশ্বরের দোহাই আমি গুলি করব!'

বাড়ির ভেতরে হুড়মুড় শব্দ হলো। বাড়ি খেল দরজা। লোকজন ছোটাছুটি করছে। মিচের পায়ের ফাঁক দিয়ে গ্রেস দেখতে পেল লেনি সামারহাউজে প্রায় পৌঁছে গেছেন। চোখের কোণে ধরা পড়ল জন মেরিভেল ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে। চিৎকার করছে, হাতে শটগান। গ্রেসের পেছনে পদশব্দ জোরালো হয়ে উঠল।

'পুলিশ! অস্ত্র ফেলে দিন!' কাজটা এখন করতে হবে নয়তো আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

শেষবারের মতো গর্জে উঠল গ্রেসের হাতের পিস্তল। আতংক নিয়ে দেখল ঘাসের ওপর ছিটকে পড়ে গেছে মিচ, বুলেট ঢুকেছে মাংসে। *মিচ!* চিৎকার দিল ও কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না।

ধারালো ফলা ওকেও ফালি ফালি করে কেটে ফেলেছে। ওর শরীরের পাশ, হাত এবং পা। জমিনে পড়ে গেল গ্রেস। রক্তাক্ত। শব্দগুলো আবছা হয়ে এল। গ্রেস চোখ মেলে শুধু কতগুলো পা দেখতে পেল। ছোটাছুটি করছে। মিচ তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে ঘাসের শয্যায়। লেনির খোঁজ করল গ্রেস। কিন্তু তাঁকে দেখতে পেল না। নিজের রক্ত দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করে দিল, চোখের সামনে লাল একটা পর্দা আকাশ এবং বৃক্ষ মুছে দিল, মোটা মখমলের মতো পর্দাটা একসময় ওর সমস্ত চেতনা ঢেকে ফেলল।

পঁচাশি
নিউইয়র্ক, একমাস পরে

সকাল সাতটা। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে গ্রেস। আনমনা। শীঘ্রি ও আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবে। চিরতরে। শান্তিময়, নির্জন কোন জায়গা খুঁজে নেবে যেখানে কেউ ওকে চিনবে না কিংবা ওর অতীত নিয়ে মাথা ঘামাবে না। স্পেন কিংবা গ্রিসের কোন আশ্রমে চলে যাবে ও। অবশ্য তারা যদি ওকে গ্রহণ করে। *আমাকে নিশ্চয় গ্রহণ করবে। ওরা তো পাপীতাপী, ক্রিমিনাল এবং গরীবদেরকে আশ্রয় দেয়। আর আমার তো এ তিনটি গুণই আছে।* গ্রেসের নতুন আইনজীবী ওকে জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ ওকে বড় অংকের একটি ক্ষতিপূরণ দেবে। এবং সেটি সাত অংকের নিচে হবে না।

ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই গ্রেসের। সরকার ওকে যা-ই দিক না কেন টাকাটা সে সঙ্গে সঙ্গে ক্যারেন উইলিস এবং কোরা বাডসকে পাঠিয়ে দেবে। ওর স্বাধীনতার জন্য ওদের কাছে ও ঋণী, এ ঋণ অর্থ দিয়ে শোধ হয় না। তাছাড়া, গ্রেস টাকা দিয়ে করবেটাই বা কী? ও শুধু এখান থেকে চলে যেতে চায়। তবে ও এখনই যেতে পারবে না। মিচকে সব কথা ব্যাখ্যা করবে ও। কিন্তু মিচ এখনও সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

হাতের ক্ষত স্পর্শ করল গ্রেস। এখান দিয়ে বুলেট ঢুকেছিল। একই রকমের চারটা ক্ষত রয়েছে গায়ে। সবগুলো শরীরে ডান পাশে, ওর পায়ে, নিতম্বে এবং কাঁধে। ডাক্তাররা বলেছেন ও ভাগ্যবতী তাই বেঁচে গেছে।

লো কোকুনের গোলাগুলি, জন মেরিভেলের খুন হওয়া এবং লেনি ব্রুকস্টিনের ধরা পড়ার রোমাঞ্চকর ঘটনা গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়ে গেছে। মাদাগাস্কার কর্তৃপক্ষ লেনিকে আমেরিকায় ফেরত পাঠাতে চান নি। কিন্তু স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুরোধ এবং মাদাগাস্কান অবকাঠামোগত কিছু প্রজেক্টে মার্কিন বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা অবশেষে মত বদলান।

হ্যারি বেইন স্থানীয় প্রেসকে ব্রিফ করেছে, 'মি. ব্রুকস্টিন জরুরি চিকিৎসার জন্য স্বইচ্ছায় তাঁর দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে– যদি তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন– তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন ইউএস জাস্টিন ডিপার্টমেন্ট।'

সেদিন বেইনই লো কোকুনে স্থানীয় পুলিশ এবং রিইনফোর্সমেন্ট পাঠিয়েছিল।

মিচের মেসেজ শোনার পরপরই সে আনতানানারিভোর পুলিশ চিফকে ফোন করে সব কিছু জানিয়ে দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে। পুলিশ চিফ প্রথমে একটু আমতা আমতা করলেও পরে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যান। হ্যারি পুলিশ বাহিনী নিয়ে অকুস্থলে পৌছে দেখে পেট এবং কুঁচকিতে গুলি খেয়েছেন লেনি ব্রুকস্টিন। আরেকটু উঁচুতে গুলি লাগলেই দফারফা হয়ে যেত। তবে তাৎক্ষণিক অপারেশনের কারণে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এফবিআই তাকে হেভি সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে সামরিক প্লেনে করে দেশ পাঠিয়েছিল।

তবে মিচ কনরস প্রাণে বাঁচবে কিনা সে ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত ছিল না। সুতোর ডগায় ঝুলছিল তার প্রাণ! গ্রেস ভয় পেয়ে গিয়েছিল তার গুলি বোধহয় মিচের শিরদাঁড়া গুঁড়ো করে দিয়েছে। কিন্তু পুলিশ তাকে আশ্বস্ত করে– গ্রেস নয়, জন মেরিভেলের গুলি খেয়েছিল মিচ। পুলিশ তাকে অস্ত্র সংবরণ করতে বললেও সে তা কানে না তুলে গ্রেস এবং তাদের দিকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করছিল বলে পুলিশ তাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়।

গ্রেসকে প্রেসিডেন্ট ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে লেনিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলা হবে।

প্রেসিডেন্ট এক ভাষণে বলেছেন, 'আমি জেনেছি মিসেস ব্রুকস্টিন আরও লক্ষাধিক আমেরিকানের মতো তাঁর স্বামীর প্রতারণার শিকার। তাঁর জন্য আমার এখন মায়া হয়।' প্রেসিডেন্টের কথা শুনে সবাই হাততালি দিয়েছে। গ্রেসের দুর্দশার কথা জেনে আমেরিকাবাসীর এখন তার জন্য মায়া হচ্ছে। কারণ আসল ভিলেনকে অবশেষে পাকড়াও করা গেছে। লেনিকে পাঠানো হয়েছে কলোরাডোর সুপার ম্যাক্স কারাগারে। এটি দেশের ভয়ংকরতম কারাগার। এখানে শুধু সবচেয়ে বিপজ্জনক মুসলিম সন্ত্রাসবাদী আর সাইকো শিশু হত্যাকারীদেরকে রাখা হয়।

এক নার্স গ্রেসের কাঁধে টোকা দিল।

'সুখবর। ওনার জ্ঞান ফিরেছে। আপনি কি দেখা করবেন?'

মিচকে ভয়ানক ম্লান আর রোগা লাগছে। শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে বেচারা। কমপক্ষে চল্লিশ পাউণ্ড ওজন হারিয়েছে ও, অনুমান করল গ্রেস।

'হ্যালো, স্ট্রেঞ্জার।'

'হ্যালো।'

কত কথা বলার ছিল কিন্তু কিছুই মনে আসছে না গ্রেসের। বদলে সে মিচের হাতটা তুলে নিয়ে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল।

'শুনলাম তুমি নাকি ট্রায়ালে লেনির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছ।'

'হ্যাঁ। তবে ব্যক্তিগতভাবে যেতে হয়নি। ওরা আমার স্টেটমেন্ট নিয়েছে।'

'লেনির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে, না?'

মাথা ঝাঁকাল গ্রেস।

'তাহলে তোমার সাক্ষ্যে কাজ হয়েছে।'

'লেনি নিজেই সবকিছু স্বীকার করেছে। আমার মনে হয় ও চেয়েছে লোকে জানুক ও কতটা চালাক। ট্রায়ালে ওকে নাকি মোটেই আপসেট মনে হয়নি। বরং ব্যাপারটা যেন উপভোগ করছিল সে।'

অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল। 'লোকটা এখনও নিজেকে নিরপরাধ ভাবছে, না?'

'মনে হয় না,' একটু বিরতি দিল গ্রেস। 'শুনলাম আজ ওর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে। সে আপিল করেনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দু'জনেই। তারপর মিচ বলল, 'জানি হাস্যকর শোনাবে প্রশ্নটা তবু জানতে চাইছি ওর জন্য কি তোমার এখনও কোন ফিলিংস আছে? ও যে মারা যাচ্ছে এ কথা জানার পরে? তুমি কি আপসেট?'

'না,' জবাব দিল গ্রেস। 'ওর জন্যে আমার কোন ফিলিংস নেই। আসলে কোন কিছুর জন্যেই আমার কোন ফিলিংস হয় না। আমি কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছি।'

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল মিচ। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে তো কম যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে যেতে হয়নি।'

'তোমাকে সত্যি বলি, আমার মনে হয় না আমি আর কোন কিছু অনুভব করতে চাইব।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রেস। মে মাসের শেষ। বসন্ত তার শেষ রঙে রাঙিয়েছে প্রকৃতিকে। গাছে গাছে রঙিন ফুল, ঝকঝকে নীলাকাশ, পাখিরা গাইছে গান। গ্রেস মনে মনে বলল, *জীবন এতো সুন্দর। কিন্তু আমি আর এর অংশ হতে পারব না।*

'জানো, সেদিন আমাকে কে ফোন করেছিল?'

মাথা নাড়ল মিচ। 'কে?'

'অনর। এফবিআই ওকে জ্যাক আর জেসমিনের কথা বলে দিয়েছে। জ্যাক আর আরেক টার্মের জন্য সিনেটর পদে লড়াই করছে না। ওদের ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমাকে শুধু এ কথা বলার জন্য ফোন করল?'

হেসে উঠল গ্রেস। 'আপা আমাকে বলল, 'আমরা কি আবার আগের মতো বোন হয়ে যেতে পারি না?' কনি আপু এবং মাইক দুলাভাই ইউরোপ চলে গেছে। আর আপা বোধহয় একদম একা হয়ে গেছে।'

সিধে হলো গ্রেস। হেঁটে গেল জানালার ধারে। ওর নর্তকীর ছন্দে চলাফেরা মুগ্ধ চোখে দেখল মিচ। মনে মনে বলল *ওকে আমি ভালোবাসি। ওকে আমি চাই। ওকে আমি সুখি করব।*

মিচ ওর দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়েই বোধকরি পেছন ফিরল গ্রেস। 'কী?'

লজ্জা পেল মিচ। ও কি কথাগুলো জোরে বলে ফেলেছে? নিশ্চয় তাই। সে বালিশে হেলান দিয়ে বসল। 'আমি তোমার প্রেমে পড়েছি, গ্রেস। তুমি রাগ কোরো না। কিন্তু

আমি না বলে পারলাম না।'

রাগ করল না গ্রেস। সে মিচকে খুব পছন্দ করে। ওকে বাঁচাতে এই যুবক নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। কাজেই ওর ওপর রাগ করার প্রশ্নই নেই। কিন্তু প্রেম? না। আর প্রেমে পড়তে পারবে না গ্রেস। লেনি অধ্যায়ের পরে আর নয়। প্রেম এক ফ্যান্টাসি। এর কোন অস্তিত্ব নেই।

মিচ বলল, 'চলো, আমরা বিয়ে করে ফেলি।'

হো হো করে হেসে উঠল গ্রেস। 'বিয়ে?'

'হ্যাঁ। কেন নয়?'

কেন নয়? লেনির কথা ভাবছে গ্রেস। নানটুকেটে ওদের অবিস্মরণীয় বিয়ের কথা মনে পড়ছে, তরুণী বধূ হিসেবে ওর সুখ, ওর আশা, ওর স্বপ্ন। ওগুলো সব ভেঙে গুঁড়িয়েই যায়নি, ওগুলোকে ভস্মীভূত করা হয়েছে, নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, মিশিয়ে দেয়া হয়েছে ধুলোয়, পরিণত করা হয়েছে ছাইয়ে, সেসঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে সুখি সেই মেয়েটি।

আজ রাতের মধ্যেই মারা যাবেন লেনি। বিষাক্ত ইনজেকশনের তীব্র জ্বালা সয়ে।

গ্রেস আর কোনদিনই বিয়ে করবে না।

'আমি আর কোনদিন বিয়ে করব না, মিচ। কক্ষনো না।'

মিচ গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল কথাটা সিরিয়াসলিই বলেছে গ্রেস।

'আমি যাচ্ছি।'

মিচের পেটের ভেতরটা কে যেন খিমচে ধরল। আতংকবোধ করল সে। 'যাচ্ছি? যাচ্ছি মানে কী? কোথায় যাচ্ছ? ঘর ছেড়ে যাচ্ছ?'

'না, এই দেশ ছেড়ে।'

'না, তুমি যাবে না। যেতে পারো না।'

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

'কিন্তু কেন? কোথায় যাবে?'

সামনে ঝুঁকল গ্রেস। এই প্রথম মিচের ঠোঁট চুম্বন করল। সংক্ষিপ্ত চুমু, তাতে কোন কামনা বাসনা নেই, আছে প্রায় মাতৃসুলভ ভালোবাসা। মিচের ইচ্ছে করল ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

'কোথায় যাবো জানি না। অনেক দূরে, নির্জন কোথাও। যেখানে আমি শান্তিতে, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে পারব।'

'বাজে কথা বলো না। তুমি আমার সঙ্গেই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে পারবে,' হাতের তেলোয় ওর মুখখানা বন্দি করল মিচ।

'আমি খুব সাধারণভাবে থাকি। আমার বাড়িতে চলো দেখবে আমার ঘরে বাহুল্য কোন আসবাব পর্যন্ত নেই।'

হাসল গ্রেস। ওর হাসি দেখে লাফিয়ে উঠে উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগল মিচ, 'আমি

যে কত সাধারণ আর অনাড়ম্বরভাবে থাকতে পারব কল্পনাও করতে পারবে না। তুমি চাইলে আমি সকালে শুধু ঠাণ্ডা পিজ্জা দিয়ে নাশতা করব। এমনকী ইলেকট্রিসিটিরও আমার দরকার হবে না। দু'জনে অন্ধকারে কম্বলের মধ্যে গাদাগাদি করে বসে থাকব।'

'থামো তো,' খিলখিল করে হাসছে গ্রেস।

মিচ ওর হাত টেনে নিয়ে আঙুলে চুমু খেল। 'তুমি যদি দেশ ছেড়ে চলে না যাও তাহলে আমিও আর তোমাকে বিয়ের কথা বলব না। শুধু একবার বলো... ওরা আমাকে এখান থেকে ছেড়ে দেয়ার পরে আমার সঙ্গে ডিনার করবে? অন্তত: একবার, প্লিজ?'

একটু ইতস্তত: করে গ্রেস বলল, 'ঠিক আছে। একবার। তবে তোমাকে কিন্তু কথা দিলাম না।'

উপসংহার

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল গ্রেস। বসন্তের রোদে অপূর্ব লাগছে নিউইয়র্ক মহানগরী, যে উজ্জ্বল এবং দারুণভাবে জীবন্ত শহরকে ও সারাজীবন ধরে চেনে। রাস্তাভর্তি মানুষ, যে যার কাজে ছুটে যাচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার হাসপাতালের দিকে তাকাল ও। মিচ কনরসের কথা ভাবছে, মনটা ভরে গেল মায়ায়। মিচ ভালো মানুষ, দয়ালু। শুরুতেই গ্রেস বুঝতে পেরেছিল এ লোকটি অন্যদের থেকে আলাদা। *অন্য জীবনে, ভিন্ন স্বপ্নে আমি ওকে ভালোবাসতে পারতাম।* কিন্তু সে সুযোগ আর নেই, বাতাসে পালকের মতো উড়ে গেছে। গ্রেস জানে ও আর কোনদিন পেছন ফিরতে পারবে না। ও কি সত্যি দেশের বাইরে চলে যাবে? হয়তো বা। কিংবা হয়তো এখানেই থাকবে, যেভাবে আগেও ছিল, বিশাল শহরের মধ্যে মিশে যাবে, অদৃশ্য হয়ে থাকবে।

মোড় ঘুরে সাবওয়ের দিকে হাঁটা দিল গ্রেস ব্রুকস্টিন। ওকে দেখে সাইডওয়াকের ভিড় যেন খুলে গেল, তারপর জড়বস্তুর মতো ওর চারপাশে ঘিরে ফেলল।

অদৃশ্য হয়ে গেল গ্রেস।

লেখকের কৃতজ্ঞতা

শেলডনের পরিবারকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ আমার প্রতি তাদের আস্থা, সমর্থন এবং সহৃদয়তার জন্য। ধন্যবাদ আমার সম্পাদকদেরকেও– মে চেন, ওয়েন ব্রুকারস ও সারাহ রিদারডনকে। ধন্যবাদ হারপারকলিনসের সকলকে যারা এ বইটির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ধন্যবাদ আমার এজেন্ট লিউক, মোর্ট, জাংকলো এবং টিফ লোহানিসকে এবং জাংকলো অ্যান্ড নেসবিটের সকলকে। তোমারই সেরা। এবং সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার নিজের পরিবারকে, বিশেষ করে আমার প্রিয় সন্তান সোফি, জ্যাক ও থিওকে এবং আমার স্বামী রবিনকে, যে আমার সবকিছুতে সমর্থন জোগায়। আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি।

